হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য ব্রেদ্‌রেন

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

BanglaBook.org

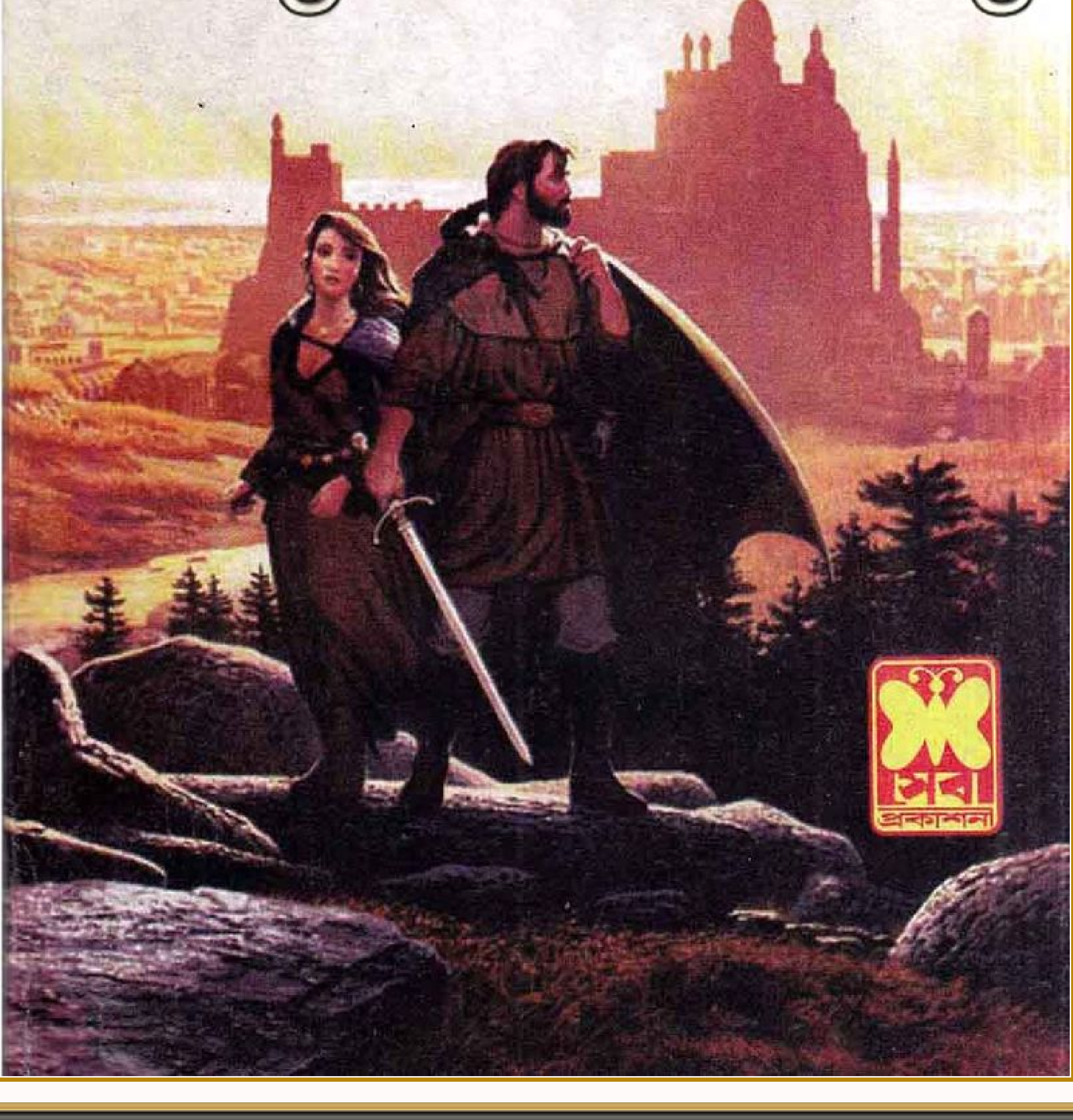

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
অসামান্য উপন্যাস

দ্য ব্রেদ্‌রেন

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

আরব এক রাজকন্যা ভালবেসেছিল ইংরেজ এক নাইটকে।
পালিয়ে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে।
তাদের ঘরে জন্ম নিল অপরূপা এক তরুণী—রোজামুণ্ড।
শুরু হলো নতুন আরেক কাহিনির।
অপহরণ করা হলো মেয়েটিকে। সারাসেন সুলতান সালাদিন
ওকে সিরিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। মাঝখানে বাগড়া দিল
এক বিপথগামী নাইট আর খুনে হাসাসিন বাহিনীর সর্দার।
সবাই ওকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। বাঁচার উপায় নেই।
একমাত্র আশা—যমজ দুই ভাই উলফ আর গডউইন।
গোপনে রোজামুণ্ডকে ভালবাসে দুজনেই।
সঙ্গে আছে মাসুদা নামে রহস্যময়ী আরেক তরুণী।
চলেছে ওরা রোজামুণ্ডকে উদ্ধার করতে।
শুরু হলো সংঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা আর আত্মত্যাগের
এক শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনাপ্রবাহ।
তার মাঝে জন্ম নিল নিটোল প্রেম।

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের আরেকটি কালজয়ী উপন্যাস।
মন্ত্রমুগ্ধের মত আপনাকে আটকে রাখবে শেষ পাতা পর্যন্ত।
বিশ্বাস করুন!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

প্রারম্ভ

দামেস্কের প্রাসাদে একাকী বসে আছেন প্রাচ্যের অধিপতি, বিশ্বাসীদের নেতা—মহান সুলতান সালাদিন। উদাস হয়ে ভাবছেন সৃষ্টিকর্তার মতিগতি নিয়ে—মানুষের ভাগ্য নিয়ে কত খেলাই না খেলেন তিনি! কৃতজ্ঞ সালাদিন, আল্লাহ্ তাঁকে আজকের এ-অবস্থানে পৌঁছুতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তার বিনিময়ে হারাতেও তো হয়েছে অনেককিছু!

বহুদিন আগে, যুবা বয়সে সিরিয়ার সুলতান নুরুদ্দিনের আদেশে চাচা শিরকুহ্-র সঙ্গে মিশরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন সালাদিন। নুরুদ্দিন ছিলেন একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ, সালাদিনকে বলতে গেলে জোর করেই পাঠিয়েছিলেন মিশরে তাঁর সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নেবার জন্য। তাতে শাপে বর হয়েছে যুবক সালাদিনের জন্য। উন্নতির শিখরে পৌঁছুতে যত ধরনের গুণ, যোগ্যতা এবং কীর্তির প্রয়োজন হয়েছে, তার সবই তিনি অর্জন করেছেন মিশরে।

তাই বলে কি খুশি সালাদিন? পিতা আইয়ুবের কথা মনে পড়ছে তাঁর, মা আর ভাইবোনদের কথা মনে পড়ছে... তাদের মধ্যে একা তিনি ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই এখন। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন সালাদিন। সবচেয়ে খারাপ লাগছে আদরের বোন জুবায়দার কথা মনে পড়লে, মন ভরে যাচ্ছে তিক্ততায়। ইংরেজ এক নাইটকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছে সে। পরিবারের

www.BanglaBook.org

মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গেছে, বিসর্জন দিয়েছে ধর্ম আর আত্মাকে। কিন্তু তবু বোনটিকে ভুলতে পারেন না সালাদিন।

ঘটনাটা খুলে বলা যাক।

সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি ছিলেন ইংরেজ যোদ্ধা, একজন নাইট; বহু বছর আগে এক যুদ্ধে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন সালাদিনের পিতা আইয়ুবের হাতে। যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে অত্যন্ত নমনীয় ছিলেন আইয়ুব, সার অ্যাণ্ড্রু-কে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়, বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সুযোগ দেয়া হয় মুসলিম সমাজে বাস করবার। সালাদিন তাঁর বন্ধু হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে সময় গড়ায়, সার অ্যাণ্ড্রু-র সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে সালাদিনের বোন জুবায়দার। তারপর একদিন দু'জনে পালিয়ে যান ইংল্যাণ্ডে। বন্ধুর এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সালাদিন, শপথ নিয়েছিলেন—যে করে হোক, ফিরিয়ে আনবেন জুবায়দাকে। কিন্তু ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল না। কিছুদিন পরেই খবর পেয়েছিলেন, এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে জুবায়দা। তাকে ফিরিয়ে আনার আর কোনও উপায় নেই।

সেসব বহুদিন আগের কথা। আজ হারানো বোন আর অদেখা ভাগ্নী-র কথা মনে পড়ছে সালাদিনের। কত বড় হয়েছে মেয়েটা? তরুণী হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। দেখতে কেমন হয়েছে? আরব রক্ত বইছে ওর শরীরে, কিন্তু দুর্ভাগ্য... একই সঙ্গে বইছে ইংরেজের রক্ত।

বোনের মেয়েকে বহুবার দেখার ইচ্ছে হয়েছে সুলতান সালাদিনের, কিন্তু তা স্রেফ অসম্ভব ছিল। পুরো যৌবন তাঁকে জিহাদ নামের পবিত্র লড়াই করতে হয়েছে, খ্রিস্টান আর

www.BanglaBook.org

মুসলমানদের এ-লড়াই কখনও থামবার নয়। রক্তপাত পছন্দ নয় তাঁর, কিন্তু এমনই কপাল, একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কিছুই করবার ছিল না। যতদিন খ্রিস্টানদের সঙ্গে এই বিরোধ চলবে, বোনঝিকে দেখার কোনও সম্ভাবনা নেই তাঁর।

অশান্ত মন নিয়ে ঘুমাতে গেলেন সালাদিন। দেখলেন অদ্ভুত এক স্বপ্ন। শ্বেতবসনা এক নারী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। মুখ থেকে ঘোমটা সরাতেই অপূর্ব মুখশ্রী উদ্ভাসিত হলো। অতি পরিচিত চেহারা, তাঁর নিজের সঙ্গেই মিল আছে। তবে অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি পবিত্র। স্বপ্নের ভিতর বুঝলেন সুলতান সালাদিন, জুবায়দার মেয়েকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, কেন দেখছেন। আল্লাহ্‌র কাছে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলেন—এ-স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার করা হোক।

আচমকা বদলে গেল দৃশ্য। সিরিয়ার সমভূমিতে মেয়েটিকে দেখতে পেলেন সালাদিন, দু'দিকে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সারাসেন আর ফ্র্যাঙ্ক নাইটদের বাহিনী—যুদ্ধের সাজে সজ্জিত। লড়াই শুরু হবে, রক্তের নহর বয়ে যাবে মাটিতে। সারাসেন বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সালাদিন নিজে। হাতের তলোয়ার উঁচু করে আক্রমণ শুরুর সঙ্কেত দিতে গেলেন তিনি, কিন্তু শ্বেতবসনা তরুণী সামনে এসে দাঁড়াল তাঁর।

'কী চাও তুমি, ভাগ্নী আমার?' জানতে চাইলেন সালাদিন।

'আমি এসেছি এখানকার মানুষের জীবন বাঁচাতে,' মিষ্টি, কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল মেয়েটি। 'আপনার বংশের রক্ত বইছে আমার শরীরে, তাই আমাকেই পাঠানো হয়েছে এই গুরুদায়িত্ব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে। তলোয়ার নামান, সুলতান। রেহাই দিন এদেরকে।'

'রেহাই দেব? তার বদলে কী দেবে তুমি, মেয়ে? ওদের মুক্তি কেনার মত কী আছে তোমার কাছে?'

'ওদের বদলে আমি আমার নিজের জীবন... নিজের রক্ত নিবেদন করছি, সুলতান। স্বর্গ থেকে শান্তি বর্ষিত হবে এতে, আপনার রক্তাক্ত আত্মা সুখ খুঁজে পাবে।'

হাঁটু গেড়ে বসল তরুণী। হাত দিয়ে টেনে সালাদিনের তলোয়ারের ডগা ঠেকাল নিজের বুকে।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন সালাদিন। এই নিয়ে পর পর তিন রাতে একই স্বপ্ন দেখলেন তিনি। মানে কী এর? বাকি রাত আর ঠিকমত ঘুম হলো না তাঁর। ভোর হতেই ডেকে পাঠালেন রাজ্যের সব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বকে। স্বপ্নের কথা খুলে বলে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন।

বেশ কিছুটা সময় ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন সবাই। তারপর একজন মুখপাত্র উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হে সুলতান, যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের পর এই স্বপ্নের একটাই অর্থ খুঁজে পেয়েছি আমরা। আল্লাহ্ আপনাকে বার্তা পাঠাচ্ছেন স্বপ্নের মাধ্যমে; বলতে চাইছেন, অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ এক লড়াই হবে, প্রাণহানি ঘটবে অনেক। কিন্তু এই মেয়ে... আপনার ইংল্যাণ্ডবাসী ভাগ্নী এমন কোনও মহৎ কাজ করবে, যার ফলে সেই রক্তপাত এড়াতে পারবেন আপনি, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তাই আমাদের অনুরোধ—যেভাবে হোক, মেয়েটি আপনার দরবারে হাজির করার ব্যবস্থা নিন। আপনার পাশে রাখুন তাকে। কারণ এই মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেলে আমাদের শান্তিও হারিয়ে যাবে চিরতরে।'

www.BanglaBook.org

দিনভর বিষয়টা নিয়ে ভাবলেন সালাদিন। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন, ভুল বলেনি পণ্ডিতেরা। স্বপ্নের এই একটাই অর্থ হতে পারে। তারমানে মেয়েটিকে নিয়ে আসতে হবে তাঁর কাছে। কিন্তু কীভাবে?

ফ্র্যাঙ্ক নাইটদের মাঝে এক গুপ্তচর আছে সালাদিনের—গোপনে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে; তাকে খবর দিলেন তিনি। লোকটা এলে পরামর্শ করতে বসলেন, কীভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। পরদিন আরও এক ইংরেজ গুপ্তচর এল, আর এল আল-হাসান—সালাদিনের বাহিনীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত আমির। এই তিনজনের উপর দায়িত্ব চাপালেন সুলতান, তাঁর ভাগ্নীকে ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে আসবে ওরা। চেষ্টা করবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আনতে; যদি রাজি না হয়, তা হলে জোর খাটাবে।

ভাগ্নীর জন্য উপঢৌকনের ব্যবস্থা করা হলো। নানা রকম মণিমুক্তো আর হীরা-জহরত। সেই সঙ্গে গোটা একটা এলাকার শাসক হিসেবেও ঘোষণাপত্র দেয়া হলো—*বালবেকের শাহজাদী* উপাধি-সহ ওই এলাকা পাবে মেয়েটি... উত্তরাধিকার সূত্রে। কারণ ইতিপূর্বে সালাদিন ও জুবায়দার পিতা আইয়ুব এবং পরে ইজাজুদ্দিন নামে সালাদিনের আরেক ভাই শাসন করেছেন ওখানে। চিঠিও লিখলেন সুলতান, সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি এবং তাঁর ভাগ্নীর উদ্দেশে, যাতে ওরা দামেস্কে ফেরার প্রস্তাবে রাজি হয়। রাজি না হলেও অবশ্য ক্ষতি নেই, আল-হাসানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—ছলে-বলে-কৌশলে... যেভাবেই হোক মেয়েটিকে নিয়ে আসা চাই।

বড় এক জাহাজের ব্যবস্থা করা হলো, তাতে সমস্ত উপঢৌকন নিয়ে আল-হাসান যাবে ইংল্যাণ্ডে। দুই ইংরেজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তচরকেও দেয়া হলো তার সঙ্গে, ওরা জানে সার অ্যাণ্ড্রুর বর্তমান ঠিকানা। গুপ্তচরদের মধ্যে একজনের ভাল অভিজ্ঞতা আছে সাগর সম্পর্কে। তাই তাকে জাহাজের ক্যাপ্টেন বানানো হলো। বেশকিছু দক্ষ নাবিক নিল সে, তারপর আবহাওয়া বুঝে একদিন শুরু করল যাত্রা।

বন্দরে জাহাজকে বিদায় দিলেন সালাদিন। জানেন না, জটিল এবং ভয়াবহ এক ঘটনাপ্রবাহের সূচনা করেছেন তিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

ডেথ ক্রিকের ধারে

এসেক্সের উপকূলে দাঁড়িয়ে পুবদিকের সাগরের পানে তাকাল রোজামুণ্ড। হাতে এক গোছা হলুদ ফুল। একটু পিছনে, দু'পাশে দেহরক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে ওর দুই যমজ চাচাতো ভাই—গডউইন আর উলফ। দু'জনেই লম্বা-চওড়া, সুদর্শন। চেহারায় প্রচুর মিল আছে, তবে হুবহু একই রকম বলা চলে না। যমজ হিসেবে সেটা একটা ব্যতিক্রম বটে। স্বভাবেও মিল নেই ওদের। মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গডউইন, একটা হাত খাপবদ্ধ তলোয়ারের হাতলে, যে-কোনও বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। কিন্তু উসখুস করছে উলফ, নড়ছে ক্রমাগত, একটু পর শব্দ করে হাই তুলল।

এই ত্রয়ীকে দেখলে যে-কারও চোখ আটকে যাবে। জীবন আর তারুণ্যের উচ্ছল প্রতিচ্ছবি ওরা। মধ্যমণি রোজামুণ্ড—অপরূপ সুন্দরী, মাথাভর্তি ঘন কালো চুল, চোখও কালো। ফর্সা, মাখন-রঙা ত্বক, হাসলে মুক্তোর মত দাঁত দেখা যায়। গডউইন কিছুটা রুক্ষ, সহজে হাসে না, কিন্তু পাথর কুঁদে তৈরি দেবমূর্তির মত দেহ ওর। ঈর্ষণীয়। উলফ দেখতে একই রকম, কিন্তু চেহারায় এক ধরনের সারল্য রয়েছে ওর, সেই সঙ্গে রয়েছে স্যাক্সন-সুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্য। সব মিলিয়ে এই তিন তরুণ-তরুণীর জুড়ি মেলা ভার।

www.BanglaBook.org

উলফের হাই শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রোজামুণ্ড। ভুরু কোঁচকাল। 'তোমার কি ঘুম পেয়েছে, উলফ?' জলতরঙ্গের মত মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও। ধমনীতে অর্ধেক বিদেশি রক্ত বইছে বলে উচ্চারণে হালকা টান খেয়াল করা যায়। 'এখনও তো সূর্যই ডোবেনি!'

'ঘুমের আর কী দোষ?' বিরক্ত গলায় বলল উলফ। 'তোমার এই ফুল-কুড়ানো দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর কতক্ষণ?'

'কেমন মানুষ তুমি?' অবাক হয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'এত সুন্দর একটা জায়গা... নীল সাগর, সোনালি আকাশ...'

'ওসব দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে গেছে,' বলল উলফ। 'এই সাগর, আকাশ, তোমার পিঠ, পাশ থেকে গডউইনের মুখ... এসবই তো দেখছি সারাক্ষণ। ওফ্, কবরে না যাওয়া পর্যন্ত মনে হয় রেহাই পাব না। এই যে গডউইন... আর কোনও ভঙ্গিতে দাঁড়াতে দেখেছ ওকে কখনও? কই, আকাশ-সাগর নিয়ে ওর মধ্যে তো কোনও উচ্ছ্বাস নেই। তাও ওকে কিছু বলছ না, বলছ...'

'আমাকে নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে,' বলে উঠল গডউইন। 'ঈশ্বর আর সেইন্টদের কৃপায় মহান কোনও কীর্তি সাধন করব আমি একদিন। আমার আচরণের অর্থ বোঝা তোমার কম্মো নয়।'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল উলফ। তারপর বলল, 'ঠিকই বলেছ, আমি ওসব বুঝব না। তবে এটা জানি, যত বড় কীর্তিই করো তুমি, শেষ পর্যন্ত শরীরে সন্ন্যাসীর আলখাল্লা ছাড়া আর কিছু জুটবে না। ওটা পরেই স্বর্গে যাবে। যাক গে, আমি তো একটা হাঁদারাম; তা হলে তোমরাই বলো, সাগর আর আকাশের এই অপরূপ দৃশ্য দেখে কী ভাবনা জাগছে মনে? কী সেই গূঢ় উপলব্ধি, যা বোঝার ক্ষমতা নেই আমার? রোজামুণ্ড, তুমিই বলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে।'

'আমি?' কাঁধ ঝাঁকাল রোজামুণ্ড। 'আমি ভাবছিলাম প্রাচ্যের কথা। সূর্য তো ওদিক থেকেই উদয় হয়। সাগরও বইছে ওদিক থেকে। ওখানকার মানুষ খুব জ্ঞানী হয় বলে শুনেছি...'

'হাহ্!' বিদ্রূপের আওয়াজ করল উলফ। 'মজার ব্যাপার, প্রাচ্যের কথা তোমার মুখেই মানায় বটে। ওদিককার রক্ত বইছে কিনা শরীরে! তাও আবার রাজ-রক্ত!' হাঁটু গেড়ে বসল ও। 'হে মহান শাহজাদী, রাজা আইয়ুবের নাতনি, সুলতান সালাদিনের ভাগ্নী... বলুন, আপনি কি এই নরকভূমি ছেড়ে মিশর আর সিরিয়ায় আপনার জ্ঞাতি ভাইবোনের কাছে ফিরে যেতে চান?'

অপমানে দু'চোখ জ্বলে উঠল রোজামুণ্ডের, রেগে গেছে ভীষণ। শ্বাস পড়ছে জোরে জোরে, ওঠানামা করছে সুগঠিত বুক। বিকেলের সূর্যের আলোয় সত্যিই এক রাগী শাহজাদীর মত দেখাচ্ছে ওকে।

কয়েক মুহূর্ত ওভাবে কাটল, তারপর নিজেকে সামলে নিল ও। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল উলফের প্রতি। 'ওখানে আমাকে কীভাবে স্বাগত জানানো হবে বলে মনে হয় তোমার? আমি তো এক নরম্যান... ডার্সি পরিবারের সন্তান। সেই সঙ্গে খ্রিস্টান মেয়ে!'

'প্রথমটা নিয়ে সমস্যা নেই, রাজ-রক্ত না হলেও একেবারে মন্দ বলা চলে না,' বলল উলফ। 'আর ধর্ম... সে তো বদলে নেয়া যায়!'

'উলফ!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল গডউইনের গলা। 'জিভের লাগাম টানো। কিছু কথা আছে, যা ঠাট্টা করেও বলা উচিত নয়। পৃথিবীতে রোজামুণ্ড আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ...'

'আমারও।' বাধা দিয়ে বলল উলফ। 'যাক, অন্তত একটা বিষয়ে আমাদের মিল আছে।'

কথাটাকে পাত্তা দিল না গডউইন। বলল, 'ওর ধর্মান্তর নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না তুমি, উলফ। বিধর্মীদেরকে

www.BanglaBook.org

দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। ধর্ম বদলানোর আগে রোজামুণ্ডের যেন মৃত্যু হয়!'

'বাহ্, বাহ্, প্রিয় মানুষের উদ্দেশে বলার মত কথাই বটে!' হাসল উলফ। তাকাল রোজামুণ্ডের দিকে। 'সাবধানে থেকো, গডউইন কিন্তু ওর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তুমি মারা গেলে পৃথিবী এক অপরূপ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে।'

'খোঁচা মারা কথাবার্তা বন্ধ করো তো!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড। 'বরং প্রার্থনা করো; অমন পরিস্থিতির সম্মুখীন যেন কখনও হতে না হয় আমাদেরকে। ধর্মান্তরিত হবার কথা চিন্তাও করতে পারি না আমি, তারচেয়ে আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়ো তোমরা... আমি অনুমতি দিয়ে রাখছি।'

'হুম, জানা রইল কী করতে হবে,' বলল উলফ। 'যতকিছুই হোক, অসম্মানের চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।'

'দূর থেকে জীবন দেয়াকে অনেক সহজ মনে হয়, উলফ,' রোজামুণ্ড বলল। 'আসলেই কি তাই? কখনও ভেবেছ, মৃত্যুর সময় জীবনের চেয়েও দামি কতকিছু হারাচ্ছ তুমি?'

'কীসের কথা বলছ তুমি? অর্থ, বিত্ত, নাকি ভালবাসা?'

জবাব দিল না রোজামুণ্ড। ওর চোখ আটকে গেছে খানিক দূরে নদীর মোহনায়। একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে ওখানে। ভুরু কুঁচকে ও বলল, 'ওই নৌকাটা ওখানে কী করছে, বলো তো? অনেকক্ষণ থেকে ঘুরঘুর করছে। একটু আগে দেখলাম, পানি থেকে দাঁড় তুলে ফেলেছে, যেন নজর রাখছে আমাদের উপর।'

'জেলে-টেলে হবে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল উলফ। 'ওদের হাতে জাল দেখেছি।'

'তা তো আমিও দেখেছি। কিন্তু জালের তলায় কী যেন চকচক করে উঠল। তলোয়ার না তো?'

'ধ্যাত্! জেলেরা তলোয়ার নিয়ে ঘুরবে কেন? এসেক্সে কোনও যুদ্ধ চলছে না। হয়তো চকচকে কোনও মাছ দেখেছ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশ্বস্ত হলো না রোজামুণ্ড। কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না উলফ। ভাইয়ের দিকে ঘুরল, ফিরে এল পুরনো প্রসঙ্গে। 'প্রাচ্য নিয়ে কথা হচ্ছিল। দেখা যাক, জ্ঞানের সাগর গডউইন কী বলে।'

'কী জানো তুমি প্রাচ্য সম্পর্কে?' বলল গডউইন। 'প্রাচ্যের কথা বললেই তো এসে যায় ওখানকার যুদ্ধের কথা।'

'যুদ্ধের কথা বোলো না,' মুখ বাঁকাল উলফ। 'ওই যুদ্ধ আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু বয়ে আনেনি। আমাদের বাবা ওতে খুন হয়েছেন। কপাল ভাল যে লাশটা ফেরত পেয়েছিলাম আমরা। স্ট্যানগেটের গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন তিনি।'

'এরচেয়ে সম্মানের মৃত্যু আর কী হতে পারে? ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বাবা। আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। আমি তো অমন মৃত্যুই চাই।'

'হ্যাঁ, সম্মানজনক মৃত্যু হয়েছে তাঁর।' উত্তেজিত হয়ে উঠছে উলফ। হাত চলে গেছে তলোয়ারের হাতলে। 'কিন্তু এখন শান্তির সময়। জেরুসালেম শান্ত, আমাদের এসেক্সও শান্ত। কোথাও কোনও লড়াই নেই।'

'এ-শান্তি ক্ষণিকের, ভাই। আবার যুদ্ধ হবে। সন্ন্যাসী পিটারকে চেনো নিশ্চয়ই? ছ'মাস আগে সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছেন উনি। আমাকে বলেছেন, যুদ্ধের পাঁয়তারা চলছে। দামেস্ক থেকে সুলতান সালাদিন দূত পাঠিয়েছে পুরো রাজ্যে, তার সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে যুদ্ধের জয়গান গাইছে, সবাইকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে লড়াইয়ে নামার জন্য। কোনও সন্দেহ নেই, যুদ্ধ হবেই! কী মনে হয় তোমার? লড়াইয়ের ময়দানে যোগ আমাদের কর্তব্য নয়? যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা যোগ দিয়েছিলেন? এই মড়ার দেশে পড়ে পড়ে পচতে চাও তুমি? স্কটিশ যুদ্ধের পর চাচার আদেশে এই এলাকায় এসেছিলাম আমরা, সেই থেকে খেত-খামারি করে চাষীর জীবনযাপন করছি।

www.BanglaBook.org

এ-ই কি আমাদের পরিচয়? যখন আমাদের ভাইয়েরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে, প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমি শত্রুর রক্তে ভেজাবে... তখনও কি আমরা মাঠে হালচাষ করব?'

'না!' রক্ত গরম হয়ে উঠেছে উলফের। 'আমরা যোদ্ধার জাত, কিছুতেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব না। কথা দিচ্ছি, গডউইন, তুমি যেখানে যাবে, সেখানে আমিও যাব। একসঙ্গে জন্ম হয়েছে আমাদের, মৃত্যুকেও বরণ করব একই সঙ্গে।' খাপ থেকে এক ঝটকায় বের করে আনল তলোয়ার, উঁচু করল আকাশের দিকে। পুরনো আমলের যুদ্ধের ডাক ছাড়ল। 'ডার্সি! ডার্সি!! ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!'

হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রোজামুণ্ড আর গডউইন। এমন প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উত্তেজনা হারাল উলফ। তলোয়ার খাপে ভরে ফেলে বলল, 'ছেলেমানুষি হয়ে গেছে, না? কী করব, আশপাশে তো কোনও শত্রু নেই! দু-একটাকে পেলে মন্দ হতো না। তলোয়ারের ধার পরখ করতে পারতাম।'

মুচকি হাসল গডউইন, কিছু বলল না। কিন্তু রোজামুণ্ডের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'অমন অলক্ষুণে কথা মুখে এনো না, উলফ। আমি দেখেছি, এসব ইচ্ছে পূরণ হতে দেরি হয় না মানুষের। না... আমি তোমাদেরকে যুদ্ধে দেখতে চাই না। চাই না তোমরা অকালে প্রাণ হারাও। চলো, ওই যে একটা প্রার্থনাঘর দেখতে পাচ্ছি, ওখানে যাই। বাড়ি ফেরার আগে সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট চ্যাডের কাছে প্রার্থনা করব আমরা—তাঁরা যেন যাত্রাপথে আমাদেরকে নিরাপদে রাখেন।'

'প্রার্থনা করার কী আছে?' বিরক্ত গলায় বলল উলফ। 'মাত্র তো ন'মাইল রাস্তা। এর মধ্যে কী এমন বিপদ ঘটবে?'

'আমি এই যাত্রার কথা বলছি না, উলফ,' শান্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'বলছি অনন্তযাত্রার কথা... স্বর্গের পথে যাত্রা।'

www.BanglaBook.org

আকাশের দিকে একটা আঙুল তুলল ও।

'চমৎকার বলেছ,' সুর মেলাল গডউইন। 'এই প্রাচীন ভূমি থেকে বহু মানুষই অনন্তযাত্রায় গেছে। রোমান, স্যাক্সন, নরম্যান... আর কত-শত জাতির লোক! হ্যাঁ, প্রার্থনা অবশ্যই করব আমরা।'

পুরনো প্রার্থনাঘরে ঢুকল ওরা। বহুদিন আগে তৈরি হয়েছে ওটা, অন্তত পাঁচশো বছরের কম নয় বয়স। শোনা যায়, রোমান পাথর দিয়ে স্যাক্সন সেইন্ট চ্যাড নিজ হাতে গড়েছিলেন এটা। এখন অবশ্য পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। ওখানকার ভাঙাচোরা বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করল তিনজনে—যে যার মত। তারপর বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল।

হল্ অভ স্টিপল নামে বিশাল এক বাড়িতে থাকে ওরা, ওখানে ফেরার দুটো পথ আছে। একটা গেছে ব্র্যাডওয়েল গ্রামের ভিতর দিয়ে, একটু ঘুরপথে। অন্যটা মোহনার কাছে বেরিয়ে আসা নদীর পার ঘেঁষে—*ডেথ ক্রিক* নামে পরিচিত ওটা। *প্রায়োরি অভ স্ট্যানগেট*-কে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। এ-পথটা বেশ সংক্ষিপ্ত, তাই ওটা ধরে এগোল তিনজনে। সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই, সাপারের আগেই বাড়ি পৌঁছুতে চায়। নইলে রোজামুণ্ডের পিতা এবং এতিম দু'ভাইয়ের চাচা সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি দুশ্চিন্তায় ভুগবেন।

নদীর পার ধরে আধঘণ্টা এগোল ওরা, নিঃশব্দে। কেউ কোনও কথা বলছে না। অশ্বারোহণের দিকে মনোযোগ। রোজামুণ্ডের ঘোড়াটা ধূসর রঙের—ওর বাবা উপহার দিয়েছেন। বেশ শক্তিশালী, ছুটতে পারে অতি দ্রুত, তবে একেবারে শান্ত স্বভাবের। দু'ভাই চড়েছে দুটো ওঅর-স্টিড বা যুদ্ধ-ঘোড়ায়। গায়ে-গতরে তাগড়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। লড়াইয়ের ময়দানে এ-ধরনের ঘোড়াই ব্যবহার করে যোদ্ধারা। তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে তিনটে প্রাণীই। মাঝে মাঝে হ্রেষারব করছে, মাটিতে

www.BanglaBook.org

আওয়াজ তুলছে খুর। এর সঙ্গে আছে নদীর কুলুকুলু ধ্বনি আর আশপাশ থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক। নীরবতা ভাঙছে কেবল এসব শব্দ। কোনও মানুষজনের দেখা নেই। জায়গাটা খুব নির্জন। মাছ-ধরা নৌকাটাও ওদেরকে পিছনে ফেলে নদীর উজানে চলে গেছে।

কিছু সময় পেরিয়ে গেলে নদীর ধারে গাছপালায় ঘেরা একটা অংশে পৌঁছুল ওরা। সরু একটা বাঁধ আছে ওখানে, সেই রোমান আমলে তৈরি, নদীর স্রোতকে আটকে একপাশে একটা ছোট্ট পুকুর সৃষ্টি করেছে। এই পুকুরের দু'পাশে রয়েছে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা, তারপর ঘন জঙ্গল। বাঁধের তেমন কোনও ব্যবহার নেই এখন, তবে মাঝেমধ্যে ওটাকে ঘাট হিসেবে ব্যবহার করে মাঝিরা—নৌকা ভিড়ায়। আজও তেমন একটা দৃশ্যই দেখা গেল।

বাঁধের উপর দিয়ে এক সারিতে এগোচ্ছিল তিনটে ঘোড়া। সবার সামনে উলফ, মাঝে রোজামুণ্ড, শেষে গডউইন। মাঝামাঝি পৌঁছুতেই খালি নৌকাটা দেখতে পেল ওরা, বাঁধের গায়ে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে, কেউ নেই ওতে।

উলফ বলল, 'ওই দেখো, তোমার সেই জেলেরা নেমে পড়েছে, রোজামুণ্ড। নিশ্চয়ই ব্র্যাডওয়েলে ফিরে গেছে।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?' ভুরু কুঁচকে বলল রোজামুণ্ড। 'এখানে তো জেলেরা সাধারণত নৌকা রাখে না।'

'রাখুক না রাখুক, তাতে কিছু যায় আসে না,' পিছন থেকে বলল গডউইন। 'এখন তো রেখেছে! চলেও গেছে ওরা। খালি একটা নৌকাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এগোতে থাকো।'

বাঁধ পেরিয়ে ওপাশের জমিনে নামল ওরা, আর তখনই পিছন থেকে অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফেরাতেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল রোজামুণ্ড আর দু'ভাইয়ের। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ ক'জন লোক। ছয় থেকে আটজন... সবার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, মুখ ঢেকে রেখেছে চামড়ার মুখোশে, যাতে চেহারা

www.BanglaBook.org

চেনা না যায়। বাঁধের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে তারা, হামলা করতে চায়।

'ফাঁদ!' চেঁচাল উলফ। 'জলদি! ব্র্যাডওয়েলের দিকে চলো!'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ব্র্যাডওয়েলের পথে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তিনজনে, কিন্তু কিছুদূর এগোতেই রাশ টানতে হলো। সামনের রাস্তা আগলে রেখেছে আরেকদল অস্ত্রধারী। এদের মুখেও একই রকম মুখোশ, হাতে খোলা তলোয়ার। সবাই গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। নেতা গোছের একজন রয়েছে তাদের মধ্যে। মোটাসোটা এক লোক, ভারিক্কি গলায় আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে। এর হাতে তলোয়ার নেই, তবে কোমরে ঝুলছে একটা বিশাল বাঁকা ছুরি।

পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হলো না দু'ভাইয়ের। দু'দিক থেকে হামলা করে ওদেরকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাল ওরা, কিন্তু পালাবার উপায় দেখতে পেল না।

'নৌকায় চলো!' উপায়ান্তর না দেখে বলল গডউইন।

হা হা করে হেসে উঠল মোটা লোকটা সে-কথা শুনে।

ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁধের উপর উঠে পড়ল তিনজনে। নৌকার কাছে পৌঁছে থমকে গেল। মোটা এক শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে নৌকা, ভাঙা সম্ভব নয়। নৌকায় বৈঠা বা পাল-ও নেই। আগেই সব সরিয়ে রেখেছে চতুর লোকগুলো। দু'দিকে তাকিয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোজামুণ্ডের। হামলাকারী দু'দল এগিয়ে এসেছে, উঠে পড়েছে বাঁধে। আটকা পড়ে গেছে ওরা।

'নামো, নামো, নৌকায় নামো,' বিদ্রূপের সুরে বলল একজন। 'আমাদের কাজ কমবে তাতে।'

রাগে লাল হয়ে উঠল উলফের চেহারা। কিন্তু উত্তেজিত হলো না গডউইন। শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'কী চাও তোমরা? টাকা-পয়সা নেই আমাদের সঙ্গে। থাকার মধ্যে আছে কেবল

www.BanglaBook.org

ঘোড়া আর তলোয়ার। এগুলো কেড়ে নিতে চাইলে অনেক ধকল যাবে তোমাদের উপর দিয়ে।'

কয়েক পা এগিয়ে এল মোটা লোকটা। সঙ্গে শুকনো, লম্বা একজন রয়েছে। তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল সে। তা শুনে গডউইনের দিকে ফিরল লম্বু। বলল, 'আমার মনিব বলছেন, ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে বহুগুণ দামি আরেকটা জিনিস আছে তোমাদের কাছে। অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে, ত্রিভুবনে যার জুড়ি মেলা ভার! ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও, যুবক। তা হলে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।'

এবার দু'ভাই সমস্বরে হেসে উঠল।

'ওকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে কাপুরুষের মত চলে যাব?' বলল গডউইন। 'বাহ্, ভালই বলেছ বটে! অমন কাজ তোমাদেরকেই সাজায়। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমরা সেটা করব না। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখো।'

'ভুল করছ তোমরা। পস্তাবে!' হুমকি দিল লম্বু।

'তা-ই? কার কাছে পস্তাব আমরা? কে তোমাদের মনিব? কার নজর পড়েছে আমাদের রোজামুণ্ডের উপর?'

মোটা লোকটা আবার ফিসফিসাল লম্বুর কানে।

'অমন সুন্দরীর দিকে কার নজর পড়বে না, বলো?' বলল লম্বু। 'যে দেখবে, সে-ই তো পেতে চাইবে ওকে। তবে... তোমরা যদি নাম জানতে চাও, তা হলে একটাই নাম বলতে পারি আমি। সার লয়েল!'

'লয়েল!' চমকে উঠল রোজামুণ্ড। মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। এসেক্সের সবচেয়ে প্রভাবশালী নাইট, এবং ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষ সার হিউ লয়েল। অনেকগুলো জাহাজের মালিক, সেগুলো নিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে সাগরের বুকে। লোকের মুখে মুখে ফেরে তার কীর্তি-কাহিনি। বছরখানেক আগে রোজামুণ্ডকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে, সম্মতি না পেয়ে খেপে উঠেছিল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হুমকি দিতে শুরু করেছিল ডার্সি পরিবারকে। শেষ পর্যন্ত গডউইন তার মুখোমুখি হয়। লড়াই করে হারিয়ে লযেলকে। আহত অবস্থায় সেই যে লোকটা গায়েব হয়ে গেছে, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত চেহারা দেখায়নি এ-তল্লাটে।

'সার হিউ লযেল এখানে আছে নাকি?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল গডউইন। 'কাপুরুষের মত চেহারা মুখোশে ঢেকেছে? সাহস থাকে তো সামনে আসতে বলো। গত ক্রিসমাসের লড়াইটা এখানেই শেষ করি!'

'উনি এখানে আছেন কি নেই, সেটা তোমাকেই বের করে নিতে হবে, যুবক!' বলল লম্বু।

আশপাশে চোখ বোলাল ৬লফ। ভাইকে উদ্দেশ করে নিচু গলায় বলল, 'একটাই পথ দেখতে পাচ্ছি। রোজামুণ্ডকে মাঝখানে রেখে আমরা ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি ভিড়ের উপর। লাথি-গুঁতো খেয়ে ওরা সরে যেতে বাধ্য হবে।'

ওর পরিকল্পনা টের পেয়েছে মোটা লোকটা। সঙ্গীর কানে কানে কী যেন বলল। সেটা শুনে লম্বু বলল, 'ঘোড়া নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চিন্তা বাদ দাও, বাছা। স্রেফ বোকামি করবে! তলোয়ার দিয়ে সবক'টা ঘোড়ার কুঁচকির রগ কেটে দেব আমরা। এগোতে পারবে না। তারচেয়ে হার মেনে নাও। লজ্জা পাবার কিছু নেই। ঘেরাও হয়ে গেছ, সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি, মাত্র দু'জনের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে কিছুতেই জেতা সম্ভব নয়। আমার মনিব তোমাদেরকে আত্মসমর্পণের জন্য এক মিনিট সময় দিচ্ছেন।'

দু'ভাইয়ের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আর যা-ই করো, আমাকে ওদের হাতে ছেড়ে যেয়ো না। তারচেয়ে এখুনি খুন করো আমাকে। সম্মানহানির চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল গডউইন আর উলফ। তারপর

www.BanglaBook.org

তাকাল পানির দিকে। দুজনের মনে একই চিন্তা খেলা করছে। মাথা একটু ঝাঁকিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছুল দু'ভাই। তারপর গডউইন বলল, 'তোমাকে মরতে হবে না, রোজামুণ্ড। একটা বিকল্প আছে। তোমার ঘোড়াটা যথেষ্ট শক্তিশালী, ওটাকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দাও। পিঠে যদি শক্ত হয়ে বসে থাকতে পারো, তা হলে ঘোড়াটাই সাঁতরে তোমাকে অন্য পারে নিয়ে যাবে।'

পালা করে দু'ভাই আর নদীর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। ইতস্তত করছে।

'যাও, মেয়ে! দেরি কোরো না!' ধমকের সুরে বলল উলফ। 'আমরা শয়তানগুলোকে ঠেকিয়ে রাখছি।'

চোখে পানি চলে এল রোজামুণ্ডের। ধরা গলায় বলল, 'তোমরা আমার জন্য জীবন দেবে? আ... আমি কীভাবে তোমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যাই!'

'যদি না যাও, তা হলে খামোকাই মরব আমরা,' বলল গডউইন। 'তারচেয়ে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে মরা ভাল না? কথা বাড়িয়ো না, রোজামুণ্ড। যাও এখুনি!'

বিড়বিড় করে দু'ভাইকে আশীর্বাদ করল রোজামুণ্ড। তারপর আচমকা লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল, ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর পানিতে। পিছনে হৈহৈ করে উঠল দস্যুদল। মেয়েটা এমন এক দুঃসাহসী কাণ্ড ঘটাবে, তা ভাবতে পারেনি।

হেসে উঠল গডউইন আর উলফ, ঘাড় ফিরিয়ে চকিতে তাকাল রোজামুণ্ডের অবস্থা দেখার জন্য। পানির মধ্যে ঘোড়ার শরীরের পুরোটাই ডুবে গেছে, উপরে রয়েছে কেবল মাথা। গায়ের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে প্রাণীটা, সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছে নদীর অন্য পারের দিকে। ঘোড়ার গলা জাপটে ধরে রেখেছে রোজামুণ্ড, পানির ধাক্কায় যেন পড়ে না যায়। ধীরে ধীরে তীরের কাছে চলে যাচ্ছে ও।

'নৌকায় ওঠো!' নেতার ইশারা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লম্বু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তীরে পৌঁছুনোর আগেই মেয়েটাকে কবজা করব আমরা।'

'নৌকায় উঠবে?' হাসল উলফ। 'আমরা উঠতে দিলে তো!'

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল লম্বু। সত্যিই নৌকা আগলে দাঁড়িয়ে আছে যমজ দুই তরুণ। খেপে গেল সে। চেঁচাল, 'খতম করো ওদেরকে!'

চেঁচামেচি করতে করতে বাঁধে উঠে পড়ল দস্যুদল। দুই ঘোড়া নিয়ে দু'দিকের শত্রুদের মুখোমুখি হলো গডউইন আর উলফ। তলোয়ার ধরা হাত নিষ্কম্প, মুখে দৃঢ়প্রত্যয়ের ছাপ, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঝুলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের এই হাসির কারণ ধরতে পারল দস্যুরা।

ফাঁদ সাজাতে গিয়ে বিরাট এক ভুল করে ফেলেছে ওরা। সংখ্যায় দস্যুরা অনেক বেশি হলেও, বাঁধের সরু দেয়ালের উপর একসঙ্গে দুজনের বেশি লোক এগোতে পারছে না। দু'ভাইয়ের মোকাবেলা করছে ওই দু'জনই। গডউইন আর উলফ ঘোড়ায় বসে আছে, আর দস্যুরা হাঁটছে পায়ে। প্রশিক্ষিত দুই তরুণের তুলনায় তাদের দক্ষতাও অনেক কম। আক্রমণ করতে গিয়ে স্রেফ কচুকাটা হতে শুরু করল দস্যুদল। বিদ্যুতের মত ঝলসাচ্ছে দু'ভাইয়ের তলোয়ার, রক্তাক্ত শরীরে ছিটকে পড়ছে মুখোশধারীরা বাঁধের উপর থেকে।

একটু পরেই পিছাতে বাধ্য হলো দস্যুরা। বেঘোরে প্রাণ হারাবার খায়েশ মিটে গেছে তাদের। ভাইকে ইশারা করল গডউইন, তারপর দু'জনে সবেগে ঘোড়া ছোটাল বাঁধ থেকে নেমে যাবার জন্য। সামনে থাকা লোকগুলোর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কিন্তু সবাই সরতে পারল না। কয়েকজন ঘোড়ার খুরের আঘাতে ছিটকে গেল, বাকিরা ঝাঁপ দিল নদীর পানিতে কিংবা কাদায়। পিছনের দলটা রণহুঙ্কার ছেড়ে ধাওয়া করল ওদেরকে, ততক্ষণে বাঁধ থেকে নেমে গেছে গডউইন আর উলফ। তলোয়ার চালাচ্ছে দু'দিকে, যাতে শত্রুরা ঘোড়ার কাছাকাছি আসতে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে। চোখের পলকে দস্যুদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এল দু'জনে।

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল দু'ভাই, শত্রুকে পিছে ফেলে চলে যাবার ইচ্ছে। কিন্তু নদীর দিকে তাকিয়ে মত পাল্টাতে বাধ্য হলো গডউইন। রোজামুণ্ড এখনও ডাঙায় উঠতে পারেনি। শক্তিশালী স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর ঘোড়া, এগোচ্ছে মন্থর গতিতে।

'থামো!' চেঁচাল গডউইন।

'কী ব্যাপার?' রাশ টেনে ধরে জিজ্ঞেস করল উলফ।

আঙুল তুলে রোজামুণ্ডকে দেখাল গডউইন। 'এখনও নিরাপদ নয় ও। শয়তানগুলোকে আরও কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখতে হবে, যাতে ধাওয়া করতে না পারে ওকে।'

একমত হলো উলফ। ধীরে ধীরে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে নিল বাঁধের দিকে। দস্যুরা এখনও হৈহৈ করে ছুটে আসছে ওদের দিকে। কিন্তু থেমে গেল পিছন থেকে মোটা নেতার ডাক শুনে।

'ফিরে এসো!' নেতার ইশারা পেয়ে হুকুম দিল লম্বু। 'যেতে দাও ওদেরকে।'

ভুরু কুঁচকে ভাইয়ের দিকে তাকাল উলফ। গডউইন বলল, 'ব্যাটা চালাক আছে! আমাদের পিছনে সময় নষ্ট করতে চাইছে না। রোজামুণ্ডের পিছনে ধাওয়া করতে চাইছে।'

ওর কথাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বৈঠা হাতে বেরিয়ে এল দুটো লোক।

'হা যিশু!' বিড়বিড় করল উলফ। 'এবার উপায়?'

ঠোঁট কামড়াল গডউইন। 'ওরা যদি হামলা না চালায়, তা হলে আমাদেরকেই চালাতে হবে। এসো!'

ঘোড়া নিয়ে জটলার দিকে এগিয়ে গেল দু'ভাই। ওদেরকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল দস্যুরা, বুঝতে পারছে—নাছোড়বান্দা দুই তরুণ সহজে ক্ষান্ত দেবে না। তলোয়ার নিয়ে ওরাও এগোতে শুরু

www.BanglaBook.org

করল।

'চোখ-কান খোলা রাখো,' বলল গডউইন। 'এখানে বাঁধের মত সুবিধে পাবো না। ওরা চারদিক থেকে ঘেরাও করার চেষ্টা করবে আমাদেরকে।'

'চিন্তা কোরো না,' হালকা গলায় বলল উলফ। 'এখন পর্যন্ত আমরাই জিতছি।'

'যুদ্ধ শেষ হবার আগে বড়াই করা ঠিক না,' গম্ভীর হলো গডউইন। 'শুধু তো তলোয়ার নিয়ে লড়ছে ওরা, প্রার্থনা করো যাতে তীর-ধনুক না থাকে। তা হলে আমরা শেষ!'

অর্ধচন্দ্রাকৃতির মত দু'ভাইকে ঘিরে ফেলল দস্যুরা, তবে তলোয়ারের নাগালে এল না। কয়েক মুহূর্ত নিথরভাবে কেটে গেল, কেউ নড়ছে না। লোকগুলোর মতলব আঁচ করার চেষ্টা করল গডউইন, কিন্তু বুঝতে পারল না কিছু। নদীর দিকে তাকাল ও। হ্যাঁ, ওপারে পৌঁছে গেছে রোজামুণ্ড। তীরে উঠে হাতের রুমাল নাড়ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গডউইন। আর তখুনি হামলা করল শত্রুরা।

না, এবার আর তলোয়ার নিয়ে নয়। মাটি থেকে পাথর তুলে দু'ভাইয়ের দিকে ছুঁড়তে শুরু করল দস্যুরা। ছোট, বড়, মাঝারি... নানান আকারের পাথর। ছুঁড়ছে সর্বশক্তি দিয়ে। হ্রেষারব করে উঠল ঘোড়াদুটো, দাঁড়িয়ে গেল দু'পায়ে ভর দিয়ে। তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচতে। এ-অবস্থায় বসে থাকা সম্ভব নয়, লাফ দিয়ে মাটিতে নামল দু'ভাই, ছুটল আড়াল পাবার উদ্দেশ্যে। ঘোড়াদুটো ছুটে পালিয়ে গেল।

গাছপালার আড়ালে পৌঁছে থামল দু'জনে। হাঁপাতে লাগল। দস্যুরা তাড়া করল না ওদেরকে। প্রথম দফায় ওদেরকে হেলাফেলা করে ভাল একটা শিক্ষা হয়ে গেছে, এবার আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না। কয়েকজনকে পাঠানো হলো রাস্তা আটকানোর জন্য; কয়েকজন ঢুকল জঙ্গলে—একটু দূর দিয়ে ঘুরে এসে পিছন

www.BanglaBook.org

থেকে হামলা চালাবে। বাকিরা সুশৃঙ্খলভাবে সামনে থেকে এগোতে শুরু করল।

'হুম, সবদিক গুছিয়ে নিয়েছে দেখছি,' মন্তব্য করল উলফ। 'সাঁড়াশি আক্রমণের পাঁয়তারা কষছে ব্যাটারা, গডউইন। কী করা যায়?'

'যতটুকু আমাদের সাধ্যে কুলোয়,' বলল গডউইন। 'এখন আর কিছু যায়-আসে না। রোজামুণ্ড ওপারে পৌঁছে গেছে, চাইলেও ওকে আর ধরতে পারবে না শয়তানগুলো। বড়জোর আমাদেরকে খুন করে ব্যর্থতার জ্বালা মেটাবে।'

'কে কার জ্বালা মেটায়, দেখাচ্ছি...' বলতে শুরু করল উলফ।

কিন্তু কথা শেষ হলো না ওর, হঠাৎ পিছন থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল। চমকে উঠে উল্টো ঘুরল দু'ভাই, তলোয়ার উঁচিয়ে একজন মুখোশধারীকে ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে আসতে দেখল। পা টিপে টিপে কখন লোকটা কাছে এসে পড়েছে, টেরই পায়নি ওরা। হতচকিত ভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই তলোয়ার চালাল সে। আঘাত এড়াবার চেষ্টা করল গডউইন, পুরোপুরি সফল হলো না, ওর মাথায় আঘাত করল ধারালো ফলা। ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বেচারা।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল উলফের। সজোরে হাতের তলোয়ার দিয়ে কোপ মারল শত্রুর উদ্দেশে। মুখোশধারীর ডানহাত লুটিয়ে পড়ল তলোয়ার-সমেত। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। আর্তনাদ করে উঠল সে। কিন্তু তার কণ্ঠ চরমে ওঠার আগেই বুকে তলোয়ার গেঁথে দিল উলফ। ঘড় ঘড় করে আওয়াজ বেরুল লোকটার গলা দিয়ে, উলফ তলোয়ার বের করে নিতেই মাটিতে আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহ।

ভাইয়ের দিকে তাকাল উলফ। গডউইনের চুল ভেসে যাচ্ছে রক্তে, কপাল বেয়ে পুরো মুখ ঢেকে যাচ্ছে লালচে ধারায়। দুর্বল গলায় বলল, 'আমার আশা ছেড়ে দাও, ভাই। পালাও! নিজের

www.BanglaBook.org

জীবন বাঁচাও!'

'ফালতু কথা বন্ধ করবে?' ধমক দিল উলফ। 'কিছুই তো হয়নি তোমার, কীসের আশা ছাড়ব? চুপ, কোনও কথা বলতে হবে না তোমাকে।'

দ্বিধা করল না ও, ভাইকে তুলে নিল ঘাড়ে, তারপর ছুটতে শুরু করল। ওদের ঘোড়াদুটো বেশিদূর যায়নি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পৌঁছুতে চায়। চেঁচামেচি করে ওকে ধাওয়া করল দস্যুরা, কিন্তু উলফ মোটেই পাত্তা দিল না। শত্রুদেরকে পিছনে ফেলে একটু পরেই ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল ও। গডউইনকে বসিয়ে দিল তার ঘোড়ার পিঠে। বলল, 'পমেল ধরে শক্ত হয়ে বসো। পড়ে যেয়ো না।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল গডউইন, কিছু বোঝা গেল না।

লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল উলফ। ভাইয়ের ঘোড়ার লাগাম বেঁধে নিল নিজের পমেলে। তারপর সজোরে গোড়ালি দাবাল ঘোড়ার পেটে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুদ্ধ-ঘোড়া হ্রেষারব করল, তারপর ছুটল আরোহীর নির্দেশ পেয়ে। গডউইনের ঘোড়াও ছুটছে লাগামে টান খেয়ে।

রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকা দস্যুদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা খুব শীঘ্রি। থামল না উলফ, পরিবারের যুদ্ধ-হুঙ্কার ছাড়ল সমস্ত শক্তি দিয়ে।

'ডার্সি! ডার্সি!! ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!'

ওর চিৎকারে হতভম্ব হয়ে গেল দস্যুরা। এই সুযোগে তাদের গায়ের উপর চড়ে বসল ঘোড়াদুটো। কয়েকজন খুরের তলায় পড়ল, কয়েকজন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল। বাকিরা তলোয়ার চালিয়ে চেষ্টা করল ঘোড়াদুটোকে থামাতে। উলফ তখন উন্মত্তের মত তলোয়ার ঘোরাচ্ছে দু'পাশে। কার গায়ে লাগল না লাগল, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

আচমকা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথা। আঘাত লেগেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উলফের গায়ে, কিন্তু কোথায় লেগেছে, তা বুঝতে পারছে না। বোঝার সময়ও নেই। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল ও। তলোয়ার চালাতে চালাতে পথ করে নিল। একটু পর দস্যুদলের বাধা ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল ঘোড়াদুটো। পিছনে চেঁচামেচি শোনা গেল কিছুক্ষণ, কিন্তু দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসছে আওয়াজ।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে নির্জন পথ ধরে ছুটে চলল দুটো ঘোড়া। খুরের ছন্দোবদ্ধ টগবগানি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসছে বিশ্বচরাচরে।

দুই

স্যার অ্যান্ড্রু ডার্সি

স্বপ্ন দেখছে গডউইন, মারা গেছে ও। আত্মা ভেসে চলেছে অজানার উদ্দেশে, নীচে অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল এক গোলকের মত ভাসছে পৃথিবী। আবলুশ কাঠের তৈরি একটা আসনে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, চারপাশে পাহারাদারের ভঙ্গিতে রয়েছে বেশ ক'জন দেবদূত।

'কী করেছে ও?' জানতে চাইল এক দেবদূত।

'পাপ,' জবাব দিল আরেকজন।

'পাপীর মতই কি তবে মৃত্যু হয়েছে ওর?'

'না, মৃত্যু হয়েছে বীরের মত। হাতে তলোয়ার নিয়ে, লড়াই করতে করতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যিশু আর পবিত্র ক্রুশের জন্য লড়াই?'

'না। ও লড়াই করেছে এক নারীর জন্য।'

'হায়! কী নিবুর্দ্ধিতা! ঈশ্বর আর ধর্মের বদলে নারীর প্রেম পাবার জন্য লড়াই করেছে লোকটা। ও ক্ষমা পাবে কেমন করে?'

হতাশাব্যঞ্জক ধ্বনি ভেসে এল চারপাশ থেকে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তা। এরপর নতুন একজন উদয় হলো গডউইনের সামনে। ওর বাবা! সিরিয়ায় লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছেন তিনি, যমজ দু'সন্তানের জন্মের মাত্র কয়েক মাস আগে। গডউইন তাঁর চেহারা দেখেনি কখনও। তবে স্ট্যানগেটের প্রায়োরিতে তাঁর মুখের আদলে খোদাই করা মূর্তি দেখেছে, তাই চিনতে অসুবিধে হলো না। পরনে এখন তাঁর যুদ্ধসাজ—বুকে একটা রক্তাক্ত ক্রুশের প্রতিকৃতি ঝুলছে, ডার্সি পরিবারের প্রতীক শোভা পাচ্ছে এক হাতে ধরা ঢালের মাঝখানে, অন্যহাতে ধরে রেখেছেন একটা ভারী তলোয়ার।

'এই-ই কি আমার ছেলের আত্মা?' দেবদূতের কাছে জানতে চাইলেন গডউইনের পিতা। 'যদি তা-ই হয়, তা হলে বলো—কীভাবে মারা গেছে ও?'

'তলোয়ার হাতে নিয়ে... শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিয়েছে তোমার ছেলে,' জানাল দেবদূত।

'সাবাস!' খুশি খুশি গলায় বললেন গডউইনের পিতা। 'লড়াইটা কীসের জন্য ছিল? যিশু, নাকি পবিত্র ক্রুশের জন্য?'

'কোনোটাই না। ও লড়েছে সামান্য এক নারীর জন্য।'

'কী!' চেহারায় মেঘ জমল গডউইনের পিতার। 'ধর্মের জন্য প্রাণ না দিয়ে ও এক মেয়ের জন্য প্রাণ দিয়েছে? হায়, পুত্র আমার! কী করেছ তুমি? না, তোমাকে আর বুকে জড়িয়ে ধরা হলো না আমার। চিরদিনের মত তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে আমাকে...'

পিতার কণ্ঠ মিলিয়ে গেল। এরপর শুধু নিস্তব্ধতা আর নিঃসীম

www.BanglaBook.org

অন্ধকার। হঠাৎ চোখ ঝলসানো এক আলো ফুটে উঠল সামনে। সেখান থেকে ভেসে এল জলদগম্ভীর কণ্ঠ।

'ঈশ্বরের এই সন্তান এখানে কেন?'

'তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে ওর,' জানাল এক দেবদূত।

'কার তলোয়ার? স্বর্গের বিরুদ্ধবাদীদের? ও কি ধর্মের জন্য লড়াই করেছে?'

জবাব না দিয়ে চুপ হয়ে গেল দেবদূতের দল।

বিদ্রূপের একটা হাসি ভেসে এল আলোর মাঝ থেকে। বলা হলো, 'যে-মানুষ স্বর্গের জন্য লড়াই করেনি, তাকে স্বর্গেই বা ঢুকতে দেয়া হবে কেন?'

'দয়া করুন,' অনুনয় করল এক দেবদূত। 'বয়স কম ওর, বিচার-বিবেচনার শক্তি নেই। একটা সুযোগ দিন ওকে—পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে পাপমোচন করবার।'

'বেশ! যাও যুবক, ফিরে যাও পৃথিবীতে। স্বর্গের বীর হিসেবে স্বর্গকে জয় করো নিজের কীর্তির মাধ্যমে।'

'আর মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল দেবদূত। 'ও কি মেয়েটার কাছ থেকে দূরে থাকবে?'

'অমন কোনও শর্ত দেয়া হয়নি,' জলদগম্ভীর কণ্ঠটা বলল।

পরমুহূর্তে এই অদ্ভুত দৃশ্য উধাও হলো চোখের সামনে থেকে। জেগে উঠল গডউইন। চারপাশ থেকে পরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসছে। মুখের উপর ঝুঁকে থাকা একটা চেহারা দেখতে পেল। রোজামুণ্ড। কী যেন জিজ্ঞেস করছে ওকে, কিন্তু জবাব দিতে পারল না গডউইন। গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল মুখ দিয়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ। খাবার আর পানি আনা হলো, ওকে খেতে সাহায্য করল রোজামুণ্ড। খাওয়া শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল গডউইন।

ঘোরের মধ্যে কাটতে থাকল সময়। পালা করে জাগল আর

www.BanglaBook.org

ঘুমাল গডউইন। খাওয়া-দাওয়া করল রোজামুণ্ড বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে। বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে ওর। কোন্‌টা বাস্তব, আর কোন্‌টা স্বপ্ন, তা বুঝতে পারছে না। বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেল এভাবে। শেষ পর্যন্ত এক সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে জেগে উঠল ও। অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে, ঘোর ঘোর ভাব কেটে গেছে। কামরার উপর নজর দিতেই বুঝতে পারল, হল্‌ অভ স্টিপলে রয়েছে ও। নীচতলায়, বসার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া নিজের কামরায়—এখানেই ওরা দু'ভাই অনেক বছর থেকে থাকছে।

পাশের বিছানার দিকে তাকাল গডউইন। উলফ বসে আছে পা ঝুলিয়ে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ, পাশে ঠেস দিয়ে রেখেছে একটা ক্রাচ, হাত ঝুলছে স্লিঙে। শুকিয়ে গেছে অনেক, রোগা রোগা দেখাচ্ছে। তবে চেহারার হাসিখুশি ভাব মিলিয়ে যায়নি। ভাইকে চোখ মেলতে দেখেই হাসিমুখে বলল, 'সুপ্রভাত! জ্যান্ত মানুষের জগতে সুস্বাগতম, গডউইন!'

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো গডউইন। বলল, 'স্বপ্ন দেখছি, নাকি সত্যিই ওটা তুমি, উলফ?'

ওর স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে খুশি হয়ে উঠল উলফ। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ গর্তে বসে গেছে বটে, কিন্তু ওর ভাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। বলল, 'কেন... এই ব্যাণ্ডেজ দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? স্বপ্ন হলে কি আমার হাত-পায়ের এই দশা হতো?'

'তা হলে?'

'বদমাশ লযেলের গুণ্ডাগুলোর কাণ্ড। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে আসার সময় তলোয়ারের গুঁতো মেরে এই হাল করেছে আমার।'

'আর রোজামুণ্ড? নদী পেরিয়ে ওপারে যাবার পর কী ঘটল? ও নিরাপদে ফিরতে পেরেছিল? আমরাই বা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুলাম কী করে?'

'সেটা ওর মুখেই শোনো।' বিছানা থেকে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে গেল উলফ। পর্দা সরিয়ে ডাকল,

www.BanglaBook.org

'রোজামুণ্ড! কোথায় তুমি? গডউইন জেগে উঠেছে। ও সুস্থ। কথা বলতে চাইছে তোমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি এসো!'

বাইরে দ্রুত পদশব্দ হলো, কয়েক মুহূর্ত পরই ছুটতে ছুটতে কামরায় এসে ঢুকল রোজামুণ্ড। আলু-থালু পোশাক, মাথার চুল অবিন্যস্ত, মুখে কোনও সাজ নেয়নি। তারপরও অপূর্ব লাগছে ওকে। দম আটকে এল গডউইনের। কোনোমতে উঠে বসল বিছানায়। আনন্দে মৃদু চিৎকার দিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল গডউইনকে। চুমো খেল কপালে।

'সামলে!' পিছন থেকে বলল উলফ। 'বেচারার ব্যাণ্ডেজ খুলে যাবে, রোজামুণ্ড। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুবে আবার। এমনিতেই প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ও।'

তাড়াতাড়ি আলিঙ্গন থেকে গডউইনকে ছেড়ে দিল রোজামুণ্ড। বলল, 'বেশ, তা হলে ওর হাতে চুমো দেব আমি। এই হাত দিয়েই আমাকে রক্ষা করেছে ও।'

'আমি করিনি?' ভুরু কোঁচকাল উলফ।

হাসল রোজামুণ্ড। 'তোমাকে তো কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি আগেই। এবার তোমার ভাইয়ের পালা।' গডউইনের হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল ও।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথায় হাত বোলাল গডউইন। ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, ঈর্ষা হচ্ছে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল উলফ। 'ঈর্ষা হবে কেন? তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ, সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিশুকে ধন্যবাদ... ধন্যবাদ জানাই সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট চ্যাড-সহ সমস্ত সেইন্টকে; স্ট্যানগেটের সন্ন্যাসী জন আর তাঁর সঙ্গী-সাথী, সেইসঙ্গে গাঁয়ের প্রিস্ট ম্যাথিউকেও তাঁদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ... তুমি আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছ!'

কথাগুলো বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল উলফ। ভাইকে জড়িয়ে ধরল।

www.BanglaBook.org

'অ্যাই! কী করছ?' বলল রোজামুণ্ড। নকল করল উলফকে। 'বেচারার ব্যাণ্ডেজ খুলে যাবে, উলফ। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুবে তো!'

হেসে উঠল দু'ভাই।

ঠিক তখুনি নতুন পদশব্দ শোনা গেল। পর্দা ঠেলে কামরায় ঢুকলেন দীর্ঘদেহী, সৌম্য চেহারার একজন নাইট। বয়স যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধ মনে হয় তাঁকে। অসুস্থতা এবং দুঃখকষ্ট সইতে সইতে কাতর হয়ে পড়েছেন। সাদা চুল নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত, চামড়ার হাজারো ভাঁজ, মলিন চেহারা। ভাল করে তাকালে রোজামুণ্ডের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কারণ এই বৃদ্ধ নাইট আর কেউ নন, ওর বাবা... সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসল রোজামুণ্ড। পুবদেশীয় কায়দায় সম্মান দেখাল পিতাকে। উলফও মাথা নোয়াল। গডউইনের শরীর আড়ষ্ট, তাই একটু হাত তুলল কেবল। ওর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ নাইটের চোখে গর্ব ফুটল।

'তা হলে বেঁচে গেছ তুমি, গডউইন?' বললেন তিনি। 'জীবন-মৃত্যুর মালিককে ধন্যবাদ জানাই। সত্যি বড় সাহসী ছেলে তুমি। ডার্সি পরিবারের আদর্শ সন্তান!'

'ওভাবে বলবেন না, চাচা,' বলল গডউইন। 'প্রশংসার দাবিদার আমি একাই নই।' শীর্ণ আঙুল তুলল ও ভাইকে লক্ষ্য করে। 'উলফ তো আমার চেয়ে বেশি সাহস দেখিয়েছে। আহত হয়েছিলাম, আমাকে কাঁধে বয়েছে ও, তারপর ঘোড়ার পিঠে তুলে একাই লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে। এখনও ওর যুদ্ধ-হুঙ্কার কানে বাজছে আমার। ও না থাকলে আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হতো না।'

'ঠিক বলেছ, উলফের কৃতিত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই,' মাথা ঝাঁকালেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আফসোস হচ্ছে, আমিও যদি ওখানে হাজির থাকতে পারতাম! সাহায্য করতে পারতাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাদেরকে। কিন্তু হায়, বুড়ো হয়ে গেছি আমি। ঘুণে ধরা একটা গাছের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই আমার।'

'বাবা, এভাবে বোলো না,' পিতার কাঁধে হাত রেখে বলল রোজামুণ্ড। 'বুড়ো তো সবাইকে হতে হয়। যৌবনে কে কী করেছে, সেটাই আসল। তুমি তো তোমার সময়ে কম করোনি!'

'কদ্দূর করেছি জানি না, তবে আরও বেশি করার ইচ্ছে ছিল আমার,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'লড়াইয়ের ময়দানে, শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে মরতে চেয়েছিলাম। বুড়ো হয়ে নিজের বিছানায় নয়। যাক গে, এখন আর ওসব ভেবে লাভ কী? গডউইন, উলফ, তোমাদেরকে আমার ঈর্ষা হচ্ছে। সেদিন যখন তোমাদেরকে খুঁজে পেলাম, তখন একে-অন্যকে জড়িয়ে ধরে ছিলে তোমরা... রক্তাক্ত অবস্থায়। কী এক দৃশ্য, আমার তো হতাশায় বুক ফেটে যাচ্ছিল... বাড়ির কাছে এমন একটা লড়াই করে এলে তোমরা, অথচ আমি তাতে অংশ নিতে পারিনি!'

'জড়িয়ে ধরে ছিলাম?' একটু অবাক হলো গডউইন। 'কখন? আমার কিছু মনে পড়ছে না তো!'

'প্রায় এক মাস হলো বিছানায় পড়ে আছ, কোনও কিছু মনে থাকবে কী করে?' হাসলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আরাম করে শোও। রোজামুণ্ড সব খুলে বলবে।'

'বলার মত আসলে কিছু নেই,' রোজামুণ্ড বলল। 'সেদিন তোমাদের কথামত আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সাঁতার কেটে ঘোড়াটা আমাকে অন্য পারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দেখলাম, গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে লড়াই করছ তোমরা। তলোয়ারের আঘাতে একের পর এক শত্রু ঘায়েল হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওদের ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়ে গেলে তোমরা, তারপর কেন যেন আবার ফিরে এলে। পাথর নিয়ে এরপর ওরা আক্রমণ চালাল, তোমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে জঙ্গলে গা ঢাকা দিলে। অনেকক্ষণ পর উলফ তোমাকে ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। ঘোড়া ছোটাল দস্যুদের

www.BanglaBook.org

বেষ্টনী লক্ষ্য করে। তুমুল এক লড়াই হলো, তবে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেলে দু'জনেই। দস্যুদের অনেকেই ততক্ষণে খতম হয়ে গেছে, বাকিরা ভুগতে শুরু করেছে সিদ্ধান্তহীনতায়। কী করবে বুঝতে পারছে না। সুযোগটা কাজে লাগালাম আমি, ঘোড়া ছোটালাম নদীর পার ঘেঁষে। ওরা আমাকে আর ধাওয়া করেনি। অনেকদূর চলে আসার পর আমি আবার নদী পেরুলাম, তারপর ফিরে এলাম বাড়িতে। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে, বাবাকে দেখলাম ফটকের কাছে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে। তোমরা তখনও ফিরে আসোনি। ওঁকে তাই পুরো ঘটনা খুলে বললাম। বাবা, পরেরটুকু তুমিই বলো।'

'আমার অংশও খুব সামান্য,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'ছেলেরা, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, রোজামুণ্ডের ফুল কুড়ানোর ব্যাপারে আমি ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলাম? কিন্তু ওর একগুঁয়েমির কারণে হার মানতে বাধ্য হই। আসলে... মন কেন যেন কুডাক ডাকছিল, তাই তোমাদেরকে পোশাকের নীচে বর্ম পরে নিতে বলেছিলাম।'

'খুব ভাল একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন, চাচা,' বলল উলফ। 'ওই বর্মই আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে। কিন্তু... হঠাৎ বর্ম পরতে বললেন কেন, সেটাই এখনও মাথায় ঢুকছে না।'

'সার হিউ লযেলের কথা আমি ভুলিনি, উলফ,' গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাণ্ড্রু। 'লোকটা এমনিতে নাইট হতে পারে, কিন্তু আসলে স্রেফ একটা ডাকাত। গডউইনের কাছে হেরে গেছে বলেই যে রোজামুণ্ডের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নেবে, তা বিশ্বাস করিনি আমি। জাহাজ নিয়ে পুবে গেছে বলে গুজব শুনেছি, সুলতান সালাদিনের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ করবে; কিন্তু তার ভিতর কতখানি সত্যের লেশ আছে, সেটাই সন্দেহ। ব্যাটা যদি একটা বেঈমান হয়, সালাদিনের সঙ্গে হাত মেলায়, তা হলে একটুও অবাক হব না আমি। সে-কারণে সারাক্ষণই অস্বস্তিতে ভুগি, যে-কোনও

www.BanglaBook.org

মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা করি। তোমাদেরকে বর্ম পরে বেরুতে বলেছিলাম সেজন্যেই।'

'আপনার দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ, চাচা,' বলে উঠল গডউইন। 'বদমাশগুলোর নেতা সত্যিই নিজেকে লযেলের লোক বলে পরিচয় দিচ্ছিল।'

'লোকটাকে কি স্যারাসেন বলে মনে হয়েছে?' উদ্বেগ ফুটল সার অ্যাণ্ড্রুর কণ্ঠে।

'বলা মুশকিল। বাকিদের মত মুখোশ পরে ছিল ব্যাটা। চেহারা দেখিনি। তবে কথা চালাবার জন্য যেহেতু একজন দোভাষী ব্যবহার করছিল, তাতে তো লোকটা এদেশি বলে মনে হয় না। যাক গে, রোজামুণ্ড ফেরার পর কী ঘটল, তা বলুন।'

'কী আর... ওর মুখে সব ঘটনা শুনলাম আমি। তোমাদের উপর নাকি মুখোশ পরা একদল লোক হামলা করেছিল। রোজামুণ্ড কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, আর তোমরা দু'ভাই রয়ে গেছ লড়াই করবার জন্য। এসব শোনার পর যে-ক'জন লোক পেলাম জোগাড় করলাম, তারপর বেরিয়ে পড়লাম তোমাদের খোঁজে। জঙ্গলের কাছে পৌঁছে তোমার ঘোড়াটাকে পেলাম—সওয়ারী নেই। ঘোড়াটাও আহত, চলতে পারছে না। আরও কিছুদূর এগোনোর পর উলফের ঘোড়াটাও পাওয়া গেল। ওটার পিঠও শূন্য। আশপাশে তল্লাশি চালালাম, শেষ পর্যন্ত তোমাদের দু'জনকে পেলাম একটা ঝোপের আড়ালে... অজ্ঞান অবস্থায়। জড়াজড়ি করে শুয়ে আছ, সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। প্রথমে তো ভেবেছিলাম মারা গেছ, কিন্তু নাড়ি দেখার পর ভুল ভাঙল। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়ে আনলাম তোমাদের, খবর দিলাম স্ট্যানগেটের প্রায়োরির সন্ন্যাসী স্টিফেনকে। তিনি এসে তোমাদের চিকিৎসা করলেন।

'এরপর আমরা দস্যুদের ধরার জন্য বাঁধের কাছে গেলাম, কিন্তু ওখানে কাউকে পাওয়া গেল না। শয়তানগুলো অনেক

www.BanglaBook.org

আগেই চম্পট দিয়েছে। নিয়ে গেছে সঙ্গী-সাথীদের লাশগুলোও। খোঁজাখুঁজি করে শুধু রক্তের দাগ দেখলাম। আর পেলাম তোমার তলোয়ারটা...'

'হ্যাঁ, ওটা পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে,' বলল গডউইন।

'তাতে অবাক হবার কিছু নেই,' বললেন সার অ্যান্ড্রু। 'অবাক হয়েছি ওটা যে অবস্থায় পেয়েছি, তা দেখে।'

'কী অবস্থায় পেয়েছেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গডউইন।

'দুটো পাথরের মাঝখানে সুন্দরভাবে শুইয়ে রাখা অবস্থায়। ফলার নীচে একটা চিঠি!'

'চিঠি! কীসের চিঠি?'

'নিজেই দেখো।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ভাইপোর হাতে দিলেন সার অ্যান্ড্রু। তাতে গোটা গোটা হরফে লেখা:

সাহসী যুবকের তলোয়ারটা রেখে গেলাম। ও যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে এটা ওর সঙ্গে কবর দিয়ো। আর যদি বেঁচে যায়, তা হলে ফেরত দিয়ো। আমার মনিব সাহসী প্রতিদ্বন্দ্বীকে এটুকু সম্মান দেখাতে চান। কে জানে, কোনোদিন হয়তো এই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হবেন তিনি। সেদিন প্রয়োজন পড়বে তলোয়ারটার।

ইতি,

সার হিউ লয়েল... কিংবা অন্য কেউ!

'অন্য কেউ!' বিড়বিড় করল গডউইন। তারপর সচকিত হলো। জোর গলায় বলল, 'হ্যাঁ, অন্য কেউই হবে। লয়েল একটা আকাট মূর্খ। লিখতে পড়তে জানে না। জানলেও এমন চমৎকার ভাষায় চিঠি লিখতে পারত না।'

'এই চিঠির ভাষা পড়ে মুগ্ধ হতে পারছি না,' বললেন সার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাণ্ড্রু। 'লোকটা যে রোজামুণ্ডকে অপহরণ করতে চাইছিল, সেটা ভুললে চলবে না।'

'লম্বু দোভাষী কিন্তু মোটা লোকটাকে মনিব বলে ডাকছিল,' মনে করিয়ে দিল উলফ।

'তা ঠিক, কিন্তু ওর সঙ্গে তো দেখা হয়েছে তোমাদের!' যুক্তি দেখালেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'কিন্তু এ-চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, ওদের আসল মনিব দূরে কোথাও আছে। এখনও দেখোনি তাকে, কোনও একদিন দেখা হতে পারে।'

'আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য অমন কথা লিখতে পারে।'

'অসম্ভব নয়, স্বীকার করছি। কিন্তু লোকগুলো যে কারা, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। ব্র্যাডওয়েলে খোঁজ নিয়েছিলাম। ওরা একটা নৌকাকে মোহনার দিকে যেতে দেখেছে। সে-রাতেই ওটা ফাউলনেস পয়েন্টে নোঙর করা একটা জাহাজের গায়ে ভিড়েছে বলে জানিয়েছে কয়েকজন জেলে। আমরা যখন গেলাম, তখন জাহাজটার চিহ্নও দেখতে পাইনি। রাতের আঁধারে নোঙর তুলে চলে গেছে ওটা। কোথায় গেছে, তা কেউ জানে না।'

'চলে যে গেছে, সেটাই বড় কথা,' কাঁধ ঝাঁকাল উলফ। 'ক্ষান্ত দিয়েছে ব্যাটারা। নইলে গত একমাসে আবার দেখা পেতাম ওদের।'

'তা হলেই ভাল,' বিমর্ষ গলায় বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। কেন যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না। চুপ হয়ে গেলেন।

তাঁর চেহারার বিষাদ লক্ষ করে গডউইন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, চাচা? আপনি কী নিয়ে চিন্তা করছেন?'

মুখ তুললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমার মাথায় ঢুকছে না, তোমরা যে সেদিন সাগরপারে যাবে, সেটা ওরা জানল কী করে? বাঁধের রাস্তাতে ফিরবে, তাও তো জানার কথা নয় কারও। আমার ধারণা, ফেউ লাগানো হয়েছিল তোমাদের পিছনে। তারপর

www.BanglaBook.org

আবার ঘেরাও করে তোমাদের দু'ভাইকে চলে যাবার সুযোগ দিতে চাইল। শুধু রোজামুণ্ডকে চাইছিল, আর কারও রক্ত ঝরাবার ইচ্ছে ছিল না। তলোয়ারটা যেভাবে ফেরত দিল... এসব দেখে ওদেরকে সাধারণ জলদস্যু বা ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, বাজে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আচরণ করেছে ভদ্রলোকের মত... এমন আচরণ আমি শুধু পুবের লোকজনকেই করতে দেখেছি।'

'রোজামুণ্ডের শরীরে তো পুবের রক্ত বইছে,' বলল উলফ। 'তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই তো?'

একটু যেন কেঁপে উঠলেন সার অ্যান্ড্রু সে-কথা শুনে। চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গলা খাঁকারি দিলেন, বোঝাতে চাইলেন—এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চান না। বললেন, 'আজকের মত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। গডউইন এখনও খুব দুর্বল, ওর বিশ্রাম দরকার। যাবার আগে তোমাদেরকে একটা কথা বলে যেতে চাই, মন দিয়ে শোনো। গডউইন, উলফ... মেয়ের পর তোমরা আমার সবচেয়ে আপনজন। আমার ভাই... এক বীর নাইটের সন্তান তোমরা, রক্তের সম্পর্ক আমাদের। ভালবাসি তোমাদেরকে, গর্ব করি তোমাদের নিয়ে। আমার মেয়ের জন্য যা করেছ, তাতে এই ভালবাসা আর গর্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। শুধু বীরত্ব বললে কম বলা হয়, রীতিমত রাজকীয় নাইটের মত সাহসী কাজ করেছ তোমরা। সাধারণ যুবক হিসেবে আর মানায় না তোমাদেরকে, নাইট উপাধি পাওয়া প্রয়োজন। সেই উপাধি দেয়ার ক্ষমতা আছে আমার, তারপরেও কয়েকদিন আগে লণ্ডনে গিয়েছিলাম আমি; মহানুভব রাজার কাছে তোমাদের কীর্তির কথা বলে অনুমতি নিয়ে রেখেছি। তিনি আমাকে লিখিত আজ্ঞা দিয়েছেন তোমাদের দু'ভাইকে নাইট বানাবার জন্য। গডউইনের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ আমার প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে।'

www.BanglaBook.org

পোশাকের ভিতর থেকে সিলমোহর দেয়া আজ্ঞাপত্র বের করলেন তিনি। 'এই-ই সেই আজ্ঞা। খুব শীঘ্রি এলাকার সমস্ত লোকজনের সামনে প্রায়োরি অভ স্ট্যানগেটে আমি তোমাদেরকে নাইট বানাব। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো, গডউইন, যাতে সার গডউইন হতে পারো। আর উলফ... তুমি তো অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছ। আশা করি, পায়ের ক্ষতটা সারতে বেশি সময় নেবে না।'

বিব্রত হলো দু'ভাই, এত বড় প্রতিদান আশা করেনি।

'কিছু বলো, গডউইন,' ফিসফিসিয়ে ভাইকে বলল উলফ। 'আমি কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছি না।'

একটু কাশল গডউইন। তারপর বলল, 'এত বড় সম্মান দেয়ায় আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, চাচা। সামান্য একদল দস্যুর সঙ্গে লড়াই করে এ-সম্মান অর্জন করব, তা ভাবতে পারিনি। বেশি কিছু বলার নেই আমার, তবে কথা দিচ্ছি—আপনার বিশ্বাস এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা। এই সম্মানের গায়ে কালি পড়তে দেব না।'

'চমৎকার বলেছ,' হাসলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'একজন বীর, এবং মার্জিত ভদ্রলোকের মত ভাষণই বটে।' উলফের দিকে তাকালেন। 'তুমি কিছু বলবে না?'

ইতস্তত করল উলফ। বলল, 'গডউইনের মত গুছিয়ে কথা বলতে জানি না আমি। আপনাকে শুধু ধন্যবাদ জানাতে চাই। সেই সঙ্গে যোগ করতে চাই—নাইট উপাধি শুধু আমাদের নয়, রোজামুণ্ডেরও প্রাপ্য। সেদিন ও-ও যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে...'

'রোজামুণ্ড?' বাধা দিয়ে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'ওর পদমর্যাদা এমনিতেই যথেষ্ট উঁচু। নাইট হবার প্রয়োজন নেই ওর। সেটা সম্ভবও নয়। ঠিক আছে, তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি আসি।'

উল্টো ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল উলফ। 'কপাল মন্দ, রোজামুণ্ড। নাইট হতে পারছ না। বিকল্প একটা প্রস্তাব দিতে পারি। নাইটের

www.BanglaBook.org

বউ হতে চাও?'

আকস্মিক এই প্রস্তাব শুনে গাল আরক্ত হলো রোজামুণ্ডের। লজ্জায় নামিয়ে নিল মুখ। তারপর তড়িঘড়ি করে পিতার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'আচ্ছা অভদ্র মেয়ে তো!' বিড়বিড় করল উলফ। 'একটা জবাব তো দিয়ে যেতে পারত।'

গডউইনের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা ফুটল। বলল, 'কীসের জবাব দেবে? তোমার নির্লজ্জ মশকরার? নাকি অন্য কোনও অর্থ আছে প্রশ্নটার পিছনে?'

'সবকিছুতে প্যাঁচ খোঁজো কেন?' বিরক্ত গলায় বলল উলফ। 'আমি তো যা জিজ্ঞেস করার তা সরাসরিই করেছি। ও যদি কোনও নাইটকে বিয়ে করে, তাতে ক্ষতি কী?'

'ক্ষতি নেই কোনও,' বলল গডউইন। 'কিন্তু কোন্ নাইটের কথা বলছ তুমি? আমাদের দু'জনের কেউ, নাকি তৃতীয় কোনও নাইটের কথা?'

জবাব খুঁজে পেল না উলফ, বিড়বিড় করে নিজেকেই গাল দিল। তারপর চুপ হয়ে গেল।

'ওটাই তোমার সমস্যা,' হতাশ কণ্ঠে বলল গডউইন। 'আগ-পাছ না ভেবে যা মুখে আসে, তা-ই বলে ফেলো।'

মিনমিন করে উলফ বলল, 'বাঁধের উপর ওর আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল...'

'তখনকার কথা ভুলে যাও,' বাধা দিল গডউইন। 'বিপদের মুখে পড়ে কী বলেছে বা করেছে, তার কোনও মূল্য নেই। ওটাকে মোটেই স্বাভাবিক আচরণ বলা যায় না।'

হার মানল উলফ। 'তোমার কথাই ঠিক, ভাই। জিভের লাগাম ধরা শিখতে হবে আমাকে। সেটা মাথাতেই থাকে না। আসলে... রোজামুণ্ডের কথা ভাবলেই কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যায়। ও কি তোমাকে, নাকি আমাকে...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উলফ!' শাসন করার সুরে ধমকে উঠল গডউইন। 'আবার আবোল-তাবোল বকছ কিন্তু!'

'না, না, আবোল-তাবোল না,' তাড়াতাড়ি বলল উলফ। 'আমি আসলে আমাদের ভাগ্য নিয়ে ভাবছি। সেদিনের কথাই ভাবো, কী একটা দিন গেছে! সত্যিকার একটা লড়াই করেছি আমরা... লড়াই করে হারিয়ে দিয়েছি শত্রুদেরকে। এখন আবার তার প্রতিদানে নাইটহুড পাচ্ছি। এর সবই ভাগ্যের খেলা, গডউইন। ভাগ্যের বিছিয়ে দেয়া পথ ধরেই এগোচ্ছি আমরা, শেষটায় কী অপেক্ষা করছে, কে জানে!'

'ভাগ্যের পথ নানা রকম প্রতিবন্ধকতায় ভরা, উলফ,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল গডউইন। 'যদি এ-পথ বেছে নাও, তা হলে শেষ মাথায় পৌঁছুনোর আগে নানা রকম ঝড়-ঝাপটা সইতে হবে। তাই নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নেয়াই ভাল। তাতে অদৃশ্য কোনও শক্তির হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে না। সেদিনের লড়াইয়ের কথা ভাবো, সত্যিই কি ভাগ্যজোরে বেঁচেছি আমরা? নাকি তোমার দুঃসাহসের কারণে? তুমি না থাকলে তো বাঁধের পাশে মরে পড়ে থাকতাম আমি। এ-জয়ের কৃতিত্ব তাই শুধুই তোমার, ভাগ্যের নয়।'

ভুরু কোঁচকাল উলফ। 'সন্ন্যাসীদের মত কথা বলছ তুমি, ভাই। বিশ্বাস করা কঠিন, এই লোক নাইট হতে যাচ্ছে কপালে তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন নিয়ে! বীরত্ব দেখিয়ে!'

'যা খুশি ভাবতে পারো, আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'তা হলে আমার কথাও শোনো। ভাগ্যকে বরণ করে নেব আমি, ভাগ্যের দেখানো পথেই এগোব। তাতে যদি ঝড়-ঝাপটা পোহাতে হয়, পোহাব।'

'উলফ! তোমার চেঁচামেচি বন্ধ করবে?' পর্দার ওপাশ থেকে তীক্ষ্ণ গলায় বকা শোনা গেল। পরমুহূর্তে কামরায় ফিরল রোজামুণ্ড। হাতে একটা পানিভর্তি বাটি আর রুমাল, গডউইনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ মুছে দেবে। 'দোহাই লাগে, গডউইনের বিশ্রাম প্রয়োজন, ওকে আর বিরক্ত কোরো না।'

নিচু গলায় খেদোক্তি করল উলফ। মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে রোজামুণ্ডের কথায়। বিছানার পাশ থেকে ক্রাচ তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল ও।

তিন

নাইটহুড প্রাপ্তি

আরও এক মাস পেরুল। পুরোপুরি সেরে উঠল দু'ভাই। শারীরিক দুর্বলতা আর মাঝে মাঝে সামান্য মাথাব্যথা ছাড়া গডউইনের কোনও সমস্যা নেই। উলফ তো একেবারেই সুস্থ। নভেম্বরের শেষ দিনে ঠিক বেলা দুটোয় হল্ অভ স্টিপল থেকে বর্ণাঢ্য এক মিছিল বেরুল। পুরোদস্তুর রণসজ্জায় সজ্জিত একদল নাইট আছে তাতে, তেল চকচকে ঘোড়ার পিঠে চেপে এগোচ্ছে, হাতে ব্যানার। তাদের পিছু বেরুলেন সার অ্যান্ড্রু ডার্সি—অন্যান্যদের মত তিনিও বর্ম পরেছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘিরে রেখেছেন তাঁকে। বাবার পাশে আছে রোজামুণ্ড, ওর প্রিয় ধূসর ঘোড়াটার পিঠে, পরনে কারুকাজ করা একটা ঝলমলে পোশাক, উপরে পশমি আলখাল্লা। এরপর উদয় হলো দু'ভাই গডউইন আর উলফ। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সাজ, ওদেরকে অনুসরণ করছেন গণ্যমান্য আরও মানুষ। সবশেষে রয়েছে ভৃত্যদের দল এবং সাধারণ গ্রামবাসী। হৈচৈ করছে সবাই, উল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

www.BanglaBook.org

গাঁয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল মিছিল, দু'মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৌছুল স্ট্যানগেটের মঠের সামনে। জায়গাটা জঙ্গলের মাঝে, লবণ-চাষের জলার পাড়ে—জোয়ারের সময় থইথই পানি বিরাজ করে চারদিকে। মঠের ফটকে ক্লুনিয়াক সন্ন্যাসীদের একটা ছোট দল অভ্যর্থনা জানাল মিছিলকে, এঁরা এখানকার নির্জন আশ্রমে বাস করেন। মঠের প্রধান হচ্ছেন প্রায়োর জন ফ্রিৎজ ব্রায়েন—বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী, সৌম্যদর্শন, মাথার চুল বয়সের ভারে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। চওড়া হাতাঅলা একটা কালো আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, সাদর সম্ভাষণ জানালেন অতিথিদেরকে।

মিছিল এবার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নতুন শোভাযাত্রার সূচনা ঘটল। সিলভার ক্রস নিয়ে এক সন্ন্যাসী সামনে থাকলেন, তার পিছনে প্রায়োর ব্রায়েনের নেতৃত্বে গডউইন, উলফ, আর বাছাই করা কয়েকজন নাইট গিয়ে ঢুকল প্রায়োরিতে। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দর্শক হিসেবে পিছু পিছু যাবার সুযোগ পেলেন, কিন্তু সাধারণ জনতাকে অপেক্ষা করতে হলো বাইরে... মঠের আঙিনায়।

মঠে ঢোকার পর দুই হবু-নাইটকে আলাদা এক কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে নাপিত অপেক্ষা করছিল। দু'ভাইয়ের চুল কাটল সে, ক্ষৌরি করল। এরপর ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো গোসল করার জন্য। সার অ্যান্থনি দ্য ম্যাণ্ডেভিল এবং সার রজার দ্য মার্সি নামে দুই প্রবীণ নাইট ওদেরকে গোসল শেষে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরালেন, ভাষণ দিলেন নাইটদের পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে। এসবের পর শুরু হলো বাজনা। সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুচকাওয়াজ করে মঠের গির্জায় উপস্থিত হলো দু'ভাই। সবাই ওখানেই জমায়েত হয়েছে।

অনুষ্ঠান শুরু করার আগে সাদা একটা আলখাল্লা পরতে হলো ওদেরকে—মনের শুভ্রতার প্রতীক হিসেবে। তার উপর পরতে হলো লাল আলখাল্লা—যিশুর জন্য রক্ত ঝরানোর প্রতিজ্ঞা

www.BanglaBook.org

হিসেবে। সবশেষে কালো আলখাল্লা—মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য। এরপর ওদের বর্ম এনে রাখা হলো বেদির সামনে। সময় দেয়া হলো প্রার্থনা করবার জন্য।

গির্জা থেকে বেরিয়ে গেল সবাই, ভিতরে এখন গডউইন আর উলফ ছাড়া কেউ নেই। হাঁটু গেড়ে বসল ওরা, মাথা নিচু করে শুরু করল প্রার্থনা। শূন্য গির্জায়, অদ্ভুত সে-পরিবেশে প্রার্থনা করতে করতে কেমন যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেল উলফ। কল্পনায় দেখতে পেল রোজামুণ্ডের অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, অনেক চেষ্টা করেও তাকে দূর করতে পারল না ও। গডউইনও কল্পনার জগতে ভেসে গেল, তবে ওর চিন্তাধারা বইল অন্যখাতে।

মৃত্যুর কথা ভাবল গডউইন, ভাবল একজন পুরুষের সত্যিকার কর্তব্য কী হতে পারে। মৃত্যুর আগে পৃথিবীতে কী করে যাওয়া উচিত ওর? সাহসী এবং নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন? নিশ্চয়ই! সারাসেনদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর এবং যিশুর নামে লড়াই? অবশ্যই, যদি সুযোগ পাওয়া যায়। আর কী? পরিচিত দুনিয়া ছেড়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা? এই মঠের সন্ন্যাসীদের মত? তাতে ঈশ্বর বা মানুষের কী উপকার হবে? হ্যাঁ, দুস্থ লোকেরা হয়তো সেবা পাবে ওর কাছ থেকে, গরীবের মুখে আহার জোটাবে ও। কিন্তু ঈশ্বর... তাঁর কী প্রয়োজন? ওকে সন্ন্যাসী বানিয়ে কী লাভ হবে সর্বশক্তিমানের? পরিপূর্ণ জীবনধারণের জন্য কি এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি ওকে? কিন্তু সন্ন্যাস বেছে নিলে তো জীবন অপূর্ণ রয়ে যাবে। কোনও নারীর কাছ ঘেঁষতে পারবে না, কোনও সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না... ঈশ্বর কি তা-ই চান?

রোজামুণ্ড-কে মন থেকে চিরতরে দূর করে দিতে হবে। এটা ভাবতেই সমগ্র অস্তিত্ব যেন বিদ্রোহ করে উঠল। আর তখুনি বুঝতে পারল গডউইন, মেয়েটাকে ও প্রচণ্ড ভালবাসে। জীবনের চেয়ে বেশি... আত্মার চেয়ে বেশি! রোজামুণ্ডের জন্য ও হাসতে

www.BanglaBook.org

হাসতে জীবন দিতে পারে—শুধু যুদ্ধের ময়দানে নয়, প্রয়োজনে ঠাণ্ডা মাথায়ও আত্মাকে বিসর্জন দিতে পারবে। এ-কথা কি জানে রোজামুণ্ড? জানলে কি প্রত্যুত্তর দেবে ওর ভালবাসার? ওকে দু'হাত বাড়িয়ে বরণ করে নেবে, নাকি অন্য কাউকে...

আচমকা চোখ খুলল গডউইন। কী ভাবছে এসব! সামনে পড়ে আছে ঝলমলে বর্ম... ওটার দিকে তাকিয়ে বাস্তবে ফিরে এল। পাশে তাকাল। হাঁটু গেড়ে ওখানে বসে আছে ওর প্রাণপ্রিয় ভাই... দুঃসাহসী উলফ। দস্যি, আধুনিক, উদারমনা... ওকে ভাল না বেসে পারবে না কোনও মেয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, উলফ রোজামুণ্ডকে ভালবাসে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। আর রোজামুণ্ড? ও-ও কি...

চকিতের জন্য ঈর্ষা ভর করল গডউইনের ভিতর। আপন ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষা! পরমুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? কেন ঈর্ষা করছে ভাইকে? আনমনে মাথা নাড়ল ও। আশা ছেড়ে দেবে রোজামুণ্ডকে পাবার? চলে যাবে যুদ্ধ করতে? শত্রুর হাতে জীবন দিলে হয়তো মুক্তি পাওয়া যাবে মনোকষ্টের হাত থেকে। না, তা হয় না। নাইট হতে চলেছে ও, নাইটের মতই আচরণ করতে হবে। ন্যায় ও নিষ্ঠা দিয়ে প্রেমকে জয় করার চেষ্টা করবে। তাতে যদি সফল না হয়, বীরের মত মেনে নেবে পরাজয়কে। দেখাই যাক না, নিয়তি ওর কপালে কী লিখে রেখেছে।

আবার চোখ মুদল গডউইন। বিড়বিড় করে বলল, 'হে যিশু, দয়া করুন আমাকে। যে অনুরাগ আমাকে আপন ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত করছে, তাকে পরাস্ত করার শক্তি দিন। শক্তি দিন পরাজয়কে সহ্য করার, যদি রোজামুণ্ড আমার বদলে উলফকে বেছে নেয়। আমি যেন সত্যিকার এক নাইট হতে পারি, সাহস এবং সম্মানের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারি সবকিছুকে।'

অনেকক্ষণ পর পিছনে পায়ের শব্দ হলো। সন্ন্যাসীরা ফিরে

www.BanglaBook.org

এসেছেন। প্রার্থনার পর্ব শেষ; এবার কনফেশন, বা ধর্মমতে পাপকর্মের স্বীকারোক্তির পালা। নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে বসলেন প্রায়োর ব্রায়েন, প্রথমে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলো গডউইন। বড় কোনও পাপ করেনি ও জীবনে, তাই স্বীকারোক্তির জন্য বেশি সময় ব্যয় হলো না। সময় ব্যয় হলো প্রায়োর ওর মনের অবস্থা জানতে চাওয়ায়। অকুণ্ঠ ভাষায় মনের সবকিছু উজাড় করে দিল গডউইন। স্বপ্নের কথা বলল, রোজামুণ্ডের কথা বলল, বলল এমনকী ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষার কথাও। যুদ্ধ আর সন্ন্যাসের মাঝে দুলতে থাকা মনের দোটানার কথা বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল ও।

'পরামর্শ দিন আমাকে, ফাদার,' সবশেষে আকুতি ঝরল ওর কণ্ঠে। 'পথ দেখান।'

'হৃদয়ই তোমার সবচেয়ে বড় উপদেষ্টা, বাছা,' নরম গলায় বললেন প্রায়োর। 'হৃদয়ই তোমাকে পথ দেখাবে। হৃদয়ের কথা শুনলে আসলে ঈশ্বরের কথাই শোনা হয়। ভয় পেয়ো না, এগিয়ে যাও। যদি শেষ পর্যন্ত সুখ তোমার জীবন ছেড়ে চলে যায়, তা হলে আবার এসো। কথা বলব আমরা। যাও এখন, বীর নাইট। তোমাকে এই মঠ আর স্রষ্টার তরফ থেকে আশীর্বাদ করছি আমি।'

'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না আমাকে?'

'তোমার মত পবিত্র আত্মা যার আছে, তাকে আলাদা কোনও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। ভাগ্যই তোমার প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে নেবে। যাও।'

অনেকখানি হালকা হয়ে গেল গডউইনের মন। গির্জায় ফিরে এল ও। এবার ডাক পড়ল উলফের। ওর পাপের কথা এখানে না লিখলেও চলবে। অল্প বয়সে মানুষ যেসব ভুল-ত্রুটি করে, তা-ই করেছে ও। কোনোটাই তেমন গুরুতর নয়। প্রায়োর ওকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। উপদেশ দিলেন দেহের বদলে আত্মার প্রতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নজর দিতে। ভাইকে আদর্শ বলে মেনে নেবার কথাও বললেন, কারণ এ-বয়েসী যুবকদের মাঝে গডউইনের মত পরিণত কাউকে আজ পর্যন্ত দেখেননি তিনি। উলফকে পরামর্শ দিলেন ভাইয়ের মত চলতে।

'আমি চেষ্টা করব, ফাদার,' বলল উলফ। 'কিন্তু সমস্যা কী, জানেন? পৃথিবীতে দুটো গডউইন থাকতে পারে না। তা ছাড়া ওর সঙ্গে কবে ঝামেলা বাধে, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছি আমি। এক মেয়েকে যখন দু'জন পুরুষ ভালবাসে, তখন গোলমাল লাগতে বাধ্য!'

'সমস্যাটা সম্পর্কে জানি আমি,' গম্ভীর গলায় বললেন প্রায়োর। 'এ-ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুনোখুনি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু তোমরা দু'ভাই তেমন কিছু ঘটাবে না বলেই বিশ্বাস আমার। দু'জনের মনই অত্যন্ত পবিত্র। বুক ফাটবে, তবু মুখ ফুটবে না। আমার পরামর্শ চাও? তা হলে যখন সময় আসবে, তখন মেয়েটাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিয়ো—কাকে সে আপন করে নেবে। তোমাদের একজনকে হারতে হবে, কিন্তু সে-হার যেন তিক্ত না হয়। যে-ই জিতুক, অন্যজনকে সহানুভূতি দেখাতে হবে। দুঃখ বা কষ্ট যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য।'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ঠিক তা-ই ঘটবে,' জোর গলায় বলল উলফ। 'একসঙ্গে জন্ম হয়েছে আমার আর গডউইনের। আমরা একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মরব, তাও কেউ কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রায়োর। 'কিন্তু শয়তানের আসর বড়ই শক্তিশালী। কখন কাকে কাবু করে ফেলে, তার কোনও ঠিক নেই। তুমি এখন যেতে পারো, বাছা। যা বলেছি, মনে রেখো।'

প্রায়োরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল উলফ। শুরু হলো অনুষ্ঠানের পরের পর্ব। জমায়েত জনতা ধর্মসঙ্গীত গাইল, ঈশ্বরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করা হলো, ভাষণ দিলেন বাছাই করা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এরপর খাওয়াদাওয়ার বিরতি। মজাদার খাবারের আয়োজন করা হয়েছে, সবাই তার উপর হামলে পড়ল। দু'ভাই অবশ্য খেতে পারল না। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ওদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে চলে এল দু'জনে। অনুষ্ঠানের শেষ অংশ শুরু হবে খাওয়াদাওয়ার পর, তার জন্য প্রস্তুতি নেবে।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না, যে-যার চিন্তায় মগ্ন। শেষে উঠে দাঁড়াল উলফ। এগিয়ে গিয়ে হাত রাখল ভাইয়ের কাঁধে।

'এভাবে আর থাকতে পারছি না, ভাই,' বলল ও। 'মনের ভিতর অনেক কথা জমা হয়ে আছে, সেগুলো তোমাকে খুলে বলতে চাই।'

'রোজামুণ্ডের ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছ তো?' শান্ত গলায় বলল গডউইন।

'আর কার?' ভাইয়ের মুখোমুখি বসল উলফ।

'কী বলবে, তা আন্দাজ করতে পারছি। ওকে তুমি ভালবাসো, এখন নাইট হতে চলেছ, বয়সও পঁচিশ ছুঁয়েছে... কাজেই এই অনুষ্ঠানের পর ওকে তুমি বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাও, এই তো?'

'হ্যাঁ, গডউইন। সেদিন ওকে যখন নদী পার হয়ে চলে যেতে দেখলাম, তখনই বুঝতে পেরেছি—কতখানি ভালবাসি ওকে। ভয় হচ্ছিল, আর কখনও বুঝি দেখা হবে না ওর সঙ্গে। মাথাই খারাপ হবার দশা হয়েছিল। ওকে ছাড়া বাঁচা বা মরার কথা ভাবতে পারছিলাম না। আমার সাহসের তো অনেক প্রশংসা করেছ, কিন্তু ওসবই করেছি আমি রোজামুণ্ডের কথা ভেবে, গডউইন! ওর কাছে ফেরার ইচ্ছে থেকে!'

'তা হলে তো আমার আর কিছু বলার নেই,' ধীরে ধীরে বলল গডউইন। 'যাও, প্রস্তাব দাও ওকে। বিয়ে করে সুখী হও। বাবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু জমিজমা রেখে গেছেন, না রেখে গেলেও অসুবিধে ছিল না। রোজামুণ্ডের স্বামীকে নিজের সবকিছু দিয়ে দেবেন চাচা। কাজেই গরীব থাকছ না। ধনী একজন নাইট হতে যাচ্ছ। সাহসী, সুপুরুষ, নিষ্ঠাবান... এমন পাত্র কোথাও খুঁজে পাবে না রোজামুণ্ড।'

'সমস্যা হলো, ওসব কথা তোমার বেলাতেও খাটে,' করুণ গলায় বলল উলফ। 'তার ওপর... আমার যেসব দোষত্রুটি আছে, তার সিকিভাগও তোমার নেই। তুমি অনেক শান্তশিষ্ট, মার্জিত এবং বুদ্ধিমান। আমার চেয়ে তুমিই অনেক বেশি যোগ্য পাত্র, ভাই।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল দু'জনেই। তারপর আবার মুখ খুলল উলফ। বলল, 'গডউইন, লুকোবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি, তুমিও ভালবাসো রোজামুণ্ডকে। ওকে নিয়ে আমার মত তুমিও স্বপ্ন দেখো।'

কেঁপে উঠল গডউইন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'হ্যাঁ,' বলল ও, 'দুঃখের ব্যাপার, কথাটা সত্য। আমরা দু'জনেই ভালবাসি ওকে। কিন্তু এর কিছুই জানে না রোজামুণ্ড। জানবেও না, যদি তুমি মুখের লাগাম টানতে পারো। ভয়ের কিছু নেই, উলফ, আমি তোমার পথের কাঁটা হব না। আমাকে ঈর্ষা করবার কোনও দরকার নেই। না বিয়ের আগে, কিংবা পরে।'

'কী করব তা হলে?' রাগী গলায় বলল উলফ। 'তোমার ভিক্ষে মাথা পেতে নেব?'

'ভিক্ষে!'

'নয়তো কী? ভালবাসা জয় করতে দিচ্ছ না আমাকে, নিজে দূরে সরে গিয়ে রোজামুণ্ডকে আমার হাতে তুলে দিতে চাইছ... ভিক্ষে ছাড়া আর কী বলব একে? ও কত কষ্ট পাবে, তা জানো? ভাববে, ওর প্রতি কোনও আগ্রহই নেই তোমার!'

'তাতে কোনও অসুবিধে দেখছি না। একটু নাহয় কষ্ট পাক ও, তুমিও কোনও সন্দেহের দোলায় দুলবে না। তা ছাড়া...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিয়ে-শাদী আমাকে মানায় না। তলোয়ারকেই জীবনসঙ্গী বানাবার কথা ভাবছি আমি।'

'মহৎহৃদয়ের পরিচয়ই দিচ্ছ বটে!' বিদ্রূপের সুরে বলল উলফ। 'কিন্তু দুঃখিত, আমি তা গ্রহণ করতে পাচ্ছি না। একথা সত্যি, রোজামুণ্ডকে আমি যে-কোনও মূল্যে কাছে পেতে চাই, কিন্তু তাই বলে কাপুরুষ হতে পারব না। সেই লড়াইয়ে আমি জয়ী হতে চাই না, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াই শুরুর আগেই আত্মসমর্পণ করে। না ভাই, এ আমি কোনোদিনই মেনে নিতে পারব না।'

'এমনভাবে কথা বলছ, যেন রোজামুণ্ড আমাদের দুজনের জন্যই উতলা হয়ে আছে!' বিরক্ত হলো গডউইন। 'এমনও তো হতে পারে, আমাদের কাউকেই ও ভালবাসে না।'

'তা-ই যদি হতো, তা হলে তো কথাই ছিল না। আমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে এমন একটা সমস্যা দেখা দিত না।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সত্যি বলতে কী, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে—ও তোমাকেই ভালবাসে, উলফ।'

'এমন অনেক সময় আছে, যখন আমারও মনে হয়েছে—ও তোমাকে ভালবাসে, গডউইন। কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমি সত্যটা রোজামুণ্ডের মুখ থেকে শুনতে চাই। ও-ই বলবে, আমাদের মধ্যে কাকে ওর পছন্দ। কাকে ও বিয়ে করতে চায়।'

'কীভাবে সেটা জানা যাবে?'

'আমি একটা উপায় নিয়ে ভাবছি। এখানকার অনুষ্ঠান শেষ হলে চাচার অনুমতি নিয়ে আমরা দুজন আলাদাভাবে ওর সঙ্গে কথা বলব। প্রথমে তুমি যাবে, মনের কথা বলবে, বিয়ের প্রস্তাব দেবে ওকে। জবাব দেবার জন্য একদিন সময় দিয়ো। পরদিন... ও তোমাকে জবাব দেবার আগেই আমি যাবো ওর কাছে। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালবাসা প্রকাশ করব, বিয়ে করতে চাইব। একসঙ্গে দুটো বিয়ের প্রস্তাব... সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে। তখনই জানা যাবে, আসলে কাকে ভালবাসে রোজামুণ্ড।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' স্বীকার করল গডউইন। 'ভালই বলেছ। কিন্তু আমার মন মানছে না, ভাই। ঈশ্বর কী এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন আমাদের! দু'ভাইয়ের নিখাদ ভালবাসার মাঝে দেয়ালের মত এক মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এর পরিণতি কী? আমাদের ভালবাসায় ফাটল ধরবে না তো?'

'কক্ষনো না!' জোর গলায় বলল উলফ। 'এসো, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে দু'জনে প্রতিজ্ঞা করি—যে-কোনও মূল্যে আমরা আমাদের ভ্রাতৃত্ব অটুট রাখব। রোজামুণ্ডকে তার মাঝে দেয়াল হতে দেব না। দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব, একই নারীকে ভালবাসলেও আমাদের দু'জনের মাঝে ভালবাসার কোনও কমতি নেই। কী বলো?'

একটু ভাবল গডউইন। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা করব আমরা। কিন্তু শুধু ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে নয়, এখানকার একজনকেও সাক্ষী বানাব। রাজি আছ?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই। কাকে সাক্ষী করবে?'

দরজার কাছে গিয়ে ভৃত্যকে ডাকল গডউইন। তাকে পাঠাল প্রায়োর ব্রায়েনকে ডেকে আনতে। একটু পর হাজির হলেন প্রায়োর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার? তোমরা এখনও তৈরি হওনি?'

'হব,' বলল গডউইন। 'কিন্তু আপনাকে সাক্ষী রেখে আমরা একটা শপথ করতে চাই।'

'কীসের শপথ?'

খুলে বলল গডউইন। শুনে মাথা ঝাঁকালেন প্রায়োর। বললেন, 'চমৎকার প্রস্তাব। নিজেদের মর্যাদা আর ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তোমরা যে-পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাইছ, তা দেখে

www.BanglaBook.org

আমি মুগ্ধ। অবশ্যই সাক্ষী হব আমি। শুরু করো।'

প্রায়োরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল দু'ভাই। হাত ধরল, তারপর চোখ মুদে সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করল, 'আমরা দু'ভাই... গডউইন আর উলফ ডার্সি, ঈশ্বর এবং পৃথিবীর সমস্ত সেইণ্টের নামে শপথ করছি, যেভাবে আলোচনা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আমাদের চাচাতো বোন রোজামুণ্ডকে বিয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাব দেব আমরা। ওর সিদ্ধান্তকে মেনে নেব, কোনও অবস্থাতেই সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত কিংবা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করব না। যাকে ও প্রত্যাখ্যান করবে, সে আদর্শ ভ্রাতার মত বাকি জীবন কাটাবে, রোজামুণ্ডের স্বামীকে কখনও ঈর্ষা করবে না, কখনও কোনও ক্ষতি করারও চেষ্টা করবে না। যদি আমাদের কেউ এই শপথ ভঙ্গ করে, তা হলে ঈশ্বর যেন তার জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করেন।'

আশীর্বাদ করে ওদেরকে উঠে দাঁড়াতে বললেন প্রায়োর। 'মনে রেখো,' বললেন তিনি, 'শপথ নেয়ার চেয়ে শপথ রক্ষা করা বেশি কঠিন। খুবই জটিল একটা বিষয়ে শপথ নিয়েছ তোমরা—নারীর ভালবাসা। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, কিংবা শত্রুতা সৃষ্টিতে এর কোনও জুড়ি নেই। অনেক পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদেরকে, শয়তানের প্ররোচনার মোকাবেলা করতে হবে। আমার পরামর্শ হলো, ধৈর্য রেখো, ঈশ্বর আর যিশুকে স্মরণ কোরো; তা হলেই সব সমস্যা উৎরে যেতে পারবে।'

'আপনার কথা আমরা মনে রাখব, ফাদার,' কথা দিল উলফ।

'বেশ, এবার তৈরি হয়ে নাও। বাইরে সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে।'

মাথা ঝাঁকাল দু'ভাই। শপথ নিতে পেরে দু'জনের বুকের উপর থেকে মস্ত এক ভার নেমে গেছে যেন। দ্রুত বর্ম পরল ওরা, তারপর প্রায়োর ব্রায়েনের পিছু পিছু হাজির হলো মঠের প্রধান হলঘরে। সবাই ওখানেই অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। দু'ভাইকে

www.BanglaBook.org

ঢুকতে দেখে হুল্লোড় করে উঠল জনতা।

সার অ্যান্থনি দ্য ম্যাণ্ডেভিল এবং সার রজার দ্য মার্সি এসে অভ্যর্থনা জানালেন ওদেরকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন হলঘরের মাথায়। ওখানে একটা নিচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, তার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সার অ্যাণ্ড্রু—আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান পরিচালক। তাঁর সামনে পেশ করা হলো উলফ আর গডউইনকে।

দু'ভাইয়ের তলোয়ার রাখা হলো মঞ্চের উপর। প্রায়োর ব্রায়েন ওগুলোর উপর পবিত্র পানি ছিটালেন, তারপর বিড়বিড় করে আওড়ালেন বাইবেলের শ্লোক। পবিত্র করা হলো অস্ত্রদুটোকে। এরপর ওগুলো দু'ভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন সার অ্যাণ্ড্রু। বললেন, 'এই নাও তোমাদের তলোয়ার। যথাযথ ব্যবহার কোরো এর। ধর্মের জন্য, শান্তির জন্য।'

তলোয়ার নিয়ে খাপে ভরল দু'ভাই। তারপর মাথা নিচু করে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মঞ্চের সামনে। নিজের খাপ থেকে রূপার একটা তলোয়ার বের করলেন সার অ্যাণ্ড্রু—বংশপরম্পরায় ওটা তাঁদের পরিবারে রয়েছে। পালা করে তলোয়ারের ডগা গডউইন আর উলফের ডান কাঁধে তিনবার করে ছোঁয়ালেন তিনি। ঘোষণা করার সুরে বললেন, 'ঈশ্বরের নামে... সেইন্ট মাইকেল আর সেইন্ট জর্জের নামে আমি তোমাদেরকে নাইট বানালাম। আশীর্বাদ করছি, আদর্শ নাইট হও!'

উঠে দাঁড়াল দু'ভাই। এবার কয়েকজন বান্ধবীসহ এগিয়ে এল রোজামুণ্ড। গডউইন আর উলফের মাথায় শিরোস্ত্রাণ পরিয়ে দিল, হাতে তুলে দিল পরিবারের প্রতীক-সম্বলিত ঢাল।

'প্রতিজ্ঞা করো,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু, 'দেশ-জাতি আর ধর্মের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করবে তোমরা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে, ন্যায়ের পক্ষ নেবে। সাহায্য করবে বিপন্ন মানুষকে।'

'প্রতিজ্ঞা করছি!' একযোগে বলল গডউইন আর উলফ।

'বেশ, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।'

www.BanglaBook.org

অনুষ্ঠান শেষ। বাদ্যযন্ত্রীরা উল্লাসের সুর বাজাতে শুরু করল। হৈ-হল্লা করে উঠল জনতা, ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাচানাচিতে। হাসিমুখে উল্টো ঘুরল দু'ভাই। এগিয়ে গিয়ে কুশল বিনিময় করল সবার সঙ্গে। একটু পর হলঘর থেকে বেরিয়ে এল জনতা। বাইরে মদ্যপানের আয়োজন করা হয়েছে। সম্ভ্রান্ত লোকজনের জন্য জায়গা করা হয়েছে উঁচু একটা মঞ্চে, বাকিরা আঙিনায় পাতা টেবিলে বসবে।

স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো—সদ্য নাইটহুড পাওয়া দু'ভাইয়ের মধ্যে কে সেরা। একদল গডউইনের পক্ষ নিল, আরেকদল যুক্তিতর্ক খাড়া করল উলফের পক্ষে। শেষে সার সুরিন দ্য সালকট নামে এক নাইট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এই বিতর্কের অবসান মাত্র একজনই ঘটাতে পারে—রোজামুণ্ড ডার্সি, যাকে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করেছে গডউইন আর উলফ। দু'ভাইকে লড়াইয়ের ময়দানে চাক্ষুষ করেছে ও, ছোটবেলা থেকে বড়ও হয়েছে একসঙ্গে। কাজেই কে সেরা, তা ও-ই ঠিকমত বলতে পারবে।

অসহায়ের মত চারদিকে তাকাল রোজামুণ্ড, এ-ঝামেলায় জড়াতে চাইছে না, কিন্তু জনতার চেঁচামেচির মুখে হার মানতে হলো। নাইট আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও হাসছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন ওকে মতামত জানাতে। উপায়ান্তর না দেখে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড, এগিয়ে গেল দু'ভাইয়ের দিকে, গলা বাঁধা রুমাল খুলে হাতে নিল, একজনকে দেবে।

দৃষ্টি বিনিময় করল উলফ আর গডউইন। রোজামুণ্ড কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল, ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রুমাল। ওটাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করল ওরা, ছেঁড়া টুকরোদুটো বেঁধে নিল যার যার তলোয়ারের হাতলে।

'মানি না, মানি না!' চেঁচাল জনতা। 'আবার পরীক্ষা নেয়া হোক ওদের।'

www.BanglaBook.org

হাসল রোজামুণ্ড। মজা পেতে শুরু করেছে। টেবিল থেকে নিজের মদের পেয়ালা তুলল ও, ফিরে এল দু'ভাইয়ের কাছে। পছন্দের নাইটের হাতে দেবে। কিন্তু এবারও শলা-পরামর্শ করে নিয়েছে গডউইন আর উলফ। রোজামুণ্ডের হাত থেকে পেয়ালা কেড়ে নিয়ে মদটা নিজেদের পেয়ালায় ঢালল ওরা—সমান ভাগে। তারপর একসঙ্গে চুমুক দিল তাতে।

হেসে উঠল সবাই।

'এরা দেখি কিছুতেই হার মানবে না!' বললেন সার সুরিন দ্য সালকট। 'লেডি রোজামুণ্ড, বাইবেল নিয়ে আসুন। দেখা যাক, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ দু'টুকরো করার সাহস আছে কি না ওদের।'

মাথা ঝাঁকাল রোজামুণ্ড। একজন সন্ন্যাসী এসে বাইবেল তুলে দিল ওর হাতে। এবার অসহায়ের মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'ভাই। কী করবে বুঝতে পারছে না।

'নাইটেরা,' বলল রোজামুণ্ড, 'আমার রুমাল দু'টুকরো করেছ তোমরা, আমার মদও দু'ভাগ করে খেয়েছ। কিন্তু এবার সত্যিকার পরীক্ষা দিতে হবে। আমার হাতের এই বাইবেল সে-ই পাবে, যে বইটা সবচেয়ে ভালমত পড়তে পারবে।'

'গডউইনকে দাও,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল উলফ। 'আমি তলোয়ারবাজ মানুষ, কলমবাজ নই।'

'সাবাস! চমৎকার বলেছ!' হৈ হৈ করে উঠল জনতা। 'তলোয়ারই দরকার আমাদের, কলম নয়।'

ভিড়ের দিকে ঘুরল রোজামুণ্ড। বলল, 'সাহসী মানুষ তলোয়ার ব্যবহার করে, আর জ্ঞানী মানুষ ব্যবহার করে বই। তবে এদের দু'দলের চেয়েই সেরা হলো সেই মানুষ, যে তলোয়ার চালাতে এবং বই পড়তে... দুটোই জানে। যেমন আমার চাচাতো ভাই গডউইন। ও একই সঙ্গে জ্ঞানী এবং সাহসী। এই বাইবেল আমি ওকেই দিচ্ছি।'

তুমুল করতালির মধ্যে রোজামুণ্ডের হাত থেকে বাইবেল নিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গডউইন। উলফও তালি দিল। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেছে ওর।

রাতভর আনন্দ-উল্লাস চলল। ভোরে হল্ অভ স্টিপলে ফিরে এল ডার্সি পরিবারের সদস্যরা। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেবার পর দৈনন্দিন কাজেকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। বারান্দায় একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে বসলেন সার অ্যাণ্ড্রু। ভৃত্যরা বাগান-পরিচর্যা করছে, কাজটা তদারক করবেন। রোজামুণ্ড গেছে বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া পারিবারিক গির্জায়—প্রার্থনা করতে।

ধূমপান করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সার অ্যাণ্ড্রু, সংবিৎ ফিরে পেলেন সামনে গডউইন আর উলফকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে।

'কী ব্যাপার, বাছারা?' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'হাঁটু গেড়ে বসেছ কেন? আবার নাইট বানাতে হবে নাকি?'

'জী না, সার,' বলল গডউইন। 'তারচেয়েও বড় একটা আর্জি আছে আমাদের।'

'তা হলে খামোকাই এসেছ। নাইটহুডের চেয়ে বড় কোনও কিছু দেবার ক্ষমতা নেই আমার।'

'আমাদের আর্জিটা অন্য রকম, চাচা,' বলল উলফ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বোলালেন সার অ্যাণ্ড্রু। কাল রাতে প্রায়োর ব্রায়েন কিছুটা আভাস দিয়েছেন তাঁকে।

'বলো কী চাও?' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'সম্ভব হলে অবশ্যই পূরণ করব তোমাদের আর্জি।'

'সার,' নিচু গলায় বলল গডউইন, 'আপনার অনুমতি পেলে আমরা রোজামুণ্ডকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাই।'

'কী! দু'জনেই?'

'জী, সার। দু'জনেই।'

হেসে উঠলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'সত্যি, জীবনে এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি। দু'জন নাইট একই মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাইছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেন... একজন পিছিয়ে যেতে পারছ না?'

'হ্যাঁ, একটু অদ্ভুত তো বটেই। তবে ধৈর্য ধরে আমাদের কথাগুলো শুনলে আপনি সব বুঝতে পারবেন।'

'ঠিক আছে, বলো।'

ভাগাভাগি করে নিজেদের ভালবাসার কথা বলল গডউইন আর উলফ। জানাল, আগের দিন স্ট্যানগেটের প্রায়োরিতে দু'জনে কী প্রতিজ্ঞা করেছে।

'যথার্থ ভদ্রলোক এবং নাইটের মতই আচরণ করেছ তোমরা,' সব শোনার পর মন্তব্য করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করতে বেশ বেগ পেতে হবে তোমাদেরকে। আর হ্যাঁ, নাইটহুডের চেয়ে বড় একটা আর্জিই নিয়ে এসেছ আমার কাছে। তোমরা কি জানো, এই এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সম্ভ্রান্ত দুই ভদ্রলোক ইতোমধ্যেই রোজামুণ্ডকে বিয়ে করতে চেয়েছে?'

'বদমাশ লযেল কি তাদের একজন?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল উলফ।

'না, লযেলকে আমি গোনায় ধরি না। ও একটা ডাকাত। আমি সত্যিকার দুজন ভদ্রলোকের কথা বলছি।'

'জী না, আর কোনও প্রস্তাবের কথা শুনিনি,' বলল গডউইন। 'তবে এতে অবাক হচ্ছি না। রোজামুণ্ডের মত মেয়েকে যে-কোনও পুরুষই বিয়ে করতে চাইবে।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকালেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'এখন তোমরাই আন্দাজ করো, অমন ভাল দুটো প্রস্তাব আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে কেন।'

'নিশ্চয়ই রোজামুণ্ড রাজি হয়নি,' বলল উলফ।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'মতের বিরুদ্ধে ওকে বিয়ে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। ওর মা আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। তাই আমি চাই, ও-ও ভালবেসেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিয়ে করুক।'

'আমরা তো জোর করছি না ওকে।'

'বেশ, তা হলে দেখা যাক, পাণিপ্রার্থী হিসেবে তোমরা কতটা যোগ্য।' চেয়ারে হেলান দিলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'ডার্সি পরিবারের রক্ত বইছে তোমাদের শরীরে। তোমাদের মা-ও ছিলেন *উলুইন* গোত্রের মেয়ে। কাজেই বংশ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বীরত্বের জন্য বিখ্যাত তোমরা, নাইটহুড পেয়েছ। ছোটবেলা থেকে আমার বাড়িতে বড় হয়েছ, তোমাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে আমার। দু'জনেই সৎ এবং নিষ্ঠাবান, কোনও বদভ্যাস নেই। রোজামুণ্ডও তোমাদেরকে পছন্দ করে।

'এ তো গেল ভাল দিক। এবার খুঁতগুলো নিয়েও আলোচনা করা যাক। তোমাদের বাবা ছিল আমার ছোট ভাই। কাজেই উত্তরাধিকারসূত্রে খুব বেশি বিষয়-সম্পত্তি পায়নি। তোমরা সেটুকুই আবার দু'ভাগ করবে। সব মিলিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ছ। তোমাদের বীরত্বের কথা বলেছি, তবে সেটার জন্য খ্যাতি পাচ্ছ শুধুমাত্র এই এলাকায়। এসেক্সের সীমানা পেরুলেই আর কেউ তোমাদেরকে চিনবে না। এই-ই হলো তোমাদের সত্যিকার যোগ্যতা। এ-নিয়েই চাইছ এসেক্সের সবচেয়ে সুন্দরী... এবং অন্যতম ধনী পাত্রীকে বিয়ে করতে। বলো বাছারা, ওর বিনিময়ে কী দিতে পারবে তোমরা?'

'নিজেকে,' দৃঢ় গলায় বলল উলফ। 'মাফ করবেন, চাচা, তবে আমাদেরকে আপনি খুব ভাল করেই চেনেন। আমরা সত্যিকার নাইট, আপনার মেয়েকে ভালবাসি। ওর জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করব না।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল গডউইন। 'বাঁধের উপরের সেই হামলার সময়ই উপলব্ধি করতে পেরেছি, ওর জন্য যে-কোনও ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে পারব। আমাদের মত পাত্র আপনি আর কোথাও পাবেন না, সার।'

www.BanglaBook.org

'উঠে দাঁড়াও,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'তোমাদেরকে ভাল করে দেখি।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই ভাইকে জরিপ করলেন তিনি। 'হ্যাঁ, পরিবারের আদর্শ সন্তান তোমরা। আমার ভাইয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছি তোমাদের ভিতর। ও ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ ও সাহসী। তোমরাও তা-ই।'

'কোনও পার্থক্য নেই আমাদের মধ্যে?' জানতে চাইল গডউইন।

'খুব সামান্য। উলফের মধ্যে যোদ্ধাসুলভ বৈশিষ্ট্য বেশি, আর তোমার মধ্যে রয়েছে সত্যিকার একজন মার্জিত ভদ্রলোকের বৈশিষ্ট্য।'

'কোন্‌টা রোজামুণ্ডের বেশি পছন্দ বলে মনে হয় আপনার?' জানতে চাইল উলফ।

'সেটা ওকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল হয় না?' হাসলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তোমাদের প্রস্তাব পেয়ে মহা-দোটানার মধ্যে পড়ে যাবে ও। বেচারিকে এমন একটা পরিস্থিতির মুখে ফেলতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছেতে বাধা দেবার আমি কে? যদি তোমাদের একজনের সঙ্গে ওর ভাগ্য লিখে থাকেন সৃষ্টিকর্তা, তা হলে তা-ই হোক।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'আমি অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারো।'

'ধন্যবাদ, সার।' মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল গডউইন। ওর দেখাদেখি উলফও। দু'জনে সরে এল চাচার সামনে থেকে।

'রোজামুণ্ডকে গির্জায় যেতে দেখেছি,' হাঁটতে হাঁটতে বলল গডউইন। 'চলো ওখানে যাই।'

'দু'জন একসঙ্গে যাবার কথা ছিল না,' মনে করিয়ে দিল উলফ। 'আগে তুমি যাবে।'

'বেশ, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

'আমার ভয় করছে, ভাই,' ইতস্তত করে বলল উলফ। 'কেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেন মনে হচ্ছে, ওকে বিয়ে করতে চেয়ে আমরা আমাদের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ডেকে আনছি।'

'অযথাই চিন্তা করছ, উলফ,' আশ্বাসের সুরে বলল গডউইন। 'আমাদের শপথের কথা মনে রাখো। যদি অক্ষরে অক্ষরে ওটা পালন করো, তা হলে কোনও মেঘ আমাদের ভাগ্যকে ঢেকে ফেলতে পারবে না।'

'তা-ই যেন হয়,' বিড়বিড় করল উলফ।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল গডউইন।

চার

সালাদিনের চিঠি

বেলা তিনটে বাজে। ডিসেম্বর মাস, সেইসঙ্গে শীতকাল চলছে বলে সূর্য ইতোমধ্যেই পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। মাঠ পেরিয়ে স্টিপল চার্চের দিকে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেল গডউইন। সদর দরজায় দেখা হলো দুই চাকরানীর সঙ্গে—হাতে ঝাড়ু নিয়ে বেরিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই গির্জার ভিতরটা পরিষ্কার করছিল। রোজামুণ্ড আছে কি না, তা ওদের কাছে জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকাল এক চাকরানী। 'জী, সার গডউইন। লেডি রোজামুণ্ড প্রার্থনা করছেন। আমরা অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি বললেন আপনাকে খবর দিতে, যাতে এখানে এসে নিয়ে যান ওঁকে।'

www.BanglaBook.org

'তাই নাকি?' বিড়বিড় করল গডউইন। একটু অবাক হয়েছে। তবে স্বস্তিও অনুভব করল। রোজামুণ্ডকে একা পাওয়া যাবে, চাকরানীর সামনে বিয়ের প্রস্তাব দিতে হবে না।

গির্জার ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। লঘু পায়ে এগোল প্রার্থনা-বেদির দিকে। বরাবরের মত উজ্জ্বল একটা প্রদীপ জ্বলছে ওখানে। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রোজামুণ্ড, মাথা নিচু করে প্রার্থনা করছে নিবিষ্ট মনে। কী নিয়ে প্রার্থনা করছে ও? কী চলছে ওর মনে? জানতে ইচ্ছে হলো গডউইনের।

রোজামুণ্ডের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও, কিন্তু প্রার্থনায় মগ্ন থাকায় মেয়েটা ওর উপস্থিতি টের পেল না। ওকে বিরক্ত করল না গডউইন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকল। একটু পর প্রার্থনা শেষ হলো রোজামুণ্ডের, দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। উল্টো ঘুরতেই মুখোমুখি হলো গডউইনের। চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে, নিশ্চয়ই কাঁদছিল। কেন? প্রায়োর ব্রায়েন কি কিছু বলেছেন ওকে?

গডউইনকে দেখে একটু চমকে উঠল রোজামুণ্ড, পরমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'আরে! তুমি কখন এলে?'

'হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ।'

'চাকরানীদেরকে বলেছিলাম তোমাকে খবর দিতে, এত তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবিনি।'

'ওদের সঙ্গে দরজায় দেখা হয়েছে আমার। খবর দিতে হয়নি, এমনিতেই এসেছি। কিন্তু আমাকে আসতে বলেছ কেন?'

'বিশেষ কোনও কারণ নেই। আসলে... ডেথ ক্রিকের ওই ঘটনার পর থেকে একা একা চলাফেরা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। তুমি সঙ্গে থাকলে নিরাপদ বোধ করি।'

'উলফ থাকলে করো না?'

'হ্যাঁ,' হাসল রোজামুণ্ড। 'কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই ও অন্যমনস্ক থাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গডউইনও হাসল। 'চলো, যাওয়া যাক।'

গির্জা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বারান্দায় থামল। বাইরে ঝিরিঝিরি তুষার পড়তে শুরু করেছে।

'একটু অপেক্ষা করি,' প্রস্তাব দিল গডউইন। 'তুষারপাত থামুক। খামোকা শরীর ভেজানোর মানে হয় না। অসুখ করবে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝোঁকাল রোজামুণ্ড।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত গডউইন নীরবতা ভাঙল।

'রোজামুণ্ড, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'নিশ্চয়ই, গডউইন,' বলল রোজামুণ্ড। 'কী জানতে চাও?'

'বলছি, কিন্তু তার আগে একটা শর্ত আছে। চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রশ্নটার জবাব দেবে তুমি, তার আগে না। ঠিক আছে?'

'বড়ই অদ্ভুত শর্ত। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। এখন বলো, কী তোমার সেই বিদঘুটে প্রশ্ন, যার জবাব আমি এ-মুহূর্তে দিতে পারব না?'

'খুবই ছোট্ট প্রশ্ন।' লম্বা করে শ্বাস নিল গডউইন। 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল রোজামুণ্ডের। টলে উঠল একটু, তাড়াতাড়ি গির্জার দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলাল। মিনমিন করে বলল, 'বাবা...'

'ওঁর অনুমতি নিয়ে এসেছি আমি, রোজামুণ্ড,' বাধা দিয়ে বলল গডউইন।

'তবু তো জবাব দিতে পারব না। তুমিই নিজেই মানা করেছ আমাকে।'

'আগামীকাল এ-সময় পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমার পক্ষ থেকে কিছু কথা শোনাতে চাই। রোজামুণ্ড, তুমি আমার চাচাতো বোন। একসঙ্গে বড় হয়েছি আমরা। জীবনের প্রতিটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুহূর্ত একসঙ্গে কাটিয়েছি... মানে, স্কটিশ যুদ্ধের সময়টা ছাড়া, যখন আমি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। আমি বলতে চাইছি, পরস্পরকে খুব ভাল করে চিনি আমরা... বিয়ের আগে এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় কোনও পাত্র-পাত্রীরই থাকে না। সারাজীবন আমি তোমাকে ভালবেসেছি... চাচাতো বোন হিসেবে, প্রেমিকা হিসেবে!'

'আমি তা জানতাম না, গডউইন,' নিচু গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'আমি সবসময় ভেবেছি, তোমার হৃদয় অন্য কোথাও পড়ে আছে।'

'কী বলছ এসব?' আহত কণ্ঠে বলল গডউইন। 'অন্য কোথাও মানে? আর কোনও মেয়ের দিকে ফিরে তাকাতে দেখেছ আমাকে?'

'আমি কোনও মেয়ের কথা বলছি না, গডউইন। বলছি তোমার স্বপ্নের কথা।'

'স্বপ্ন! কীসের স্বপ্ন?'

'তা তুমিই ভাল বলতে পারবে। কিন্তু আমার ধারণা, সামান্য এক নারীর চেয়ে তুমি আরও বড় কোনও কিছুর স্বপ্ন দেখো।'

'তোমার ধারণা আংশিক সত্য, রোজামুণ্ড। সামান্য এক নারী হিসেবে তোমাকে চাই না আমি, চাই তোমার আত্মাকে। সত্যি বলতে কী, তুমিই আমার স্বপ্ন। তোমাকে আমি এই পৃথিবীর সমস্ত পবিত্রতা আর নিষ্কলুষতার প্রতীক বলে মনে করি। তোমার মাধ্যমেই আমি স্বর্গ পেতে চাই।'

'তুমি ভুল করছ, গডউইন। আমাকে উচ্চ-আসনে বসানো উচিত হচ্ছে না তোমার। পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা কিংবা স্বর্গের সঙ্গে তুলনা চলে না আমার। শুধুমাত্র স্বর্গের কোনও অপ্সরাই তোমার এসব চাহিদা পূরণ করতে পারবে, আমি নই।'

'আমার চোখে তুমি অপ্সরার চেয়ে কোনও অংশে কম নও।'

'অপ্সরা! আমি? ভুলে যেয়ো না, আমি আধা-পুবদেশীয়।

www.BanglaBook.org

কখনও কখনও আমার শরীরের রক্ত ওদের মত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওদের মত আমিও ক্ষমতা আর রাজ্যশাসনের স্বপ্ন দেখি ঘুমের ঘোরে। না, গডউইন, আমি পবিত্র নই। আমি স্বর্গের অপ্সরা হবার যোগ্যতা রাখি না। আমার ভিতর মস্ত খুঁত আছে। আমাকে বিয়ে করলে তোমার স্বপ্নভঙ্গ হবে।'

'দুনিয়ায় কেউই নিখুঁত নয়, রোজামুণ্ড। তোমার ভিতর যত খুঁতই থাকুক, আমি ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।'

'ভাল করে ভেবে দেখো, তোমার আত্মা কলুষিত হতে পারে...'

'তোমার আত্মা তো আমার আত্মারই অংশ, রোজামুণ্ড। কলুষিত হলে দুটোই হবে। এতে আমার কিছু করার নেই।'

মলিন হাসি ফুটল রোজামুণ্ডের ঠোঁটে। 'তোমার এই কথাটা আমার পছন্দ হয়েছে। বুঝতে পারছি, আমাকে তুমি সত্যিই মনে-প্রাণে স্ত্রী হিসেবে চাও। বলতে দ্বিধা নেই, যে-মেয়ে তোমাকে স্বামী হিসেবে পাবে, তার মত ভাগ্যবতী আর কেউ হবে না। সেই তুমি আমাকে ভালবাসো... এ-ও বিশাল সম্মানের ব্যাপার।'

'তোমার এ-কথাগুলো আমারও খুব ভাল লাগল, রোজামুণ্ড,' বলল গডউইন। 'আমাকে তুমি কোন্ দৃষ্টিতে দেখো, তা জানতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, আর কোনও দুঃখ থাকবে না মনে।'

'শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, তা আমি জানি, গডউইন,' করুণ সুরে বলল রোজামুণ্ড।

'মানে!' বিস্মিত হলো গডউইন।

'আমি আধা-পুবদেশীয়। আর পুবদেশীয় লোকেরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমিও দেখতে পাচ্ছি—তোমার, আমার আর উলফের ভাগ্য অত্যন্ত উজ্জ্বল। মহান হবার সুযোগ পাবো আমরা। কিন্তু... তার আগে সীমাহীন বিপদ আর দুঃখকষ্ট পাড়ি দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে।' খপ্ করে গডউইনের বাহু চেপে ধরল রোজামুণ্ড। 'আমার ভয় করছে, গডউইন... ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে মাথার উপর...'

'শান্ত হও।' ওর কাঁধে হাত রাখল গডউইন। 'আমাদের সবার ভাগ্য ঈশ্বর নিজ হাতে লিখে রেখেছেন। প্রতিটি ঘটনার পিছনেই লুকিয়ে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছে, বা উদ্দেশ্য। আমাদের চোখে অনেক কিছুই দুর্বোধ্য, কঠিন মনে হতে পারে; কিন্তু সর্বশক্তিমান জানেন সেগুলোর অর্থ। আমাদের মঙ্গল তিনি লিখে থাকলে দুনিয়ার কোনও শক্তিই তা পাল্টাতে পারবে না। খামোকা ভয় পেয়ে লাভ কী? যা ঘটার, তা তো ঘটবেই।'

অন্যচোখে ওর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। 'কার মুখে শুনছি আমি এ-কথা, গডউইন? আমার পাণিপ্রার্থীর, নাকি তার মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা কোনও সন্ন্যাসীর? জানা নেই আমার; কিন্তু সত্যি করে বলো তো, তুমি নিজেই কি তোমার স্বরূপ জানো? আমাকে ভালবাসো বলছ, তা আমি বিশ্বাসও করছি; কারণ তোমার ভালবাসা যে-কোনও মেয়ের জন্যই অমূল্য সম্পদ। তোমার মত মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে, গডউইন। তাই আমার কাছে করা প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে। আগামীকাল... যখন তুমি শুনতে চেয়েছ। আপাতত পুরনো সম্পর্কটাই থাক আমাদের মাঝে। তুষারপাত থেমে গেছে, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।'

আর কোনও কথা হলো না ওদের মাঝে। নীরবে গির্জা থেকে বেরিয়ে হল্ অভ স্টিপলে ফিরে এল ওরা। বসার ঘরে ঢুকতেই দেখা মিলল উলফের। ফায়ারপ্লেসে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে ও, সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়েই রোজামুণ্ডের পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে গেল গডউইন। কামরা থেকে বেরিয়ে টেনে দিল দরজা। রোজামুণ্ড এগিয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের দিকে।

ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে উলফ বলল, 'তুমি তো দেখি

www.BanglaBook.org

ঠাণ্ডায় কাঁপছ, রোজামুণ্ড। কাছে এসে বসো। এতক্ষণ কী করছিলে গির্জায়? নিশ্চয়ই গডউইনের পাল্লায় পড়েছিলে, তাই না? ওকে নিয়ে আর পারি না! জোর করে আমাকেও বেশ কয়েকবার প্রার্থনায় বসিয়েছে। আরে বাবা, আমার প্রার্থনা আমাকে করতে দাও! তুমি তাতে নাক গলাবার কে, বাপু?'

কোনও কথা না বলে উলফের পাশে এসে বসল রোজামুণ্ড। পশমি আলখাল্লা খুলে ফেলল, দু'হাত বাড়িয়ে ধরল আগুনের দিকে। চেহারায় বিষাদ।

চকিতে আশপাশ দেখে নিল উলফ। কামরায় তৃতীয় কেউ নেই। সন্তুষ্ট হয়ে রোজামুণ্ডের দিকে একটু ঝুঁকল ও। বলল, 'তোমার সঙ্গে একাকী কথা বলার সুযোগ পেয়ে ভালই হলো। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু দয়া করে চব্বিশ ঘণ্টা না পেরুনোর আগে জবাব দিয়ো না।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। 'একটু আগে একই ধরনের প্রতিশ্রুতি আরেকবার দিতে হয়েছে আমাকে। ব্যাপারটা কী?'

'তা-ই? ভাল, গডউইন ওর অংশ সেরে ফেলেছে। এবার আমার পালা।'

'কীসের পালা?' রোজামুণ্ডের কপালের ভাঁজ গভীর হলো।

'আরে, তুমি ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? এমনিতেই গুছিয়ে কথা বলতে জানি না আমি, তারওপর তুমি যদি অগ্নিদৃষ্টি দিতে থাকো...'

মৃদু হাসি ফুটল রোজামুণ্ডের ঠোঁটে। 'গুছিয়ে বলতে না পারলেও... কথা কিন্তু তুমি কম বলো না।'

'ওসব তো প্রলাপ। গুরুত্ব না দিলেই ভাল করবে। কিন্তু আজ যা বলতে চাই, তা হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। খুবই জরুরি কথা।'

'কীসের কথা বলতে চাও?'

'হৃদয়ের। তোমার হৃদয়, আমার হৃদয়... আর গডউইনের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানে... হৃদয় বলে যদি কিছু ওর ভিতরে থাকে আর কী!'

হাসি মুছে গেল রোজামুণ্ডের ঠোঁট থেকে। 'ওর হৃদয় থাকবে না কেন?'

'কেন? ওর হৃদয় হচ্ছে স্ট্যানগেটের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের হৃদপিণ্ডের মত। জন্মের সময় একবার স্পন্দন হয়েছে, আরেকবার হয়তো হবে স্বর্গে পৌঁছুনোর পর। আপাতত ওটাকে মৃতই ধরে নেয়া যায়।'

আবার হেসে ফেলল রোজামুণ্ড। 'তুমি এমন সব কথা বলো না!'

'চাইলে আরও কিছু শোনাতে পারি।'

'থাক,' কপট রাগ দেখাল রোজামুণ্ড, 'গডউইনের নামে আর কুৎসা রটাতে হবে না। তারচেয়ে আমি উপরে চলে যাই, বাবা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে।'

উঠতে গেল ও, কিন্তু বাধা পেল খপ্ করে উলফ ওর হাত চেপে ধরায়।

'যেয়ো না,' বলল তরুণ নাইট। 'ঠাট্টা করছি না, তোমাকে সত্যিই আমি জরুরি একটা কথা বলতে চাই।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল রোজামুণ্ড। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উলফের অভিব্যক্তি পরখ করল। বুঝল, হাসিখুশি ছেলেটা আন্তরিক ভঙ্গিতে আসলেই কিছু বলতে চাইছে ওকে। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ও। বলল, 'ঠিক আছে, বলো।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, রোজামুণ্ড!' কোনও রকম জড়তা ছাড়া স্পষ্ট গলায় বলল উলফ। 'কতটা ভালবাসি, তা বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি, তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই। আমি তোমাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই। জানি, আমি নীরস একটা মানুষ—যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু জানি না। গডউইনের মত ধর্মপ্রাণ কিংবা শিক্ষিত নই। কিন্তু কথা দিচ্ছি, সারাজীবন আমি তোমার অনুগত থাকব,

www.BanglaBook.org

তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। তোমাকে কখনও দুঃখ পেতে দেব না। এ এক নাইটের প্রতিশ্রুতি, রোজামুণ্ড... সত্যিকার একজন নাইট এবং প্রেমিকের। আর কী বলব তোমাকে...'

'আর কিছু তোমাকে বলতে হবে না, উলফ,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'কী বলতে চেয়েছ, তা আমি খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। এই মুহূর্তে তো কোনও জবাব চাইছ না, তাই আপাতত ধন্যবাদ জানাই তোমাকে... অন্তরের অন্তস্তল থেকে। কারণ তুমি মনের কথা অকপটে খুলে বলেছ আমাকে। দুঃখ একটাই—আমাদের পুরনো সম্পর্কের ইতি ঘটল আজ। আর কখনও আমরা ছেলেবেলার খেলার সাথীর মত থাকতে পারব না...'

'না, এ-কথা বোলো না। যা-ই ঘটুক, আমরা অন্তত বন্ধু তো থাকব!'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। মনের টানাপড়েন ফুটে উঠেছে চেহারায়। সেটা ঢাকার জন্য মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে।

'দাঁড়াও!' বলল উলফ। 'জবাব না দিলে, একটা ইশারা তো দিয়ে যাও! নইলে আজ রাতে আমি ঘুমাতে পারব না।'

'তোমাকে শান্ত করার মত কোনও ইশারা আমার কাছে এ-মুহূর্তে নেই, উলফ।'

'তা হলে তোমার হাতে একটা চুমো খেতে দাও। হাতে চুমো খাবার ব্যাপারে আমাদের শপথে কিছু বলা হয়নি।'

'কীসের শপথ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

উত্তর না দিয়ে হাত বাড়াল উলফ। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিল রোজামুণ্ড। কঠিন গলায় বলল, 'আমার হাত তুমি স্পর্শ কোরো না, উলফ। তোমার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যাবে... আরও কষ্ট পাবে!'

কী যেন হয়ে গেল উলফের। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, জাপটে ধরল রোজামুণ্ডকে। ওর ঠোঁটের উপর নামিয়ে আনছে নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠোঁট।

'থামো!' কাঁপা গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'দোহাই তোমার, থামো! তোমার সঙ্গে শক্তিতে পারব না আমি। কিন্তু জেনে রাখো, যা করতে যাচ্ছ, তাতে তোমার পাল্লা ভারী হবে না একটুও।'

সচকিত হলো উলফ। রোজামুণ্ডকে ছেড়ে পিছিয়ে এল দু'পা। নিচু গলায় বলল, 'ক্ষমা করো আমাকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম গডউইনের কথা। ও কখনোই এমন কাজ করত না। আরেকটু হলে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে যাচ্ছিলাম!'

'হ্যাঁ!' সরোষে বলল রোজামুণ্ড, হাঁপাচ্ছে। 'গডউইনের কাছ থেকেই শিক্ষা নেয়া দরকার তোমার। একবার কোনও প্রতিজ্ঞা করলে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও গডউইন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।'

'তা আমি জানি। দেখতেই পাচ্ছ, ওর মত একজন সন্ন্যাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেলে আমার মত পাপী-তাপী মানুষের কী হাল হয়। আমার ওপর রাগ কোরো না, রোজামুণ্ড। কিন্তু সন্ন্যাসীর পথ অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তা না পারো... অন্তত যে অনুসরণ করছে, তাকে তো উপহাস না করলেও পারো!'

'আমি ওকে উপহাস করছি না। ওকে আমিও ততটা ভালবাসি, যতটা তুমি ভালবাসো।'

মুখভঙ্গি বদলাল না রোজামুণ্ডের। ওর মধ্যে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণের অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে। রাগী চেহারা ধরে রেখে বলল, 'শুনে খুশি হলাম, উলফ। আগামীতে ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা আর দায়িত্বের কথা মনে রাখলেই ভাল করবে।'

'মনে রাখব। হ্যাঁ... তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও গডউইনের প্রতি আমার ভালবাসায় একবিন্দু কমতি আসবে না।'

'এতক্ষণে একটা ভাল কথা শুনলাম তোমার মুখে,' বলল রোজামুণ্ড। শান্ত হয়ে এসেছে। 'এমন কথাই তোমার কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

শুনতে চাই আমি। সে যাক, এখন আমাকে যেতে দাও, উলফ। আমি খুব ক্লান্ত।'

'আগামীকাল...'

'হ্যাঁ, আগামীকাল।' বাধা দিয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'যা বলার, তা আগামীকাল বলব আমি। আর তোমরা দু'জন তখন জানতে পারবে আমার সিদ্ধান্ত। বিদায়।'

উল্টো ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও। পিছনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল উলফ।

সারারাত ছটফট করল দু'ভাই, চোখের পাতা এক করতে পারল না। সকাল হবার পরও পারল না সুস্থির হতে। উদ্বেগ নিয়ে কাটাল দিনের বাকি সময়। শেষ পর্যন্ত বিকেল চারটা বাজল। চরম মুহূর্ত এসে গেছে। বারান্দায় গিয়ে পাশাপাশি বসল ওরা। কেউ কোনও কথা বলছে না। থমথমে নীরবতা।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হলো। উত্তেজনায় দমবন্ধ করে ফেলল দু'ভাই। কিন্তু ওদেরকে হতাশ করে এক চাকরানী উদয় হলো, রোজামুণ্ড নয়।

'কী চাই?' খেঁকিয়ে উঠল উলফ।

'সার অ্যাণ্ড্রু আপনাদের দু'জনকেই বসার ঘরে ডেকেছেন,' বলল চাকরানী। 'কথা বলতে চান।'

খবরটা দিয়েই চলে গেল মেয়েটা। উঠে দাঁড়াল উলফ আর গডউইন। দৃষ্টি বিনিময় করল।

'চাচা আবার ডাকাডাকি করছেন কেন?' বিরক্ত গলায় বলল উলফ। 'ডাকবে তো রোজামুণ্ড!'

'হয়তো আমাদের কাউকেই পছন্দ নয় ওর,' বলল গডউইন। 'নিজ মুখে না বলে বাবাকে দিয়ে বলাতে চাইছে।'

'সত্যিই তাই মনে করো?' ভুরু কোঁচকাল উলফ।

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল গডউইন। 'তবে আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জনকেই রোজামুণ্ড ফিরিয়ে দিলে কিন্তু মন্দ হয় না।'

'তোমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য হচ্ছি,' বলল উলফ। 'অলক্ষুণে কথাবার্তা বন্ধ করে এখন চলো, দেখে আসি আসলে ব্যাপারটা কী।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকল দু'জনে। করিডোর পেরিয়ে বসার ঘরে পা রাখল। ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে আছেন সার অ্যাণ্ড্রু। একা নন, বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রোজামুণ্ড, এক হাত রেখেছে তাঁর কাঁধে। ওরা খেয়াল করল, খুব দামি একটা পোশাক পরেছে মেয়েটা, সাজগোজও করেছে। কারণ বুঝতে পারল না। কাছে গিয়ে বাউ করল দু'ভাই, প্রত্যুত্তরে একটু হাসল রোজামুণ্ড।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সবাই। তারপর সার অ্যাণ্ড্রুর কণ্ঠ গমগম করে উঠল। 'কথা বলো, মা। আমাদের দুই নাইট ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে!'

'ঈশ্বর জানেন কার উপর খড়গ নেমে আসবে!' বিড়বিড় করল উলফ।

'উলফ, গডউইন,' মৃদু গলায় বলল রোজামুণ্ড, 'গতকাল যে-বিষয়ে আমার মতামত চেয়েছ তোমরা, সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। বাবার পরামর্শ নিয়েছি... পরামর্শ নিয়েছি নিজের হৃদয়েরও। বলতে দ্বিধা নেই, স্ত্রী বানাতে চেয়ে আমাকে বিশাল সম্মান দিয়েছ তোমরা। এমন দু'জন যোগ্য নাইটের সহধর্মিণী হতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। তা ছাড়া তোমাদের সঙ্গে হেসেখেলে বড় হয়েছি আমি। দু'জনকেই অত্যন্ত ভালবাসি। এমন সুযোগ ক'টা মেয়ে পায়? কিন্তু... দুঃখের বিষয়, তোমরা আমার কাছে যে-জবাব আশা করছ, তা কাউকেই আমি দিতে পারছি না।'

'খড়গ দেখি সত্যিই বসাল!' আবার বিড়বিড় করল উলফ। 'একেবারে হৃৎপিণ্ড বরাবর খড়গ!'

গডউইন কিছু বলল না, ওর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এসেছে কামরায়। সবাই নির্বাক, নড়তে ভুলে গেছে যেন। শুধু সার অ্যাণ্ড্রু তীক্ষ্নচোখে দুই নাইটের মুখভঙ্গি পরখ করছেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর মুখ খুলল গডউইন। 'ধন্যবাদ, রোজামুণ্ড। আমাদের জবাব আমরা পেয়ে গেছি। উলফ, চলো যাই।'

'দাঁড়াও!' ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলল রোজামুণ্ড। 'আরও কিছু বলার আছে আমার। তোমাদের মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি, তাই একটা প্রতিজ্ঞা করব... বাবার সম্মতি আছে এতে।'

'কী প্রতিজ্ঞা?' জানতে চাইল উলফ।

'দু'বছর অপেক্ষা করব আমরা। দু'বছর পর আবার মুখোমুখি হব তিনজনে। যদি সবাই তখনও বেঁচে থাকি, তা হলে আমি আমার পছন্দের পাত্রের নাম ঘোষণা করব। তাকেই বিয়ে করব কোনোরকম দেরি না করে।'

'আর যদি আমাদের একজন মারা যায়?' প্রশ্ন করল গডউইন।

'যে বেঁচে থাকবে, তাকেই বিয়ে করব আমি। মানে... বেঁচে যাওয়া মানুষটা যদি কোনও ধরনের অন্যায়, বা নাইটের মর্যাদাহানির মত কিছু করে না থাকে।'

'তুমি বলতে চাইছ...' একটু রাগী সুরে কথা শুরু করল উলফ।

হাত তুলে ওকে থামাল রোজামুণ্ড। 'জানি, পুরো ব্যাপারটাই তোমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু আমার জন্যও তো পরিস্থিতিটা কম অদ্ভুত নয়! বড্ড কঠিন একটা সমস্যায় আমাকে ফেলেছ তোমরা, আমার পুরো জীবন এর সঙ্গে জড়িত। সিদ্ধান্ত নেবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা যথেষ্ট নয়, আমার আরও সময় প্রয়োজন। তা ছাড়া... এখনও আমাদের বয়স কম, বিয়ের জন্য দু'বছর দেরি করলে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। বরং সময় পেলে

www.BanglaBook.org

আমি বিচার করতে পারব, তোমাদের মধ্যে কে সেরা... কে সবচেয়ে মহৎ নাইট...'

'বিচার করবে! কেন... আমাদের কারও প্রতি তোমার আলাদা দুর্বলতা নেই?' ফুঁসছে উলফ। 'কাউকে ভালবাসো না?'

মুখে রক্ত জমল রোজামুণ্ডের। 'এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

'তোমারও প্রশ্নটা করা উচিত হচ্ছে না, উলফ,' শান্ত কণ্ঠে বলল গডউইন। 'রোজামুণ্ড কী বলতে চাইছে, তা বুঝতে পারছি আমি। আমাদের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য দেখতে পায় না ও। কারও প্রতি যদি কিছুটা দুর্বলতাও থাকে, সেটার বশবর্তী হয়ে অন্যজনকে দুঃখ দিতে চায় না। তাই দু'বছরের সময় দিচ্ছে ও, এই সময়ের মধ্যে নাইট হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে। যে নিজেকে সত্যিকার নাইট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, তাকেই পুরস্কার হিসেবে বরমাল্য পরাবে।' হাসল ও। 'চমৎকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি, রোজামুণ্ড। বিজ্ঞ, এবং পরিণত মানুষের মত সিদ্ধান্ত। আমি সাদরে তা মেনে নিচ্ছি। উলফ, রাগ ঝেড়ে ফেলো। যুদ্ধে যেতে হবে আমাদেরকে। বীরের মত লড়তে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় নামব আমরা, তবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে?'

'চমৎকার বলেছ, গডউইন,' প্রশংসা করলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'উলফ, তুমি আর কিছু বলতে চাও?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল উলফ। 'আমি আর কী বলব? প্রতিবাদ করতে চাই, কিন্তু তাতে কোনও ফল পাব বলে তো মনে হয় না। তারচেয়ে দু'বছর অপেক্ষাই করি। আমাদের যোগ্যতা যদি দেখতে চায় রোজামুণ্ড, তবে তা-ই দেখাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি নরম্যাণ্ডিতে যেতে চাই, চাচা; রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দেব... যুদ্ধে যাব।'

'আমিও তা-ই চাই,' বলল গডউইন।

www.BanglaBook.org

হাসলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'এত অস্থির হবার কিছু নেই। শরতের আগে রাজা হেনরি যুদ্ধে যাবেন না বলে শুনেছি। তোমরাও তখন গিয়ে যোগ দিতে পারবে তাঁর সঙ্গে। আপাতত এখানেই থাকতে হবে তোমাদেরকে। যতদিন এখানে আছ, আশা করি পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবে। তোমাদের তিনজনের কারও মুখে প্রেম-ভালবাসা, বা বিয়ের কথা আর শুনতে চাই না আমি। দু'বছর পেরোলে নাহয় আবার মাথা ঘামানো যাবে বিষয়টা নিয়ে। ঠিক আছে?'

দু'ভাইয়ের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে এল রোজামুণ্ড, দু'জনের দিকে বাড়িয়ে দিল দু'হাত। ওর হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল গডউইন আর উলফ, তারপর উল্টো ঘুরে বেরিয়ে এল বসার ঘর থেকে। দু'জনেই নিশ্চুপ, কী যেন এক পরিবর্তন ঘটে গেছে ওদের মধ্যে। হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবে কেউই মনঃক্ষুণ্ন নয়। উদ্দেশ্যবিহীন জীবনে এই প্রথমবারের মত একটা লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে ওরা। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। জয় করতে হবে ভালবাসাকে।

পাশাপাশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। থেমে দাঁড়াল। ঢোলা-ঢালা আলখাল্লা পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হাতে লাঠি, কোমরে বেল্টের মত পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে দড়ি, তা থেকে একটা পানির বোতল ঝুলছে। তীর্থযাত্রী যাজকের সাজ।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল গডউইন। 'কী চান এখানে? রাতের আশ্রয়?'

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল লোকটা। তারপর তার বাদামি দু'চোখের দৃষ্টি স্থির হলো দু'ভাইয়ের উপরে। বিনীত কণ্ঠে বলল, 'জী, মহানুভব... আশ্রয় চাই আমি। মানুষ এবং পশুর জন্য। আমার গাধাটা সারাদিন পথ চলে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর ইয়ে... সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সির সঙ্গেও একটু দেখা করতে চাই। ওঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গাধা!' ভুরু কোঁচকাল উলফ। 'আমি তো জানতাম তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে।'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে আজ আমার সঙ্গে ভারী মালামাল আছে—একটা সিন্দুক। এক ভদ্রলোকের পক্ষ থেকে বয়ে নিয়ে এসেছি সার অ্যাণ্ড্রুকে দেবার জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, তাঁকে পাওয়া না গেলে তাঁর মেয়ে রোজামুণ্ডের হাতে তুলে দিতে হবে সিন্দুকটা।'

'কে পাঠিয়েছে ওটা?'

'তা আমি শুধু সার অ্যাণ্ড্রুকে বলব,' বিনীত সুরে বলল যাজক। 'সিন্দুকটা বাড়ির ভিতরে নিতে পারি? একজন চাকরকে ডাকলে ভাল হয়। ওটা বেশ ভারী, একার পক্ষে বয়ে নেয়া বেশ কষ্টকর।'

'চাকরের দরকার নেই, আমরাই সাহায্য করব,' বলল গডউইন। 'চলুন।'

যাজকের পিছু পিছু আঙিনায় গেল ওরা। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় দেখতে পেল গাধাটাকে। পিঠ থেকে সিন্দুক নামাল ওরা তিনজনে মিলে, একজন ভৃত্যকে ডেকে বলে দিল পশুটাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে, তারপর ভারী জিনিসটা ধরাধরি করে নিয়ে এল বাড়ির বসার ঘরে। গডউইন ওর চাচাকে ডেকে নিয়ে এল।

একটু পরেই কামরায় প্রবেশ করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। তাঁকে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল যাজক।

'কে আপনি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন অ্যাণ্ড্রু। 'কে পাঠিয়েছে আপনাকে?'

'আমি নিকোলাস অভ স্যালিসবিউরি, সার,' বলল যাজক। 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর নাম আমি আপনার কানে কানে বলতে চাই।'

এগিয়ে গিয়ে সার অ্যাণ্ড্রুর কানে ফিসফিসাল সে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঝটকা দিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ নাইট। চোখদুটো বড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠেছে অবিশ্বাসে।

'বলতে চাইছেন, আপনি... একজন খ্রিস্টান যাজক... বার্তা নিয়ে এসেছেন...' কথা আটকে যাচ্ছে তাঁর।

'ভুল বুঝবেন না, সার,' বলল যাজক। 'আমি স্রেফ একজন বার্তাবাহক, প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ-কাজ করছি। সিন্দুক যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁর পক্ষের লোক নই। বন্দি হয়েছিলাম আমি ওঁর হাতে, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল। এই কাজটা করার বিনিময়ে বাতিল করা হয়েছে দণ্ডটা। আপনার, এবং আপনার মেয়ের পক্ষ থেকে জবাব নিয়ে ফিরে যাবো বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।'

'কীসের জবাব?'

'তা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু জানি, সিন্দুকের ভিতরে একটা চিঠি আছে। ওতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সবকিছু। খুলুন ওটা। পড়ে দেখুন কী লেখা হয়েছে। এই ফাঁকে যদি একটু খাবার পাওয়া যেত... সারাদিন কিছু খাইনি।'

একজন ভৃত্যকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন সার অ্যাণ্ড্রু—অতিথিকে যেন ভালমত খেতে দেয়। তারপর গডউইন আর উলফকে অনুরোধ করলেন সিন্দুকটা তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে যেতে। ওখানকার টেবিলের উপর জিনিসটা রাখল দু'ভাই।

'খোলো,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু।

ক্যানভাসে মোড়ানো সিন্দুকের আবরণ খোলা হলো। এবার দেখা গেল জিনিসটা। কুচকুচে কালো কাঠের তৈরি—এমন কাঠ ব্রিটেনে দেখা যায় না। লোহার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে পুরো সিন্দুক। হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে এল উলফ, ওগুলোর সাহায্যে ভাঙা হলো ব্যাণ্ড। ভিতর থেকে আবলুশ কাঠের তৈরি ছোট আরেকটা বাক্স বেরুল। ওটার ডালায় একটা রূপার তালা লাগানো; সঙ্গে চাবিও আছে... ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সরু একটা সুতো দিয়ে। গডউইন চাবিটা খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল চাচার

www.BanglaBook.org

দিকে।

'তুমিই খোলো,' কাঁপা গলায় বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমার হাতে সাড়া পাচ্ছি না।'

চাবি দিয়ে তালা খুলল গডউইন, সিলমোহর ভাঙল, তারপর তুলে ফেলল ডালাটা। ভিতর থেকে মনমাতানো সৌরভ ভেসে এল। রেশমি একখণ্ড কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বাক্সের জিনিসপত্র। উপরে একটা পার্চমেন্ট পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে খুলে ধরলেন সার অ্যাণ্ড্রু—আরবীতে লেখা একটা চিঠি। সঙ্গে আরেকটা কাগজে অনুবাদও দেয়া হয়েছে... যদি বৃদ্ধ নাইট আরবী ভাষা ভুলে গিয়ে থাকেন, কিংবা রোজামুণ্ড এখন পর্যন্ত ভাষাটা না শিখে থাকে, এই ভেবে। শিরোনামে সেটা লিখেও দেয়া হয়েছে।

'না, আরবী ভুলিনি আমি,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু, আপনমনেই কথা বলছেন। 'আমার স্ত্রী বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে আরবীতেই কথা বলতাম। রোজামুণ্ডকেও শিখিয়েছি ওর মায়ের ভাষা।' গডউইনের দিকে তাকালেন। 'আলো কমে এসেছে, এখন আর আরবী পড়তে ইচ্ছে করছে না। অনুবাদটা তুমি পড়ে শোনাও, গডউইন। পরে মূল চিঠির সঙ্গে নাহয় মিলিয়ে দেখতে পারব।'

ঠিক তখুনি কামরায় উদয় হলো রোজামুণ্ড। পিতার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করল ও। বলল, 'আমি কি চলে যাবো, বাবা?'

'না, থাকো,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে তোমারও সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে আমার। গডউইন, পড়ো।'

পড়তে শুরু করল গডউইন, 'শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার নামে। আমি, সালাদিন, আইয়ুবের পুত্র, প্রাচ্যের সুলতান, এই চিঠি লিখছি ফ্র্যাঙ্কিশ নাইট সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সির উদ্দেশে, যিনি আমার পরলোকগত বোন জুবায়দার স্বামী। আল্লাহ্‌

www.BanglaBook.org

ওকে ওর পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিন। এই চিঠি আমার সেই বোনের কন্যারও উদ্দেশে, যে কিনা জন্মসূত্রে সমগ্র মিশর এবং সিরিয়ার শাহজাদী; ইংরেজরা ওকে রোজামুণ্ড... অর্থাৎ পৃথিবীর গোলাপ নামে ডাকে।

'সার অ্যাণ্ড্রু, হয়তো মনে আছে, বহুদিন আগে তুমি আমার বন্ধু ছিলে। সেই সূত্রেই পরিচিত হয়েছিলে আমার সহজ-সরল বোনটির সঙ্গে, আমার পিতার অধীনে অসুস্থ এবং বন্দি থাকা অবস্থাতে। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন, কীভাবে তুমি জুবায়দাকে এমন এক ভালবাসার জাদুতে আবদ্ধ করেছিলে, যার ফলে ধর্ম আর পরিবারের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে ও তোমাকে বিয়ে করেছিল, পালিয়ে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে। আমিও তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেভাবে হোক ওকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসব, শাস্তি দেব আইন অনুসারে। কিন্তু তার আগেই মৃত্যু ওকে কেড়ে নিয়ে গেছে আমাদের মাঝ থেকে, মানুষের বদলে আল্লাহ্ই ওর বিচার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, তাই আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি তোমার।

'তবে কিছুদিন আগে হিউ লযেল নামে এক ইংরেজ নাইটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। হয়তো চেনো তাকে, তোমার এলাকাতেই ও বাস করে বলে জানিয়েছে। সে আমাকে আরও জানিয়েছে, মারা যাবার আগে আমার বোন এক কন্যার জন্ম দিয়ে গেছে। মেয়েটির নাম রোজামুণ্ড, মায়ের মতই অপূর্ব রূপ পেয়েছে ও। শুনে খুশি হয়েছি, কারণ বিধর্মীর ঘরে জন্ম হলেও ওর শরীরে আমাদের রক্তও বইছে।

'এবার কাজের কথায় আসি। আল্লাহ্র কাছ থেকে স্বর্গীয় নির্দেশ পেয়েছি আমি, তাই আমার বোনঝিকে দামেস্কে ফিরিয়ে আনতে চাই, যাতে প্রাচ্যের শাহজাদী হিসেবে ও প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে জীবনধারণ করতে পারে। তাই ওকে এবং তোমাকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি। এ-প্রস্তাবকে ফাঁদ বা টোপ

www.BanglaBook.org

বলে ভেবো না, কারণ আমি সালাদিন... আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে শপথ করছি, আমার বোনঝিকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করবার কোনও চেষ্টা করব না, জোর করে ওকে বিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করব না আমি। আরও শপথ করছি, তোমার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের প্রতিশোধ নেব না আমি, বরং আমার বোনের স্বামী এবং তার সন্তানের পিতা হিসেবে যে-সম্মান তোমার পাওয়া উচিত, তা-ই দেব। সঙ্গে দেব আমার বন্ধুত্ব।

'কিন্তু জেনে রাখো, আমার এ-প্রস্তাব যদি তুমি এবং তোমার মেয়ে গ্রহণ না করো, তা হলে কঠিন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হব। পৃথিবীর গোলাপকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে—স্বেচ্ছায় না হলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আমার হাত যথেষ্ট লম্বা, চাইলেই ওকে উঠিয়ে আনতে পারি।

'এক বছরের সময় দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে। এরপর আমার দূতেরা হাজির হবে তোমাদের দোরগোড়ায়... আমার ভাগ্নীকে দামেস্কে নিয়ে আসার জন্য—হোক তা ইচ্ছায় কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আপাতত আমার স্নেহ ও ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে কিছু উপহার পাঠালাম, সেইসঙ্গে পাঠাচ্ছি আমার ভাগ্নীর জন্য একটি উপাধি—*বালবেকের শাহজাদী।* উত্তরাধিকার-সূত্রে এই উপাধি ওর-ই প্রাপ্য।

'এই চিঠি আমি নিকোলাস নামে এক ক্রুশ-পূজারীর হাতে পাঠাচ্ছি। ও-ই তোমাদের জবাব আমার কাছে নিয়ে আসবে। ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না, তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার ক্ষমতার দৌড় কতখানি, তা তোমরা জানো না। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ওকে মৃত্যুদণ্ড দেবো আমি।

'স্বাক্ষরিত—সালাদিন, বিশ্বাসীদের নেতা। দামেস্ক নগরীতে ৫৮১ হিজরীর বসন্তে সিলমোহরকৃত।

'পুনশ্চ: একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি। আমার ভাগ্নী, পৃথিবীর গোলাপ, হয়তো অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে, যাকে আমি

www.BanglaBook.org

কখনও দেখিনি, তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য এমন অস্থির হয়ে উঠেছি কেন। এর ব্যাখ্যা দিতে চাই। তোমাকে আমি দেখেছি, প্রিয় ভাগ্নী... আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নে তোমার দর্শন করিয়েছেন। সেই সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন, তোমার সাহায্য পেলে আমি বিশাল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়াতে পারব। ঠেকাতে পারব অসংখ্য প্রাণহানি। কীভাবে, তা জানি না। আল্লাহ্র সঙ্কেতের অর্থ পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, সময়েই সব প্রশ্নের জবাব মিলবে। তাই শেষবারের মত অনুরোধ করছি, আমার ঘরে ফিরে এসো, প্রিয় ভাগ্নী। আল্লাহ্র তা-ই ইচ্ছে। বিদায়।'

পাঁচ

মদের বণিক

ধীরে ধীরে চিঠিটা নামিয়ে রাখল গডউইন, তারপর চোখাচোখি করল সবার সঙ্গে।

'ফাজলামি... নির্ঘাত ফাজলামি,' বলে উঠল উলফ। 'নিশ্চয়ই চাচার সঙ্গে কেউ মশকরা করছে। ওই চিঠির একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।'

কেউ কোনও জবাব দিল না। স্যর অ্যাণ্ড্রু কাঁপা হাতে বাক্সের রেশমি কাপড়টা সরালেন। পরমুহূর্তে বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এল সবার কণ্ঠ থেকে। চোখের সামনে ঝলমল করছে হাজারো মণিমুক্তা—লাল, নীল, সবুজ, সাদা... কত না রঙের ঝলকানি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন রত্নরাজি এসেক্সের কেউ কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না। এক নজরেই বোঝা গেল, সাত রাজার ধন রয়েছে বাক্সের ভিতর।

'কী সুন্দর!' ফিসফিসিয়ে উঠল রোজামুণ্ড।

'হ্যাঁ, সুন্দর,' গম্ভীর গলায় বলল গডউইন। 'যে-কোনও মেয়ের বুদ্ধি-বিবেচনা ঘোলা করে দেয়ার মত সুন্দর... যাতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারে।'

বাক্স থেকে রত্নগুলো বের করতে শুরু করল উলফ। সোনার মুকুট, মুক্তোর মালা, চুনি লাগানো বক্ষ-বন্ধনী, ইন্দ্রনীলমণির বিছা, রূপার নুপুর... এসব ছাড়াও রয়েছে দামি কারুকাজ করা রেশমি পোশাক, জুতো, আংরাখা, ইত্যাদি। সবশেষে রয়েছে সালাদিনের সিলমোহর করা ফরমান—তাতে বালবেক এলাকার শাহজাদী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে রোজামুণ্ডকে। ওতে সম্পত্তির বিবরণ দেখে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। এক বছরে রোজামুণ্ড যে-পরিমাণ খাজনা পাবে, তা ওরা সবাই মিলে সারা জীবনেও আয় করতে পারবে না।

'ভুল স্বীকার করছি,' বলল উলফ। 'তামাশার পিছনে কেউ এত ধন-রত্ন খরচ করে না।'

'তামাশা!' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'সত্যিই তুমি তামাশা ভেবেছিলে? আমি তো চিঠির প্রথম লাইন শুনেই বুঝতে পেরেছি, সালাদিন ছাড়া আর কেউ লেখেনি ওটা। প্রতিটা বাক্যে ওর কণ্ঠ অনুভব করেছি আমি... মহান সালাদিন, আমার এক সময়ের বন্ধু... জুবায়দার ভালবাসার টানে যার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেলেন তিনি। স্মৃতি রোমন্থন করছেন। একটু পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালেন মেয়ের দিকে। 'কী বলো, মা? যাবে সালাদিনের কাছে? রীতিমত রানীর সম্মান দেয়া হয়েছে তোমাকে। বালবেক এলাকাটা আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিনি—লিটানি আর ওরোন্টেসের ধারে চমৎকার এক জায়গা। ইয়োরোপের অনেক রাজা-রানীও নিজের রাজ্য ছেড়ে দেবে অমন জায়গার জন্য। রানী হতে চাও ওখানকার?'

পালা করে উপহার-সামগ্রী আর ফরমানের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। তারপর সংক্ষেপে, কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'না!'

হাসলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'ধন্যবাদ, মা। রাজি না হয়ে ভাল করেছ। তোমাকে একাই যেতে হতো ওখানে।' গডউইনের দিকে ফিরলেন। 'আমাকে কাগজ-কলম দাও।'

খানিক পরেই সালাদিনের চিঠির জবাব লিখে ফেললেন তিনি। সেটা এরকম:

'সুলতান সালাদিনের প্রতি, সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি এবং তাঁর কন্যার পক্ষ থেকে।

'আপনার চিঠি আমরা পেয়েছি, এবং তার জবাবে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, যেখানে আছি, সেখানেই আমরা আমৃত্যু থাকতে চাই। ধন্যবাদ, তবে দামেস্কে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার হুমকির প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, যে-কোনও ধরনের হামলা, কিংবা বিপদ মোকাবেলার জন্য আমরা তৈরি আছি। ফলাফল যা-ই হোক না কেন। উপহারগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছি না, কারণ প্রাচ্যের আইন অনুসারে তা আপনার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা দেখানোর শামিল হবে। আমাদের কাছেই থাকছে ওগুলো, তবে আপনার আমানত হিসেবে। চাইলে যে-কোনও সময় ফেরত নিতে পারেন। যে-স্বপ্ন দেখার ফলশ্রুতি হিসেবে আপনি এই উপহার এবং চিঠি পাঠিয়েছেন, তা কেবলই স্বপ্ন ভেবে ভুলে যান, এই অনুরোধ রইল।

'আপনার পুরনো বন্ধু এবং তাঁর কন্যা।'

চিঠির নীচে সই করল দু'জনে, তারপর সিলমোহর বসানো হলো।

'চলো, বাক্সটা লুকিয়ে ফেলি,' দুই ভাইপোর উদ্দেশে বললেন

www.BanglaBook.org

সার অ্যাণ্ড্রু। 'বাড়িতে এত ধনরত্ন আছে জানলে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত চোর-বাটপার এখানে হানা দেবে।'

বাক্সের ভিতর সবকিছু আবার ভরে ফেলা হলো, তারপর নিয়ে যাওয়া হলো সার অ্যাণ্ড্রুর শোবার ঘরে। আলমারির ভিতরে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। কাজ শেষ হলে মেয়ে আর দুই ভাইপোর দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ নাইট। বললেন, 'বসো তোমরা, কিছু কথা বলতে চাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'তোমাদেরকে কখনও বলিনি, সালাদিনের বোন জুবায়দার সঙ্গে কীভাবে আমার বিয়ে হয়েছিল। ওকে হারাবার কথা মনে পড়লেই বুকটা ফেটে যেতে চায়, তাই কখনও স্মৃতিচারণ করিনি। কিন্তু আজ সব খুলে বলতে চাই।

'জুবায়দা আর সালাদিন ছিল প্রাচ্যের সম্রাট নুরুদ্দিনের ভাই আইয়ুবের সন্তান। দামেস্ক শহর জয় করার পর নুরুদ্দিন তাঁর ভাইকে তিনি ওখানকার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। আজ থেকে তেইশ বছর আগে *হারেঙ্ক*-এর যুদ্ধে গিয়েছিলাম আমি আর আমার ভাই। মুসলিম ফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ে মারা যায় গডউইন আর উলফের বাবা, আমি আহত হই, বন্দি হই মুসলমানদের হাতে। আমাকে ওরা দামেস্কে নিয়ে যায়। আইয়ুবের প্রাসাদে থাকতে দেয়া হয় আমাকে, চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা হয়। ওখানেই যুবক সালাদিনের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার, দুজনে বন্ধু হয়ে উঠি। জুবায়দার সঙ্গেও ওখানেই প্রেম হয় আমার, প্রাসাদের বাগানে চুপি চুপি দেখা করতাম আমরা। দিনে দিনে ভালবাসা গাঢ় হয়ে ওঠে আমাদের, কিন্তু জানতাম—কিছুতেই আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবেন না আইয়ুব। বরং দু'জনের ভালবাসার কথা জানতে পারলে হয়তো গর্দান নেবেন আমার। উপায়ান্তর না দেখে জুবায়দা ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এক রাতে সবার অগোচরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসি আমরা, দামেস্ক থেকে পালাই।'

www.BanglaBook.org

'ইংল্যাণ্ডে পৌঁছুলেন কীভাবে?' জানতে চাইল উলফ। 'কেউ বাধা দেয়নি?'

'চেষ্টা করেছে, সফল হয়নি।' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'জেবেল নামে এক তরুণ শেখকে চিনতাম আমি—ভয়ঙ্কর এক গোত্রের সর্দার, ফ্র্যাঙ্ক নাইটদের মিত্র। লেবাননের মাসায়েফ পাহাড়ের দুর্গে থাকে ওরা। এক যুদ্ধে জেবেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম আমি, ও কথা দিয়েছিল—প্রয়োজনে যে-কোনও ধরনের সাহায্য করবে আমাকে, ওর পারিবারিক আংটিটা আমাকে দিয়েছিল কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে। এই যে সেটা।' হাত উঁচু করে দেখালেন বৃদ্ধ নাইট, অনামিকায় একটা প্রমাণ-সাইজের পাথরসহ আংটি শোভা পাচ্ছে।

'যা হোক, পালাবার আগে জেবেলের সাহায্য চেয়েছিলাম আমি,' বলে চললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'প্রাসাদের এক চাকরকে ঘুষ দিয়ে গোপনে আংটি-সহ একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম ওর কাছে। ও-ই আমাকে আর জুবায়দাকে দামেস্ক থেকে বের করে নিয়ে যায়। বারো দিনের মধ্যে বৈরুতে পৌঁছুই আমরা, ওখানেই বিয়ে হয় আমাদের। আইয়ুব তাঁর ফৌজ নিয়ে ধাওয়া করেছিলেন আমাদেরকে, কিন্তু নাগাল পাননি। বিয়ে সেরেই জাহাজে চেপে আমরা ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসি। ফেরার আগে আংটিটা আবার আমাকে ফেরত দেয় জেবেল।'

'আর কখনও যোগাযোগ হয়নি সালাদিনের সঙ্গে?'

মাথা নাড়লেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'না। তবে খবর পেয়েছিলাম... আইয়ুব আর সালাদিন নাকি শপথ করেছে, যে করে হোক, জুবায়দাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে-সুযোগ পায়নি ওরা, রোজামুণ্ডকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে ও...' বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেলেন তিনি। পরমুহূর্তে গলা খাঁকারি দিলেন। 'যা হোক, এ-ই হলো আমার গল্প। ভেবেছিলাম শপথের কথা ভুলে গেছে সালাদিন, কিন্তু আজ প্রমাণ হয়ে গেল—কিছুই ভোলেনি

www.BanglaBook.org

ও। ভাগ্নীর কথা নিশ্চয়ই বদমাশ বেঈমান লযেলের মুখে শুনেছে, তাই অস্থির হয়ে উঠেছে রোজামুণ্ডকে নিয়ে যাবার জন্য। জুবায়দা না হোক, জুবায়দার মেয়েকে দিয়ে নিজের শপথ পূরণ করতে চাইছে। ভয় হচ্ছে আমার; সালাদিন ভীষণ একরোখা লোক, কিছুতেই হাল ছাড়বে না।'

'অন্তত এক বছর সময় তো পাচ্ছি আমরা,' বলল রোজামুণ্ড। 'বিপদ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে পারব।'

'তুমি না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ শুনলে ও এক বছর অপেক্ষা করবে কি না, সেটাই প্রশ্ন।'

'চিঠির জবাব পাবার আগে তো তা জানতে পারছে না। নিকোলাসের দামেস্কে পৌঁছুতে সময় লাগবে।'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকালেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'বাঁধের উপরের ওই হামলাটা কে করেছিল?' চিন্তিত গলায় বলল গডউইন। 'লযেলের নাম বলা হয়েছে ওখানে, কিন্তু ওকে দায়ী ভাবতে পারছি না। যদি সালাদিন সেটার পিছনে থাকে, তাও পুরোপুরি মেলানো যায় না। এই চিঠি আমাদের হাতে পৌঁছুনোর আগে কেন রোজামুণ্ডকে অপহরণ করার চেষ্টা করবে সে?'

সার অ্যাণ্ড্রু গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'নিকোলাসকে ডেকে পাঠাও। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই ওকে।'

একটু পরেই যাজককে নিয়ে এল উলফ। লোকটার মুখে খাবারের কণা লেগে আছে, খাওয়া শেষ করতে পারেনি। কামরায় ঢুকেই মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল। তারপর চোখ বোলাল চারপাশে। কামরার খুঁটিনাটি দেখে নিচ্ছে।

'অনেক দূর থেকে আপনি আমার জন্য একটা চিঠি নিয়ে এসেছেন, নিকোলাস,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু... প্রশ্ন নয়, জেরা নয়, স্রেফ একটা মন্তব্য।

'আমি শুধু একটা সিন্দুক এনেছি, সার,' বলল নিকোলাস।

www.BanglaBook.org

'ভিতরে চিঠি নাকি অন্য কিছু ছিল, তা জানি না।'

কথাটা না শোনার ভান করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। বললেন, 'আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনার মত একজন খাঁটি খ্রিস্টান সালাদিনের দূত হতে রাজি হলো কীভাবে? সে তো খ্রিস্টানদের পরম শত্রু!'

'প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাজি হয়েছি, সার,' নিকোলাস বলল। 'সালাদিন যে আমাদের শত্রু, তা কে না জানে? এই শান্তির সময়টাতেও খ্রিস্টানদেরকে আটক করছে সে, বন্দি করছে। আমি ওভাবেই আটকা পড়েছি ওর হাতে।'

'তা হলে বলুন, সার হিউ লযেলও কি ওর হাতে বন্দি হয়েছে?'

'সার লযেল?' ভুরু কোঁচকাল নিকোলাস। 'বিশালদেহী লোক... লাল মুখ, কপালে একটা কাটা দাগ আছে, সবসময় কালো রঙের আলখাল্লা পরে... আপনি তার কথা বলছেন?'

'তেমনই তো মনে হচ্ছে।'

'ওই লোক বন্দি নয়। আমি ওকে দু-তিনবার দামেস্কে দেখেছি—সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু কেন, তা বলতে পারব না। শুনেছি আমি রওনা হবার তিন মাস আগেই ইয়োরোপে ফিরে এসেছে সে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল গডউইন আর উলফ। লযেল ইংল্যাণ্ডে!

কিন্তু ভাবান্তর হলো না সার অ্যাণ্ড্রুর মধ্যে। বললেন, 'আপনার কাহিনি খুলে বলুন, নিকোলাস। খবরদার, কিছু লুকোবার চেষ্টা করবেন না!'

'লুকোবার কিছু থাকলে তো!' বলল নিকোলাস। 'আমার কাহিনি বড়ই সাদামাঠা। জর্দানের ভিতর দিয়ে তীর্থযাত্রায় যাচ্ছিলাম, একদল আরব দস্যু আমাদের উপর হামলা করে। সঙ্গে টাকা-পয়সা বা ধনরত্ন কিছুই ছিল না, খেপে গিয়ে ওরা আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেরে ফেলতে চাইছিল। কপাল ভাল, ঠিক তখুনি সুলতানের একদল সৈনিক হাজির হয় ওখানে, দস্যুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় দামেস্কে। নামেই উদ্ধার, আসলে বন্দি করা হয় আমাকে। কয়েদখানায় পচছিলাম, হঠাৎ একদিন এক খ্রিস্টানকে উদয় হতে দেখলাম—ওই লযেল না কী যেন নাম বললেন... তাকে। সারাসেনদের সঙ্গে লোকটার দারুণ দহরম-মহরম। এক সুযোগে তাকে কাছে ডাকলাম, অনুনয় করলাম আমাকে মুক্ত করার জন্য। এক কয়েকদিন পর সালাদিনের দরবারে ডাক পড়ল আমার। ওখানে সুলতান আমাকে মুসলমান হতে বললেন, নইলে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। রাজি হলাম না, ফলে আবার কয়েদখানায় ফিরে যেতে হলো। মৃত্যুর জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কিছু বলল না আমাকে। বরং তিনদিন পর আবার ডাক পড়ল দরবারে। সুলতান আমাকে বললেন, বিশেষ একটা কাজ করে দিলে আমাকে তিনি প্রাণভিক্ষা দেবেন। একটা সিন্দুক নিয়ে আসতে হবে ইংল্যাণ্ডে... এসেক্সের *হল্ অভ স্টিপল*-এ পৌঁছে দিতে হবে, সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি কিংবা তাঁর মেয়ের হাতে। আমি বললাম, কাজটা করে দেবার বিনিময়ে খালি প্রাণভিক্ষা চাই না, সুলতান যদি আমাকে মুক্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, তা হলেই শুধু রাজি হব। বুঝতেই পারছেন, প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছেন সালাদিন।'

'প্রতিশ্রুতি যে রক্ষা করবেন সুলতান, তার নিশ্চয়তা কী?' বলল উলফ। 'চিঠি নিয়ে ফিরে গেলে যদি আবার বন্দি করে আপনাকে? তখন কী করবেন?'

'সুলতান সালাদিন সম্পর্কে সম্ভবত কিছুই জানেন না আপনারা,' হাসল নিকোলাস। 'খাঁটি ভদ্রলোক তিনি... প্রাণ যাবে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না কিছুতেই।'

'কিন্তু আপনি তো ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেই গেছেন,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'এখন আবার চিঠির জবাব নিয়ে দামেস্কে ফিরে যাবার

www.BanglaBook.org

দরকার কী?'

'এর পিছনে দুটো কারণ আছে, সার,' বলল নিকোলাস। 'প্রথমত... সুলতান সালাদিনের মত আমিও এক কথার মানুষ। ফিরে যাব বলে কথা দিয়েছি, কিছুতেই তার বরখেলাপ করতে পারব না। দ্বিতীয় কারণ... ভয়। সালাদিন দামেস্কে বসেও আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। তাঁর হাত অনেক লম্বা, ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছি বলে তাঁর থাবা থেকে বেঁচে গেছি–এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, উনি কঠিন প্রতিশোধ নেবেন।'

'হুম। আপনার গল্প শেষ করুন।'

'গল্প শেষই বলতে পারেন। সুলতানের প্রস্তাবে রাজি হবার পর আমাকে সিন্দুক আর পথখরচের টাকা দেয়া হয়। তারপর সশস্ত্র প্রহরায় পৌঁছে দেয়া হয় জোপা-য়। ওখান থেকে একটা জাহাজে চেপে ইটালি পৌঁছাই আমি, সেখানে *হলি মেরি* নামে কালাই-গামী আরেকটা জাহাজে চড়ি। কালাই থেকে ডোভার পর্যন্ত আমি একটা জেলে নৌকা ভাড়া করে এসেছি, ডাঙায় নেমেছি আটদিন আগে। এরপর একটা গাধা কিনেছি, ওটার পিঠে সিন্দুকটা বেঁধে প্রথমে গেছি লণ্ডন, তারপর এসেছি এখানে।'

'যাতায়াতে তো দেখছি বিরাট ঝক্কি। ফিরবেন কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিকোলাস। 'নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই। দেখি, উপায় একটা না একটা বেরিয়ে যাবে। আপনার জবাবটা কি তৈরি, সার অ্যাণ্ড্রু?'

'হ্যাঁ, এই নিন।' সিল দেয়া চিঠিটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন বৃদ্ধ নাইট। নিজের আলখাল্লার ভিতরে সেটা ঢুকিয়ে ফেলল নিকোলাস।

'এই চিঠি... উপহার... এসব কীসের জন্য, তার কিছুই জানেন না আপনি?' জিজ্ঞেস করল গডউইন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জী না,' নিকোলাস বলল। 'তবে আমাকে যারা জোপার বন্দরে পৌঁছে দিয়েছিল, তারা বলাবলি করছিল—সুলতান নাকি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছেন... আধা-ইংরেজ আর আধা-আরব রক্তের এক মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটা তাঁর আত্মীয় বলে শুনেছি।' তীক্ষ্ণ চোখে রোজামুণ্ডকে দেখল সে। 'একটু অদ্ভুতই বলব, আমার সামনে দাঁড়ানো এই লেডির মধ্যে আমি সুলতানের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।'

'আপনার নজর তো খুব চোখা!' বিদ্রূপের সুরে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু।

'যে জামানা পড়েছে, তাতে চোখকান খোলা না রাখলে বিপদ,' বলল নিকোলাস। 'মাফ করবেন, সার। খাওয়া শেষ করতে পারিনি, এখনও পেটে খিদে লেগে রয়েছে। অনুমতি দিলে আমি যেতে চাই। আর হ্যাঁ, রাতটা থাকার জন্য একটু জায়গা দিতে পারেন? আমি ভোরেই চলে যাবো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'উলফ, ওকে নিয়ে যাও। আপাতত বিদায়, নিকোলাস। কাল সকালে, যাবার আগে আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

বাউ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নিকোলাস, পিছু পিছু উলফ। গডউইনের দিকে ফিরলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, গডউইন। কয়েকজন লোক জোগাড় করো, কাল নিকোলাস রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে অনুসরণ করবে তুমি। কোথায় যায়, কী করে... লক্ষ রাখবে। লোকটাকে মোটেই বিশ্বাস করি না আমি, কেন যেন ভয়ও হচ্ছে ওকে দেখলে। সালাদিনের দূতের উপর কিছুতেই আস্থা রাখা যায় না, হোক সে যাজক, কিংবা অন্য কেউ।'

'আসলেই যাজক কিনা কে জানে!' বলল গডউইন। 'সত্যিকার খ্রিস্টান হলে সালাদিনের দূত হতে যাবে কেন? শপথ নিয়ে বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু অবিশ্বাসী এক লোকের সামনে

www.BanglaBook.org

নেয়া শপথের কোনও মূল্য আছে? রোজামুণ্ড, তোমার কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয়, যতটা দেখছি, তার চেয়েও ব্যাপারটা অনেক বেশি জটিল,' বলল রোজামুণ্ড। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'ভাগ্য আর কাকে বলে, সুলতান সালাদিনের নজর পড়েছে আমার উপর! স্বপ্নে আমাকে দেখেছেন উনি... আমি নাকি যুদ্ধ ঠেকাব, মানুষের প্রাণ বাঁচাব! কোন্ যুদ্ধ? খ্রিস্টান আর মুসলমানদের মধ্যে তো সারাক্ষণই যুদ্ধ লেগে আছে। আমার একার পক্ষে কি সেটা থামানো সম্ভব? আর যদি না পারি, কার পক্ষ নেব আমি? দুটো ধর্মই তো আমার রক্তে মিশে আছে!' মাথা নিচু করে ফেলল ও। 'মাফ করো, বাবা। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। শুয়ে পড়তে চাই।'

ওকে চলে দেখলেন বৃদ্ধ নাইট। তারপর বললেন, 'রোজামুণ্ড বোধহয় ঠিকই বলেছে। বিশাল কিছু ঘটতে চলেছে, তাতে আমাদেরকে অংশ নিতেই হবে—চাই বা না চাই। সালাদিনকে খুব ভাল করেই চিনি আমি, ছোটখাট ব্যাপারে এমন উতলা হয়ে ওঠে না। কী যে হবে, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

একটু পর ফিরে এল উলফ। বলল, 'নিকোলাস ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'এত তাড়াতাড়ি!' একটু অবাক হলেন সার অ্যাণ্ড্রু।

'খুব ক্লান্ত নিশ্চয়ই, অনেক দূর থেকে এসেছে কি না!'

'ওটা অভিনয়ও হতে পারে। আমাদের অসতর্কতার সুযোগে হয়তো পালাবার মতলব করছে।'

'ভয়ের কিছু নেই, চাচা,' বলল উলফ। 'আস্তাবলের দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছি। গাধাটাকে ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না ও।'

'হুম, ভাল করেছ,' মাথা ঝাঁকালেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'চলো, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই। এরপর আলোচনায় বসব। কাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক কাজ আছে তোমাদের।'

পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে জেগে উঠল গডউইন আর উলফ। বিশ্বস্ত কয়েকজন লোককে আগের রাতেই খবর দেয়া হয়েছে, তারা এসে পড়েছে। হাতে লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল উলফ, আধঘণ্টা পর যখন হলঘরে ফিরে এল, তখন গডউইন ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছে।

'কোথায় গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল গডউইন। 'নিকোলাসকে জাগাতে?'

'না,' উলফ বলল। 'স্টিপল পাহাড়ের রাস্তায় একজনকে পাঠালাম, নজর রাখার জন্য। ক্রিকের দিকেও পাঠিয়েছি আরেকজনকে। গাধাটাকেও খাবার দিয়ে এলাম—অবলা জানোয়ার, লম্বা জার্নি করবে, গায়ে শক্তি থাকা প্রয়োজন।'

'বাহ্, অনেক কাজ করে ফেলেছ দেখছি। নিকোলাসকে জাগাবে কখন?'

'সূর্য উঠুক। তারপর ডাকব।'

পাশাপাশি নীরবে বসে রইল দুই ভাই। কেউ কোনও কথা বলল না আর। চোখ ঢুলুঢুলু করছে। জানালায় ভোরের আলো দেখা দিতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল উলফ।

'সময় হয়েছে,' বলল ও। হেঁটে চলে গেল হলঘরের একপ্রান্তে, পর্দা সরিয়ে ডাকল, 'নিকোলাস, উঠে পড়ুন। সকাল হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে নিন, নাশতার ব্যবস্থা করছি।'

জবাব দিল না নিকোলাস।

'ব্যাপার কী! এত গাঢ় ঘুম?' বিড়বিড় করল উলফ। পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ল কামরায়। পরমুহূর্তে চেঁচাল, 'গডউইন, জলদি এদিকে এসো! ব্যাটা গায়েব!'

ছুটে এল গডউইন। 'গায়েব মানে? কোথায় গেছে?'

'নিশ্চয়ই ওর দোস্ত সালাদিনের কাছে, আর কোথায়?' তিক্ত

www.BanglaBook.org

গলায় বলল উলফ। 'ওই দেখো, কীভাবে পালিয়েছে।' আঙুল তুলল ও।

জানালার পাল্লা হাট করে খোলা। হু হু করে বাতাস ঢুকছে ওখান দিয়ে।

'পালিয়েছে ভাবছি কেন?' বলল গডউইন। 'হয়তো হাঁটতে বেরিয়েছে, কিংবা গাধাটার পরিচর্যা করতে গেছে। ওটাকে ছাড়া তো কোথাও যাবার কথা না।'

'মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ নিজেকে,' উলফ বলল। 'কোনও ভদ্রলোক জানালা দিয়ে ঘর থেকে বেরোয় না। চলো, দেখাচ্ছি তোমাকে।'

আস্তাবলে ছুটে গেল দু'ভাই। দরজায় এখনও তালা দেয়া। ভিতরে গাধাটাও আগের মতই আছে। কিন্তু যাজকের কোনও খোঁজ নেই। ভালমত পরখ করতেই বোঝা গেল, তালা ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়েছে খুব সম্প্রতি।

'হুম, মনে হচ্ছে পালাবার ব্যাপারে মনস্থির করে রেখেছিল—গাধাটাকে পাক, বা না পাক,' মন্তব্য করল উলফ। 'তবে চিন্তার কিছু নেই, পায়ে হেঁটে বেশিদূর যেতে পারবে না। ধরে ফেলতে পারব।' নিজেদের লোকজনকে ডাকল ও, তারপর ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিকোলাসের খোঁজে।

টানা তিনঘণ্টা তল্লাশি চালাল ওরা, কিন্তু পলাতক যাজকের টিকিটিরও চিহ্ন খুঁজে পেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে লোকটা। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে এল *হল অভ স্টিপল*-এ।

'ব্যাটা মানুষ না ভূত, বুঝতে পারছি না,' চাচাকে জানাল উলফ। 'এভাবে কেউ উধাও হয়ে যেতে পারে, তা কল্পনাও করিনি। এর মানে কী, চাচা?'

'জানি না,' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন বৃদ্ধ নাইট। 'কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার কাছে। পুরোটাতেই সালাদিনের পরিকল্পনার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। ভয়ঙ্কর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক জাল বিছিয়েছে ও, আমরা তাতে আটকা পড়ে গেছি।'

বেচারা সার অ্যাণ্ড্রু জানেন না, রাতের অন্ধকারে নিকোলাস শুধু পালিয়েই যায়নি, তার আগে পুরো বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরেছে; মাথায় গেঁথে নিয়েছে পুরো বাড়ির নকশা। হল অভ স্পিলে ঢোকা এবং বেরুনোর সবগুলো পথও দেখে নিয়েছে সে, তারপর রওনা দিয়েছে লণ্ডনের উদ্দেশে।

সেদিনের পর থেকে অজানা এক আতঙ্ক চেপে বসল বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দার উপর। এমন এক বিপদের আতঙ্ক, যার স্বরূপ জানা নেই কারও, কোন্‌দিক থেকে সেটা আসবে—তা অনুমান করা অসম্ভব। বিপদটাকে মোকাবেলা করারও উপায় নেই। অদৃশ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কী প্রতিরোধই বা গড়বে ওরা! থমথমে হয়ে উঠল পরিস্থিতি। সার অ্যাণ্ড্রু বলতে শুরু করলেন, এসেক্স ছেড়ে লণ্ডনে চলে যাবেন, ওখানে হয়তো কিছুটা নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। প্রস্তুতিও নিতে শুরু করল ওরা, কিন্তু আচমকা আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটা শিকেয় উঠল। মৌসুম বদলে গেছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, দুর্বল শরীর নিয়ে সার অ্যাণ্ড্রুর পক্ষে যাত্রার ধকল সহ্য করা সম্ভব নয়। রোজামুণ্ডও বাবাকে ছেড়ে যেতে কোথাও যেতে রাজি নয়। ওরা না গেলে উলফ আর গডউইনেরও যাওয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত আলোচনা করে ঠিক করা হলো—নববর্ষের প্রথম দিনে, আবহাওয়া ভাল হয়ে গেলে ওরা লণ্ডনে যাবে।

ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে চলল, কিন্তু এর মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। বৃদ্ধ নাইট তাঁর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন, কিন্তু কেউই তাতে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। সবার ধারণা, বাড়ি ছেড়ে একাকী না বেরুলে নতুন করে ওঁদের উপর হামলা হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেউ যদি হল্‌ অভ স্টিপলে আক্রমণ করেও বসে, বাড়ির চাকর-বাকর নিয়ে তাদেরকে বেশ অনেকটা সময় ঠেকিয়ে রাখা যাবে, ততক্ষণে পাড়া-প্রতিবেশীরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাহায্য করবার জন্য চলে আসতে পারবে। আসল কথা, কেউ বিশ্বাসই করতে পারছে না, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সুলতান সালাদিন কোনও ধরনের আক্রমণ চালাতে পারে... বিশেষ করে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়।

যা হোক, বন্ধুদের আশ্বাসে মোটেই স্বস্তি পেলেন না সার অ্যাণ্ড্রু। তাই নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা করলেন বাড়িতে। স্টিপল চার্চের মিনারে আলো জ্বালবারও ব্যবস্থা করা হলো, যাতে শত্রু এলে আলোর সাহায্যে প্রতিবেশীদেরকে সঙ্কেত দেয়া যায়।

ক্রিসমাসের সময় ঘনিয়ে এল, আবহাওয়াও ভাল হয়ে গেল। ঝড়-বাদল আর নেই, তবে ঠাণ্ডা পড়ল ভীষণ। এর মাঝে একদিন প্রায়োর ব্রায়েন হাজির হলেন হল্ অভ স্টিপলে। জানালেন, ক্রিসমাসের ভোজের জন্য মদ কিনতে সাউথমিনিস্টারে যাচ্ছেন। হাল ভেঙে যাওয়ায় ওখানে নাকি সাইপ্রাসের এক জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে। জাহাজ ভর্তি রয়েছে সাইপ্রাসের উন্নতমানের মদ। কিন্তু ক্রিসমাসের আগে হাল মেরামতের কারিগর পাওয়া যাচ্ছে না, এর মাঝে টাকার টানাটানি পড়েছে বলে মদের মালিক অল্প দামে সব বিক্রি করে দিচ্ছে।

খবরটা শুনে খুশি হলেন সার অ্যাণ্ড্রু। কম দামে ভাল মদ পাওয়া যাবে, তাই উলফকে পাঠালেন প্রায়োরের সঙ্গে, সাউথমিনিস্টার থেকে ওঁদের বাড়ির জন্যও কয়েক বোতল মদ কিনে আনবে। সামনে ক্রিসমাস, অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ভাল মদ চাই।

খুশিমনেই রওনা হলো উলফ। এমনিতেই ঘরে বসে অলস সময় কাটাচ্ছিল, আক্রান্ত হচ্ছিল একঘেয়েমিতে। গডউইনের মত বই পড়ার অভ্যাস নেই ওর, রোজামুণ্ডও কেমন যেন গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে, ওর সঙ্গে আগের মত গল্প করার উপায় নেই। বোধহয় ভুলতে পারছে না, দু'ভাই এখন আর স্রেফ বন্ধু নয় ওর, পাণিপ্রার্থীও বটে। অদৃশ্য এক দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে ওদের

www.BanglaBook.org

ভিতর। বাড়িতেও দমবন্ধ করা এক পরিবেশ, থমথমে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এর মাঝ থেকে মুক্তি পেয়ে বরং খুশি হলো উলফ।

সাউথমিনিস্টারে পৌঁছে মদের বণিকের খোঁজ করল ওরা, জবাবে স্থানীয় এক সরাইখানায় যেতে বলা হলো ওদেরকে। ওখানে এক ছোট্ট কামরায় দেখা মিলল লোকটার। ছোটখাট মানুষ, স্থূলকায়, মদের দুটো পিপের মাঝখানে গদি পেতে বসে আছে, মাথায় একটা লাল রঙের টুপি। তাকে ঘিরে রেখেছে উৎসাহী ক্রেতার দল। চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়, মদের দাম নিয়ে দর কষাকষি চলছে। তবে নবাগতদেরকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল বণিকের দৃষ্টি। গলা চড়িয়ে সে বলল, 'চুপ করুন সবাই। ভদ্রতা বজায় রাখুন। পবিত্র এক পুরুষ পদধূলি দিয়েছেন আমাদের মাঝে, সঙ্গে রয়েছে দুঃসাহসী এক নাইট। আমার মদের স্বাদ চাখতে এসেছেন ওঁরা। অ্যাই, কে আছিস? পরিষ্কার দেখে দুটো পেয়ালা এনে দে।'

চুপ হয়ে গেল জনতা। কিছু বলার সুযোগ পেলেন না প্রায়োর বা উলফ। তার আগেই দুটো কাঁচের পেয়ালায় মদ ঢেলে রাখা হলো তাঁদের সামনে।

'কী শীতটাই না পড়েছে!' গায়ের উপর শাল টেনে বলল বণিক। 'ট্রুডিয়োস পাহাড়ের শীতও হার মেনে যাবে।' হাসল সে। 'তো... হে ধর্মপিতা, কোন্ মদটা চাখবেন আগে? লাল, নাকি হলুদ? লালটা একটু কড়া, তবে হলুদটার দাম বেশি... কাইরেনিয়া-র মদ। ওটা স্বর্গের দেবদূত আর মর্ত্যের সন্ন্যাসীদের জন্য আদর্শ পানীয়।'

নীরবে হলুদ মদের দিকে ইশারা করলেন প্রায়োর।

'চমৎকার পছন্দ আপনার, ভাল জিনিস বেছেছেন,' হাততালি দিয়ে উঠল বণিক। 'শুনেছি, পরম পূজনীয় সেইন্ট হেলেনারও প্রিয় পানীয় ছিল এটা... মানে, যখন তিনি ডিসমা-র ক্রুশ নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইপ্রাসে এসেছিলেন।'

'তুমি তা হলে খ্রিস্টান?' মুখ খুললেন প্রায়োর। 'আমি তো বিধর্মী ভেবেছিলাম!'

'কী যে বলেন না!' একগাল হাসি দিয়ে বলল বণিক। 'খ্রিস্টান না হলে মদ বেচতে আসব কেন? মুসলমানরা কি মদ খায়? ওদের জন্য তো জিনিসটা হারাম!' শাল সরিয়ে বুকের উপর শোভা পেতে থাকা একটা ক্রুশ দেখাল সে। 'সাইপ্রাসের ফামাগুস্তা-র বণিক আমি, নাম জর্জিয়োস। গ্রিক চার্চের অনুসারী, যাকে আপনারা বিরুদ্ধবাদী বলে ভাবেন। সে যাক গে, মদটা কেমন লাগছে, ধর্মপিতা?'

গ্লাসে চুমুক দিলেন প্রায়োর। বললেন, 'চমৎকার। সন্ন্যাসীদের উপযুক্ত পানীয়ই বটে!'

খুশি হয়ে উঠল বণিক। উলফ লাল মদটা খাচ্ছে দেখে বলল, 'ওটা কেমন, সার নাইট? সবখানে পাবেন না, *মাভ্রো* বলি আমরা মদটাকে, পরিবেশনের আগে অন্তত বিশ বছর পিপেয় রাখতে হয়।'

কেশে উঠল উলফ। পেয়ালা খালি হতেই আবার বাড়িয়ে ধরল ভরে দেবার জন্য। 'এরচেয়ে মন্দ জিনিস খেয়েছি আমি আগে,' বলল ও।

'তারমানে মদ পছন্দ হয়েছে আপনাদের?' সন্তোষ ফুটল জর্জিয়োসের কণ্ঠে। 'অর্ডার দিন তা হলে। এমন সুযোগ বার বার পাবেন না, তাই বেশি করে কিনুন। জমিয়ে রাখলে ক্ষতি নেই, আগামী একশো বছরে কিচ্ছু হবে না এ-মদের।'

দর কষাকষি শুরু হলো। অনেক বেশি দাম চাইছে বণিক, কিছুতেই তা মানা সম্ভব না। হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ছিলেন প্রায়োর আর উলফ, তা দেখে জর্জিয়োস বলল, ওরা যদি চাহিদার দ্বিগুণ পরিমাণ মদ কেনে, তা হলে সস্তায় দিতে রাজি আছে সে। একটু ভাবল ওরা, বণিকের কথা মেনে নিলে প্রায় এক ঠেলাগাড়ি

www.BanglaBook.org

ভর্তি মদ কিনতে হয়, নিতে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে। ওদের ইতস্তত ভাব লক্ষ করে জর্জিয়োস প্রস্তাব দিল, গাড়ি ভর্তি মদ সে নিজ ব্যবস্থায় এসেক্সে পৌঁছে দেবে। এর জন্য আলাদা কোনও পয়সা নেবে না। অসম্মতির আর কোনও কারণ দেখল না ওরা। রাজি হয়ে গেল। মদের দাম মিটিয়ে দিল জর্জিয়োসকে, নিজেদের ঠিকানা দিল। বণিক জানাল, ক্রিসমাসের দিন মদ পৌঁছে দেবে সে জায়গামত।

কেনাবেচার পালা শেষ হলে সৌজন্য দেখিয়ে দুই ক্রেতাকে দুটো উপহার দিল জর্জিয়োস–প্রায়োরকে একটা সিল্কের কাপড়, আর উলফকে একটা দামি ছোরা। ছোরাটার হাতল জলপাই কাঠের তৈরি, তাতে একটা সিংহের মুখ খোদাই করা। দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। তবে তাতে মনোযোগ নেই উলফের। প্রায়োরের কাপড়টা লক্ষ করে জানতে চাইল, বণিকের কাছে অমন কাপড় আর আছে কি না।

'কতটুকু কাপড় চাই আপনার?' জিজ্ঞেস করল জর্জিয়োস। 'কোনও মহিলার পোশাক বানাতে চান?'

আশপাশের লোকজন হেসে উঠল কথাটা শুনে। তাদের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল বণিক, 'থামো তোমরা! হাসির কী আছে? সার নাইট কার জন্য কাপড় কিনতে চাইছেন, তার কী জানো তোমরা? মায়ের জন্য হতে পারে... হতে পারে বোন, স্ত্রী বা প্রেমিকার জন্যও। এমন সুন্দর কাপড় তো যে-কারও শরীরে মানাবে! তোমরা হাসছ কেন?' নিজের ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল সে। কয়েক মুহূর্ত পরেই কাপড়ের কয়েকটা থান এনে রাখা হলো উলফের সামনে। খুলে দেখাতে শুরু করল জর্জিয়োস।

সত্যিই সুন্দর জিনিস। বিভিন্ন রঙের কাপড় আছে ওতে, রাজকীয় কারুকাজ করা। ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে রোজামুণ্ডের জন্য একপ্রস্থ সিল্ক কিনল উলফ—তাতে সোনালি

www.BanglaBook.org

সুতোয় তারার নকশা। গডউইনের কথা মনে পড়তেই একটু অপরাধবোধে ভুগল। ও তো উপহার কেনার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই ফুলের নকশাঅলা আরেকটা কাপড় কিনল, গডউইন চাইলে ওটা রোজামুণ্ডকে উপহার দিতে পারবে।

দাম মেটাতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সিল্কের দাম সম্পর্কে ধারণা ছিল না উলফের, দুটো কাপড় কেনার মত টাকা নেই ওর কাছে। প্রায়োরের কাছে ধার চাইল, কিন্তু তিনিও বাড়তি মদ কিনতে গিয়ে সব খরচ করে ফেলেছেন। অবস্থা লক্ষ করে হেসে উঠল জর্জিয়োস। বলল, 'খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন, সার। টাকা নেই তো কী হয়েছে, নিয়ে যান কাপড়। আমি নিজেই তো আসছি আপনাদের মদ পৌঁছে দিতে, তখন নাহয় দামটা দিয়ে দেবেন!'

'আপনি বড়ই ভাল মানুষ, জর্জিয়োস,' স্বস্তির হাসি ফুটল উলফের ঠোঁটে। 'অনেক দয়া আপনার, কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।'

'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই,' বলল জর্জিয়োস। 'ব্যবসার কথা ভেবেই দয়া দেখাচ্ছি। আপনার মুখে আমার সুনাম ছড়ালে বেচাবিক্রি বাড়বে অনেক।'

'নিশ্চয়ই... নিশ্চয়ই আপনার কথা বলব আমি সবাইকে। আচ্ছা, কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই আপনার কাছে?'

'থাকবে না কেন? জাহাজ-ভর্তি মালামাল এনেছি আমি সাইপ্রাস থেকে।'

'ওগুলো দেখা যাবে? পছন্দ হলে আরও কিছু কিনব।'

'দুঃখিত,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল জর্জিয়োস। 'এখানে আর কিছু নেই। জাহাজে আছে, তবে দোকান বন্ধ করে ওখানে যেতে পারব না এখন।'

'না, না, সংকোচের কিছু নেই,' তাড়াতাড়ি বলল উলফ। 'আপনার দিকটাও তো দেখতে হবে। আচ্ছা, ক্রিসমাসের পর সময় পেলে নাহয় আসব আমার ভাইকে নিয়ে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনাদের জন্য আমার দরজা খোলা থাকবে, সার। মানে... ক্রিসমাসের পর যদি এখানে থাকি আর কী। উপায়ান্তর না থাকায় এখানে নোঙর করতে বাধ্য হয়েছি। হালটা মেরামত করতে পারলেই তাড়াতাড়ি লণ্ডনে চলে যেতে চাই।'

'দরকার হলে ওখানেও চলে যাব,' হাসিমুখে বলল উলফ।

'আমরা তা হলে আসি,' বললেন প্রায়োর।

'নিশ্চিন্তমনে চলে যান,' বলল জর্জিয়োস। 'আমি যথাসময়ে আপনাদের জিনিস পৌঁছে দেব এসেক্সে।'

বিদায় নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলেন প্রায়োর ব্রায়েন আর উলফ। ফিরে এলেন হল্ অভ স্টিপলে। সন্ন্যাসীকে রাতের খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। খেতে খেতে সাউথমিনিস্টারের ঘটনা খুলে বলল উলফ। জর্জিয়োসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আছে ও।

সব শুনে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ নাইট। বললেন, সাইপ্রাসের ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত চতুর, মিষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা-ভুলানোর কৌশল জানে। নিজের অজান্তেই তার শিকার হয়েছে উলফ আর প্রায়োর। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মদ কিনে ফেলেছে। কম দামে পেয়েছে বটে, তাই বলে জর্জিয়োসের লাভ কম হয়নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেল উলফ।

সাইপ্রাসের গল্প বলতে শুরু করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। অনেক বছর আগে ওখানে গিয়েছিলেন তিনি। সুন্দর দেশ, অতীত রোমন্থনে মগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে থাকল তাঁর গল্প। কারও মনে একবারও সন্দেহের উদ্রেক হলো না জর্জিয়োস বা তার জাহাজের অসময়ে ইংল্যাণ্ডে হাজির হবার ব্যাপারে।

হওয়া উচিত ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

ক্রিসমাসের ভোজ

চারদিন পর। ক্রিসমাসের সকাল। আবহাওয়া বেশ খারাপ। স্ট্যানগেটের প্রায়োরিতে যেতে পারেননি সার অ্যাণ্ড্রু কিংবা তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তার পরিবর্তে স্টিপল চার্চেই প্রার্থনা করেছেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে জমিদারির প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন নানা রকম উপহার। ঐতিহ্য অনুসারে সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ডার্সি পরিবারের আয়োজন করা নৈশভোজে যোগ দিতে। ঠাট্টা করে যোগ করলেন, বিনে পয়সার মদ পেয়ে কারও মাতাল হওয়া চলবে না।

'তার কোনও উপায় আছে?' বিরক্ত কণ্ঠে খেদোক্তি করল উলফ। 'জর্জিয়োস তো এখনও মদ নিয়ে এল না। স্বাদ পরখ করবারই উপায় নেই, মাতাল হওয়া তো অনেক পরের কথা!'

'হয়তো ভাল দাম পেয়ে অন্য কোথাও বিক্রি করে দিয়েছে,' হেসে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'সাইপ্রাসের ব্যবসায়ীর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'অমন কিছু করলে আমি ব্যাটার মুণ্ডু চিবিয়ে খাব।'

বাড়িতে ফিরে এল ওরা। এরপর দু'ভাই একত্রে হাজির হলো রোজামুণ্ডের সামনে, উপহার তুলে দিল ওর হাতে। ওদেরকে ধন্যবাদ জানাল রোজামুণ্ড, উপহার খুব পছন্দ হয়েছে।

'পছন্দ না হলেও ক্ষতি নেই,' ঠাট্টা করল উলফ। 'এখনও

www.BanglaBook.org

দাম দিইনি কাপড়ের, সোজা ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

হাসল রোজামুণ্ড।

বেলা দুটোয় একজন ভৃত্য এসে জানাল, তিন ঘোড়ায় টানা একটা ওয়্যাগন এসেছে আঙিনায়। সঙ্গে দু'জন লোক।

'নিশ্চয়ই জর্জিয়োস!' বলল উলফ। 'নাহ্, সময় থাকতেই এসেছে।' ছুটে গেল ও আঙিনায়, পিছু পিছু সার অ্যাণ্ড্রু আর গডউইন।

জর্জিয়োসই বটে। সঙ্গে ভোঁতা চেহারার আরেকটা লোক। ভেড়ার চামড়ার ভারী আলখাল্লা পরেছে দু'জনে, উলফকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল।

'মাফ করবেন, সার,' বলল জর্জিয়োস। 'আমার কোনও দোষ নেই। এখানকার রাস্তার যে-অবস্থা, স্ট্যানগেটের প্রায়োরিতে বেশিরভাগ মদ রেখে আসার পরও এখানে পৌঁছুতে পাক্কা চার ঘণ্টা লেগে গেছে। বেশ ক'বার কাদায় আটকে গেছে চাকা, ঘোড়াগুলোর জান বেরিয়ে গেছে গাড়ি টেনে শুকনোয় তুলতে। পুরো ওয়্যাগনের এখন লক্কড়-ঝক্কড় দশা। যা হোক, আসতে যে পেরেছি, তা-ই ঢের।' সার অ্যাণ্ড্রুর দিকে তাকাল, তারপর ইশারা করল গাড়ির দিকে। 'এই নিন, সার... আপনার ছেলের কেনা মদ।'

'ছেলে না, ও আমার ভাইপো,' শুধরে দিলেন সার অ্যাণ্ড্রু।

'আবার মাফ চাইছি। চেহারা মিল দেখে এই দুই নাইটকে আপনার ছেলে ভেবে বসেছি।'

'সব এনেছেন তো?' জিজ্ঞেস করল উলফ। গাড়িতে পাঁচটা বড় বড় পিপে, সেই সঙ্গে ছোট আকারের আরও কয়েকটা পাত্র দেখা যাচ্ছে।

'না... দুঃখিত,' বলল জর্জিয়োস। 'মাভরো-র মাত্র দুই পিপে অবশিষ্ট আছে। বাকিটা প্রায়োরিতে দিয়ে আসতে হয়েছে।'

'তা হলে বাকি পিপেগুলো কীসের?'

www.BanglaBook.org

'ট্রুডিয়োসের পাহাড়ে তৈরি অনবদ্য এক পানীয়ের...'

'এই জিনিস তো আমি চাইনি,' বাধা দিয়ে বলল উলফ। বিরক্ত হয়ে উঠেছে। 'কেন এনেছেন?'

'চাননি?' বোকা সাজার ভান করল জর্জিয়োস। 'তা হলে আমারই ভুল। আপনাদের ভাষা ঠিকমত জানি না কিনা, নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি। হায় কপাল, এগুলো এখন আবার বিচ্ছিরি রাস্তা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে হবে!' গদগদ ভঙ্গিতে একটু হাসল সে। 'যদি কিছু মনে না করেন, জনাব কি এখান থেকে একটা পিপে নিয়ে আমাকে একটু ভারমুক্ত করবেন?'

'এসব কৌশল কাজে লাগবে না, জর্জিয়োস,' কড়া গলায় বলল উলফ। 'মাভরো ছাড়া আর কোনও মদ নেব না আমরা।'

একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হলো বণিক। বলল, 'বেশ, কিনতে হবে না। একটা পিপে আমি আপনাদেরকে উপহার দিতে চাই।'

হেসে উঠলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'ট্রুডিয়োসের মদ সম্পর্কে ধারণা আছে আমার, বণিক। খারাপ বলা যাবে না মোটেই। কিন্তু... বিনে পয়সায় তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না। নিশ্চয়ই তাতে লোকসান হবে তোমার।'

'লোকসানের কথা বলবেন না, সার,' তোয়াজের সুরে বলল জর্জিয়োস। 'কীসের লোকসান? আপনার মত মহান লোককে এক পিপে মদ যদি উপহার দিতে না পারলাম, তা হলে আমি আবার কীসের ব্যবসায়ী! প্লিজ, সার, ফিরিয়ে দেবেন না!'

'বেশ, তোমাকে অপমান করব না,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'তবে বিক্রি করার মত অন্যকিছু যদি থাকে তোমার কাছে, তা হলে তা আমি কিনতে চাই।'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে!' উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে জর্জিয়োস। নাইটদের পিছু পিছু বেরিয়ে আসা রোজামুণ্ডকে দেখাল সে। 'সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে, ওই লেডি তা দিয়ে মনের মত পোশাক বানাতে পারবেন। আর আছে প্রাচ্যের

www.BanglaBook.org

গালিচা... যার উপর দাঁড়িয়ে ভণ্ড নবীর শয়তান অনুসারীরা প্রার্থনা করে।'

'হুম, মনে হচ্ছে তুমি সাচ্চা খ্রিস্টান,' গম্ভীর গলায় বললেন সার অ্যান্ড্রু। 'তাই বলে মুসলমানদের নবীকে ভণ্ড, কিংবা ওদেরকে শয়তান বলা উচিত হচ্ছে না তোমার। মুসলিমদের রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে ধারণা আছে আমার; শত্রু হলেও ওদেরকে শ্রদ্ধা করি আমি। বিপথগামী মুসলমান যেমন আছে, তেমনি সৎ এবং সজ্জন মুসলমানেরও কমতি নেই দুনিয়াতে।'

'আমি একমত,' সায় দিল গডউইন।

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকাল বণিক। বলল, 'পবিত্র নগরীর উদ্ধারকর্তারা কিন্তু অন্যরকম ধারণা পোষণ করেন। আমাকে সে-রকমই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যা হোক, আমি এক নগণ্য ব্যবসায়ী, বেচা-কেনা ছাড়া আর কিছু জানি না। এসব বড় বড় ব্যাপারে তর্কে জড়ানো মানায় না আমাকে। সময়ও পাল্টাচ্ছে, তাই আরও সাবধানে কথা বলা উচিত। দুঃখিত, গাল দেয়াটা বোধহয় উচিত হয়নি।'

'না, ঠিক আছে। আমরা কিছু মনে করিনি।' বললেন সার অ্যান্ড্রু।

'পিপেগুলো ভিতরে পৌঁছে দিই?'

'দরকার নেই। আমার চাকররা নিয়ে যাবে।'

'ওরা মাভরো-র পিপে নিক, উপহারের পিপেটা আমিই নিয়ে যেতে পারব।'

দু'জন ভৃত্যকে ডাকলেন সার অ্যান্ড্রু, গাড়ি থেকে মাভরো-র পিপে নামাল ওরা। তৃতীয় একটা পিপে নিজের কাঁধে তুলে নিল জর্জিয়োস, ভৃত্যদের পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকল, ভূ-গর্ভস্থ স্টোন সেলারে সব রেখে আসবে।

'ব্যাটার গায়ে শক্তি আছে,' গডউইনকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল উলফ। 'পিপেটা কত সহজে কাঁধে তুলে নিল, দেখেছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবাক হচ্ছি না,' গডউইন বলল। 'মদের ব্যবসায়ী... সবসময় পিপে নাড়াচাড়া করতে হয় ওকে।'

একটু পর ফিরে এল জর্জিয়োস। গাড়ি থেকে বড় একটা বোঁচকা নামাল, ভোঁতা চেহারার সহকারীকে বলল ওয়্যাগন আর ঘোড়াগুলো দেখেশুনে রাখতে; এই সুযোগে জানা গেল, তার নাম পেট্রোস; তারপর বোঁচকা নিয়ে এল হলঘরে। বাঁধন খুলে ভিতর থেকে দামি কাপড় আর গালিচা বের করল, দেখাতে শুরু করল সার অ্যাণ্ড্রুকে। চমৎকার সব জিনিস—কায়রো, দামেস্ক আর নিকোশিয়ার বাজার ঘুরে জোগাড় করেছে সে।

একটা গালিচা পছন্দ হলো সার অ্যাণ্ড্রুর। ঠিক এমন একটা গালিচায় শুয়েই জুবায়দাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। বললেন, 'ওটা নেব আমি। দামাদামির প্রয়োজন নেই। যা চাইবে, তা-ই পাবে।'

'বড় দয়া আপনার!' একগাল হেসে বলল জর্জিয়োস।

কয়েকটা কাপড় পছন্দ করল রোজামুণ্ড। কেনা হলো সেগুলোও। দাম মেটাতে মেটাতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অতিথিরা আসতে শুরু করবে শীঘ্রি। জর্জিয়োসকে বিদায় জানানো হলো, সে-ও প্রাচ্যের কেতায় সালাম ঠুকল সার অ্যাণ্ড্রুকে। ওয়্যাগনে চেপে রওনা হয়ে গেল সে।

কিন্তু গাড়িটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে যেতেই শোনা গেল বিকট শব্দ, তারপর ভেসে এল শাপ-শাপান্ত। সবাই ছুটে গেল ব্যাপার কী দেখতে।

গেটের ঠিক বাইরেই চাকা ভেঙে পড়ে আছে জর্জিয়োসের ওয়্যাগন। মদের পিপেগুলো গড়িয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। অচেনা ভাষায় ভাগ্যকে গালমন্দ করছে বণিক। সার অ্যাণ্ড্রু আর তাঁর দুই ভাইপোকে দেখে করুণ গলায় বলল, 'কপাল দেখুন, সার! চাকা ভাঙার আর সময় পেল না! সূর্য ডুবতে বসেছে, এখন আমি কারিগরই বা কোথায় পাবো? আমার মদ... অমূল্য কাপড় আর

www.BanglaBook.org

গালিচা... এসব নিয়ে কোথায় যাব?'

মায়া হলো সার অ্যাণ্ড্রুর। নরম গলায় বললেন, 'মন খারাপ কোরো না, ভাগ্যের উপর তো কারও হাত নেই। এসো, আজ রাতটা আমার বাড়িতেই কাটিয়ে যাও। ক্রিসমাসের ভোজে তুমি আর তোমার ভৃত্য আমার মেহমান। কাল নাহয় চাকা মেরামত করে চলে যেয়ো।'

'ছি, ছি, এসব কী বলছেন?' বিব্রত হলো জর্জিয়োস। 'আমরা আপনার মেহমান হতে যাব কেন? বড়জোর আশ্রিত হতে পারি। ভোজের দরকার নেই। দু'মুঠো খাবার, আর রাতে থাকার জন্য আস্তাবলের একটা কোনা পেলেই খুশি হব।'

'কোনও আপত্তি শুনতে চাই না,' কপট ধমকের সুরে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'তোমার ভৃত্য আমার ভৃত্যদের সঙ্গে থাকবে। আর তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে। তোমার মুখে সাইপ্রাসের গল্প শুনব আমরা। এসো... ভিতরে এসো। মালসামান নিয়ে চিন্তা কোরো না। ওগুলো সামলে রাখা হবে।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য,' মাথা নুইয়ে বলল জর্জিয়োস। ফিরল নিজের সহকারীর দিকে। 'পেট্রোস, ভদ্রলোক কী বলেছেন, বুঝতে পেরেছ? আজ রাতের জন্য আমরা ওঁর অতিথি। এখানেই অপেক্ষা করো; গাড়ি, ঘোড়া আর মালামাল নেবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি।'

দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল পেট্রোস। অনুবাদ করে শোনাল জর্জিয়োস, 'ও জানতে চাইছে, থাকা-খাওয়া বাবদ কত টাকা দিতে হবে।'

'কীসের টাকা?' ভুরু কোঁচকালেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমি কি টাকা চেয়েছি?'

'কিছু মনে করবেন না, জনাব। ব্যাটা একেবারে অশিক্ষিত, বর্বর... বিশ্বাসই করতে পারছে না, বিনে পয়সায় কেউ কাউকে খেতে, কিংবা থাকতে দিতে পারে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে।'

www.BanglaBook.org

হড়বড় করে একগাদা কথা বলল জর্জিয়োস... তার ভৃত্যের ভাষায়। পেট্রোস কী বুঝল কে জানে, মুখ কালো করে ফেলল। মনঃক্ষুণ্ন হবার ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরে দাঁড়াল।

'কী হলো আবার?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

'কিছু না,' বলল জর্জিয়োস। 'মাথা গরম টাইপের লোক। বকা দিয়েছি বলে রেগে গেছে। থাকুক ওভাবেই, একটু পর ঠিক হয়ে যাবে। চলুন আমরা যাই।'

বণিককে বাড়িতে নিয়ে এল নাইটরা। হলঘরে বসে গল্পে মশগুল হয়ে গেল। সাইপ্রাস নিয়ে কথা শুরু হলো, একটু পর বদলে গেল প্রসঙ্গ। গ্রিক এবং ল্যাটিন চার্চের অনুসারীদের মধ্যকার বিভেদ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করল জর্জিয়োস, মনে হলো বিষয়টাতে সে ছোটখাট একজন বিশেষজ্ঞ। বলল, খ্রিস্টানদের এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে সালাদিন সাইপ্রাস আক্রমণ করে বসেন কি না, এই নিয়ে তার দেশবাসী আতঙ্কিত।

আঁধার নেমে এলে আলাপ-আলোচনায় ইতি ঘটল। অতিথিরা এসে পড়েছেন। জর্জিয়োসকে শৌচাগার দেখিয়ে দেয়া হলো, সেখান থেকে হাতমুখ ধুয়ে সে চলে এল ভোজে যোগ দিতে। খাবার-ঘরে বড় একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, তার উপরে প্রধান টেবিল। ছ'টা চেয়ার দেয়া হয়েছে–তাতে ডার্সি পরিবারের চার সদস্য, স্টিপল চার্চের চ্যাপলেইন ম্যাথিউ আর জর্জিয়োস বসবে। মঞ্চের সামনে রয়েছে বড় আরেকটা টেবিল–ওটা ডার্সিদের জমিদারির প্রজা আর অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিদের জন্য। কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে বাড়ির ভৃত্যদের বসার ব্যবস্থা। ওরাও অংশ নিচ্ছে ক্রিসমাসের ভোজে।

সবাই আসন গ্রহণ করলে চ্যাপলেইন প্রার্থনাবাক্য শোনালেন। তারপর শুরু হলো ভোজ। প্রথমে আনা হলো মাছ, সঙ্গে পাউরুটি। এরপর এল নানা রকম মাংস। সবশেষে এল পেস্ট্রি, বাদাম আর আপেল। পাশাপাশি জর্জিয়োসের কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

কেনা মাভরো মদও পরিবেশন করা হলো। প্রধান টেবিলে সার অ্যাণ্ড্রু আর রোজামুণ্ড অবশ্য মদ খেল না। বৃদ্ধ নাইটের পেটে মদ সহ্য হয় না, আর রোজামুণ্ডেরও তা অপছন্দ—সম্ভবত ওর প্রাচ্য-দেশীয় রক্তের প্রভাব ওটা।

খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি হাসি-ঠাট্টা আর গল্প-গুজবে মত্ত হয়ে উঠল সবাই। সার অ্যাণ্ড্রু থেকে শুরু করে প্রত্যেকে হালকা মেজাজে রয়েছে। উলফ আর গডউইনও হাসছে অবিরাম, মাঝে মাঝে চোরা চোখে তাকাচ্ছে রোজামুণ্ডের দিকে। ওদের উপহার দেয়া কাপড় ওড়নার মত জড়িয়েছে ও গায়ে, দেখাচ্ছে স্বর্গের অপ্সরার মত।

ভোজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় প্রায় লাফিয়ে উঠল জর্জিয়োস। বলল, ট্রুডিয়োসের মদ! ওটা তো আনাই হয়নি! সার অ্যাণ্ড্রু, আপনার অনুমতি পেলে মদটা আমি চাখাতে চাই সবাইকে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'নিয়ে এসো।'

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জর্জিয়োস, একটু পর ফিরে এল তার পিপে নিয়ে। ধীরে ধীরে সবার গ্লাসে পরিবেশন করা হলো ট্রুডিয়োসের মদ—অতিথি তো বটেই, ভৃত্যদের মাঝেও দেয়া হলো। সৌজন্য রক্ষার জন্য সার অ্যাণ্ড্রুও সামান্য নিলেন। রোজামুণ্ড অবশ্য মদ খেতে রাজি হলো না কিছুতেই।

হাতের গ্লাস উঁচু করে ধরল বণিক। বলল, 'প্রিয় বন্ধু এবং উপস্থিত সজ্জনেরা, আসুন, পান করি আমাদের মেজবানের উদ্দেশে। সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি... মহান, দয়ালু নাইট। প্রাণ ভরে পান করুন, কারণ এমন মদ আর কখনও চাখবার সুযোগ পাবেন না আপনারা।'

হৈ হৈ করে উঠল অতিথিরা, এক চুমুকে খালি করে ফেলল গ্লাস। সার অ্যাণ্ড্রুও চুমুক দিলেন, তবে অতি সামান্য। কিন্তু জর্জিয়োস তার গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ায়নি।

www.BanglaBook.org

'মদ কোথায়? এ তো অমৃত!' বলে উঠল উলফ।

'ঠিকই বলেছ, ভায়া,' চ্যাপলেইন একমত হলেন। 'স্বর্গের ঝর্ণা বোধহয় এমনই সুস্বাদু হয়।'

নীচ থেকেও প্রশংসার বন্যা বয়ে গেল। তবে তা ক্ষণিকের জন্য। আচমকা মাতালের মত দুলতে শুরু করল সবার শরীর, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল। একে একে অচেতনের মত ঢলে পড়তে শুরু করল ভোজসভার প্রতিটি মানুষ।

'কী হচ্ছে এসব?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড। 'সবাই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে কেন?' গডউইন আর উলফ ওর চোখের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল টেবিলের উপর।

মাত্র এক চুমুক খেয়েছেন, তাতেই সার অ্যাণ্ড্রু ঘোরের মত অনুভব করছেন। জর্জিয়োসের দিকে তাকালেন। 'তোমার মদ তো মনে হচ্ছে ভীষণ কড়া, বণিক।'

'কড়া নয়, সার,' মুচকি হাসল জর্জিয়োস। 'বলুন ঘুম-পাড়ানি!'

চমকে উঠল রোজামুণ্ড। চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা! বেঈমানী করা হয়েছে আমাদের সঙ্গে! মদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে দিয়েছে লোকটা!'

'কী!' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল সার অ্যাণ্ড্রুর। 'কথাটা কি সত্যি, জর্জিয়োস?'

ক্রূর হাসি ফুটল বণিকের ঠোঁটে। 'খুব শীঘ্রি জানতে পারবেন।'

লাফ দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল সে। ছুটে গিয়ে খুলে দিল কামরার দরজা। মুখের কাছে একটা ছোট বাঁশি তুলে বাজাল। তারপর চিৎকার করল, 'বন্ধুরা, জলদি এসো! পৃথিবীর গোলাপ... বালবেকের শাহজাদী অপেক্ষা করছেন। আমাদের মালিক, সুলতান সালাদিনের কাছে নিয়ে যেতে হবে ওঁকে।'

পরমুহূর্তে দরজা দিয়ে একদল সশস্ত্র লোক ঢুকে পড়ল,

www.BanglaBook.org

তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে পেট্রোস ছদ্মনামধারী সেই ভৃত্য!

'বাবা!' ভয়ার্ত গলায় ডেকে উঠল রোজামুণ্ড।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কেটে গেল সার অ্যাণ্ড্রুর। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল এক হিংস্র সিংহ, এমন ভঙ্গিতে গর্জে উঠলেন তিনি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, মেয়ের হাত ধরে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

মঞ্চ থেকে নামল দু'জনে, ছুটতে শুরু করল। খাবার ঘরের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা করিডোরে, হল্লা করে ওদেরকে ধাওয়া করল শত্রুরা। বাড়ির সদর দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করল দুজনে, কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখা গেল, অস্ত্রধারী আরেকদল লোক পথ আটকে রেখেছে। উপায়ান্তর না দেখে মোড় ঘুরলেন সার অ্যাণ্ড্রু, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন, মেয়েকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন নিজের শয়নকক্ষে।

'তাড়াতাড়ি!' বললেন তিনি, 'সাহায্য করো আমাকে!'

দু'জনে ঠেলে বন্ধ করে দিল কামরার দরজা, তুলে দিল ছিটকিনি। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল পাল্লা, শত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মড়মড় করে উঠল কাঠ, কবজা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল—চাপ সহ্য করতে পারছে না।

'এদিকে!' মেয়েকে ডাকলেন সার অ্যাণ্ড্রু।

ভারী একটা টেবিল আছে কামরায়, সেটা টেনে নিয়ে গেল ওরা দরজার সামনে, পাল্লার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। চেয়ার-সোফাও নিল ওখানে, স্তূপ করে রাখল টেবিলের পাশে। কিছুটা হলেও শত্রুদের সময় লাগবে এই বাধা পেরুতে।

'এবার কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড।

কামরার ভিতর চঞ্চল দৃষ্টি বোলালেন সার অ্যাণ্ড্রু। বললেন, 'পালাবার পথ নেই। লড়াই করতে হবে। এসো।'

আলমারি থেকে লোহার বক্ষাবরণ ঢাল-তলোয়ার বের করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। মেয়ের সাহায্য নিয়ে পরে ফেললেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বক্ষাবরণটা; একহাতে ঢাল, অন্যহাতে তলোয়ার নিলেন। বললেন, 'দূরে সরে যাও। তলোয়ারের কোপ যেন না লাগে তোমার গায়ে।'

কাঁপতে থাকা দরজার পাল্লার দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি, বাবা।'

'জানি,' দাঁতে দাঁত পিষলেন বৃদ্ধ নাইট। 'উলফ আর গডউইন থাকলে বদমাশগুলোকে একটা শিক্ষা দিতে পারতাম। কিন্তু নেই যখন, কী আর করা। একাই লড়তে হবে আমাকে।'

'না! আমিও আছি তোমার সঙ্গে।' আলমারি থেকে একটা ধনুক বের করল রোজামুণ্ড। সঙ্গে তূণভর্তি তীর।

'সাবাস, মেয়ে!' গর্বের সুরে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'দূরে সরে যাও। কাছে থাকার দরকার নেই। তৈরি হও, ওরা এল বলে!'

কামরার একপ্রান্তে চলে গেল রোজামুণ্ড। পাশেই পড়ার টেবিল। উপরে কাগজ আর কালি-কলম রয়েছে। চকিতে একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়, জ্ঞান ফেরার পর উলফ আর গডউইন নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী ঘটেছে এখানে। চটপট কলম তুলে নিল ও। কাগজে লিখল:

'সালাদিনের লোকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। যদি পারো, পিছু নাও ওদের। রোজামুণ্ড।'

ওদিকে ধাম ধাম করে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করা হচ্ছে দরজার গায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যে হার মানতে বাধ্য হলো কবজা, বিকট শব্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল চৌকাঠ থেকে। কানে তালা লাগিয়ে সামনের দিকে আছড়ে পড়ল পাল্লা। টেবিল-চেয়ার-সোফা... সব ছিটকে গেল দু'পাশে। ঝট্ করে সোজা হলো রোজামুণ্ড। ধনুকে তীর পরাল, তাক করল দরজার দিকে।

হৈ-হৈ করে কামরায় ঢুকে পড়ল শত্রুর দল। কিন্তু থমকে গেল কয়েক পা এগোতে। মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত ঢাল-তলোয়ার বাগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সার অ্যাণ্ড্রু। দূরে, তীর-ধনুক উঁচু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে রেখেছে রোজামুণ্ড।

'আত্মসমর্পণ করো!' গর্জে উঠল এক দুর্বৃত্ত।

সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে টঙ্কার উঠল। বাতাস কেটে ছুটে এল তীর, লোকটার গলা ফুটো করে ঢুকে গেল। আর্তনাদ করতে পারল না বেচারা, ঘড়ঘড় করে সামান্য শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে, তারপরই হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পিনপতন নীরবতা নেমে এল হামলাকারীদের মধ্যে। শুরুতেই একজনকে হারাতে হবে, তা কল্পনা করেনি।

'শয়তান আর কুচক্রী কুকুরের সামনে আত্মসমর্পণ করি না আমরা।' হুঙ্কার ছাড়লেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমরা ডার্সি! ডার্সি!! ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!!!'

ডার্সি পরিবারের যুদ্ধ-হুঙ্কার শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল দুর্বৃত্তরা। ওভাবেই থাকত, যদি না পিছন থেকে গমগম করে উঠত আরেকটা কণ্ঠ।

'ডার্সির নিকুচি করি।'

ভিড় ঠেলে সামনে বেরিয়ে এল জর্জিয়োস ছদ্মনামধারী লোকটা। মদ-বিক্রেতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। হাত কচলানো অভিনয় করছে না আর, যথার্থ নেতার মত হাবভাব। আরবীতে হুকুম দিল, 'অস্ত্র কেড়ে নাও ওর! আটক করো শাহজাদীকে!'

'সালাদিন! সালাদিন!!' মন্ত্র পড়ার মত উচ্চারণ করল দুর্বৃত্তরা, হামলা করল প্রবল বিক্রমে।

বয়স হয়েছে সার অ্যাণ্ড্রুর, কিন্তু দক্ষতায় মরচে পড়েনি। প্রথম শত্রু সামনে পৌঁছুতেই আলতো হাতে তুলে আনলেন ঢাল, তলোয়ারের আঘাত ঠেকালেন, তারপরই সবেগে ঘোরালেন নিজের তলোয়ার। এক কোপেই ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল লোকটার, মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল দেহের দুই অংশ।

দ্বিতীয় একজন পাশ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করতেই পড়ে থাকা

www.BanglaBook.org

চেয়ারের সঙ্গে হোঁচট খেল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত সার অ্যাণ্ড্রু, শুধু বিদ্যুতের মত তলোয়ার দিয়ে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেন। তারপর আবার এগোলেন সামনে।

গায়ে অসুরের মত শক্তি ভর করেছে বৃদ্ধ নাইটের, অনায়াসে ঠেকাচ্ছেন আক্রমণ, পাল্টা আঘাত হানছেন। বিপক্ষ পড়ে গেছে বেকায়দায়—দরজা দিয়ে একসঙ্গে বেশি মানুষ ঢুকতে পারছে না, ঢুকলেও পড়ে থাকা চেয়ার-টেবিল টপকে ঘিরে ফেলতে পারছে না তাঁকে। কেউ চেষ্টা করলে হোঁচট খেয়ে পড়ছে; হোঁচট না খেলেও ঘায়েল হচ্ছে রোজামুণ্ডের ছোঁড়া তীরের আঘাতে।

একটু পরেই আক্রমণের তোড় কমাতে বাধ্য হলো দুর্বৃত্তরা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনকে হারিয়েছে। একজন বলে উঠল, 'ওই বুড়োর নাগালের মধ্যে আর যাওয়া যাবে না। বর্শা ছোঁড়ো ওর দিকে।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। ছুটে এসে পিতার সামনে দাঁড়াল, আড়াল করল তাকে নিজের দেহ দিয়ে।

'বেশ, সুন্দরী। তা হলে তুমিই আগে মরো!' বলে বর্শা তুলল লোকটা।

'থামো!' পিছন থেকে গর্জে উঠল জর্জিয়োস। 'খবরদার, শাহজাদীর গায়ে যেন একটা আঁচড়ও না লাগে। ওঁর কোনও ক্ষতি করা যাবে না।'

'কিন্তু মালিক, উনি তো বুড়োকে আগলে রেখেছেন!'

'তা হলে তোমরা অস্ত্র নামাও। পিছিয়ে এসো। আমি কথা বলব ওঁদের সঙ্গে।'

ইতস্তত করল দুর্বৃত্তরা, তবে আদেশ পালন করল। পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। উল্টো ঘুরে পিতার দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। হাঁপাচ্ছেন সার অ্যাণ্ড্রু। কাছেই পড়ে আছে এক দুর্বৃত্ত, রোজামুণ্ডের তীরের আঘাতে উরু এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে; কাতরাচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যথায়। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে প্রতিপক্ষের দিকে, সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবার সাহস পাচ্ছে না... যদি বুড়ো নাইট তলোয়ার চালান!

'যাও!' বললেন সার নাইট। 'আহত মানুষকে আঘাত করি না আমি।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

'চমৎকার উদারতা!' হাততালি দিয়ে বলে উঠল জর্জিয়োস। ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হলো পিতা-কন্যার। 'সত্যিকার একজন নাইট বটে আপনি, সার অ্যাণ্ড্রু!' আলখাল্লা খুলে ফেলল সে। তলায় দেখা গেল সারাসেন বাহিনীর পোশাক। বক্ষাবরণের উপর শোভা পাচ্ছে পদমর্যাদা আর প্রতীক। 'আপনার মহানুভবতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই কাহিনি অবশ্যই আমি আমার সুলতানকে বলব।'

'তোমার মত একটা নীচ, প্রতারক উদারতার কী বোঝে?' সরোষে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু।

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি,' বলল ভুয়া বণিক। 'খুব নীচ একটা কৌশল... মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি এ-লজ্জার কথা ভুলতে পারব না। কিন্তু কী করব, বলুন? জেনে-শুনে পুরো বাড়ি-ভর্তি নাইট আর অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে লড়াইয়ে নামব? আমার এ-ক'জন লোক নিয়ে? ওদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার একার সঙ্গেই পেরে উঠছে না। আসলে... এরা সবাই আমার জাহাজের নাবিক, একজনও জাত-যোদ্ধা নয়। নদীর তীরের ওই লড়াইয়ের কথা ভাবুন, আপনার দুই ভাইপো কী নাস্তানাবুদ-ই না করেছে আমাদেরকে! এরপর কি আর ঝুঁকি নেয়া যায়? ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ সেজন্যেই খাইয়েছি সবাইকে।'

'নদীর ধারে তা হলে তোমরাই হামলা করেছিলে? আচ্ছা!

www.BanglaBook.org

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। দু'জনের বিরুদ্ধে বিশজন... এমন কাপুরুষতা তোমাদেরকেই মানায়।'

'ভুল বুঝবেন না আমাদেরকে। দেখুন, আমার মালিকের নির্দেশ ছিল—বিনা রক্তপাতে শাহজাদীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চিঠি একটা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শুরুতেই ওটা পাঠালে আপনারা সতর্ক হয়ে যেতেন, তাই একটা চেষ্টা চালিয়েছিলাম—চুপি চুপি ওঁকে কবজা করার জন্য। সার গডউইন আর সার উলফের কারণে ব্যর্থ হলাম। উপায় না দেখে চিঠি পাঠালাম আমার লোকের মাধ্যমে। আপনারা সোজা মানা করে দিলেন ওটার জবাবে। শাহজাদীকে পাঠাতে তো রাজি হলেনই না, উল্টো কড়া পাহারা বসালেন, যাতে কেউ বাড়ির কাছ ঘেঁষতে না পারে। কৌশলের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না আমার হাতে। বললাম তো, কাজটা ভাল করিনি; কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করে আশা করি ক্ষমা করবেন আমাকে।'

'ক্ষমা! কীসের ক্ষমা?' ফুঁসে উঠলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমি তোমার পরিচয় পর্যন্ত জানি না!'

'দুঃখিত, ওটা আমারই ভুল।' মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল ভুয়া বণিক। 'আমি আল-হাসান—সুলতান সালাদিনের আমির। আমার উপর বড্ড বিশ্বাস ওঁর, আজ পর্যন্ত কোনও দায়িত্ব নিয়ে ব্যর্থ হইনি। আজও হব না। তাই শেষবারের মত মিনতি করছি, সার অ্যাণ্ড্রু। আত্মসমর্পণ করুন। শাহজাদীকে তুলে দিন আমাদের হাতে। তাতে সবারই মঙ্গল। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বার্তা পেয়েছেন আমাদের সুলতান—এই মেয়ে বিশাল এক রক্তক্ষয় থেকে বাঁচাবে আমাদের সবাইকে। এটাই বালবেকের শাহজাদীর নিয়তি। সিরিয়াতেই ওঁর সত্যিকার স্থান। ওখানে যেতেই হবে ওঁকে। দয়া করে শাহজাদীর জন্য আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার পথে বাধা হবেন না...'

'প্রাণ থাকতে সিরিয়াতে আমি কখনোই যাব না,

www.BanglaBook.org

আল-হাসান!' বলল রোজামুণ্ড। 'যদি নিতেই হয়, আমার লাশ নেবে তোমরা!'

হাসল আল-হাসান। 'বড্ড ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন, শাহজাদী। মানুষের হায়াৎ-মউত আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি না চাইলে সিরিয়া পৌঁছুনোর আগে কিছুতেই মৃত্যু হবে না আপনার।' সার অ্যাণ্ড্রুর দিকে তাকাল। 'আপনার জবাব শুনতে চাই আমরা, সার। নিতান্ত বাধ্য না হলে রক্তপাতে জড়াতে চাই না। আপনি আমার বেশ কয়েকজন লোককে খুন করেছেন, সেটাও ভুলে যেতে রাজি আছি। শান্তির প্রস্তাব দিচ্ছি আমার সুলতানের পক্ষ থেকে। ওটা গ্রহণ করবেন, নাকি মৃত্যুকে বেছে নেবেন—সেটা এখন আপনার মর্জি।'

হাতের তলোয়ার উঁচু করলেন সার অ্যাণ্ড্রু। বললেন, 'শোনো, আল-হাসান, বয়স কম হয়নি আমার; এমনিতেই কবরে এক পা দিয়ে রেখেছি। মৃত্যুর ভয় আর দেখিয়ো না আমাকে। বহুদিন আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বিধর্মীদের সামনে কখনও মাথা নত করব না। আজ সে-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার কোনও ইচ্ছে নেই। যতক্ষণ এই তলোয়ার তোলার শক্তি আছে, ততক্ষণ আমার মেয়েকে রক্ষা করব... হোক সেটা শক্তিমান সালাদিনের বিপক্ষে। যা খুশি করো তুমি, আমি তৈরি আছি।'

'বেশ,' বিষাদ ভর করল আল-হাসানের চেহারায়, 'আপনি সাক্ষী রইলেন, শাহজাদী... যা ঘটবে, তাতে আমার আর কোনও দোষ নেই। আপনার বাবার মৃত্যুর দায় সম্পূর্ণই ওঁর নিজের আর আপনার উপর বর্তাবে।'

গলায় ঝোলানো বাঁশি তুলে নিল সে ঠোঁটে। ফুঁ দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সাত

অপহরণ

বাঁশির শব্দ মিলাতে না মিলাতে জানালায় বিকট শব্দ হলো। কাঁচ আর পাল্লা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল লম্বা একজন মানুষ, হাতে একটা যুদ্ধকুঠার ধরে রেখেছে। চমকে উঠে উল্টো ঘুরতে শুরু করলেন সার অ্যান্ড্রু, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সজোরে লোকটা অস্ত্র চালাল তাঁর পিঠে। লোহার বক্ষাবরণ পরে থাকায় কুঠারের ফলা ঢুকল না দেহের ভিতরে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে শিরদাঁড়া দু'টুকরো হয়ে গেল বৃদ্ধ নাইটের। হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি।

'বাবা!' আর্তনাদ করে উঠল রোজামুণ্ড।

মেয়ের চিৎকার শুনতে পেলেন না সার অ্যান্ড্রু। তীব্র ব্যথায় দু'চোখে আঁধার দেখছেন তিনি। গালমন্দ করছেন নিজেকে—শত্রুর চাল ধরতে পারেননি বলে। কথা বলে তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল আল-হাসান, সেই সুযোগে ছাদ থেকে দড়ি বেয়ে জানালার ওপাশে নেমে এসেছে আততায়ী, বাঁশির সঙ্কেত শুনে হামলা করেছে। আঁচ করা উচিত ছিল ওঁর। তা হলে এ-পরিণতি হতো না।

হাঁটু গেড়ে পিতার পাশে বসে পড়ল রোজামুণ্ড। কোলে তুলে নিল মাথা। ফোঁপাচ্ছে। ওর দিকে তাকালেন না সার অ্যান্ড্রু, নিভে আসা চোখের দৃষ্টি ফেললেন আততায়ীর দিকে। মানুষটা আর

www.BanglaBook.org

কেউ নয়–ভুয়া যাজক নিকোলাস। আসলে সে খ্রিস্টান নাইট... গোপনে হাত মিলিয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে। এখন তার পরনে নাইটেরই সাজ।

'ভাল আঘাতই করেছ, নাইট! কাপুরুষের আঘাত!' দুর্বল গলায় বললেন তিনি। 'বিধর্মীর পয়সায় পেট ভরানো খ্রিস্টানের মত আঘাত। বিশ্বাসঘাতক তুমি–ঈশ্বর এবং মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ। আমার দেয়া খাবার খেয়েছ... অথচ আমাকেই পশুর মত হত্যা করলে? সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, এর চেয়েও ভয়াবহ মৃত্যু যেন কপালে জোটে তোমার। যেন বুঝতে পারো, কত বড় অন্যায় করেছ তুমি আমার সঙ্গে।'

ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল নিকোলাসের, কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারল না। হাত থেকে ফেলে দিল কুঠার, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল রোজামুণ্ড। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। আচমকা ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, মেঝে থেকে পিতার তলোয়ার তুলে নিয়েছে। উন্মাদিনীর মত তাকাল এদিক-সেদিক, তারপর তলোয়ারটা মেঝেতে খাড়া করে ধরে ফলার উপর ঝাঁপ দেয়ার চেষ্টা করল। আত্মহত্যা করতে চাইছে।

কিন্তু পারল না বেচারি। বিদ্যুৎবেগে সামনে এগোল আল-হাসান, পিছন থেকে রোজামুণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরল, টান দিয়ে সরিয়ে আনল তলোয়ারের কাছ থেকে।

'আগেই বলেছি, শাহজাদী,' শীতল গলায় বলল সে, 'আল্লাহ্‌র কাছে যাবার সময় হয়নি আপনার। শান্ত হোন, নইলে আপনার হাত-পা বাঁধতে বাধ্য হব আমি। একজন শাহজাদীর জন্য তা বড়ই অবমাননাকর।'

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচাল রোজামুণ্ড। মুক্তি পাবার জন্য শরীর মোচড়াচ্ছে।

'ছাড়তে পারি, কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে–আর কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মহত্যার চেষ্টা করবেন না।'

'অমন প্রতিজ্ঞা আমি কখনোই করব না।'

'করো প্রতিজ্ঞা, রোজামুণ্ড,' মেঝে থেকে দুর্বল কণ্ঠে বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আত্মহত্যা মহাপাপ, ও-পথে পা বাড়িয়ো না। ঈশ্বর তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা-ই ঘটুক। খামোকা জীবন দিয়ো না।'

পিতার কথা শুনে যেন আগুনে পানি পড়ল, মোচড়ামুচড়ি বন্ধ করল রোজামুণ্ড। শান্ত গলায় বলল, 'বেশ, তবে তা-ই হোক। আল-হাসান, আমি কথা দিচ্ছি—আত্মহত্যার চেষ্টা করব না।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল আল-হাসান। 'শুনে খুশি হলাম, শাহজাদী। এখন থেকে আমরা আপনার গোলাম। রওনা হবার সময় হয়েছে। তৈরি হয়ে নিন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজামুণ্ড। 'আমি তৈরি আছি, আল-হাসান।'

'দুঃখিত, এই পোশাকে যেতে পারবেন না। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। আপনার বাকি জামা-কাপড় কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল আল-হাসান। দু'জন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। একটু পর ফিরে এল ওরা, রোজামুণ্ডের যত জামা-কাপড় পেয়েছে, সব নিয়ে এসেছে। এমনকী টেবিলের উপর থেকে ওর প্রার্থনার বই আর খাটের উপরে ঝোলানো রূপার ক্রুশটাও নিয়ে এসেছে।

'মোটা একটা আলখাল্লা দাও এদিকে,' বলল আল-হাসান। 'বাকি সব জিনিস গালিচায় মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নাও।'

বিকেলে সার অ্যাণ্ড্রুর কেনা গালিচাগুলো শেষ পর্যন্ত তাঁর মেয়ের বোঁচকায় পরিণত হলো। রোজামুণ্ডের সুবিধের জন্য ওর সমস্ত পোশাক-আশাক সঙ্গে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারাসেনরা।

'শাহজাদী,' আল-হাসান বলল, 'আমার মালিক, আপনার মামা বেশ কিছু হীরা-জহরত পাঠিয়েছিলেন। বড়ই দামি...

www.BanglaBook.org

ওগুলো নিয়ে যাব?'

মৃত্যুপথযাত্রী পিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রোজামুণ্ড, মুখ ঘোরাল না। বলল, 'কী করব ওগুলো দিয়ে? যেখানে আছে, সেখানেই থাকুক।'

'আপনার ইচ্ছেই আমার জন্য আদেশ। ঠিক আছে, থাকুক ওগুলো। হীরা-জহরতের অভাব হবে না আপনার। আমরা তা হলে তৈরি, শাহজাদী। আপনার মর্জির অপেক্ষায় আছি।'

'মর্জি! আমার মর্জি!!' হাহাকার করে উঠল রোজামুণ্ড। সার অ্যাণ্ড্রুর দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। 'আমার মর্জি বলে কোনও কিছুর কি অস্তিত্ব আছে?'

'দুঃখিত, আমার কিছু করার ছিল না,' নরম গলায় বলল আল-হাসান। 'উনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন না, মৃত্যুকে ডেকে নিলেন... আমি তো তা চাইনি। অবশ্য... নিকোলাস যে এত জোরে কুঠার চালাবে, তা ভাবতে পারিনি। শুধু বেহুঁশ করলেই চলত। কিন্তু এখন আর সেসব ভেবে লাভ কী? আপনি চাইলে আমরা ওঁকে সঙ্গে নিতে পারি, তবে সত্যকে স্বীকার করে নেয়াই ভাল। আপনার বাবার সময় ফুরিয়ে এসেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা আছে আমার... বুঝতে পারছি, ওঁর কোনও আশা নেই।'

'না,' বলে উঠলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আমাকে এখানেই রেখে যাও, রোজামুণ্ড। অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাদের বিচ্ছেদ হওয়া দরকার। আইয়ুবের মেয়েকে চুরি করে এনেছিলাম আমি, এখন তার ছেলে আমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়তিরই বিধান এটা। যাও মেয়ে, ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখো। কখনও ধর্মত্যাগ কোরো না।'

'কক্ষনো না, বাবা,' কথা দিল রোজামুণ্ড। 'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত না।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন,' আল-হাসান বলল, 'আমার মালিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরে বাধ্য করা হবে না শাহজাদীকে। লেডি, ভাল হয় যদি আর দেরি না করেন। তাড়াতাড়ি বিদায় নিন।' সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাই, তোমরা সব জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ির বাইরে যাও। লাশ ফেলে যেয়ো না। আহতদেরকেও সঙ্গে নাও। আমরা আসছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সারাসেন দল। কামরায় এখন শুধু তিনটি প্রাণী। হাঁটু গেড়ে পিতার পাশে বসল রোজামুণ্ড, কপালে চুমো খেল। ওদেরকে একা হতে দিয়ে একটু দূরে সরে গেল আল-হাসান।

'কিচ্ছু ভেবো না, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যই করেন,' বললেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। আর হ্যাঁ, যাবার আগে বলে যাবে, কাকে তোমার পছন্দ?'

বৃদ্ধ নাইটের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসাল রোজামুণ্ড। ওর জবাব শুনে একটু ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তুমিই বোধহয় ঠিক। বুদ্ধিমতীর মত জবাব দিয়েছ। তোমাদের তিনজনের প্রতিই আমার আশীর্বাদ রইল। আল-হাসান, এদিকে এসো।'

লঘু পায়ে সার অ্যাণ্ড্রুর পাশে এসে দাঁড়াল সারাসেন আমির।

'তোমার মালিক সালাদিনকে বোলো, উপযুক্ত প্রতিদানই দিয়েছে সে আমাকে। অবশ্য সে কিছু না করলেও মেয়ের কাছ থেকে আলাদা হতে হতো আমাকে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে অন্যরকম, তার সামনে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য হচ্ছি আমি। আশা করছি, সালাদিনের স্বপ্ন মিথ্যে নয়, সত্যিই আমার মেয়ে আমাদের দু'ধর্মের মাঝখানে রক্তপাত থামাতে সক্ষম হবে। ওকে আরও জানিয়ো, মৃত্যুর ওপারেও একটা জগৎ আছে। রোজামুণ্ডের প্রতি যদি কোনও ধরনের অন্যায় করা হয়, তা হলে সে-জগতে আমি মুখোমুখি হব ওর। প্রতিশোধ নেব। এ আমার শপথ! যাও এখন, নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। জেনে রেখো, তোমাদের যাত্রা সহজ

www.BanglaBook.org

হবে না। আমি থাকব না, কিন্তু তোমার প্রতারণার শাস্তি দেবার জন্য আরও মানুষ রয়ে যাচ্ছে এ-পৃথিবীতে।'

'আপনার কথা আমি মনে রাখব, সার,' নরম গলায় বলল আল-হাসান। 'যা ঘটল, তার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু কী করব, আমরা স্রষ্টার হাতের পুতুল ছাড়া আর তো কিছু নই! তিনিই সব করিয়েছেন আমাকে দিয়ে। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ক্ষমা! আমি নিজেই তো ক্ষমার দাবিদার। তোমার প্রতি রাগ পুষে রেখে লাভ কী? যাও, ক্ষমা করছি।'

মেয়ের মুখের উপর কয়েক মুহূর্ত সেঁটে রইল সার অ্যাণ্ড্রুর দৃষ্টি। এরপর চোখ মুদলেন। থেমে গেল দেহের নড়াচড়া।

'মনে হচ্ছে মারা গেছেন উনি,' বলল আল-হাসান। 'আল্লাহ্ ওঁর আত্মাকে শান্তি দিন।' বিছানা থেকে চাদর তুলে আনল সে, ঢেকে দিল দেহটা। 'চলুন, শাহজাদী।'

শোকে পাথর হয়ে গেছে রোজামুণ্ড। কাঁদল না, নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকল চাদরে ঢাকা পিতার দিকে। তারপর বড় করে শ্বাস ফেলল। নিচু হয়ে সার অ্যাণ্ড্রুর তলোয়ারটা তুলে নিল ও, উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল দৃপ্ত পায়ে–সত্যিকার একজন রাজকন্যার মত। হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, পরনে বহুমূল্য পোশাক... সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এল ও। ওখানে সারাসেন দুর্বৃত্তরা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। তলোয়ার হাতে রূপসী শাহজাদীকে দেখে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

খাবার ঘরের সামনে পৌঁছে একটু থামল রোজামুণ্ড। খোলা দরজা দিয়ে তাকাল ভিতরে। ওই তো... উলফ আর গডউইনকে দেখা যাচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে টেবিলের উপর। চারপাশে একই ভঙ্গিতে নিথর হয়ে আছে ভোজসভার প্রতিটি অতিথি।

'ওরা কি মারা গেছে, নাকি ঘুমাচ্ছে, আল-হাসান?' জানতে

www.BanglaBook.org

চাইল ও।

'ঘুমাচ্ছে, শাহজাদী। আমার বিশ্বাস, কাল সকালের মধ্যে জেগে উঠবে।'

মাথা ঘোরাতেই নিকোলাসকে দেখতে পেল রোজামুণ্ড। হাতে একটা মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কাঁপা কাঁপা শিখায় তার চেহারাতে অশুভ এক ছায়া খেলা করছে।

'ওর হাতে মশাল কেন?'

'আপনি বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা করছি, লেডি,' বলল নিকোলাস। 'তারপর বাড়িতে আগুন ধরাব।'

'কী!' চমকে উঠল রোজামুণ্ড। ঝট্ করে ফিরল সারাসেন আমিরের দিকে। 'আল-হাসান, এই-ই কি মহান সুলতান সালাদিনের নীতি? ঘুমন্ত, অসহায় একদল মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা? না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। আদেশ দিচ্ছি আমি তোমাকে, সালাদিনের বংশধর হিসেবে, মশাল কেড়ে নাও ওই লোকের হাত থেকে। নিভিয়ে দাও। এমন নোংরা কাজের কথা আর কখনও চিন্তাও করবে না তোমরা!'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নিকোলাস। 'নাইটদেরকে বাঁচতে দেব? যাতে আমাদের পিছনে হিংস্র নেকড়ের মত ধাওয়া করতে পারে? এমন পাগলামির কোনও মানে হয় না!'

'খামোশ!' গর্জে উঠল আল-হাসান। 'বুঝে-শুনে কথা বলো, নিকোলাস। এখানে তুমি কারও মালিক নও, বরং টাকার লোভে ধর্ম বিসর্জন দেয়া এক বেঈমান। শাহজাদীর ইচ্ছে আমাদের জন্য আদেশ! পিছু নিতে দাও নাইটদেরকে। শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পাই না আমরা।' নিজের অনুচরের দিকে ফিরল, পেট্রোস ছদ্মনামে যে তার সঙ্গে এসেছিল। 'আলি, নিকোলাসের হাত থেকে মশালটা নিয়ে নাও। জাহাজে পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত কড়া পাহারায় রাখো ওকে, যাতে গোলমাল পাকাতে না পারে।' নির্দেশ শেষ করে রোজামুণ্ডের দিকে ফিরল। 'আপনি সন্তুষ্ট,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাহজাদী?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল রোজামুণ্ড। 'একটু সময় দেবে? আমি একটা স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে যেতে চাই আমার ভাইদেরকে।'

'নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি করুন।'

খাবার-ঘরে ঢুকে পড়ল রোজামুণ্ড। প্রধান টেবিলের সামনে গিয়ে গলা থেকে খুলে নিল ক্রুশ-বসানো সোনার চেইনটা। গায়ের জোরে সার অ্যাণ্ড্রুর তলোয়ার খাড়া করে গেঁথে দিল টেবিলের উপর, তার গায়ে জড়িয়ে দিল চেইন। পুরনো আমলের একটা সঙ্কেত এটা—যুদ্ধে যাবার আহ্বান। ক্রুশের মত খাড়া হয়ে থাকা তলোয়ারের গায়ে নারীর উপহার... সৌভাগ্য আর শুভকামনার প্রতীক।

'তোমাদের জন্য আমার শেষ উপহার,' দু'ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'এই তলোয়ার আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহন করেছেন, লড়াই করেছেন। আশা করি তোমরাও এই তলোয়ারকে একইভাবে ব্যবহার করবে।'

সারাসেনদের চেহারায় ভীতি ভর করল, রোজামুণ্ডের কথাকে অশুভ বাণী বলে মনে করছে।

ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না মেয়েটা। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে আল-হাসানের হাত ধরল, তারপর বেরিয়ে এল আঙিনায়। ইতোমধ্যে ভারী আলখাল্লা জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে।

'আমার পরামর্শ মেনে না নিয়ে খুব ভুল করছেন আপনারা,' পিছন থেকে বলল নিকোলাস। 'আগুন না দেন, অন্তত নাইটদের গলা কেটে দিয়ে আসা দরকার ছিল। সার গডউইন আর সার উলফের ব্যাপারে জানা আছে আমার। জ্ঞান ফেরামাত্র পাগলা কুকুরের মত আমাদেরকে শিকার করতে বের হবে। আমাদের প্রাণ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না ওরা।'

'হতে পারে, নিকোলাস,' গম্ভীর গলায় বলল সারাসেন

www.BanglaBook.org

আমির। 'আবার এমনও হতে পারে, শুধু তোমারই প্রাণ যাবে এ-লড়াইয়ে।'

স্বপ্নের জগতে ভাসছে উলফ। নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সরু একটা কাঠের তক্তার উপরে দাঁড়ানো অবস্থায়। বহু বছর আগে সার্কাসের তাঁবুতে এমনই এক তক্তায় দাঁড়ানো এক জাগলারের খেলা দেখেছিল ও। আজ জাগলারের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করছে। দু'হাতে লোফালুফি করছে তিনটা বল। পিছন থেকে ভেসে এল ডাক, ওর নাম ধরে ডাকছে কে যেন। উল্টো ঘুরতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। পা হড়কে পড়ে গেল ও তক্তা থেকে। মাটিতে আছড়ে পড়ার ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেল দেহ। আর তখুনি ভেঙে গেল ঘুম। ওকে ডাকতে থাকা কণ্ঠটা চিনতে পারল। ম্যাথিউ–স্টিপল চার্চের চ্যাপলেইন।

'উঠুন, সার উলফ! ঈশ্বরের দোহাই, জেগে উঠুন!'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত মাথা তুলল উলফ। চোখের সামনে পুরো দুনিয়া দুলছে। টনটন করছে মাথা।

'কী ব্যাপার?' জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'মরণ, সার উলফ! এখানে শয়তানের পা পড়েছে!'

'ও-দুটো সাধারণত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে।' সোজা হলো উলফ। 'তেষ্টা পেয়েছে, পানি খাব।'

একজন চাকরানী এগিয়ে এল—শ্লথ গতি, চোখ আধবোজা; একটা পেয়ালা বাড়িয়ে ধরল। পানি খেতে খেতে চারপাশে চোখ বোলাল উলফ। সবার একই দশা। হেলে-দুলে হাঁটছে ভৃত্যরা, কামরার বাতি জ্বলছে। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি।

পানি খেয়ে একটু ভাল বোধ করল উলফ। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আটকে গেল টেবিলের মাঝখানে। 'এ কী!' বিস্মিত গলায় বলল ও। 'চাচার তলোয়ার আর রোজামুণ্ডের গলার চেইন! রক্তমাখা! চ্যাপলেইন, লেডি রোজামুণ্ড কোথায়?'

www.BanglaBook.org

'জানি না,' মাথা নাড়লেন ম্যাথিউ। 'জ্ঞান ফেরার পর থেকে ওঁকে দেখিনি আমরা কেউ। বাড়ির কোথাও নেই। উপরতলায় সার অ্যাণ্ড্রু পড়ে আছেন—মারা গেছেন, কিংবা যাচ্ছেন। হা ঈশ্বর, আমাদেরকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে! ওই দেখুন।' চারপাশের সবাইকে দেখালেন তিনি। 'শয়তানের পাল্লায় পড়েছিলাম আমরা!'

'শয়তান!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল উলফ। 'ও! আপনি জর্জিয়োসের কথা বলছেন?'

'বিষ মেশানো মদ খাইয়েছে ও আমাদেরকে,' বললেন চ্যাপলেইন। 'তারপর অপহরণ করে নিয়ে গেছে লেডি রোজামুণ্ডকে।'

স্থবির হয়ে গেল উলফ। 'নিয়ে গেছে? রোজামুণ্ডকে নিয়ে গেছে, আর আমরা একবিন্দু বাধা দিতে পারলাম না? পড়ে পড়ে ঘুমালাম? হা যিশু, কীভাবে ঘটল এমন ঘটনা? কেন তার আগেই আমার মরণ হলো না?' হতাশায় মুখ ঢাকল ও।

কয়েক মুহূর্ত পর আচমকা সোজা হলো তরুণ নাইট। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেছে। চেঁচাল, 'অ্যাই, মাতালের দল! তোমরা এখনও হেলে-দুলে চলছ কেন? ঘরের মালকিনকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আর তোমরা কিনা বসে বসে আঙুল চুষছ!'

'কী হয়েছে, ভাই?' দুর্বল একটা কণ্ঠ ভেসে এল পিছন থেকে। 'এমন খেপেছ কেন?'

গডউইন। জ্ঞান ফিরেছে ওর। লাল হয়ে যাওয়া চোখ মেলে তাকাচ্ছে উলফের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর ও-ও দেখতে পেল টেবিলে গাঁথা তলোয়ারটা।

'আরে!' বলে উঠল গডউইন। 'চাচার তলোয়ার না? সঙ্গে রোজামুণ্ডের চেইন আর ক্রুশ! এগুলো এখানে কেন?'

'রোজামুণ্ড নেই, গডউইন!' হাহাকার বেরুল উলফের গলা দিয়ে। 'ওকে ধরে নিয়ে গেছে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মানে!'

'চ্যাপলেইন, সব খুলে বলুন ওকে।'

গডউইনের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন ম্যাথিউ। তাঁর কথা শেষ হতেই উলফ বলল, 'বুঝতে পারছ অবস্থা? আমাদের শপথের মুখে চুনকালি পড়েছে—রোজামুণ্ডকে রক্ষা করতে পারিনি। উল্টো নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি। এ-লজ্জা কোথায় রাখি? ইচ্ছে করছে আত্মহত্যা করি।'

'না,' শান্ত গলায় বলল গডউইন। 'মরব না আমরা। তাতে কী লাভ হবে রোজামুণ্ডের? আমরা বাঁচব... ওকে উদ্ধার করব। যদি না পারি, তখন নাহয় মৃত্যুর কথা ভেবে দেখা যাবে।'

'প্রলাপ বকছ তুমি,' বিরক্ত গলায় বলল উলফ। 'সালাদিনের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করবে? তা কি সম্ভব? পানি খাও, তাতে যদি বুদ্ধি খোলে!'

ওর বাড়িয়ে ধরা পানির গ্লাসের দিকে তাকাল না গডউইন। ম্যাথিউকে বলল, 'চ্যাপলেইন, চাচা কোথায়?'

'উপরে, ওঁর কামরায়।'

ভাইয়ের হাত ধরে টান দিল গডউইন। 'চলো!'

মশাল নিয়ে ছুটল দু'জনে। একটু পরেই সার অ্যাণ্ড্রুর কামরায় পা রাখল। দরজার সামনে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি।

'বুড়ো মানুষটা ভালই লড়াই করেছেন,' মন্তব্য করল উলফ। 'আর আমরা কিনা ঘুমিয়েছি!'

ওর কণ্ঠ শুনেই নড়ে উঠল চাদরে ঢাকা দেহটা। তলা থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে ওখানে? উলফ.. গডউইন... তোমরা?'

'চাচা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দু'ভাই। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ নাইটের কাছে গিয়ে বসল। চাদর সরিয়ে উন্মুক্ত করল মুখ।

রক্ত সরে গিয়ে মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে সার অ্যাণ্ড্রুর

www.BanglaBook.org

চেহারা। শ্বাস ফেলছেন অতি কষ্টে। বললেন, 'কিচ্ছু বোলো না, শুধু আমার কথা শুনে যাও। রোজামুণ্ডকে ধরে নিয়ে গেছে সালাদিনের লোকেরা...'

'আমরা জানি, চাচা,' বলল গডউইন। 'নিশ্চিন্তে থাকুন। খুব শীঘ্রি ওদেরকে ধাওয়া করব আমরা। আপনি বিশ্রাম নিন।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর ধাওয়া করে ধরতে পারবে না ওদেরকে। আঁটঘাঁট বেঁধে এসেছিল ওরা, এতক্ষণে সাগরে পৌঁছে গেছে।' বড় করে শ্বাস নিলেন সার অ্যাণ্ড্রু। 'আর বাধা দিয়ো না। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো। প্যালেস্টাইনে যেতে হবে তোমাদেরকে। আমার সিন্দুকে টাকা আছে, ওখান থেকে পথখরচা নিয়ে নিয়ো। শুধু তোমরা দুজন যাবে, আর কেউ না। বুঝেছ? কাউকে বিশ্বাস কোরো না। গডউইন, আমার হাতের আংটিটা খুলে নাও। জেবেলের কথা বলেছি তোমাদেরকে আমি—লেবাননের মাসায়েফে থাকে, পাহাড়ি উপজাতির সর্দার। ওকে খুঁজে বের করে আংটিটা দেখিয়ো, মনে করিয়ে দিয়ো সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সির কাছে ওর প্রতিশ্রুতির কথা। যদি কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে, তা হলে সে এই জেবেল। সালাদিনের ঘোর শত্রু সে। কাজেই ওর নাগাল তোমাদেরকে পেতেই হবে।

'এরপর কী ঘটবে, তা আমি আর বলতে পারি না। ঈশ্বরের কৃপায় যদি রোজামুণ্ডের কাছে পৌঁছুতে পারো... শত্রুকে বিনাশের সুযোগ পেয়ে যাও, তা হলে সবার আগে বিশ্বাসঘাতক নিকোলাস আর হিউ লযেলকে শাস্তি দিয়ো। জর্জিয়োস... মানে সালাদিনের আমির আল-হাসানকে রেহাই দিতে পারো, ও স্রেফ নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। চাইলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে সবাইকে খতম করে দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি। অদ্ভুত একটা ব্যাপার... ওর প্রতি আমি শ্রদ্ধা অনুভব করছি।'

'আপনার আদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, চাচা,'

www.BanglaBook.org

বলল গডউইন। 'রোজামুণ্ডও নিশ্চয়ই তা-ই চায়। আপনার তলোয়ার আর নিজের ক্রুশ-চেইন আমাদের জন্য রেখে গেছে ও।'

'ক্রুশ তোমার জন্য, গডউইন। আর তলোয়ারটা উলফের জন্য। ঈশ্বর এবং আমাদের পরিবারের নামে রওনা হয়ে যাও। ফিরিয়ে আনো ওকে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে তোমাদেরকে, কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। শুভকামনা রইল। অন্যভুবন থেকে তোমাদের উপর নজর রাখব আমি। বিদায়!'

বিড়বিড় করে স্রষ্টার নাম জপলেন সার অ্যাণ্ড্রু। তারপর চিরকালের মত চোখ মুদলেন।

হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করল দু'ভাই। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'চাচার মৃত্যুকে আমরা বৃথা যেতে দেব না,' দৃঢ় গলায় বলল উলফ। 'দরকার হলে মরব, কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব!'

গডউইন কিছু বলল না। ওর দৃষ্টি আটকে গেছে টেবিলের উপর পড়ে থাকা কাগজের টুকরোর উপর। কাছে গিয়ে হাতে তুলে নিল।

'আরে, এ দেখছি রোজামুণ্ডের লেখা!' বিস্মিত গলায় বলল ও।

'কী লিখেছে?' জানতে চাইল উলফ।

'সালাদিনের লোকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। যদি পারো, পিছু নাও ওদের,' পড়ল গডউইন।

'অবশ্যই পিছু নেব,' প্রতিজ্ঞা করল উলফ। 'কোনোকিছুই আমাদেরকে নিরস্ত করতে পারবে না। চলো, গডউইন।'

চ্যাপলেইন ম্যাথিউকে মৃতদেহের পাশে রেখে নীচতলায় নেমে এল ওরা। ততক্ষণে ভোজসভার প্রায় সবাই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। তাদেরকে জানানো হলো কী ঘটেছে। এরপর স্টিপল চার্চের মিনার থেকে আলোর সঙ্কেত দেয়া হলো পাড়া-প্রতিবেশীকে। শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য যথেষ্ট লোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে অনেকে হাজির হলো। সার অ্যাণ্ড্রুকে হত্যা এবং রোজামুণ্ডকে অপহরণ করা হয়েছে শুনে রেগে গেল সবাই। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জনাত্রিশেক অশ্বারোহী রওনা হলো শত্রুর খোঁজে।

কাজটা সহজ হলো না। রাতভর তুষার পড়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে সারাসেন দুর্বৃত্তদের পায়ের ছাপ। লোকগুলো যে কোন্‌দিকে গেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

'আমার ধারণা, পানিপথে এসেছিল ওরা,' অনুমান করল গডউইন। 'কাছেই কোথাও নেমেছিল... ফিরেও গেছে ওপথে।'

'স্টিপলের ঘাট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল উলফ। 'সবাই স্টিপলের ঘাটে চলো।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ওখানে পৌঁছুল সবাই। জায়গাটা সার অ্যাণ্ড্রুর সীমানার ভিতরে, সরু একটা খালের পাড়ে। ছোট একটা বোটহাউস আছে পাশে, ওখানে দু'ভাই একটা নৌকা রাখে—শখের বশে মাঝে মাঝে ওটা নিয়ে মাছ ধরতে যায় ওরা। এ-মুহূর্তে বোটহাউসের তালা ভাঙা, ভিতর থেকে নৌকাটাও গায়েব হয়ে গেছে।

'ওই নৌকায় মাত্র ছ'জন ধরে,' ভুরু কুঁচকে বলল উলফ। 'বাকিরা গেল কীভাবে?'

'আরও নৌকা ছিল নিশ্চয়ই,' বলল গডউইন। 'এসো দেখি।'

খালের পাড়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেয়া হলো। খানিক পরেই কাদায় একটা ছাপ পাওয়া গেল—বড় আকারের একটা নৌকা ভেড়ানো হয়েছিল ওখানে। আশপাশে গভীর কয়েকটা গর্ত আছে—লগি ঢুকিয়ে ধাক্কা দিতে হয়েছে নৌকাটা ফের পানিতে নামাবার জন্য।

তুষারের উপর একটা চকচকে জিনিস দেখতে পেল উলফ। ওটা তুলে আনতেই চিনতে পারল—ওর দেয়া ক্রিসমাসের কাপড়ের একটা টুকরো, ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। রোজামুণ্ড ফেলে

www.BanglaBook.org

গেছে পিছনে, ওদেরকে সঙ্কেত দেবার জন্য।

আর কোনও সন্দেহ নেই। খাল ধরে নদীতে নেমেছে দুর্বৃত্তরা। ওখান থেকে সাগরে... ওদের জাহাজে গিয়ে উঠবে।

'সাগরপারে চলো—সেইন্ট পিটারের প্রাচীরের পাশে!' উত্তেজিত গলায় বলল উলফ। 'সাগরে পৌঁছুবার জন্য সব নৌকাকে ওই জায়গা পেরুতে হয়। কপাল ভাল হলে ওদের আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারব আমরা।'

তুষার আর কাদা মাড়িয়ে আবার ঘোড়া ছোটাল ওরা। ব্র্যাডওয়েলের ভিতর দিয়ে সাগরপারে পৌঁছুল। ঠিক তখুনি সরে গেল কুয়াশার পর্দা। উদীয়মান সূর্যের আলোয় বিশাল এক জাহাজ দেখতে পেল ওরা সাগরের বুকে—বাতাসে ফুলে উঠেছে পাল। গতি বাড়াবার জন্য একই সঙ্গে বৈঠা চালানো হচ্ছে। দেরি করে ফেলেছে ওরা, জাহাজটাকে থামাবার উপায় নেই। পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'জন মানুষ, ধাওয়াকারীদেরকে দেখতে পেয়ে হেসে উঠল, হাত নাড়ল বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে।

হতাশায় ছেয়ে গেল দু'ভাইয়ের অন্তর। তা আরও বাড়ল রোজামুণ্ডকে চিনতে পেরে। জাহাজের পিছনের উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে আছে ও, পাশে আরব পোশাক পরিহিত আমির আল-হাসান। আরেকজন আছে—ভুয়া যাজক নিকোলাস, এ-মুহূর্তে তার পরনে নাইটের সাজ। উলফ আর গডউইনকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রোজামুণ্ড, ছুটে গেল রেলিঙের পাশে, পানিতে ঝাঁপ দেবার ইচ্ছে। কিন্তু ওকে ব্যর্থ করে দিল আল-হাসান। রোজামুণ্ডকে পিছন থেকে জাপটে ধরল সে, টেনে সরিয়ে আনল রেলিঙের পাশ থেকে।

ঘোড়া নিয়ে পানির কিনার পর্যন্ত চলে গেল উলফ। চিৎকার করে বলল, 'ভয় পেয়ো না, রোজামুণ্ড! আমরা আসছি... খুব শীঘ্রি আসছি!!'

ওর এই আশ্বাস রোজামুণ্ড শুনতে পেল কি পেল না, তা

www.BanglaBook.org

বোঝা গেল না। টানাহ্যাঁচড়া করে ওকে দু'জন সারাসেন নাবিক নিয়ে গেছে জাহাজের ভিতরে। মেয়েটা দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল আল-হাসান। মাথা নিচু করে সালাম দিল। তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল জাহাজের অভ্যন্তরে।

ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল জাহাজ। দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে রইল উলফ আর গডউইন, যতক্ষণ দেখা গেল সালাদিনের পতাকা। জাহাজের মাস্তুলের উপরে পত্ পত্ করে উড়ছে ওটা।

আট

বিধবা মাসুদা

শীতের সেই সকালের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবে না উলফ বা গডউইন। সাগরপারে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না দু'ভাইয়ের। রোজামুণ্ডকে নিয়ে সালাদিনের জাহাজ চলে গেছে, ওটাকে ধাওয়া করার কোনও উপায় ছিল না। অগত্যা হার মেনে নিয়েছিল ওরা, সঙ্গে আসা লোকজনকে বিদায় দিয়েছিল, তারপর ফিরে এসেছিল *হল অভ স্টিপল*-এ।

ধীরে ধীরে জানা গিয়েছিল শত্রুদের সমস্ত কৌশল। আসলে কিছুই হয়নি জর্জিয়োসের জাহাজের, হাল নষ্ট হবার অজুহাতে ওটাকে আনা হয়েছিল সাউথমিনিস্টারে। ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় নোঙর তোলে ওটা—নদীর মুখে, সৈকতের তিন মাইল দূরে এসে

www.BanglaBook.org

অবস্থান নেয়। বড় একটা নৌকায় চড়ে এরপর ত্রিশজন লোক, নদী উজানে স্টিপলের ঘাটে এসে নামে। হল্ অভ স্টিপলের চারপাশের গাছগাছালির আড়ালে আশ্রয় নেয় ওরা। পরে জর্জিয়োস ওরফে আল-হাসানের সঙ্কেত পেয়ে নিকোলাসের নেতৃত্বে হামলা চালায়। রোজামুণ্ডকে অপহরণের পর আবার ওরা ওই নৌকাতে চড়েই ফিরে যায় জাহাজে। উলফ আর গডউইনের মাছ-ধরা নৌকাটা নিয়েছিল দলের আহত-নিহতদেরকে বহন করার সুবিধার্থে। রাতের আঁধারে অবশ্য ওদেরকে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। নদীর দু'জায়গায় ওদের নৌকা চরে আটকে যাবার চিহ্ন দেখা গেছে। তবে তারপরেও নিকোলাসের দক্ষতায় ভোরের আলো ফুটবার আগেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ওরা। এরপরের ঘটনা তো পাঠকদের জানা আছে।

যা হোক, দু'দিন পর সমাহিত করা হলো সার অ্যাণ্ড্রুকে। স্ট্যানগেট মঠের গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন তিনি, আপন ভাই... উলফ আর গডউইনের পিতার পাশে। তাঁর উইল পড়া হলো। জানা গেল, দুই ভাইপোকে সামান্য সম্পত্তি দান করেছেন তিনি, চাকর-বাকর আর ঘনিষ্ঠজনদের জন্যও রেখে গেছেন কিছু উপহার; এ-ছাড়া বাকি সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন নিজের মেয়ে রোজামুণ্ডকে। উইলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—যতদিন না রোজামুণ্ডের বিয়ে হয়, ততদিন উলফ আর গডউইন সম্পত্তির দেখাশোনা করবে।

সম্পত্তির পিছনে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে ছিল না দু'ভাইয়ের, যত দ্রুত সম্ভব রোজামুণ্ডকে উদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। তাই স্ট্যানগেটের প্রায়োর ব্রায়েনকে তত্ত্বাবধানে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে ওরা। সালাদিনের পাঠানো দামি রত্নগুলোও তুলে দেয়া হয়েছে তাঁর হাতে। দু'জনে উইলও তৈরি করেছে, কারণ অভিযান থেকে ওরা যে ফিরে আসবে, তার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সবশেষে প্রায়োরের আশীর্বাদ নিয়ে এক সকালে

www.BanglaBook.org

লণ্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেছে ওরা।

স্টিপল পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে ক্ষণিকের জন্য থেমেছিল দু'জনে। উল্টো ঘুরে তাকিয়েছিল বাড়ির দিকে। উত্তরে উত্তাল সাগর, দক্ষিণে মেইল্যাণ্ডের প্যারিশ চোখে পড়েছে। দেখা গেছে স্টিপল ক্রিকের সরু ধারা, ছোট-বড় নৌকা চলছে তার মাঝ দিয়ে। সবকিছুর মাঝখানে *হল্ অভ স্টিপল* মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে নানা রকম গাছের সারি, আর স্টিপল চার্চ। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে দু'ভাইয়ের বুক চিরে। ওখানেই এত বছর ছিল ওরা, ওখানেই বড় হয়েছে। আর কখনও কি ফেরা হবে বাড়িতে? মহাপরাক্রমশালী সুলতান সালাদিনের বিপক্ষে লড়ে কি বেঁচে থাকা সম্ভব কারও পক্ষে? জানে না ওরা, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছিল—রোজামুণ্ডের কাছে... মৃত্যুপথযাত্রী চাচার কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে। তাতে মৃত্যু এলে আসুক। সাহসে বুক বেঁধে আবার সামনে তাকিয়েছিল ওরা। চলতে শুরু করেছিল।

এরপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। জুলাইয়ের এক উত্তপ্ত সকালে সিরীয় উপকূলে দেখা মিলল পুরনো ধাঁচের এক সওদাগরি জাহাজের, সেইন্ট জর্জ উপসাগরের পানি কেটে অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলছে। সাইপ্রাস থেকে আসছে ওটা, দূরত্ব একশো মাইলও নয়, কিন্তু সময় লেগে গেছে পাক্কা ছ'দিন। ঝড়-বাদলের কবলে পড়েনি, বছরের এ-সময়ে ঝড়ের প্রকোপ থাকে না, সমস্যা হয়েছে বাতাস নিয়ে। বায়ুপ্রবাহ এত দুর্বল ছিল যে পাল খাটিয়ে আসতে পারেনি জাহাজটা, বৈঠা বাইতে হয়েছে প্রায় পুরো রাস্তা। তারপরও বিপদ-আপদ ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছুতে পেরেছে বলে আরোহীরা দু'হাত তুলে ধন্যবাদ জানাল সৃষ্টিকর্তাকে।

জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে প্রাচ্যের সওদাগর এবং তাদের ভৃত্য। স্বল্পসংখ্যক তীর্থযাত্রীও আছে,

www.BanglaBook.org

তাদের মাঝে ছদ্মবেশে রয়েছে উলফ আর গডউইন। একেবারে সাদাসিধে চালচলন দু'জনের, যাতে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। সহযাত্রীদের কাছে পরিচয় দিয়েছে পিটার এবং জন নামে—লিঙ্কন শহরে বাড়ি, ওখানেই ছোটখাট একটা এস্টেটের মালিক; পবিত্রভূমিতে তীর্থযাত্রায় যাবে। পাপমোচন করবে, স্বর্গীয় পিতা-মাতার জন্য ঈশ্বরের কৃপা চাইবে। এই গল্প অবিশ্বাস করেনি কেউ। ঠাট্টার ছলে বরং ওদেরকে সেইণ্ট পিটার আর সেইণ্ট জন বলে ডাকছে দু'ভাইকে।

এ-মুহূর্তে জাহাজের গলুইয়ের কাছে বসে আছে ওরা, গসপেল পড়ছে। গডউইনের হাতে আরবী অনুবাদ, উলফেরটা ল্যাটিন সংস্করণ। সার অ্যাণ্ড্রু আর রোজামুণ্ডের কাছে আরবী শিখেছে দু'ভাই বহু বছর আগে, কিন্তু চর্চার অভাবে শিক্ষায় মরচে ধরেছে। বিদ্যাটা ঝালিয়ে নেবে বলে মনস্থির করেছে ওরা। জাহাজে এক যাজকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ভদ্রলোক বহুদিন থেকে প্রাচ্যে অবস্থান করছেন, আরবীর পণ্ডিত; তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করে চলেছে দু'জনে... সামান্য টাকার বিনিময়ে। এর পাশাপাশি আরবী বইও পড়তে শুরু করেছে গডউইন। জাহাজ থেকে নামার আগেই ভাষাটার খুঁটিনাটি আয়ত্ত করে নেবার ইচ্ছে।

'বই বন্ধ করো, ভাই,' হঠাৎ বলে উঠল উলফ। 'লেবাননে এসে পড়েছি... অবশেষে!' হাত তুলে দিগন্ত দেখাল। কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে মাথা তুলে রেখেছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়চূড়া। 'কী যে ভাল লাগছে ডাঙা দেখতে পেয়ে! জাহাজের পাল আর দড়ি-দড়া দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'আহ্,' বলল গডউইন। 'প্রতিশ্রুত ভূমি!'

'কী প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা করছে, কে জানে!' স্বগোতোক্তি করল উলফ। 'কাজে নামার সময় এসেছে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু কীভাবে যে কী করব, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'সময়ই তা বলে দেবে। আপাতত চাচার নির্দেশ অনুসরণ

www.BanglaBook.org

করতে হবে আমাদেরকে। খুঁজে বের করতে হবে শেখ জেবেলকে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে চুপ থাকার ইশারা করল উলফ। একদল সওদাগর বেরিয়ে এসেছে পাটাতনের উপরে। রেলিঙের কাছে গিয়ে ভিড় জমাল, পবিত্রভূমির দর্শন পেয়ে ধন্য হতে চায়। প্রার্থনায় মেতে উঠল অনেকে।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে টমাস নামে এক সওদাগর, ইপস্‌উইচে বাড়ি। দু'ভাইয়ের সঙ্গে ইতোমধ্যে পরিচয় হয়েছে তার, মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। গল্প জুড়ে দিল। টমাস আগেও এসেছে এ-এলাকায়। নানা রকম কাহিনি শোনাতে শুরু করল। দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে বলল, সলোমনের মহামন্দিরের জন্য ওখান থেকেই নাকি টায়ারের রাজা হিরাম কাঠ সংগ্রহ করেছিল।

'আপনি গেছেন কখনও ওখানে?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

'ব্যবসার কাজে গেছি একবার,' জানাল টমাস। 'ওই যে... ওখান পর্যন্ত।' বরফের মুকুট পরা উত্তরের এক পর্বতশৃঙ্গ দেখাল সে। 'ওর চেয়ে বেশিদূর কেউ যেতে পারে না।'

'কেন?' কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করল গডউইন।

'কারণ পর্বতের ওপার থেকে শেখ আল-জেবেলের রাজত্ব,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল টমাস। 'অনুমতি ছাড়া সারাসেন বা খ্রিস্টান... কেউ ওখানে রাখতে পারে না।'

'কেন? অনুমতি ছাড়া ওখানে গেলে কী হয়?'

ভুরু কুঁচকে দু'ভাইয়ের দিকে তাকাল টমাস। 'মনে হচ্ছে জেবেল সম্পর্কে কিছুই জানো না তোমরা, যুবক। জানলে এমন প্রশ্ন করতে না। জেবেল হচ্ছে মৃত্যু আর কালো জাদুর মালিক। ওর প্রাসাদে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। বাগানে ঘুরে বেড়ায় সুন্দরী নারীবেশী ডাইনিরা—পুরুষদের আত্মা চুরি করে জেবেলের পায়ে সমর্পণ করাই ওদের কাজ। ভয়ঙ্কর এক খুনি ওই শেখ, ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাচ্যের সমস্ত রাজা-বাদশাহ ভয় পায়। পোষা একদল মৃত্যুদূত আছে ওর; যাকে পছন্দ হয় না, তার পিছনে লেলিয়ে দেয় ওদেরকে। বাঁচার কোনও উপায় থাকে না। তোমাদেরকে আমি পছন্দ করি, যুবক; তাই সাবধান করে দিচ্ছি—মাসায়েফ পাহাড় থেকে দূরে থেকো... যদি না বাড়ির চেহারা ফের দেখতে চাও।'

'চিন্তা করবেন না, দূরেই থাকব আমরা,' হেসে বলল উলফ। 'পবিত্রভূমি দেখতে এসেছি, শয়তানের আখড়া নয়।'

'নিশ্চয়ই।' গডউইনও মাথা ঝাঁকাল।

বৈরুত এখন খ্রিস্টানদের দখলে, জাহাজ থামতেই সাদর অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। তীর্থযাত্রীদেরকে নেবার জন্য তীর থেকে ছুটে এল অনেকগুলো নৌকা। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে টমাসকে আর দেখতে পেল না দু'ভাই। তাকে খোঁজার চেষ্টাও করল না ওরা, শেখ জেবেলের ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালে লোকে সন্দিহান হয়ে উঠবে। তীর্থযাত্রী আর সওদাগরদের পিছু পিছু ছোট একটা নৌকায় চড়ে বন্দরে পৌঁছুল দু'জনে।

জেটিতে দাঁড়িয়ে কিছুটা অসহায় বোধ করল দুই ভাই। সস্তা কোনও সরাইখানা প্রয়োজন, যেখানে লোকের অনুসন্ধিৎসা না জাগিয়ে চুপচাপ থাকা যাবে; কিন্তু ঠিকানা জিজ্ঞেস করার মত কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সবাই ব্যস্ত। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল, তবে পাত্তা পেল না। কী করবে ভাবছে, এমন সময় ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক নারী এগিয়ে এল। পিছনে এক কুলি—সঙ্গে একটা গাধা টেনে আনছে। মেয়েটাকে আগেই লক্ষ করেছে দু'ভাই, জেটির কিনারে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাছে এসেই ইশারা করল, সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাইয়ের মাল-সামান গাধার পিঠে ওঠাতে শুরু করল কুলি।

'অ্যাই, অ্যাই! করছ কী?' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল উলফ।

'চিন্তার কিছু নেই, ভিনদেশী,' বলল মেয়েটা। 'আমার সরাইখানায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে। সস্তা, ঝুট-ঝামেলা নেই...

www.BanglaBook.org

এমনই তো চাইছ, নাকি?' কণ্ঠটা মিষ্টি, শুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কথা বলছে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল উলফ আর গডউইন, তারপর পিছন ফিরে শলা-পরামর্শ শুরু করল করণীয় সম্পর্কে। একমত হলো দু'জনে—অচেনা একটা মেয়েকে বিশ্বাস করা মোটেই উচিত হবে না। কথাটা বলার জন্য উল্টো ঘুরতেই দেখল, ওদের জিনিসপত্র নিয়ে কুলি হাঁটতে শুরু করেছে। এগিয়ে গেছে বেশ কিছুদূর।

'মানা করতে দেরি করে ফেলেছ,' হেসে উঠল মেয়েটা। 'কাজেই মাল-সামান হারাতে না চাইলে আপাতত আমার অতিথি হতে হবে তোমাদেরকে। এসো, রওনা হই। অনেকদূর থেকে এসেছ, খাওয়া আর গোসল খুবই দরকার তোমাদের। দয়া করে আমার সঙ্গে এসো।'

দু'ভাইকে কিছু বলার সুযোগ দিল না মেয়েটা, হাঁটতে শুরু করল একদিকে। উপায়ান্তর না দেখে তাকে অনুসরণ করল উলফ আর গডউইন। লক্ষ করল, ভিড়ের লোকজন মেয়েটাকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। রাস্তার পাশে বেঁধে রাখা একটা খচ্চরের পিঠে চড়ল সে, এগোতে শুরু করল উত্তরমুখী পথ ধরে। দু'ভাইয়ের সঙ্গে বাহন নেই, পায়ে হেঁটেই পিছু নিতে হলো। বেশ গরম পড়েছে, মাথার উপর বৈরুতের গনগনে সূর্য। হাঁপিয়ে উঠল ওরা একটু পরে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বরই জানেন!' বিড়বিড় করল গডউইন।

'নারীর মন এমনকী ঈশ্বরও বোঝেন না,' ঠাট্টা করল উলফ। হাসল। 'কোথায় যাচ্ছে, তা স্রেফ ও-ই জানে।'

অনেকক্ষণ চলার দেয়ালঘেরা একটা জায়গার সামনে পৌছুল ওরা। দরজা পেরিয়ে দেয়ালের ওপাশে যেতেই উঠোনের দেখা মিলল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাদা রঙের পুরনো এক বাড়ি, চেহারায় অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণের ছাপ। চারপাশে রয়েছে

www.BanglaBook.org

সবুজ বাগান, তাতে আপেল-কমলাসহ চেনা-অচেনা অসংখ্য ফলের গাছ। বাড়িটা শহরের প্রান্তে।

উঠোনে পৌঁছে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়ল মেয়েটা, পশুটার দড়ি ধরিয়ে দিল অপেক্ষমাণ এক নুবিয়ান ভৃত্যের হাতে। মুখ থেকে ঘোমটা সরাল, মুখোমুখি হলো দু'ভাইয়ের। অপরূপ সুন্দর এক মুখ—টলটলে চোখ, ভরাট গাল... তাতে ছোট্ট এক তিল, মদির ঠোঁট আর মাথাভরা কালো চুল। সেইসঙ্গে নিখুঁত দেহবল্লরী মিলিয়ে সব পুরুষের আরাধ্য এক দেবী বলা চলে। বয়সও বেশি নয়, বড়জোর পঁচিশ। প্রাচ্যদেশের মেয়েদের তুলনায় চামড়া অনেক বেশি ফর্সা।

'আমার এই গরীবখানা তীর্থযাত্রী আর সওদাগরদের জন্য,' বলল সে। 'সম্ভ্রান্ত দুই নাইটের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়, তারপরও তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।' কথা বলার ফাঁকে তীক্ষ্ণচোখে দেখছে দুই ডার্সিকে।

'আমরা নাইট নই,' বলল গডউইন। 'সাধারণ মানুষ, পবিত্রভূমিতে তীর্থযাত্রায় এসেছি। এখানকার ভাড়া কত?'

জবাব না দিয়ে নিজের কুলির দিকে তাকাল মেয়েটা, মালপত্র নিয়ে সে ওদের আগেই পৌঁছে গেছে। আরবীতে বলল, 'এই ভিনদেশীরা সত্যি কথা বলছে না।'

'তাতে তোমার কী?' একটু রাগের সুরে বলল কুলি। গাধার পিঠ থেকে বোঁচকা নামাতে ব্যস্ত সে। 'টাকা পেলেই তো হলো! কত কিসিমের পাগল-ছাগল আসে এ-দেশে, যা নয় তা সাজার চেষ্টা করে, আর তুমি কিনা তাদেরকেই খুঁজে খুঁজে বের করো। কেন, তা কেবল তুমিই জানো। যত্তোসব!'

'পাগল হোক, বা সুস্থ, এরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ,' শান্ত গলায় বলল মেয়েটা। তারপর তাকাল দু'ভাইয়ের দিকে। ফরাসিতে বলল, 'যা বলছিলাম, ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বাড়ি নাইটদের উপযুক্ত নয়; তাই থাকার ব্যাপারে যদি আপত্তি না থাকে, খুব অল্প

www.BanglaBook.org

ভাড়া চাইব।' টাকার একটা অঙ্ক বলল সে।

'আমরা রাজি,' মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'বলতে গেলে জোর করে নিয়ে এসেছ আমাদেরকে, আশা করি অন্যায় সুযোগ নেবে না। যতটুকু সম্ভব, খাতির-যত্ন কোরো আমাদের।'

'অবশ্যই! খাতির-যত্নের কমতি হবে না... মানে, এই ভাড়ায় যতটুকু করা সম্ভব আর কী!'

'কুলিকে কত দেব?'

'ওটা আমাকে সামলাতে দাও। লোক ভাল না, তোমরা দাম-দস্তুর করতে গেলে গলাকাটা ভাড়া চাইবে।'

পরের কয়েক মিনিট বাকযুদ্ধ চলল কুলি আর মেয়েটার মধ্যে। ওর প্রস্তাব মানতে রাজি না লোকটা, অনেক বেশি টাকা চাইছে। কিন্তু মেয়েটাও নাছোড়বান্দা, কথায় না পেরে ব্যাটা গালাগাল শুরু করে দিল।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, বিধবা মাসুদা!' বলল কুলি। 'গুপ্তচর কোথাকার! নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাড়া করেছ আমাকে, আর এখন পক্ষ নিচ্ছ এই দুই খ্রিস্টানের? আল-জেবেলের সন্তান, আমার মত একজন সাচ্চা বিশ্বাসীকে ঠকাচ্ছ দুই বিধর্মীর হয়ে?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল মাসুদা নামের মেয়েটা। গডউইনের মনে হলো, যেন ফণা মেলেছে এক বিষাক্ত নাগিনী। হিসিয়ে উঠে বলল, 'কার নাম উচ্চারণ করলে তুমি... মৃত্যুর প্রভুর নাম?'

ওর দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল কুলি। 'আমাকে মাফ করো, মাসুদা। ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি খ্রিস্টান। খ্রিস্টানদেরই তো পক্ষ নেবে। যে-টাকা সাধছ, তা দিয়ে আমার গাধার একটা নালও কেনা যাবে না, কিন্তু আপত্তি নেই। দয়া করে বিদায় করো আমাকে, যাতে দু'চারটে ভাল খদ্দের ধরতে পারি।'

শান্ত ভঙ্গিতে লোকটার হাতে কয়েকটা মুদ্রা তুলে দিল

www.BanglaBook.org

মাসুদা। তারপর শীতল গলায় বলল, 'যাও। আর হ্যাঁ... যদি প্রাণের মায়া থাকে, তা হলে মুখের লাগাম টানতে শেখো। ঠিক আছে?'

'জী... জী, মাসুদা।'

কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল কুলি। গডউইন আর উলফ বুঝতে পারল, এই মেয়ে সাধারণ কেউ নয়। সাধারণ কোনও সরাইখানার মালিকের এমন দাপট থাকে না।

কুলি লোকটা চোখের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মাসুদা, তারপর ফিরল দু'ভাইয়ের দিকে। বলল, 'মাফ চাইছি, কিন্তু ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে উপায় ছিল না। এই সারাসেন কুলিগুলো হারামির একশেষ। খ্রিস্টান দেখলেই ভাড়া দশগুণ বাড়িয়ে দেয়। তোমাদেরকে দেখেও বোধহয় ধোঁকা খেয়েছে। ভেবেছে, সাধারণ তীর্থযাত্রী নয়, দু'জন নাইটের দেখা পেয়েছে। যেন ঢোলাঢালা আলখাল্লার তলায় বর্ম আর তলোয়ার পরে আছ তোমরা। কল্পনা আর কাকে বলে, তাই না?' হেসে উঠল সে।

কিন্তু কথাটা শুনে থমকে গেল দু'ভাই। ঠাট্টার ছলে হলেও সত্যি বলেছে মাসুদা। আসলেই আলখাল্লার তলায় বর্ম আর তলোয়ার আছে ওদের।

গডউইনের দিকে তাকাল মাসুদা, কপালের কাটা দাগের উপর আটকে গেছে দৃষ্টি, দাগের দু'পাশে পেকে গেছে বেশ ক'টা চুল। এসেক্সের বাঁধের উপরে রোজামুণ্ডকে বাঁচাবার সময় ওখানেই তলোয়ারের ঘা পড়েছিল। নিজের অজান্তে ওখানে হাত চলে গেল গডউইনের।

'ওই দাগটাও কিন্তু বিভ্রান্তিতে ফেলে দেবে যে-কাউকে,' হালকা গলায় বলল মাসুদা। 'শুধুমাত্র বীর নাইটদের শরীরেই এমন আঘাত দেখা যায়। অবশ্য, সিঁড়িতে আছাড় খেয়েও অমন দাগ হতে পারে কপালে, তাই না?'

'আর কিছু বলবে তুমি?' থমথমে গলায় বলল উলফ।

www.BanglaBook.org

'না, না,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল মাসুদা। 'আমি সরাইখানা চালাই, ওসব নিয়ে আমার ভাবনা কীসের? ভাল ভাড়া দিচ্ছ তোমরা, কাজেই এখানকার সেরা কামরাটা পাবে। মালপত্র নিয়ে ভেবো না, ওগুলো কামরায় পৌঁছে দেয়া হবে।'

নিজের নুবিয়ান ভৃত্যকে ডাকল সে, আস্তাবলে খচ্চর রেখে ফিরে এসেছে লোকটা। ইশারায় বুঝিয়ে দিল নির্দেশ। তাড়াতাড়ি দু'ভাইয়ের মালপত্র ওঠানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভৃত্য। দুই অতিথিকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল মাসুদা। দীর্ঘ একটা প্যাসেজ পেরিয়ে বড় একটা কামরায় এসে ঢুকল। চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে ওটা, বড় বড় জানালার কল্যাণে আলো-বাতাসের অভাব নেই। মাঝখানটায় শোভা পাচ্ছে দুটো বিছানা।

কামরা পছন্দ হয়েছে কি না, জানতে চাইল মাসুদা। জবাবে গডউইন বলল, 'হয়েছে।'

'শুনে খুশি হলাম,' মাসুদা বলল। 'নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এখানে। বিধবা মাসুদার সরাইখানা সম্পূর্ণ নিরাপদ। চুরি-চামারির ভয় নেই। ভাল কথা, তোমাদের নাম কিন্তু জানা হলো না!'

'পিটার আর জন।'

'অদ্ভুত তো! পিটার আর জন পা রেখেছে সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট জনের দেশে...'

'...এবং সৌভাগ্যবশত তীরে পা রাখতে না রাখতে মাসুদার হাতে অপহৃত হয়েছে,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে টিটকিরি মারল উলফ।

'ভাগ্য নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, সার,' হাসল মাসুদা। 'তুমি কি পিটার, নাকি জন?'

'জন। মনে রেখো, পিটারের কপালে সাদা চুল আছে।'

'হুম। চিহ্ন থাকায় ভাল হলো। তোমরা তো বোধহয় যমজ, তাই না? দাঁড়াও, ভাল করে দেখি। পিটারের কপালে সাদা চুল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখের রঙ খয়েরি। জনের চোখ নীল। দু'জনের মধ্যে জন ভাল যোদ্ধা... মানে, তীর্থযাত্রীরা যদি যোদ্ধা হয় আর কী! হাতের পেশি তা-ই বলছে। তবে পিটারের জ্ঞান বেশি, হাবভাবে পাণ্ডিত্য দেখতে পাচ্ছি। নাহ্, দু'জনের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেয়া কঠিন। থাক সে কথা, তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমি খাবারের আয়োজন করছি।'

চলে গেল মাসুদা।

'অদ্ভুত মেয়ে,' মন্তব্য করল উলফ। 'আমার পছন্দ হয়েছে। আমাদেরকে চমৎকারভাবে জালে আটকেছে। কেন... সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা, তোমাকে ওর মনে ধরেছে, গডউইন। তাতে ভালই হলো, কাজে লাগানো যাবে ওকে। তবে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াতে দিয়ো না। মেয়েটাকে বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে আমার। ওই কুলি ওকে গুপ্তচর বলে ডাকছিল, কথাটা সত্যি হলে অবাক হব না।'

কিছু বলার জন্য ভাইয়ের দিকে ফিরল গডউইন, কিন্তু সুযোগ পেল না। তার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এল মাসুদার কণ্ঠ।

'প্রিয় পিটার আর জন, তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি—এ-বাড়িতে আস্তে কথা বোলো। দরজার উপরে বাতাস আসা-যাওয়ার জন্য জাফরি আছে, ওখান দিয়ে সব শোনা যায়। ভয়ের কিছু নেই, জনের গলা শুনেছি আমি; তবে কী বলেছে, তা বুঝতে পারিনি।'

মুখ কালো হয়ে গেল উলফের।

ভৃত্য ওদের মালপত্র নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে পরিষ্কার জামাকাপড় বের করল দু'জনে। জাহাজে পানির সঙ্কট ছিল বলে গোসল করতে পারেনি, গা-ভর্তি ময়লা। তাই সরাইয়ের গোসলখানায় গা ডলে ডলে গোসল করল। পোশাক বদলাবার পর আশ্চর্য এক স্বস্তি অনুভব করল ওরা দেহমনে।

নুবিয়ান ভৃত্যের পিছু পিছু ঘণ্টাখানেক পর একটা বড়

www.BanglaBook.org

কামরায় ঢুকল দু'ভাই। মেঝেতে তক্তপোশ বিছানো হয়েছে, ওখানে ওদেরকে বসবার ইঙ্গিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। কিছুক্ষণের মধ্যে মাসুদা-সহ ফিরে এল সে। দু'জনেরই হাতে খাবারের ট্রে, তাতে পাত্র-ভরা খাবার আর থালা-বাসন। দুই অতিথির সামনে নামিয়ে রাখা হলো ওগুলো। মাসুদা অনুরোধ করল ওদেরকে খেতে।

ঝোলে ভরা পাত্রে কী আছে জানতে চাইল উলফ। মাসুদা জানাল, ওটা মাছ। মাথা ঝাঁকিয়ে খেতে শুরু করল দু'ভাই। মাছের পর ভেড়ার মাংস এল, এরপর এল মুরগীর মাংস। তারপরে মিষ্টি পিঠা আর ফলমূল। রাক্ষসের মত খেল উলফ আর গডউইন। জাহাজে নোনা মাংস আর শুকনো বিস্কুট ছাড়া কিছুই পেটে পড়েনি ওদের অনেকদিন। কিন্তু এক পর্যায়ে ওরাও হার মানতে বাধ্য হলো। হাত তুলে ক্ষমা চাইল মাসুদার কাছে। আর খেতে পারবে না।

'একটু মদ অন্তত চেখে দেখো,' হাসিমুখে বলল মাসুদা। দু'ভাইয়ের মগ ভরে দিল লেবাননের সুমিষ্ট মদ দিয়ে।

অগত্যা মগে চুমুক দিল দু'জনে। ভৃত্যকে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে যেতে বলল মাসুদা। তারপর মেতে উঠল গল্পে। জানতে চাইল, অতিথিদের আগামী দু'চারদিনের পরিকল্পনা কী।

'তেমন কিছু না,' বলল গডউইন। 'বিশ্রাম নেব বলে ভাবছি। আশপাশটাও ঘুরে-ফিরে দেখব। সম্ভব হলে দুটো ভাল ঘোড়া কিনতে চাই।'

'ঘোড়া? আমি সাহায্য করতে পারব তোমাদেরকে,' মাসুদা বলল। 'ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেতে চাও?'

খোলা জানালার দিয়ে বাইরে ইশারা করল উলফ। 'ওই যে... ওদিকে। প্রকৃতি দেখব। লেবাননের গাছপালা আর পাহাড় দেখার শখ আমাদের।'

পাহাড়সারির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মাসুদা। 'ওই

www.BanglaBook.org

পাহাড়ে যাবে? মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের? মোটেই নিরাপদ নয় ও-জায়গা। জংলি জানোয়ার আছে... হিংস্র মানুষ আছে ওখানে। নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে।'

'এভাবে বলছ কেন?' ভুরু কোঁচকাল উলফ।

'ওই পার্বত্য এলাকার রাজার সঙ্গে খ্রিস্টানদের গোলমাল চলছে। তোমাদেরকে দেখতে পেলেই সে খতম করে দেবে।'

'কে এই রাজা? নাম কী?'

চারপাশে চকিতে দৃষ্টি বোলাল মাসুদা। যেন কেউ শুনতে না পায়, এমনভাবে ফিসফিসাল, 'সিনান।'

'সিনান?' বলল গডউইন। 'আমরা তো শুনেছি, ওর নাম জেবেল।'

একটু অবাক হয়ে দু'ভাইয়ের দিকে তাকাল মাসুদা। বলল, 'দুটো নামেই ডাকা হয় তাকে। কিন্তু... তোমরা আল-জেবেল সম্পর্কে কী জানো?'

'কিছুই না। মাসায়েফের পাহাড়ে থাকে বলে শুনেছি। ওখানে যেতে চাই আমরা।'

'সত্যিই পাগল হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল মাসুদা।

উঠে দাঁড়াল দুই ভাই। উলফ বলল, 'কিছু মনে কোরো না. আমরা একটু বাইরে যাব।'

'নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বলল মাসুদা। 'দাঁড়াও, আমার চাকরটাকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। নতুন মানুষের জন্য বৈরুতের রাস্তাঘাটে একাকী বেরুনো ভাল নয়। পথ হারাতে পারো... পড়তে পারো চোর-ডাকাতের কবলেও।' একটু থামল সে, তারপর অর্থপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখানকার দুর্গে যাবে? বেশ ক'জন ইংরেজ নাইট থাকেন ওখানে। আজকও আছে, তীর্থের ব্যাপারে নির্দেশনা নিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল গডউইন। 'তবে এমন উঁচু লোকজনের সান্নিধ্য পাবার উপযুক্ত নই আমরা। একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

www.BanglaBook.org

তুমি আমাদের দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাসুদা। 'আমি বুঝতে পারছি না, সার পিটার আর সার জন, সামান্য এক বিধবার কাছে মিথ্যে বলে লাভ কী? সত্যি করে বলো তো, তোমাদের দেশে যমজ দুই নাইট আছে না—সার গডউইন আর সার উলফ নামে? ডার্সি পরিবারের সন্তান... মানে, আমরা তেমনটাই শুনেছি।'

এবার দু'ভাইয়ের চমকে ওঠার পালা। গডউইনের চোয়াল ঝুলে পড়ল। ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে গেল উলফও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য পরমুহূর্তে হেসে উঠল সশব্দে। আড়চোখে দেখে নিল, নুবিয়ান ভৃত্য চলে গেছে কি না, তারপর বলল, 'নিঃসন্দেহে খুশির খবর... মানে, ওই দুই ভাইয়ের জন্য—ওদের খ্যাতি লেবানন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে! কিন্তু মাসুদা, তুমি তো সামান্য এক সরাই-মালিক। নাইটদের খবর কে তোমাকে দিয়েছে?'

'জাহাজ থেকে এক লোক এসেছিল একটু আগে, আমি তখন তোমাদের জন্য খাবার রান্না করছিলাম। ও এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়ে গেছে আমাকে। সুলতান সালাদিনের নাকি চোখ পড়েছে ইংল্যাণ্ডের এক মেয়ের উপর। একদল লোক পাঠিয়েছিল ওকে ধরে আনতে। কিন্তু উলফ আর গডউইন নামে যমজ দুই নাইট ভেস্তে দেয় ওদের প্রথম প্রচেষ্টা। পরে অবশ্য সফল হয়েছে সালাদিনের গুণ্ডারা, দুই নাইটকে কৌশলে অজ্ঞান করে নাকি অপহরণ করা হয়েছে মেয়েটিকে।'

'ব্যাটার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়,' হালকা গলায় বলল উলফ। 'দারুণ গল্প সাজিয়েছে। আচ্ছা, মেয়েটির কী হলো শেষ পর্যন্ত? ওকে কি প্যালেস্টাইনে আনা হয়েছে?'

'সে-ব্যাপারে ও কিছু বলেনি আমাকে। শোনো ভিনদেশী, নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ আমি এত কিছু জানি দেখে। কিন্তু এ-দেশে ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত নয়। দুনিয়ার খোঁজখবর রাখা আমাদের

www.BanglaBook.org

অনেকেরই পেশা। কেন... ভেবেছিলে অমন দুই বিখ্যাত নাইটের পক্ষে সবার চোখ এড়িয়ে সাগর কিংবা ডাঙায় চলাফেরা করা সম্ভব? একবারও ভাবোনি, ওদের উপর নজর রাখার জন্য পিছনে কেউ রয়ে যেতে পারে? যতকিছুই হোক, সালাদিন কিংবা তাঁর আমির... কেউই বোকা নয়। নিশ্চিত থাকতে পারো, আমি যা জানি, ওরাও তা জানে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এসব বলছি? জবাবটা খুব সাধারণ। বীরত্বের পূজারী আমি, যারা একটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে পারে, তাদের শ্রদ্ধা করি। চাই না, বোকার মত ওরা দামেস্কে ঢুকতে গিয়ে প্রাণ হারাক।'

বোবা বনে গেছে উলফ আর গডউইন। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তা দেখে হেসে উঠল মাসুদা।

বলল, 'তা হলে আমার ধারণাই ঠিক? ভালই বোকা বানিয়েছি তোমাদেরকে!'

'ব্... বোকা বানিয়েছ?' তোতলাল উলফ। 'ম্... মানে?'

'মিথ্যে কথা বলেছি এতক্ষণ তোমাদেরকে। ভয়ের কিছু নেই, ফাঁদ পাতা হয়নি তোমাদের জন্যে। বন্দরে কারও অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম না আমি। ইংল্যাণ্ড থেকে বৈরুত পর্যন্তও কেউ অনুসরণ করেনি তোমাদেরকে। ওগুলো বলেছি তোমাদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। আসলে... তোমরা যখন গোসলখানায় ছিলে, তখন কামরায় তল্লাশি চালিয়েছি আমি। কয়েকটা বই পেয়েছি, তাতে পিটার আর জনের পাশাপাশি ভিন্ন নাম লেখা। একটা তলোয়ার দেখেছি, তাতে ডার্সি পরিবারের প্রতীক খোদাই করা আছে। একে অন্যকে উলফ আর গডউইন বলে ডাকছিলে, তাও শুনেছি আড়ি পেতে। বুঝতেই পারছ, সত্যিকার পরিচয় আঁচ করতে মোটেই কষ্ট হয়নি।'

'মনে হচ্ছে জালে আটকা পড়া মাছি আমরা,' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিক্ত গলায় বলল উলফ। 'আর এই মাসুদা হচ্ছে

www.BanglaBook.org

সে-জালের মাকড়সা। কী করা যায়, গডউইন? ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাব?'

'তাতে আমাদের উপকার হবে কি না, সেটাই কথা।' থমথমে গলায় বলল গডউইন। মাসুদার চোখে চোখ রাখল ও। 'তুমি দেখছি আমাদের ব্যাপারে সবই জেনে ফেলেছ। আমরা কিছু জানতে পারি? ওই কুলি তোমাকে আল-জেবেলের সন্তান বলছিল কেন?'

একটু যেন অবাক হলো মাসুদা। 'আরবী বোঝো তোমরা? হুম, আমার আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। যা হোক, এই প্রশ্ন করছ কেন? কথাটা সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক, তাতে তোমাদের কী?'

'তেমন কিছু না। তবে আল-জেবেলের কাছে যাব বলে ভাবছি আমরা; যদি ওর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেটাকে সৌভাগ্য মনে করব।'

'আল-জেবেলের কাছে যাবে? জাহাজে নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে কিছু বলেছ, তাই না? হয়তো সে-কারণেই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমাদের। কিন্তু একটা নিশ্চয়তা দিতে পারি, সিনানের ধারে-কাছে পৌঁছুনোর আগেই তোমরা গর্দান হারাবে।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না,' গডউইনের কণ্ঠ আশ্চর্য রকমের শান্ত। বুকের কাছে হাত তুলে আঙুলের আংটি নাড়তে শুরু করল।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল মাসুদার। বিস্মিত গলায় বলল, 'আরে! এই আংটি তো...'

'আল-জেবেলের,' বলল গডউইন। 'যাকে উপহার দিয়েছিল, তার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছি আমরা। নিশ্চয়ই ওটা শুনতে চাইবে সে। শোনো মাসুদা, লুকোচুরি করে লাভ নেই আর। আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে... সেইসঙ্গে তোমারটাও। এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। আমরা নাইটদের দুর্গে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাব, আশা করি খুশিমনেই আমাদেরকে বরণ করে নেবে ওরা। তুমিও এখান থেকে চলে যাও। যতকিছু হোক, তুমি একজন গুপ্তচর... আল-জেবেলের মেয়ে। আমার মনে হয় না, খবরটা ফাঁস হলে কেউ তা ভালভাবে নেবে।'

থমথমে মুখে কথাটা শুনল মাসুদা। বলল, 'গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কয়েকদিন আগে একজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সে-খবর মনে হচ্ছে তোমাদের কানে এসেছে।'

'ঠিকই ধরেছ,' বলল উলফ, যদিও এই প্রথম শুনল ব্যাপারটা।

'আমার কপালেও তেমন কিছু ঘটবে ভাবছ? বোকার দল, টুঁ শব্দ করার আগেই তোমাদেরকে হত্যা করতে পারি আমি।'

'তোমার ক্ষমতা কতখানি, তা সময় এলেই বোঝা যাবে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল গডউইন। 'কিন্তু বলে দিতে চাই, এখুনি তোমার ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই আমাদের। তুমিও নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষতি চাও না? খামোকা শত্রুতা করে লাভ নেই কোনও। আল-জেবেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমরা, সেটাই আসল কথা। তুমি আমাদের সাহায্য করবে?'

'এখুনি কিছু বলতে পারছি না,' ইতস্তত করল মাসুদা। 'চারদিন সময় চাই আমি। যদি পছন্দ না হয়, যা খুশি করো গে। আমিও ব্যবস্থা নিতে জানি। তাতে কারও মঙ্গল হবে না।'

'ধরো আমরা তোমাকে বিশ্বাস করলাম, তারপর যে বেঈমানী করে বসবে না, তার নিশ্চয়তা কী?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল উলফ।

'আমার মুখের কথার উপর আস্থা রাখতে হবে তোমাদেরকে,' বলল মাসুদা। 'মাসুদা কখনও কথার বরখেলাপ করে না।'

'করলে আমাদেরকে মরতে হবে!'

'কপালে থাকলে কে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে? কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। এখানে নিয়ে এসেছি নিতান্তই

www.BanglaBook.org

ব্যক্তিগত কারণে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সরাইখানায় কোনও বিপদ ঘটবে না। আমার গোমর জেনে গেছ, এখন আর তোমাদেরকে যেতে দিতে পারি না আমি। যদি চলে যাবার চেষ্টা করো, তা হলে আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারব না।'

ভাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করল গডউইন। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আপাতত তোমাকে বিশ্বাস করছি আমরা। এখানেই থাকব।'

হাসি ফুটল মাসুদার ঠোঁটে। 'খুশি হলাম, *পিটার এবং জন।* বেড়াতে যেতে চেয়েছিলে, যাও। আমার চাকর তোমাদের সঙ্গে যাবে।'

ওর ডাক শুনে হাজির হলো নুবিয়ান ভৃত্য। সঙ্গে একটা তলোয়ার নিয়ে এসেছে। দু'ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সরাইখানা থেকে। শহরের পূর্ব অংশে নিয়ে গেল ওদেরকে। জায়গাটা দেখতে দেখতে নিজেদের সমস্যার কথা ভুলে গেল দুই ডার্সি। একটা ব্যাপার লক্ষ করল, ওদেরকে এমন সব জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে ভৃত্য, যেখানে ফ্র্যাঙ্ক নাইটদের উপস্থিতি নেই। সবখানে সারাসেনদের বসতি, মাসুদার ভৃত্যকে দেখে মাথা নিচু করে সরে যাচ্ছে। বোঝা গেল, বিধবা সরাইমালিকের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এ-এলাকায়। ঘণ্টাদুই ঘোরাফেরার পর সরাইখানায় আবার ফিরে এল ওরা। দেখা পেল জাহাজের দুই সহযাত্রীর। কোথায় গিয়েছিল শুনতে পেয়ে বিস্ময় ফুটল লোকদুটোর চেহারায়। যদিও পুরো বৈরুত এখন ফ্র্যাঙ্ক নাইটদের দখলে, তারপরও দু'জন খ্রিস্টানের জন্য সারাসেন এলাকায় ঘোরা নিরাপদ নয়।

নিজেদের কামরায় ফিরে আলোচনায় বসল দু'ভাই। নিচু গলায় কথা বলছে, যাতে আড়ি পেতে কেউ কিছু শুনতে না পায়। পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলাপ করল। একটা ব্যাপার পরিষ্কার—ওদের অভিযানের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। সালাদিনের

www.BanglaBook.org

কানে এখনও এ-খবর না গেলেও খুব শীঘ্রি যে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জেরুসালেমের খ্রিস্টান নেতাদের কাছ থেকে কোনও ধরনের সাহায্য আশা করা যায় না। শান্তি চলছে, এর মাঝে কেউ কোনও পদক্ষেপ নিলে ফের যুদ্ধ বেধে যাবে। কিন্তু লড়াইয়ের জন্য মোটেই প্রস্তুত নয় খ্রিস্টান বাহিনী। সালাদিনের ভাগ্নীর পিছনে দুই ডার্সির ছোটাছুটি কেউ পছন্দ করবে না। ধরা পড়লে হয় কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হবে, নয়তো জাহাজে তুলে ফেরত পাঠানো হবে ইংল্যাণ্ডে। হ্যাঁ, চেষ্টা করলে দু'জনের পক্ষে দামেস্কে পৌঁছুনো সম্ভব, কিন্তু তারপর? সালাদিন তৈরি থাকবে ওদের জন্য। শহরে ঢোকামাত্র খুন করে ফেলতে পারে, কিংবা আটক করে মারতে পারে তিলে তিলে।

যতই আলোচনা করল, ততই হতাশা বাড়ল। শেষ পর্যন্ত গডউইন বলল, 'ভাই, যদিও বিপজ্জনক, তবু আমার মনে হয় আল-জেবেলের কাছে যাওয়া উচিত আমাদের। যখন সমস্ত রাস্তাই কাঁটা-বিছানো, তখন কোন্‌টা বেছে নিচ্ছি, তাতে কী-ই বা এসে-যায়?'

'ভাল বলেছ,' একমত হলো উলফ। 'অনিশ্চয়তায় ভোগার কোনও মানে হয় না। চাচার নির্দেশই অনুসরণ করি। তা ছাড়া... আল-জেবেলের দেখা পাওয়াই আপাতত সহজ বলে মনে হচ্ছে, মাসুদা সম্ভবত সাহায্য করবে আমাদেরকে। যদি তা করতে গিয়ে মারা পড়ি, কোনও দুঃখ থাকবে না। জানব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না আমাদের। কী বলো?'

'হুঁ। তা হলে ও-কথাই রইল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

দুরন্ত ঘোড়া আগুন আর ধোঁয়া

পরদিন সকালে উলফ আর গডউইন যখন খাবার-ঘরে ঢুকল, তখন সরাইখানায় আরও খদ্দেরের আগমন ঘটেছে, তক্তপোশে বসে সবাই অপেক্ষা করছে নাশতার জন্য। দামেস্ক আর আলেকজান্দ্রিয়ার দুই সওদাগর আছে ওখানে, আরব এক সর্দারকে দেখা গেল, সেইসঙ্গে জেরুসালেমের এক ইহুদি... আর সবশেষ মানুষটা ওদের পরিচিত—ইপস্উইচের ব্যবসায়ী টমাস। ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাসি ফুটল তার মুখে।

নিঃসন্দেহে অদ্ভুত এক সমাবেশ, তবে তা নিয়ে মাসুদাকে আগ্রহী মনে হলো না। একে একে সবার চাহিদা জেনে নিল, সেই অনুসারে নাশতা পরিবেশন করল। একটু আনমনা হয়ে গেল গডউইন, এদের ভিতর ক'জন সত্যিকার ভাড়াটে, আর ক'জন মাসুদার অনুচর, কে জানে! হয়তো মেয়েটার কাছে গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য এসেছে। কিন্তু আচার-আচরণ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ফরাসিতে কথা বলছে সবাই, খাওয়ার ফাঁকে আলোচনা সীমাবদ্ধ রইল পরিবেশ-পরিস্থিতি, আবহাওয়া, কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে।

টমাসের কাছে জানা গেল, সে-দিনই মালামাল নিয়ে জেরুসালেমের উদ্দেশে রওনা হবার কথা তার। কিন্তু ওর গাধার নাকি নাল ক্ষয়ে গেছে, পাহাড় থেকে কিছু মালবাহী উট আসার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা... সেগুলোও পৌঁছেনি। অগত্যা কয়েকদিন এখানেই অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করেছে। দু'ভাইকে চাপাচাপি শুরু করল, তার সঙ্গে শহর দেখতে যেতে হবে। একটু সন্দিহান হয়ে উঠল নাইটরা, সম্ভবত এই লোকই ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পিছনে দায়ী। মাসুদাকে সে-ই হয়তো বলে দিয়েছে ওদের কথা। এখন আবার আলগা খাতির জমাবার চেষ্টা করছে... লক্ষণ ভাল না। সবিনয়ে তাই লোকটার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ওরা।

খানিকক্ষণ মুখ গোমড়া করে রইল টমাস, তারপর গল্প জুড়ে দিল। লোকটা সমসাময়িক ঘটনার চলন্ত বিশ্বকোষ যেন। তার কাছ থেকে জানা গেল, শিশু রাজপুত্র বল্ডউইনের মৃত্যুর পর গাই অভ লুসিনিয়াঁ জেরুসালেমের সিংহাসন দখল করেছে। ত্রিপোলির কাউন্ট রেমণ্ড তাকে স্বীকৃতি না দেয়ায় হুলিয়া জারি করা হয়েছে। টাইবেরিয়াসে প্রায় ধরা পড়তে বসেছিল বেচারা, কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। আরও জানা গেল, সালাদিন চুপি চুপি শক্তি বৃদ্ধি করছেন; যে-কোনও দিন খ্রিস্টানদের উপর আবার হামলা করা হবে। এসব খবরের কতখানি সত্যি আর কতখানি মিথ্যে, তা বোঝা গেল না। তবে গল্প-গুজবে সময় ভালই কেটে গেল।

সরাইখানার তৃতীয় দুপুরে মাসুদা হঠাৎ হাজির হলো ওদের কামরায়। গত দু'দিনে ওর সঙ্গে বলতে গেলে কোনও কথাই হয়নি দু'ভাইয়ের। মেয়েটা জানতে চাইল, ওরা ঘোড়া কিনতে চায় কি না। ইতিবাচক জবাব দিলে সে বলল, দুটো ঘোড়া আনিয়ে রেখেছে, ওরা চাইলে দেখতে পারে।

মাসুদার পিছু পিছু সরাইখানা থেকে বেরুল দুই নাইট। আস্তাবলে গেল। মুশকো চেহারার এক আরব বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গায়ে উটের পশম দিয়ে তৈরি পোশাক, হাতে একটা বর্শা। ভয়ঙ্কর চেহারা।

'ঘোড়া পছন্দ হলে দামাদামির ভারটা আমার হাতে ছেড়ে

www.BanglaBook.org

দিয়ো,' বলল মাসুদা। 'কিচ্ছু বলতে যেয়ো না। ভাব দেখিয়ো, যেন আমার ভাষা কিছুই বোঝো না। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল দু'ভাই।

সামনে পৌঁছুতেই মাসুদাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল আরব। কুঁৎকুতে চোখে জরিপ করল দুই নাইটকে। একটু যেন অসন্তুষ্ট হলো সে। বলল, 'শেষ পর্যন্ত দু'জন ফ্র্যাঙ্কের জন্য অমূল্য ঘোড়া আনতে হলো আমাকে?'

'তাতে কী এসে-যায়, চাচা?' নরম গলায় বলল মাসুদা। 'তুমি বালির পুত্র, ব্যবসায়ী মানুষ... দাম পেলেই তো হলো। দেখাও কী এনেছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল আরব বিক্রেতা। আস্তাবলের দরজা খুলে ডাক ছাড়ল, 'আগুন, এদিকে আয়!'

খুরের শব্দ হলো, পরমুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল অদ্ভুত সুন্দর এক ঘোড়া। গায়ের রঙ ধূসর, কেশর ফুলিয়ে রেখেছে, কপালে একটা কালো তারার মত আকৃতি। খুব লম্বা নয়, তবে দেহের গড়ন চমৎকার। প্রচুর শক্তি ধরে, মাথাটা তুলনামূলকভাবে ছোট, বড় বড় চোখ, ফোলা নাক; হাড় আর খুরের গঠন একেবারে অনবদ্য। দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাইরে এসে মৃদু হ্রেষারব করল, তারপর আরব মালিকের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল।

আবার দরজার দিকে তাকাল আরব। 'ধোঁয়া, এবার তুই আয়।'

প্রথমটার পিছু পিছু আরেকটা ঘোড়া বেরুল আস্তাবল থেকে। এটাও একই রকম, তবে গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কপালে তারা আছে, তা সাদা রঙের। এটার দৃষ্টি আরও বেশি বুনো।

'এই-ই আমার ঘোড়া,' বলল আরব বিক্রেতা। 'যমজ, সাত বছর বয়স। ছ'বছর পর্যন্ত কেউ ওদের পিঠে চড়েনি। সিরিয়ার সবচেয়ে তেজী ঘোটকী আর অসাধারণ এক মদ্দা ঘোড়ার মিলনে

www.BanglaBook.org

জন্ম নিয়েছে।'

'ঘোড়া বটে!' প্রশংসার সুরে বলল উলফ। 'অবিশ্বাস্য! দাম কত এ-দু'টোর?'

প্রশ্নটা অনুবাদ করে শোনাল।

'দাম! দাম জানতে চাইছ কেন?' বলল আরব বিক্রেতা। 'বলেছি তো, এরা অমূল্য। তোমরা কত দিতে পারবে, সেটাই শুনি।'

বিরক্ত হয়ে তাকে গালমন্দ করল মাসুদা। শুরু হলো তর্কাতর্কি। খানিক পরে দুই নাইটের দিকে ফিরে ও বলল, 'একশো স্বর্ণমুদ্রা চাইছে। পারবে দিতে?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'ভাই। দাম বড্ড বেশি।

'বুঝতে পারছি কী ভাবছ,' মাসুদা বলল। 'কিন্তু একশোর কমে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। অবশ্য তাতে খুব একটা দোষও দিতে পারছি না। এ-ঘোড়া জেরুসালেমে বিক্রি করলে তিনগুণ দাম পাওয়া যাবে। আসলেই ভাল, হাতছাড়া করা উচিত হবে না। তোমাদের কাছে টাকা না থাকলে আমি ধার দিতে পারি। সঙ্গে দামি পাথর-টাথর থাকলে বন্ধক রাখতে পারো। আংটিটা হলেও চলবে।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই, আমাদের কাছে সোনা আছে,' বাধা দিয়ে বলল উলফ। যে-করে হোক, ঘোড়াদুটো কিনবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে।

'তা হলে দাম মিটিয়ে দাও।'

'একটু দাঁড়াও,' বলে উঠল আরব। 'ঘোড়া তো কিনতে চাইছে, কিন্তু ওরা চড়তে পারবে তো? আমার আগুন আর ধোঁয়া যে-সে জানোয়ার নয়। দক্ষ সওয়ার ছাড়া কেউ ওদের পিঠে টিকতে পারে না। শোনো বাপু, ভাল সওয়ারী না পেলে আমি কিছুতেই ওদেরকে বিক্রি করব না।'

'হুম, তা হলে তো একটা পরীক্ষা দিতে হয়,' গম্ভীর গলায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল গডউইন।

'হ্যাঁ... পরীক্ষা। ভাল বলেছ।'

মাসুদার ডাক শুনে আস্তাবল থেকে দু'জন সহিস জিন আর রেকাব নিয়ে এল। সে-ও এক দেখার মত জিনিস—ভারী, মোটা চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, সারা গায়ে হাজারো নকশা। আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে বাঁধা হলো ওগুলো, তারপর দু'ভাইকে ওদের পিঠে চড়ার জন্য ইশারা করল আরব বিক্রেতা।

এগিয়ে গেল উলফ আর গডউইন। কিন্তু ওরা কাছাকাছি পৌঁছুতেই কী যেন বলল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে পাগলামি শুরু করল ঘোড়াদুটো। হ্রেষারব করে পিছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল, ওদেরকে লাথি মারবে। হতভম্ব হয়ে গেল গডউইন, আর উলফ গেল খেপে। এক ছুটে ঘোড়াদুটোর পিছনে চলে গেল, প্রথম সুযোগেই দক্ষ দড়াবাজের মত শূন্যে লাফিয়ে উঠল, চড়ে বসল ধোঁয়ার পিঠে। টেনে ধরল লাগাম।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল মাসুদা, আরব লোকটাও হাততালি দিল। বলল, 'চমৎকার।' ঘোড়াদের উদ্দেশে কিছু বলল সে, চোখের পলকে শান্ত হয়ে গেল প্রাণীদুটো।

'মশকরা শেষ হয়েছে?' বিরক্ত গলায় বলল গডউইন। 'চড়তে পারি এখন আগুনের পিঠে?'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!'

রেকাবে পা বাধিয়ে ধূসর ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল গডউইন। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

'চুপচাপ বসে থাকো,' মাসুদা বলল। 'আমরাই নিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে।'

নীচ থেকে আগুনের লাগাম ধরল সে, আরব লোকটা ধরল ধোঁয়ার লাগাম। ঘোড়াদুটোকে হাঁটিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে এল ওরা। চিকন একটা রাস্তায় নিজেদেরকে আবিষ্কার করল দুই নাইট। বাঁয়ে সাগর, ডানে এক চিলতে সমতল জমি—পুরোপুরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাঁকা বলা যাবে না, এখানে-সেখানে মাথা তুলে রেখেছে নানা রকম আগাছা আর ঝোপঝাড়ের সমষ্টি। জমির শেষ প্রান্ত মিশেছে পাহাড়ি ঢালের গায়ে। মাসুদার ইশারা পেয়ে ওখানে ঘোড়া নিয়ে নামল দু'ভাই। ছোটাতে শুরু করল প্রাণীদুটোকে। শুরুতে কিছুটা আড়ষ্টতা কাজ করল, তবে একটু পরেই ঘোড়া আর তার সওয়ারী পরস্পরের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে অশ্বারোহণের অভ্যেস আছে উলফ আর গডউইনের, তাই আগুন আর ধোঁয়াকে বশে নিতে বেশি কষ্ট হলো না।

খানিক পর আরব বিক্রেতা আর মাসুদার সামনে এসে থামল ওরা। 'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল লোকটা। তা শুনে মাসুদা বলল, 'তোমাদের অসুবিধে না হলে ঘোড়াদুটোর তেজ দেখাতে চায় ও।'

'অসুবিধে কীসের?' উলফ বলল। 'এত দাম দিয়ে কিনছি... ঘোড়াদুটো তেজী কি না, তা তো দেখাই দরকার।'

নিচু গলায় মাসুদাকে কিছু বলল আরব বিক্রেতা। তারপর এক লাফে উঠে পড়ল উলফের পিছনে। গডউইনের দিকে তাকাল মাসুদা। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'পিটার, একজন সঙ্গী নিতে আপত্তি নেই তো?' অদ্ভুত হয়ে উঠেছে ওর দৃষ্টি, অন্যচোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

'মোটেই না,' বলল গডউইন। 'কিন্তু কে আমার সঙ্গী হবে? তুমি?'

জবাব না দিয়ে আরব বিক্রেতার মত গডউইনের পিছনে উঠে বসল মাসুদা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওর কোমর।

ওদের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠল উলফ। 'এবার তোমাকে সত্যিকারের তীর্থযাত্রীর মত লাগছে, ভাই!'

আরব বিক্রেতাও হাসছে গলা মিলিয়ে।

'মেয়েমানুষ!' বিড়বিড় করল গডউইন। ঘাড় ফিরিয়ে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পিছনে উঠেছ ভাল কথা, মাসুদা। কিন্তু পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে আমার দোষ দিয়ো না।'

'কোনও ভয় নেই, বন্ধু পিটার,' বলল মাসুদা। 'সরাইখানার চার দেয়ালের মাঝখানে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। মরুভূমির মেয়ে আমি, ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। সঙ্গে একজন নাইট থাকলে তো কথাই নেই। নিশ্চিন্ত মনে আগে বাড়ো। ঘোড়াকে যত জোরে খুশি ছোটাও। অ্যাই বুড়ো, তোমার মন্ত্র পড়ো। আগুন আর ধোঁয়াকে ছুটতে বলো বাতাসের বেগে।'

'তোমার যা ইচ্ছে, মেয়ে,' মাথা নুইয়ে বলল আরব। 'আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, এই ফ্র্যাঙ্করা যেন ঘোড়ায় বসে থাকতে জানে।'

এরপরই উচ্চকণ্ঠে আরবীতে কিছু বলল সে। সঙ্গে সঙ্গে চিঁ হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল ঘোড়াদুটো, লম্বা কদমে দৌড়াতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে। প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে গেল অনায়াসে, লাফিয়ে পার হলো খানাখন্দ। শক্ত জমি পেরিয়ে বালি-ভরা একটা অংশে পৌঁছে গেল খুব দ্রুত। ওখানেও গতি কমাল না দুরন্ত দুই ঘোড়া। আধ-মাইল দীর্ঘ ওই জায়গা পেরুনোর পর শুরু হলো পাহাড়ি ঢাল। বিড়ালের মত ক্ষিপ্রতায় সেখান দিয়েও এগিয়ে চলল আগুন আর ধোঁয়া।

ঢাল ধীরে ধীরে খাড়া হতে শুরু করেছে, কিন্তু তাতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না ঘোড়াদুটোর। এক পর্যায়ে আগুনের কেশর খামচে ধরতে বাধ্য হলো গডউইন, মাসুদাও ওকে পিছন থেকে সর্বশক্তিতে জাপটে ধরে রেখেছে, নইলে দু'জনেই পিছলে পড়ে যাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে। আরোহীদের করুণ দশা, অথচ দুই আরব ঘোড়ার কোনও সমস্যাই হচ্ছে না দ্বিগুণ ওজন বয়ে নিয়ে যেতে। একবারের জন্যও ছন্দপতন ঘটল না প্রাণীদুটোর। সামনে একটা পাহাড়ি জলধারা পড়ল—আঠারো ফুট চওড়া; ক্ষণিকের

www.BanglaBook.org

জন্য মনে হলো বুঝি যাত্রা শেষ হবে এখানে; কিন্তু না, লাফিয়ে পানি পেরিয়ে গেল আগুন আর ধোঁয়া, ছুটছে তো ছুটছেই। শেষ পর্যন্ত যখন থামল, তখন ওরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। পিছন ফিরে তাকাল গডউইন—অন্তত দু'মাইল ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে ওরা।

'ঘোড়া না অন্যকিছু?' জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে উলফ। 'পাহাড়ি ছাগলও তো এভাবে ঢাল বাইতে পারে না!'

কথা না বলে সামনে তাকাল গডউইন। পাহাড়ের চূড়াটা মালভূমির মত—সমতল। সবুজের চিহ্ন বিবর্জিত, ন্যাড়া, সবখানে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে ধূসর মাটি-পাথর। আগুনকে আবার ছোটাতে শুরু করল ও। পিছু নিল উলফ। ছুটতে ছুটতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়া, দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক ফুট দূরে হাঁ করে থাকা বিশাল এক পাহাড়ি ফাটল দেখতে পেল আরোহীরা, তলা থেকে ভেসে আসছে পানির গর্জন। বাড়ি খেয়ে ফেনা ভাঙছে নদীর ধারা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল সবাই, তারপরই আরব বিক্রেতার আদেশ পেয়ে মুখ ঘোরাল দুই ঘোড়া। ছুটতে শুরু করল মালভূমির বামদিকে। ঢালের কিনারে গিয়ে হয়তো থামবে, এমনটাই ভাবল দুই নাইট, কিন্তু ওদের জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আরব লোকটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদা, সে-ও পাল্টা চিৎকার দিয়ে কিছু বলল; আর ঘোড়াদুটোও পাহাড়ি ঢালে নেমে পড়ল গতি না কমিয়ে।

'সাহস রাখো, ভাই,' গলা চড়িয়ে বলল উলফ। 'এই আরব-রা যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে না পড়ে যায়, তা হলে আমরাও পড়ব না।'

'জিনের বাঁধন আস্ত থাকলে হয়!' কোনোমতে বলল গডউইন। তাল সামলানোর জন্য মাসুদার বুকের উপর হেলান দিয়ে রয়েছে সে। ঝাঁকি খাচ্ছে ক্রমাগত, ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে

www.BanglaBook.org

ঘোড়ার গতি কেবলই বাড়ছে। কীভাবে যে প্রাণীদুটো কদম ফেলছে, তা ঈশ্বরই জানেন। যে-কোনও মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

খানিক পরে সমতল আরেকটা জায়গায় এসে পৌঁছুল ওরা—এখানে ফাটলের প্রস্থ মোটামুটি আঠারো ফুটের মত। চেঁচাল আরব, ফলে গতি না কমিয়ে ওদিকে মুখ ঘোরাল ঘোড়াদুটো। আঁতকে উঠল গডউইন, ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো! দু'জন আরোহী নিয়ে ঘোড়াকে এতদূর ঝাঁপ দেয়াতে চাইছে! হিসেবের সামান্য ভুলচুক হলেই ফাটলের তলায় আছড়ে পড়বে ওরা।

ওর মনের কথা বোধহয় পড়তে পারছে মাসুদা, পিছন থেকে হেসে উঠল জলতরঙ্গের সুরে, খামচে ধরল সঙ্গীর জামা। কয়েক মুহূর্ত পরেই ফাটলের কিনারে পৌঁছে গেল ঘোড়াদুটো। টের পেল গডউইন, উরুর তলায় আগুনের দেহ ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে গেছে। গলা বাড়িয়ে দিল সামনে... তারপরই জ্যা-মুক্ত তীরের মত লাফ দিল—বাতাস ভেদ করে উড়ে যাচ্ছে সামনে।

সেই মুহূর্তটির কথা কখনও ভুলতে পারবে না গডউইন। কানের পাশে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ, নীচে নদীর ফেনায়িত পানি... পঙ্খিরাজে চড়বার অনুভূতি। আর এর মাঝে হঠাৎ গালে ভেজা স্পর্শ পেল। যেন নরম ঠোঁটে ওকে চুমো খেল কোনও নারী। চমকে উঠল গডউইন। এ কী করছে মাসুদা! নাকি মনের ভুল? এই পরিস্থিতিতে মেয়েটা ওকে চুমো খাবে কেন?

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া গেল না। চোখের পলকে ফাটল পেরিয়ে এল আগুন, দৃপ্ত ভঙ্গিতে নেমে এল অপর পাশটায়। ধোঁয়ার জন্য অবশ্য কাজটা অত সহজ হলো না—পিছনের দু'পা শক্ত জমিনে পড়েনি প্রাণীটার, তাল হারিয়ে ফাটলে পড়ে যাবার দশা হলো। ভয়ে দম বন্ধ করে ফেলল উলফ, এই বুঝি সব শেষ! কিন্তু এত সহজে হার মানার পাত্র নয় কালো

www.BanglaBook.org

ঘোড়াটা। শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে যুঝল, উঠে এল জমিনে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল উলফ, 'ডার্সি! ডার্সি!!' কোথায় আছে, তা ভুলে গেছে।

ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরব বিক্রেতাও চেঁচাল। আবার ছুটতে শুরু করল ঘোড়াদুটো। ঢাল ধরে নেমে এল নীচে। বালিঢাকা জমি আর সমতল পেরিয়ে ফের উঠে এল রাস্তায়—যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। লাগাম টেনে প্রাণীদুটোকে থামাল দুই ভাই। উত্তেজনা থিতিয়ে আসতেই জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুরু করল সবাই—মানুষ আর পশু... উভয়েই। সূর্য ততক্ষণে পাটে বসেছে।

গডউইনের শরীর থেকে হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গেল। লক্ষ করল—মাসুদার বাহুর উন্মুক্ত চামড়ায় নাইটের বক্ষাবরণের ছাপ বসে গেছে; মেয়েটা খুব জোরে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ওকে। ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। মাসুদা তার মাদক-মেশানো হাসি হেসে বলল, 'ভালই ঘোড়া চালাতে জানো তোমরা, পিটার। কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। ঘোড়াগুলোরও তুলনা হয় না। খুব মজা পেয়েছি।' আরব বুড়োর দিকে তাকাল। 'কী, বালির পুত্র, তুমি কী বলো?'

'আমার কিছু বলবার নেই,' মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ করল আরব। 'এভাবে ঘোড়ায় চড়ার বয়স পেরিয়ে এসেছি, সে-কথা খেয়াল করা উচিত ছিল। খামোকাই কষ্ট পেলাম।'

'খামোকা?' ভুরু কোঁচকাল মাসুদা। 'এরা ঘোড়ায় চড়তে জানে কি না, তা জানতে চেয়েছিলে... এখন তো প্রমাণ পেয়ে গেছ। নিশ্চিন্ত মনে বিক্রি করতে পারবে আগুন আর ধোঁয়াকে। আমিও সরাইখানার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চাইছিলাম। খামোকা কষ্ট করোনি মোটেই।'

কপাল থেকে ঘাম মুছল উলফ। মাথা নেড়ে বলল, 'পুবের লোকজনের মাথায় গোলমাল থাকে শুনেছিলাম, আজ বুঝতে

www.BanglaBook.org

পারছি—কথাটা ষোলোআনা সত্যি।'

মুচকি হাসল গডউইন।

সরাইখানায় ফিরে গেল সবাই। আগুন আর ধোঁয়াকে আস্তাবলে নিয়ে গেল দু'ভাই, দলাই-মলাই করল আরব বুড়োর উপস্থিতিতে। নতুন মালিকের স্পর্শে প্রাণীদুটোকে অভ্যস্ত করিয়ে নিচ্ছে। এরপর যব আর খড়-ভুষি খাওয়াল। ঘোড়ার পরিচর্যা শেষ হলে সরাইখানার ভিতরে ফিরে এল তিনজনে। বুড়োকে ঘোড়ার দাম মিটিয়ে দিতে চাইল দু'ভাই, কিন্তু মাসুদা বলল তা পরদিন দিলেও চলবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, লোকটা তাই আজ রাতে সরাইখানাতেই থাকবে।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই আস্তাবলে গেল দুই নাইট—ঘোড়াদুটোর অবস্থা দেখবে। কিন্তু ভিতরে পা রাখতেই নিচু স্বরে ফোঁপানোর আওয়াজ কানে এল। তাড়াতাড়ি ছায়ায় লুকিয়ে উঁকি দিল ওরা। আবছা আলোয় দেখতে পেল, ওদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ আরব। আগুন আর ধোঁয়ার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কাঁদছে। বোঝা গেল, প্রাণীদুটোকে সন্তানের মত আদর করে সে, বিচ্ছেদ সইতে পারছে না।

'কিছুতেই তোদেরকে বিক্রি করতাম না আমি,' বলে উঠল লোকটা। 'কিন্তু কী করব... আমার ভাইঝি মাসুদার আদেশ। কেন তোদেরকে ওই দুই খ্রিস্টানের হাতে তুলে দিতে চাইছে, তা কেবল ও-ই জানে।' চোখ মুছল সে। 'একটাই শান্তি... ওরা ভাল সওয়ারী। তোদেরকে ঠিকমত দেখেশুনে রাখতে পারবে। বিদায়, আগুন! বিদায়, ধোঁয়া! ভাল থাকিস, আর ক্ষমা করে দিস আমাকে।'

তাড়াতাড়ি খড়ের গাদার পিছনে গা-ঢাকা দিল গডউইন আর উলফ। কিন্তু কোনোদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল আরব বিক্রেতা। দু'ভাই ফিরে এল নিজের কামরায়। দু'জনেরই মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল।

www.BanglaBook.org

খানিক পরে মুখ খুলল গডউইন। 'কেন বিক্রি করছে ও ঘোড়াদুটোকে?'

'শুনলে না, মাসুদা ওকে বাধ্য করেছে!' বলল উলফ।

'কিন্তু কেন? ভাইঝি বলেছে বলেই বিক্রি করতে হবে নাকি?'

'মেয়েটার রহস্য প্রতি মুহূর্তে আরও গাঢ় হচ্ছে, ভাই,' গম্ভীর গলায় বলল উলফ। 'সবাই ওকে ভয় পায়... হয়তো সত্যিই আল-জেবেলের মেয়ে ও। কোনও একটা খেলা খেলছে আমাদের সঙ্গে, কিন্তু কেন... তার আগা-মাথা বুঝতে পারছি না। যত ভাবছি, ততই গুলিয়ে যাচ্ছে সব। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, ওর সঙ্গে তাল মেলাতে হবে আমাদের, তাতে যত বিপদই থাকুক না কেন। রোজামুণ্ডের কাছে পৌঁছানোর এই একটাই পথ আমাদের সামনে।'

'আর খারাপ কিছুও ঘটতে পারে।' বলে ক্ষণিকের জন্য উদাস হয়ে গেল গডউইন। মনে পড়ে যাচ্ছে, পাহাড়ি ফাটল পেরুনোর সময় মাসুদা ওকে পিছন থেকে চুমো খেয়েছিল। ওটা কল্পনা ছিল, নাকি সত্যি—এখনও নিশ্চিত নয়। উলফকে সে-ব্যাপারে কিছু বলল না তাই।

সূর্য পুরোপুরি ওঠার পর আবার কামরা থেকে বেরুল দুই ভাই। দরজাতেই দেখা হয়ে গেল সরাইয়ের মালকিনের সঙ্গে।

'সুপ্রভাত!' যথারীতি হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানাল মাসুদা। চেহারা ঝলমল করছে। 'সাত-সকালে কোথায় যাচ্ছ?'

'ঘোড়াগুলোকে দেখতে,' বলল উলফ। 'তা ছাড়া তোমার ওই বালির পুত্রের সঙ্গে লেন-দেন মেটাতে হবে।'

'ঘোড়া তো মনে হয় এক ঘণ্টা আগেই দেখে এসেছ,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল মাসুদা। মুখের হাসি মলিন হলো না একটুও। 'আর... বুড়োকে খুঁজে লাভ নেই। ও চলে গেছে।'

'চলে গেছে! ঘোড়া নিয়ে?'

'না, না। আগুন আর ধোঁয়া আস্তাবলেই আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি ওদের দাম মিটিয়ে দিয়েছ, লেডি?' জিজ্ঞেস করল গডউইন।

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাসুদার, সম্বোধন শুনে খুশি হয়েছে সম্ভবত। নরম গলায় বলল, 'আমাকে লেডি বলছ কেন, সার গডউইন ডার্সি? আমি তো সাধারণ এক সরাই-মালিক। কোনোকালে হয়তো লেডি ছিলাম, কিন্তু সে-পরিচয় বহু আগে হারিয়ে গেছে। আমি এখন বিধবা মাসুদা—এই-ই আমার পরিচয়। তবু... ধন্যবাদ আমাকে এমন সম্মান দেখানোর জন্য।'

এক রকম ঠেলা দিয়েই দু'ভাইকে কামরায় ঢোকাল ও। দরজা ভেজিয়ে পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক কায়দায় সম্মান দেখাল দুই নাইটকে। তার আচরণ দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল, নোংরা সরাইখানায় জন্ম হয়নি মেয়েটার, ধমনীতে অভিজাত রক্ত বইছে।

টুপি খুলে মাসুদাকে পাল্টা সম্মান দেখাল গডউইন। মাথা তুলতেই চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা। আচমকা গডউইন বুঝতে পারল, এই মেয়েকে ভয় পাবার কিছু নেই। কোনও ধরনের কপটতা নেই ওর ভিতরে। চোখের মণিতে বাসা বেঁধেছে মায়া আর নিষ্কলুষতা। কেন জানে না, মনে হলো প্রাণ সঁপে দেয় মাসুদার হাতে। ওকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না। পরমুহূর্তে টের পেল, এমন চিন্তা যে মাথায় আসছে, সেটাই সবচেয়ে বড় ভয়।

নিঃশব্দে ওদের দু'জনকে দেখল উলফ। টের পেল কী চলছে সামনের দুই নর-নারীর মনের ভিতর। আনমনে মাথা নাড়ল ও—এর ফলাফল ভাল হতে পারে না। মাসুদা একজন গুপ্তচর... আল-জেবেলের সন্তান। যে-কোনও মুহূর্তে ছুরি বসাতে পারে ওদের পিঠের উপর। আর গডউইন কি না এর-ই প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে! ওর এই দুশ্চিন্তা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিল গডউইন। সোজা হয়ে যখন দাঁড়াল, তখন পুরনো সেই রুক্ষ ভাবটা আবার ফিরে এসেছে চেহারায়।

www.BanglaBook.org

গলা খাঁকারি দিল মাসুদা। বলল, 'না, বুড়োকে কিছু দিইনি আমি। স্বেচ্ছায় খালি হাতে চলে গেছে ও। কথা দিয়ে গেছে, তোমাদের পরিচয় কোথাও ফাঁস করবে না। টাকার দরকার নেই ওর, তবে তোমাদেরকে কথা দিতে হবে—যখন প্রয়োজন ফুরাবে, তখন আগুন আর ধোঁয়াকে ওর কাছে ফিরিয়ে দেবার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে তোমরা, ঠিক আছে?'

'ও তো চলেই গেছে,' ভুরু কোঁচকাল উলফ, 'কাকে কথা দেব?'

'সম্পর্কে ও আমার চাচা,' জানাল মাসুদা। 'আমাকে কথা দিলেই চলবে।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম... প্রয়োজন ফুরালে ঘোড়া ফেরত দেব। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এমন সাধের ঘোড়া আমাদের হাতে লোকটা কোন্ ভরসায় তুলে দিয়ে গেল?'

জবাব না দিয়ে দরজা খুলল মাসুদা। যেন উলফের প্রশ্ন শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাদের নাশতা দেয়া হয়েছে। খেতে এসো।'

জবাব পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল দুই ভাই। অনুসরণ করল মেয়েটাকে।

দিনের প্রায় পুরো সময়টাই ঘোড়ার পরিচর্যায় ব্যস্ত রইল উলফ আর গডউইন। সন্ধ্যায় প্রাণীদুটোকে নিয়ে ঘুরতে বেরুল দু'জনে—নতুন মালিকের অধীনে ওরা কেমন সাড়া দেয় তা দেখার জন্য। শুরুতে কিছুক্ষণ বেয়াড়া আচরণ করল, তবে দক্ষ আরোহীর কবলে পড়ে শীঘ্রি বশ মেনে গেল আগুন আর ধোঁয়া। সন্তুষ্ট হয়ে সরাইখানায় ফিরল দু'ভাই। ঘোড়াদুটোকে রাতের খাবার দিয়ে ফিরে এল কামরায়।

পরদিন রোববার। সরাইখানার এক ভৃত্যসহ শহরের পুরনো গির্জায় সাপ্তাহিক প্রার্থনায় গেল উলফ আর গডউইন। মাসুদাকেও

www.BanglaBook.org

সাধল সঙ্গে যাবার জন্য, কিন্তু রাজি হলো না মেয়েটা। ঘরে বসেই প্রার্থনা করবে বলে জানাল।

গির্জায় সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গেল দু'ভাই। পিছনের সারিতে বসে দেখল, নাইট আর যাজকের দল সামনে জায়গা পাবার জন্য লড়াই করছে। একটু পর ভাষণ দিলেন গির্জার বিশপ—সুলতান সালাদিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেবার জন্য আহ্বান জানালেন সর্বস্তরের খ্রিস্টানদের প্রতি। খুব শীঘ্রি নাকি নতুন যুদ্ধ শুরু হবে। খ্রিস্টধর্মের ক্রুশকে যদি সারাসেনদের নীচে পদদলিত দেখতে না চায়, তা হলে বিভেদ ভুলে সবাইকে একাট্টা হতে হবে। সমস্বরে বিশপের এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানাল উপস্থিত জনতা।

ফেরার পথে উলফ বলল, 'চারদিন পেরিয়ে গেছে, আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। মাসায়েফে যাবার প্রস্তুতি নিতে হয়।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো গডউইন। 'মাসুদার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

তার কোনও প্রয়োজন হলো না। সরাইখানায় ঢুকতেই মুখোমুখি হয়ে গেল মেয়েটার, ওরা মুখ খোলার আগেই সে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আল-জেবেলের কাছে কি এখনও যেতে চাও তোমরা?'

'অবশ্যই!' বলল দু'ভাই।

'যাবার অনুমতি জোগাড় করেছি, কিন্তু...' একটু ইতস্তত করল মাসুদা, 'না গেলেই ভাল করবে। তাতে বিপদ আছে। এসো, খোলাখুলিভাবে কথা বলি। তোমাদের উদ্দেশ্য আমি জানি। বৈরুতের মাটিতে তোমরা পা রাখার বহু আগেই সেটা আমার কানে এসেছে। সেজন্যেই সেদিন বন্দরে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য। সালাদিনের মুঠো থেকে একটা মেয়েকে উদ্ধার করতে চাও তোমরা, সে-কাজে আল-জেবেল...

www.BanglaBook.org

মানে সিনানের সাহায্য চাইবে, তাই না? আমি এ-ও জানি, তোমরা দু'জনেই ওই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও। অবাক হয়ো না, তোমাদের কোনও তথ্যই আমার অজানা নেই। আগেই বলেছি, ইয়োরোপের মাটিতে বহু গুপ্তচর লুকিয়ে আছে, ওদের কাজই হলো এ-ধরনের খবর পাচার করা। ইপস্‌উইচের টমাসকে দেখেছ তোমরা—ব্যবসায়ীর সাজ নিয়ে থাকে, কিন্তু আসলে ও একটা টিকটিকি। ও-ই তোমাদের সব খবর জোগাড় করেছে। আর সে-খবর টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছি আমি।'

'তুমি তো তা হলে আরও বড় গুপ্তচর,' বিদ্রূপের সুরে বলল উলফ।

অপমানটা গায়ে মাখল না মাসুদা। 'আমার পরিচয় নিয়ে আমি লজ্জা করি না। তোমাদেরও মত আমিও একটা মহান দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়েছি। সেটা কার কাছে, তা জানতে চেয়ো না। বলতে পারব না। কিন্তু তোমাদেরকে আমি পছন্দ করি, তাই সাবধান করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। সিনানের সঙ্গে কিছুতেই জড়িয়ো না নিজেকে। নিঃস্বার্থভাবে কারও উপকার করার অভ্যেস নেই ওর। যদি তোমাদেরকে সাহায্য করে, তার বিনিময়ে চড়া প্রতিদান দিতে হবে। বলা যায় না, তোমাদের প্রাণও চেয়ে বসতে পারে সে।'

'সালাদিনের ব্যাপারেও তো সতর্ক করেছ আমাদেরকে,' বলল গডউইন। 'ওর কাছে যেতে মানা করেছ, এখন মানা করছ জেবেলের ব্যাপারে; আমরা তা হলে কী করব?'

'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও,' শান্ত গলায় বলল মাসুদা। 'আর যদি কিছু করতেই চাও, এখানকার নাইট-বাহিনীতে যোগ দিতে পারো। অপেক্ষা করে দেখো, সালাদিনের পরাজয় হয় কি না। তখন হয়তো উদ্ধার করতে পারবে মেয়েটাকে।'

হেসে উঠল উলফ। 'চমৎকার বলেছ। দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে ঘরে ফিরে যাব? নাইট-সুলভ একটা কাজ হবে বটে!'

www.BanglaBook.org

নির্বিকার রইল মাসুদা। বলল, 'বাস্তবকে মেনে নেয়াই ভাল। সালাদিনের মুঠো থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে। তারচেয়ে ওই মেয়েকে ভুলে যাওয়াই ভাল না? দেশে ফিরে নতুন কাউকে খুঁজে নাও, তাকে বিয়ে করে সংসারী হও।'

'দেখো মাসুদা,' থমথমে গলায় বলল গডউইন, 'জানি না আমাদেরকে কোন্ ধরনের মানুষ বলে ভাবছ তুমি। কিন্তু ডার্সি পরিবারের সন্তানেরা একবার শপথ নিলে তার কোনও নড়চড় হয় না। তাতে প্রাণ গেলে যাবে।'

'তারমানে জেবেলের কাছে তোমরা যাবেই? বিপদ আছে জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পারছি, ফেরানো যাবে না তোমাদের,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাসুদা। 'ঠিক আছে, আল-জেবেলের কাছে তোমাদেরকে নিয়ে যাবো আমি।'

'নিয়ে যাবে মানে? তোমার যাবার তো কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

'আছে, সার গডউইন। যতটা ভাবছ, তার চেয়েও হয়তো অনেক বেশি প্রয়োজন আছে। আর কিছু না হোক, অন্তত পথ দেখানোর জন্য হলেও আমাকে সঙ্গে যেতে হবে।'

'আমাদের পিঠে ছুরি বসানোর মতলব আঁটছ না তো?' কর্কশ গলায় বলল উলফ।

ধক্ করে জ্বলে উঠল মাসুদার দু'চোখ। 'এমন একটা বিচ্ছিরি কথা তুমি বলতে পারলে? তোমার ভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ও-ও তা-ই ভাবছে কি না। হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচাতে চাই। এবং নিশ্চিত থাকো, এই অভিযান শেষ হবার আগে আমার সাহায্য দরকার হবে তোমাদের। না, আর কিছু শুনতে চাই না। তোমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্দেহের বীজ ঢুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে, তা দূর করার চেষ্টা করব না। যা খুশি ভাবো, কিন্তু আপত্তি না থাকলে রাতের আঁধারে রওনা হতে চাই আমি। খাবার-দাবার নিয়ে ভেবো না, ওসবের ব্যবস্থা আমিই করব। চুপিচুপি যাব আমরা, যেন কাক-পক্ষীও টের না পায়। সঙ্গে খালি পরনের কাপড় আর অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নিয়ো না। বাকি জিনিস সরাইখানাতে রেখে যেতে পারবে। হারাবার ভয় নেই। এখন তা হলে যাই, প্রস্তুতি নিতে হবে। সাঁঝ নামার আগেই তোমরা আগুন আর ধোঁয়াকে তৈরি করে রেখো।'

চলে গেল মেয়েটা।

ধীরে ধীরে কেটে গেল দিনের বাকিটা সময়। সূর্য যখন ডুবল, তখন যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে গেছে দু'ভাই। আলখাল্লার তলায় পুরোদস্তুর যুদ্ধবর্ম পরে নিয়েছে, তলোয়ারও লুকিয়ে রেখেছে কাপড়ের আড়ালে। ঘোড়াদুটোকে পরিয়ে এসেছে জিন আর রেকাব, জিনের পকেটে ভরে নিয়েছে দরকারি টুকিটাকি জিনিস। বাকি জিনিসপত্র মাসুদার ভৃত্য এসে নিয়ে গেছে।

অপেক্ষা করছিল দু'জনে, এমন সময় খুলে গেল কামরার দরজা। দোরগোড়ায় অচেনা একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ওরা, পরনে উটের চামড়ার আলখাল্লা।

'কী চাই?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল উলফ।

'তোমাদেরকেই চাই, ব্রাদার পিটার আর জন!' মেয়েলি গলায় বলে উঠল ছায়ামূর্তি। কামরার ভিতরে এসে ঢুকল। হেসে উঠল পরমুহূর্তে। 'কী ব্যাপার, চিনতে পারছ না আমাকে?'

মাসুদা। ছদ্মবেশ নিয়েছে। চেনার উপায় নেই, ওকে অল্পবয়েসী একজন তরুণের মত দেখাচ্ছে। দু'ভাইয়ের চেহারায় বিস্ময় ফুটতে দেখে বলল, 'যাক, ছদ্মবেশ তা হলে ভালই হয়েছে। একটু চিন্তায় ছিলাম। মাসুদার কথা ভুলে যাও, আল-জেবেলের রাজ্যে পৌঁছুনো পর্যন্ত আমি তোমাদের গোলাম—ডেভিড। জাফা থেকে কিনেছ, সংকর, কোনও ধর্ম

www.BanglaBook.org

নেই। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল দুই নাইট। ওদেরকে নিয়ে আস্তাবলে গেল মাসুদা। আগুন আর ধোঁয়ার পাশাপাশি আরেকটা ঘোড়া আর দুটো মালবাহী খচ্চর দেখা গেল—পিঠে বড় বড় দুটো বোঁচকা বাঁধা। আশপাশে আর কেউ নেই। পুরুষালি কায়দায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল মাসুদা, হাঁটাতে শুরু করল। দড়িতে টেনে পিছু পিছু নিচ্ছে খচ্চরদুটোকে। আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চড়ে ওকে অনুসরণ করল উলফ আর গডউইন।

খুব শীঘ্রি বৈরুত থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গোধূলির আবছা আলোয় এগিয়ে চলল ডগ নদীর দিকে, মাসুদার হিসেবে ওটা তিন ক্রোশ দূর। চাঁদ ওঠার আগে পৌঁছুতে পারবে বলে আশা করছে।

অল্প সময় পরেই ঘনঘোর আঁধার নেমে এল। দু'ভাইয়ের পাশাপাশি চলল মাসুদা, ওদেরকে পথ দেখানোর জন্য, কিন্তু বিশেষ কথা হলো না ওদের মাঝে। এক ফাঁকে উলফ জানতে চাইল, সরাইখানা খালি করে আসায় কোনও অসুবিধে হবে কি না। জবাবে কাঠখোট্টা গলায় মাসুদা বলল, ওসব নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে হবে না; সরাইখানা দেখার লোক আছে। এরপর নীরবে পথ চলল ওরা। শুকনো দুটো নালা পেরুল, খানিক পরে কানে ভেসে এল জলপ্রবাহের কুলুকুলু ধ্বনি। থামার ইশারা করল মাসুদা।

চাঁদ উঠল খানিক পরে। বিশ্বচরাচর ভেসে গেল কোমল আলোর বন্যায়। সেই আলোতে চওড়া একটা নদী দেখতে পেল উলফ আর গডউইন, ঢালু জমি বেয়ে উদ্দাম স্রোত নেমে যাচ্ছে একশো গজ দূরে সাগরের মোহনায়। ডানদিকে রয়েছে উঁচু পর্বতশ্রেণী, মাঝে একটা গিরিবর্ত্ম—ফাঁকা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নদীর ধারা... আর ওখান দিয়েই যেতে হবে ওদেরকে।

কাছাকাছি যেতে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা অদ্ভুত কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নকশা চোখে পড়ল, তলায় অচেনা ভাষায় লেখা আছে কিছু কথা। পড়তে পারল না দুই নাইট।

'কী ওগুলো?' জানতে চাইল গডউইন।

'রাজাদের প্রস্তরফলক,' জবাব দিল মাসুদা। 'সিরিয়া আর মিশরকে যারা শাসন করেছেন অতীতে, তাঁদের সবার নাম আর প্রতীক খোদাই করে রাখা হয়েছে এখানে। আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? কত বড় বড় রাজা ছিলেন তাঁরা, সালাদিনের চেয়েও বড়; কিন্তু এখন স্রেফ নাম আর প্রতীক ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই এই পৃথিবীর বুকে।'

দেয়ালের খোদাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল উলফ আর গডউইন। নৈঃশব্দ্য আর চাঁদের আলোয় মেশা অদ্ভুত পরিবেশের মাঝে বিচিত্র এক অনুভূতি হলো ওদের। সত্যিই তো, মানুষের জীবন আর কতখানি? অতীতের এত সব রাজা-বাদশাহ... সবাই এখন মৃত। তাদের কথা ভুলে গেছে লোকে। জীবদ্দশায় যতকিছু করেছে তারা, সেসব এখনকার বিচারে মূল্যহীন হয়ে গেছে। সৃষ্টিজগতের এই নিষ্ঠুর নিয়ম অনুধাবন করতে পেরে নিজেদেরকে বড়ই ক্ষুদ্র মনে হলো দু'ভাইয়ের।

ওদের মনের কথা পড়তে পারছে মাসুদা। দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। এই সাগর... এই নদী... এরা হাজার হাজার বছর টিকে থাকবে, আমরা টিকব না। তাই যতক্ষণ এ-পৃথিবীতে আছ, জীবনকে উপভোগ করে নাও। হোক তা সূর্যের আলোয়, হোক তা চাঁদের নীচে; হোক তা ঘনঘোর বর্ষায়, কিংবা বসন্তের উজ্জ্বল রোদে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অতি মূল্যবান।' গলা খাঁকারি দিল সে। 'যা-হোক, চলো এগোই। এ-জায়গা আমার চেনা, বছরের এ-সময়ে নদীর পানি খুব একটা গভীর হয় না। অনায়াসে পার হতে পারব। পিটার, তুমি আমার পাশে থাকো। স্রোতে যদি ভেসে যেতে শুরু করি, তুমি আমাকে ঠেকাবে। জন, তুমি পিছনে থাকো। খচ্চরদুটো পিছিয়ে পড়লে

www.BanglaBook.org

তলোয়ারের ডগা দিয়ে খোঁচা মেরো, যাতে ওরা সাঁতার কাটতে বাধ্য হয়।'

পরিকল্পনা-মাফিক নদীতে নেমে পড়ল ওরা, এগোতে শুরু করল গিরিবর্তের দিকে—নদীর উজানে। রাতের বেলা এমন দুঃসাহস দেখাবে না বেশিরভাগ মানুষ, তবে মাসুদা অন্য ধাতে গড়া। বোঝা গেল, এ-জায়গা ওর হাতের তালুর মত পরিচিত। নির্বিকার ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল গিরিবর্তের ভিতরে। ওর কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো, স্রোত মোটামুটি শক্তিশালী হলেও পানির গভীরতা খুব বেশি নয়। দু'একবার জিনের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠে এল পানি, তবে ওটুকুই। খানিক পরিশ্রম হলো চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর, তবে কোনও রকম বিপদ ছাড়া আধঘণ্টা পর বেরিয়ে এল গিরিবর্তের অন্যপাশ দিয়ে। নদী ছেড়ে এরপর শুকনো জমিতে উঠে পড়ল ওরা। এগোতে থাকল।

সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত রইল ওদের পথচলা। পুবাকাশ ফর্সা হলে ওক গাছের এক বনের গোড়ায় থামল মাসুদা, ওখানে বিশ্রাম নেবে বলে জানাল। জিন খুলে ফেলা হলো ঘোড়ার পিঠ থেকে, খচ্চরের পিঠ থেকে নামানো হলো বোঝা। প্রাণীগুলোকে বার্লি খেতে দেয়া হলো, সঙ্গে আনা শুকনো রুটি আর মাংস দিয়ে অভিযাত্রীরাও পেট ভরাল। তারপর শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। পাহারায় রইল না কেউ, কারণ মাসুদা আশ্বস্ত করেছে, এই এলাকায় বিপদের আশঙ্কা নেই।

দুপুর পর্যন্ত ঘুমাল ওরা। তারপর উঠে পড়ল। হাতমুখ ধুয়ে ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে দ্বিতীয় দফা খাওয়াল, নিজেরাও মুখে দিল কিছু। খাওয়াদাওয়া শেষে জিন আর বোঝা চাপানো হলো প্রাণীগুলোর পিঠে, শুরু হলো দ্বিতীয় দিনের পথচলা।

ওদের পথ... মানে যদি ওটাকে আদৌ পথ বলা যায় আর কী... চলে গেছে রুক্ষ, বন্ধুর পাহাড়ি এলাকার মাঝ দিয়ে। এদিকে কোনোকালে কেউ বাস করেছে বলে মনে হলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত নেই। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে এই রাস্তায় সারারাত এগোল ওরা, শেষরাতে ছোট্ট একটা গুহা দেখতে পেল পাহাড়ের গায়ে।

কাছাকাছি যেতেই ভয়ঙ্কর এক গর্জন শোনা গেল। পিলে চমকানো, অপার্থিব সেই গর্জন... পুরো দুনিয়া যেন কেঁপে উঠল হুঙ্কারে। ঘোড়াগুলোর কান সেঁটে গেল খুলির সাথে, দেহে কাঁপুনি শুরু হলো। খচ্চরদুটোও ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'কীসের আওয়াজ?' স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করল উলফ, আগে কখনও এমন গর্জন শোনেনি ও।

'সিংহ,' বলল মাসুদা। 'এটা সিংহের এলাকা, গিজগিজ করছে সবখানে। ভাল হয় এখানেই থামলে। দিনের বেলা ওদের মাঝ দিয়ে যাবার চেষ্টা করা বোকামি হবে।'

গুহার মুখের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ওরা, এখানেই আজকের মত আশ্রয় নেবে। জিন খুলে ঘোড়াগুলোকে ঢোকাতে চাইল গুহায়, কিন্তু কিছুতেই ঢুকল না প্রাণীগুলো। শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেছে ওদের, নাকের ফুটো বড় করে শ্বাস ফেলছে সশব্দে। এতক্ষণে অভিযাত্রীরা খেয়াল করল, গুহার ভিতর থেকে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

'বোধহয় শেয়াল-টেয়াল থাকে ভিতরে,' অনুমান করল মাসুদা। 'এসো, বাইরেই আপাতত ঘাঁটি গাড়ি। রোদ উঠলে নাহয় ভিতরে ঢোকা যাবে। এখুনি দুর্গন্ধের মধ্যে যাবার মানে হয় না।'

গুহার বাইরে বেঁধে রাখা হলো ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে। জিন খোলা হলো, বোঝা নামানো হলো। কাছেই কিছু সিডার গাছ জন্মেছে, ওখান থেকে শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে এল দুই নাইট, গুহামুখের কাছে অগ্নিকুণ্ড জ্বালল। তারপর বসে পড়ল আগুনের শিখার পাশে। কাছের একটা গাছের গোড়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল মাসুদা। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল ও, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে

www.BanglaBook.org

পড়েছে। উলফও শুয়ে পড়ল, গডউইন আপাতত পাহারায় থাকবে।

ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে রইল গডউইন। লক্ষ করল, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে খাবার চিবোচ্ছে ঘোড়াগুলো, ঘুমাচ্ছে না। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না ও, ডুবে গেল আপন চিন্তায়। ওদের অভিযান নিয়ে ভাবছে। ভাবছে মাসুদাকে নিয়ে। কে এই মেয়ে? কেন ওদেরকে সাহায্য করছে? মেয়েটার দৃষ্টি লক্ষ করেছে ও। তাতে কী যেন লুকিয়ে আছে। পাহাড়ি ফাটল পার হবার কথা মনে পড়ল। সত্যিই কি মাসুদা চুমো খেয়েছিল ওকে? নাকি সেটা কল্পনা? একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল গডউইন। সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল সামনে থেকে, শুধু দেখল এক জোড়া চোখ। মাসুদার চোখ? তা কী করে হয়? মানুষের চোখ তো এমন সবুজাভ, বা সোনালি হয় না! জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো, বড়-ছোট কিছুই হলো না, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ধড়মড় করে সোজা হলো গডউইন। চারপাশে দৃষ্টি বোলাল। না, কিছু দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিল। শাপ-শাপান্ত করল নিজেকে—পাহারায় বসেছে, এ-অবস্থায় চোখ মোদা মোটেই উচিত হয়নি। পায়ের কাছ থেকে কয়েকটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দিল। লকলক করে বড় হলো আগুনের শিখা, আলোকিত হয়ে উঠল অনেকখানি জায়গা। উলফের উপর নজর পড়ল গডউইনের—বড় বড় শ্বাস ফেলছে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

রাত পোহাতে এখনও বেশ দেরি। পরিবেশ এত নিস্তব্ধ যে স্নায়ুর উপর চাপ পড়তে শুরু করেছে। অসহ্য লাগছে গডউইনের, উঠে দাঁড়াল। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে পায়চারি শুরু করল গুহামুখের সামনে—প্রহরীরা এভাবে টহল দেয়। ক্ষণিকের জন্য থেমে তাকাল মাসুদার দিকে। একটা বোঁচকার উপরে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে সে। সিডার গাছের ডাল আর পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে

www.BanglaBook.org

আসা চাঁদের আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ঘুমন্ত মুখটা। নিজের অজান্তেই দম আটকে ফেলল গডউইন, অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে। মেয়েটা যে এত সুন্দরী, তা আগে খেয়াল করেনি। ঘুমন্ত এক অপ্সরার মত লাগছে মাসুদাকে। নিশ্চয়ই চাঁদের আলোর কারসাজি—নিজেকে প্রবোধ দিল ও। তাড়াতাড়ি ফিরে এল অগ্নিকুণ্ডের কাছে।

আগুন উস্কে দিতে শুরু করেছিল গডউইন, হঠাৎ জমে গেল আতঙ্কিত আর্তচিৎকার শুনে। নারীকণ্ঠের আওয়াজ, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পাশবিক গর্জন। ভয়ে হ্রেষারব করে উঠল ঘোড়াগুলো, খচ্চরদুটো বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার জন্য পাগলামি শুরু করেছে। হাতে একটা জ্বলন্ত ডাল নিয়ে পাঁই করে ঘুরল ও। যা দেখল, তাতে কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা।

সিডার গাছের তলায় বিশালদেহী এক সিংহী উদয় হয়েছে। আক্রমণ করে বসেছে অরক্ষিত, ঘুমন্ত মাসুদাকে—কামড়ে ধরেছে শরীর, টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে গাছপালার আড়ালে। সর্বশক্তিতে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে মাসুদা, কিন্তু পশুটার শক্তির সামনে ওর প্রতিরোধ একেবারেই ঠুনকো।

আগুপিছু ভাবল না গডউইন, দৌড়ে গেল সিংহীর সামনে। এক হাতে তলোয়ার, আর অন্যহাতে জ্বলন্ত ডাল—এই নিয়ে আক্রমণ করল বুনো শত্রুকে। জ্বলজ্বলে চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল সিংহী, দৃষ্টিতে যেন বিস্ময় ফুটল বোকা মানুষটার দুঃসাহস দেখে। এদিক-সেদিক সরে গিয়ে ফাঁকি দিতে চাইল গডউইনকে, কিন্তু ও-ও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত গায়ে তলোয়ারের একটা বেমক্কা খোঁচা খেতেই খেপে গেল সিংহী। মাসুদাকে ছেড়ে দিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে এগোল নতুন শিকারের দিকে।

গডউইনের কয়েক হাত দূরে এসে থামল সিংহী, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সামনের দুটো থাবা বাড়িয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আস্তে আস্তে পেটটাকে নামিয়ে নিল। মাটি ছুঁলো পেট। টান টান হয়ে গেল শরীর। আস্তে আস্তে মাটিতে লেজের বাড়ি মারতে লাগল জানোয়ারটা। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আড়ষ্ট হয়ে গেল গডউইন। সিংহীর কবল থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। ধারালো দাঁত-নখের আঁচড়-কামড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে মরতে হবে ওকে। ঢোঁক গিলে জ্বলন্ত ডালটা ফেলে দিল ও, দু'হাতে সামনে বাগিয়ে ধরল তলোয়ার। আর তখুনি ঝাঁপ দিল সিংহী।

এরপর কী ঘটেছে, তা আর ঠিক বলতে পারবে না গডউইন। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল ভয়ে, পশুটার ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে, কিন্তু তলোয়ার ছাড়েনি। ওটাই জীবন বাঁচাল ওর। খাড়া তলোয়ারের উপর সবেগে নেমে এল সিংহী, চামড়া ভেদ করে ধারালো ফলা ঢুকে গেল শরীরের ভিতর—একেবারে হৃৎপিণ্ডে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল জানোয়ারটা, নিষ্ফলভাবে থাবা ছুঁড়ল কয়েক মুহূর্ত, তারপর এলিয়ে পড়ল শিকারের দেহের উপরে। এসবের কিছুই টের পেল না গডউইন, সিংহীর ছোঁড়া থাবায় শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ওর, ভারী দেহের চাপে আটকে এসেছে দম। চোখের সামনে নেমে এসেছে কালো পর্দা।

অনেকক্ষণ পর মুখে ভেজা কিছুর স্পর্শে জ্ঞান ফিরে পেল গডউইন। চোখ খুলতেই মাসুদার মায়াবী মুখ দেখতে পেল। হাতে একটা ভেজা কাপড় নিয়ে ওর শুশ্রূষা করছে মেয়েটা। উলফও আছে পাশে, ভাইয়ের হাত মালিশ করে দিচ্ছে। আকাশ ফর্সা, সূর্য উঠে গেছে। ভোরের প্রথম আলোয় নিহত সিংহীকেও দেখা গেল, বুকে গডউইনের তলোয়ার নিয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ,' গডউইনকে চোখ মেলতে দেখে মৃদু গলায় বলল মাসুদা। হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল। তারপর নিজের দীঘল চুলের গোছা দিয়ে মুছে দিল ওর বাহুর রক্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

জাহাজের ঘটনা

রোজামুণ্ডের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা জানার জন্য এবার আমরা ফিরে যাব ক্রিসমাসের সেই রাতে।

বাড়ি থেকে বেরুনোর পর স্টিপল ক্রিকের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। সারাসেনদের বড় নৌকায় উঠতে শুরু করল সবাই। আহত-নিহতদের শুইয়ে রাখার মত জায়গা হবে না ওতে, তাই বোটহাউস থেকে ডার্সিদের মাছ-ধরার নৌকাটা আনার নির্দেশ দিল আল-হাসান। ওটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো বড় নৌকার পিছনে। এরপর দুটো নৌকাই রওনা হলো ভাটির উদ্দেশে। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পথনির্দেশ দিল নিকোলাস, সে-অনুসারে কখনও দাঁড় বেয়ে, কখনও বা স্রোতে ভেসে এগোল জলযানদুটো। অন্ধকার এবং তুষারপাতের কারণে যাত্রা সহজ হলো না। পর পর দু'বার নদীর চরায় আটকে গেল নৌকা। আশান্বিত হয়ে উঠল রোজামুণ্ড—যদি এভাবে সময় নষ্ট হয়, তা হলে হয়তো ঘুম থেকে জেগে উঠবে উলফ আর গডউইন, ছুটে এসে উদ্ধার করবে ওকে।

কিন্তু এত সহজে হার মানার পাত্র নয় আল-হাসান। সময় নষ্ট করল না মোটেই, নৌকা থামলেই সঙ্গী-সাথীদেরকে নামিয়ে দিল চরায়। ওদের ঠেলা-ধাক্কা আর লগির সাহায্য নিয়ে দ্রুত মুক্ত করল নৌকাকে। হতাশ হয়ে চোখ মুদল রোজামুণ্ড। গালে নোনা

www.BanglaBook.org

বাতাসের স্পর্শ পেয়ে যখন আবার দৃষ্টি মেলল, তখন মোহনা পেরিয়ে সাগরে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘন কুয়াশার মাঝে আবছাভাবে দেখা গেল এক জাহাজ, নদীর মুখে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাল আল-হাসান। তারপর জাহাজের গায়ে ভিড়াল নৌকা। উপর থেকে নেমে এল দড়ির মই, তা বেয়ে জাহাজে উঠতে শুরু করল সবাই। পাটাতনে পা রাখতেই লম্বা-চওড়া একজন মানুষকে দেখতে পেল রোজামুণ্ড—ওর দিকে পিছন ফিরে হাঁক-ডাক ছাড়ছে নাবিকদের উদ্দেশে। দ্রুত নোঙর তোলার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে সে। একটু পর উল্টো ঘুরল, লম্বা কদম ফেলে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। মাথা ঝুঁকিয়ে সাহেবি কেতায় সম্মান দেখাল।

'লেডি রোজামুণ্ড, কী সৌভাগ্য! আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের।'

ভোরের ম্লান আলোয় ভাল করে লোকটার চেহারা দেখল রোজামুণ্ড। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পানি হয়ে গেল। নাইট লযেল!

'সার হিউ! আপনি এখানে?' কোনোমতে বলল ও।

'তুমি যেখানে, আমি তো সেখানেই থাকব,' বাঁকা সুরে বলল লযেল। রুক্ষ মুখশ্রীতে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে। 'গডউইন নামের বেয়াড়া ওই সন্ন্যাসীটার সঙ্গে পেরে উঠিনি, তার মানে কি হাল ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

'তাই বলে এখানে আপনাকে আশা করিনি আমি,' নিজেকে সামলে নিয়ে কড়া গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'খ্রিস্টান একজন নাইট হয়ে সালাদিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন? ছিহ্!'

'তোমাকে পাবার জন্য আমি খোদ শয়তানের সঙ্গেও হাত মেলাতে রাজি আছি,' দাঁত বের করে বলল লযেল। আরও কিছু হয়তো বলত, কিন্তু আল-হাসানের ডাক শুনে সরে গেল।

www.BanglaBook.org

আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সালাদিনের আমিরের সঙ্গে।

নাবিকরা নোঙর তুলে ফেলল খুব শীঘ্রি। পাল খুলে দেয়া হলো। বাতাসের ঝাপটা পেয়ে এগোতে শুরু করল জাহাজ; গতি বাড়ল নাবিকরা দাঁড় বাইতে শুরু করায়। পাটাতনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রোজামুণ্ড। মুক্তির সব আশা শেষ।

এর কিছুক্ষণ পরেই নাবিকদের হাসাহাসি শুনে সংবিৎ ফিরে পেল ও। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কাদেরকে যেন বিদায় জানাচ্ছে ওরা। সেদিকে মাথা ঘোরাতেই সাগরপারে অশ্বারোহী একদল মানুষ দেখতে পেল। সামনের দুই নাইটকে চিনতে অসুবিধে হলো না—উলফ আর গডউইন। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল, ছুটে গেল রোজামুণ্ড রেলিঙের কাছে, পানিতে ঝাঁপ দেবে। জাহাজ থেকে নামতে পারলেই হয়, উলফ আর গডউইন নিশ্চয়ই সাগর থেকে উদ্ধার করবে ওকে।

ওকে ব্যর্থ করে দিল আল-হাসান। পিছন থেকে রোজামুণ্ডের কোমর জাপটে ধরল সে, একটানে সরিয়ে আনল রেলিঙের পাশ থেকে। উন্মাদিনীর মত হাত-পা ছুঁড়ল মেয়েটা, কিন্তু একচুল আলগা হলো না সারাসেন আমিরের হাতের বাঁধন। অসহায়ের মত সাগরপারে তাকাল রোজামুণ্ড। ঘোড়া নিয়ে পানির কিনার পর্যন্ত চলে এসেছে উলফ। আবছাভাবে শোনা গেল ওর কণ্ঠ:

'ভয় পেয়ো না, রোজামুণ্ড! আমরা আসছি!...খুব শীঘ্রি আসছি!!'

দু'জন নাবিকের হাতে রোজামুণ্ডকে তুলে দিল আল-হাসান, তারা ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল জাহাজের একটা কেবিনে, বাইরে থেকে লাগিয়ে দিল দরজা। গবাক্ষের পাশে ছুটে গেল রোজামুণ্ড, চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল বাইরে। এক ঝলকের জন্য উলফ আর গডউইনকে দেখল, তারপরই ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। গতি আরও বেড়ে গেছে জাহাজের, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে গভীর সাগরে।

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ পর খুলে গেল কেবিনের দরজা। ভিতরে ঢুকল আল-হাসান আর লয়েল। দুষ্ট নাইটকে দেখতে পেয়েই মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রোজামুণ্ডের। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কাপুরুষ! বেঈমান! তুমিই সবকিছুর মূলে!' রাগের মাথায় সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। *আপনি* থেকে *তুমি*-তে নামিয়ে এনেছে লয়েলকে। 'তুমিই এদেরকে আমাদের বাড়ির কথা বলে দিয়েছ, শিখিয়ে দিয়েছ কোন্‌খান দিয়ে হামলা চালাতে হবে। বিধর্মীদের টাকা খেয়ে খুন করেছ আমার বাবাকে। ওঁর তলোয়ারের সামনে যাবার সাহস তো ছিল না, তাই পাঠিয়েছ নিজের সাগরেদ আরেক বেঈমানকে। সে পিছন থেকে হামলা করেছে আমার বাবার উপর। কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিফল খুব শীঘ্রি পাবে তুমি। আসবে উলফ আর গডউইন... আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তোমাকে পাঠিয়ে দেবে তোমার গুরু শয়তানের কাছে।' বলতে বলতে কাঁপতে শুরু করল ও।

রোজামুণ্ডের রুদ্রমূর্তি দেখে সিঁটিয়ে গেল লয়েল। আল-হাসানের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসি। লয়েলকে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের খাঁটি শাহজাদী উনি! রেগে গেলে সুলতান সালাদিনও ঠিক এভাবে কথা বলেন!'

কথাটা না শোনার ভান করল লয়েল। রোজামুণ্ডকে বলল, 'আসতে দাও তোমার দুই চাচাতো ভাইকে। ওদেরকে আমি মোটেই ভয় করি না। গতবার তুষারে পা পিছলানোয় হেরে গিয়েছিলাম গডউইনের কাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিরিয়ায় তুষার নেই।'

'তুষার না থাকলে বালিতে পা হড়কাবে, কিংবা হোঁচট খাবে পাথরে,' সরোষে বলল রোজামুণ্ড। 'পরাজয় তোমার সুনিশ্চিত!'

'এসব প্রলাপ শোনার কোনও মানে হয় না,' রাগী গলায় বলল লয়েল। তাকাল আল-হাসানের দিকে। 'আমি যাচ্ছি।'

'যাও,' শান্ত গলায় বলল আমির। লয়েল বেরিয়ে গেলে

www.BanglaBook.org

দু'কদম এগোল রোজামুণ্ডের দিকে। কোমল কণ্ঠে বলল, 'শাহজাদী, শান্ত হোন... নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। পাগলামি করে কোনও লাভ হবে না। ভাগ্যকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঝোঁকের বশে আপনি কিছু ঘটিয়ে বসলে তা কারও জন্যই ভাল হবে না।'

ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল রোজামুণ্ড। মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল।

আল-হাসান বলল, 'বুঝতে পারছি, লযেলকে দেখে একটা ধাক্কা খেয়েছেন। ও যে ভাল লোক না, তা আমিও জানি। ভয়ের কিছু নেই, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ও আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

কিছু বলল না রোজামুণ্ড। ফুঁপিয়ে চলল। অপ্রস্তুত বোধ করল আল-হাসান। ইতস্তত করে বলল, 'আ... আপনি বিশ্রাম নিন, শাহজাদী। পরে নাহয় কথা বলা যাবে।' বেরিয়ে গেল সে কেবিন থেকে।

অনেকক্ষণ কাঁদল রোজামুণ্ড। না কেঁদে করবেই বা কী? চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে প্রাণপ্রিয় পিতাকে, বন্দি হয়েছে অচেনা একদল মানুষের হাতে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দূরদেশে... চিরদিনের জন্য! মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত উদয় হয়েছে শয়তান নাইট লযেল। এতকিছুর পর কেউ শান্ত থাকে কী করে?

আশার আলো একটাই—আল-হাসান। সালাদিনের নির্দেশে রোজামুণ্ডকে অপহরণ করেছে সে, কিন্তু তাই বলে নিজের বিবেক বিসর্জন দেয়নি। বোঝা যাচ্ছে, নীতিবান লোক সে; আর যা-ই হোক, রোজামুণ্ডের ক্ষতি হতে দেবে না। অদ্ভুত একটা ব্যাপার বলতে হবে—এ-মুহূর্তে এই সারাসেন আমিরই ওর একমাত্র বন্ধু। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ঈশ্বর যেসব খেলা খেলেন, তা অর্থ বোঝা দায়।

ধীরে ধীরে দুলুনি বাড়ল জাহাজের, অসুস্থ হয়ে পড়ল

www.BanglaBook.org

রোজামুণ্ড। নিজ হাতে ওর জন্য খাবার নিয়ে এল আল-হাসান, কিন্তু ছুঁয়েও দেখল না ও, যেন অনাহারে মরবার পণ করেছে। দিন কেটে রাত এল, রাতের পর আবার দিন... আবারও খাবার আনল আল-হাসান। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা চালাল। তাতে কোনও লাভ হলো না। এভাবেই চলল কয়েক দিন। অসুস্থতা বাড়ল রোজামুণ্ডের, এক সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

দীর্ঘ এক ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল মেয়েটা। স্বপ্ন দেখল বাবাকে নিয়ে। তলোয়ার নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সার অ্যাণ্ড্রু, প্রবল বিক্রমে খতম করে দিচ্ছেন সবাইকে। গডউইন আর উলফকেও দেখল—শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ছুটে চলেছে ওরা রোজামুণ্ডকে উদ্ধার করবার জন্য। স্বপ্নের মাঝেই অদ্ভুত এক স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করল ও—হাল ছাড়বার কিছু নেই, ওরা আসছে ওকে নিয়ে যেতে। কিন্তু এরপরই সূচনা হলো দুঃস্বপ্নের। চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল দুই নাইট, পিতাকে দেখল রোজামুণ্ড স্টিপল হলের মেঝেতে পড়ে থাকতে। কেঁদে উঠতে চাইল, তার আগেই সার অ্যাণ্ড্রু মুখ খুললেন। বললেন, *'ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যই করেন। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।'*

বুকে বল ফিরে পেল রোজামুণ্ড। ধীরে ধীরে চোখ খুলল। গবাক্ষ গলে ঢোকা উজ্জ্বল রোদে কেবিন ঝলমল করছে। মাঝবয়েসী এক মহিলা বসে আছে শিয়রের পাশে, হাতে পানির পাত্র, মায়াময় চেহারা। কয়েকবার চোখ পিটপিট করল রোজামুণ্ড, ঘোর ঘোর লাগছে, কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সবকিছু।

'কে আপনি?' মাথার পাশে বসা মহিলাকে জিজ্ঞেস করল ও। 'কোত্থেকে এসেছেন?'

'ফ্রান্স থেকে, লেডি,' বলল মহিলা। 'মার্সেইয়ের বন্দরে থেমেছিল এ-জাহাজ। ওখান থেকে উঠেছি। অসুস্থদের সেবা করার বিনিময়ে আমাকে জেরুসালেমে পৌঁছে দেয়া হবে বলে

www.BanglaBook.org

কথা দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। অবশ্য... যদি জানতাম এ-জাহাজে একদল সারাসেন আছে, তা হলে উঠতাম কি না সন্দেহ। সার লয়েল... মানে ক্যাপ্টেনকে দেখে বুঝতেই পারিনি, তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে জেরুসালেমে যাচ্ছেন। নিকোলাস নামে আরেকজনকে দেখলাম। এরা যে সারাসেনদের সঙ্গে কী করছে, তা ঈশ্বরই জানেন।'

'আপনার নাম?' দুর্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করল রোজামুণ্ড।

'মেরি... মেরি বুশে। আমার স্বামী একজন সাধারণ মাছ-ব্যবসায়ী... মানে ছিল আর কী। ক্রুসেডের যাজকরা এসে জোর করে নিয়ে গেছে ওকে যুদ্ধ করানোর জন্য। আমার মোটেই সমর্থন ছিল না। ওকে বলে দিয়েছিলাম, পাঁচ বছরের মধ্যে যদি বাড়ি না ফেরে, তা হলে আমি ওকে খুঁজতে বেরুব। কথামত বেরিয়ে তো পড়েছি; কিন্তু ও যে কোথায়, তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।'

'অনেক সাহস আপনার, একাকী রওনা হয়েছেন,' প্রশংসা করল রোজামুণ্ড। 'আচ্ছা, মার্সেই থেকে কবে রওনা হয়েছি আমরা?'

'পাঁচ... প্রায় ছ'সপ্তাহ। আপনি ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, প্রলাপ বকছিলেন। এর মাঝে আরও তিনটে বন্দরে থেমেছি আমরা... ওগুলোর নাম মনে নেই। আগামী বিশ দিনের মধ্যে, যদি আবহাওয়া ভাল থাকে আর কী, আমরা সাইপ্রাসে পৌঁছুব বলে শুনেছি। যা হোক, আপনি আর কথা বলবেন না, ঘুমিয়ে পড়ুন। হাসান নামের ওই সারাসেন লোকটা বেশ ভাল ডাক্তার, সে-ই আমাকে বলেছে—আপনার প্রচুর বিশ্রাম দরকার।'

কাজেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল রোজামুণ্ড—এবার শান্তির সঙ্গে। জাহাজ এখন ভূমধ্যসাগর পেরুচ্ছে, এখানে ঢেউয়ের উৎপাত কম। সাগরপীড়া কাটিয়ে উঠল ও, ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগল। শক্তি ফিরে পেল শরীরে। তিনদিনের মাথায় জাহাজের পাটাতনে

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে এল ও। ওখানে পৌঁছে প্রথমে যাকে দেখল, সে আল-হাসান।

'আল্লাহ্‌কে হাজার শুকরিয়া,' দু'হাত তুলে বলল আমির, 'তিনি আপনাকে সুস্থ করে তুলেছেন। বালবেকের শাহজাদীর কিছু হয়ে গেলে আমি সুলতানকে মুখ দেখাতে পারতাম না।'

হালকা হাসি ফুটল রোজামুণ্ডের ঠোঁটে। 'আমি মারা গেলে আজরাইল দায়ী হতো। তুমি কেন মুখ দেখাতে পারতে না?'

আল-হাসানও হাসল। আর তখুনি সার লযেলকে দেখতে পেল রোজামুণ্ড, ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে কৃত্রিম ভঙ্গিতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল ওর সুস্থতার জন্য। বিরক্ত হয়ে তার প্রার্থনা শুনল রোজামুণ্ড। লোকটা চলে গেলে বাঁচে। কিন্তু তা ঘটল না। আঠার মত ওর সঙ্গে সেঁটে রইল লযেল। উপায়ান্তর না দেখে কেবিনে ফিরে গেল বেচারি।

একেবারেই নির্লজ্জ ও চামার টাইপের মানুষ এই লযেল। সেদিনের পর থেকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল রোজামুণ্ডকে। কেবিন থেকে বেরুলেই সঙ্গ চাইবে। কোথাও বসলে পাশে এসে বসবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাতে শুরু করবে। লোভী চোখে তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে। নিকোলাসও প্রায়ই থাকে তার সাথে। এদের দেখলেই গা ঘিনঘিন করে রোজামুণ্ডের।

তিক্ত-বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ও ডেকে পাঠাল আল-হাসানকে।

'বলো, আমির,' গম্ভীর গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'এই জাহাজে কর্তৃত্ব কার?'

'তিনজনের, শাহজাদী,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল আল-হাসান। 'নাইট ভদ্রলোক... মানে সার হিউ লযেল এই জাহাজের ক্যাপ্টেন; নাবিকদেরকে চালান তিনি। যে-ক'জন যোদ্ধা আছে, ওরা আমার অধীনে। আর আপনি, শাহজাদী, আমাদের সবার কর্ত্রী।'

'তা হলে আমি আদেশ দিচ্ছি, নিকোলাস নামের ওই

www.BanglaBook.org

গুণ্ডাটাকে যেন আমার ধারে-কাছে ভিড়তে দেয়া না হয়। এমনিতেই যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করছি, বাবার খুনির সঙ্গে মেলামেশা না করলেই কি নয়?'

'দুঃখজনক... আপনার বাবার মৃত্যুতে আমাদের সবার হাত ছিল,' বলল আল-হাসান। 'তবু... আপনার আদেশ পালন করা হবে। সত্যি বলতে কী, লোকটাকে আমারও খুব অপছন্দ। একেবারে নিম্নশ্রেণীর একটা বেঈমান ও।'

'সার হিউ লয়েলের সঙ্গেও আমি আর কথা বলতে চাই না,' যোগ করল রোজামুণ্ড।

'ওটা একটু কঠিন হয়ে যাবে, শাহজাদী,' ইতস্তত করল আল-হাসান। 'জাহাজের ক্যাপ্টেন ও। যতক্ষণ সাগরে আছি, ততক্ষণ ওর কথামত চলবার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের সুলতান।'

'ও ক্যাপ্টেন হতে পারে, কিন্তু আমি তোমাদের শাহজাদী,' রাগী গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'কার সঙ্গে মিশব না মিশব—তার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আমার আছে? সার হিউ লয়েলকে যতটা সম্ভব কম দেখতে চাই আমি। তোমাকে দেখতে চাই বেশি। ঠিক আছে?'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি, শাহজাদী,' মাথা নুইয়ে বলল আল-হাসান। 'চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি কী করা যায়।'

পরের কয়েকটা দিন খুব শান্তিতে কাটল রোজামুণ্ডের। লয়েল ওকে বিরক্ত করল না... কিংবা বলা চলে, বিরক্ত করবার সুযোগ পেল না। চেষ্টা যে করেনি, তা নয়। কিন্তু রোজামুণ্ডের কাছে ভিড়লেই জাদুমন্ত্রের মত উদয় হয় আল-হাসান, দেহরক্ষীর মত আগলে রাখে ওকে। ফলে সুবিধে করতে পারে না লয়েল। বিরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল সে।

কিন্তু মানুষের কপালে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। হঠাৎ পেটের অসুখে আক্রান্ত হলো আল-হাসান, কয়েকদিনের জন্য শয্যাশায়ী

www.BanglaBook.org

হয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুরনো রূপে ফিরে গেল লযেল। তাকে এড়াবার জন্য কেবিনেই বেশিরভাগ সময় কাটাবার চেষ্টা করল রোজামুণ্ড, সফল হলো না। ভূমধ্যসাগরের গ্রীষ্মকাল বড়ই ভয়ানক, বদ্ধ কেবিনে শরীর সেদ্ধ হয়ে যেতে চায়। ইচ্ছে না থাকলেও পাটাতনে বেরিয়ে আসতে হয় ওকে, শিকার হতে হয় লযেলের উৎপাতের।

এমনি এক দিনের কথা। জাহাজের পাটাতনের উপরে ঝোলানো একটা ছাউনির নীচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল রোজামুণ্ড, সঙ্গে মেরি নামের সেই সেবিকা; এমন সময় এগিয়ে এল লযেল। ভাব দেখাচ্ছে যেন ওর ভালমন্দের খোঁজ নিতে এসেছে, আসলে মতলব ভিন্ন। বোবা সাজল রোজামুণ্ড, একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিল না, কিছু না শোনার ভান করল। এতে যদি লোকটা ক্ষান্ত দেয়!

ক্ষান্ত হলো না লযেল, বরং অপমানে তার মুখ লাল হয়ে গেল। কিছু কথা শোনানো দরকার রোজামুণ্ডকে, কিন্তু মাঝবয়েসী সেবিকার সামনে তা বলা চলে না। ইংরেজি বা ফরাসি, যে-ভাষাতেই বলুক, মহিলা সব বুঝতে পারবে। আচমকা একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়, আরবীতে কথা বলতে শুরু করল; ভাষাটা ইদানীং ভালই রপ্ত করেছে সে।

'রোজামুণ্ড, খুব অন্যায় করছ কিন্তু আমার সঙ্গে!' ক্ষোভ প্রকাশ পেল লযেলের গলায়। 'কী করেছি আমি... কেন ভুল বুঝছ আমাকে? এসেক্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান আমি, টাকা-পয়সার অভাব নেই, বীরত্বের জন্য নাইট উপাধি পেয়েছি... পাত্র হিসেবে আমার কমতি কোথায়? প্রথম দেখাতেই তোমাকে ভালবেসেছি আমি, বিয়ে করতে চেয়েছি—এ-ই কি আমার অপরাধ? তোমার বাবা রাজি হননি, তুমিও রাজি হওনি—রাগের মাথায় নাহয় জোর করে বিয়ে করার হুমকি দিয়ে ফেলেছি; কিন্তু সে তো স্রেফ কথার কথা। অথচ কী পরিণতিই না বরণ করতে হয়েছে সেজন্যে! গডউইন আমার উপর হামলা চালিয়েছে, আহত

www.BanglaBook.org

করেছে, কোনোমতে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। তারপর থেকে জাহাজ নিয়ে প্রাচ্যে ব্যবসা করছি, মালামাল আনা-নেয়া করছি সিরিয়া আর ইংল্যাণ্ডের মাঝে—আপাতত এটাই আমার পেশা।

'কীভাবে তোমার এই অবস্থার সঙ্গে জড়ালাম, তা জানতে চাও? তবে শোনো, সারাসেন আর খ্রিস্টানদের মধ্যে এখন শান্তি চলছে, তাই দামেস্কে ব্যবসার সুযোগ ছাড়তে চাইনি। কিছুদিন আগে ওখানে গিয়েছিলাম কিছু জিনিস কিনতে, তখন সুলতান সালাদিন আমাকে ডেকে পাঠান। দরবারে যাবার পর উনি জানতে চাইলেন, আমি এসেক্সের মানুষ কি না। হ্যাঁ বলতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সি আর তাঁর মেয়েকে চিনি কি না। আবার হ্যাঁ বললাম। তখন উনি আমাকে অদ্ভুত এক কাহিনি শোনালেন—তুমি নাকি ওঁর ভাগ্নী। কানাঘুষো শুনেছিলাম আগে, তাই কাহিনিটা অবিশ্বাস করতে পারিনি। উনি আমাকে আরও জানালেন, দৈব-সঙ্কেত পেয়েছেন—তোমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসতে হবে। এ-ও শুনলাম, সিরিয়ায় গেলে তোমাকে বিশাল এক মর্যাদা দেবেন তিনি। সবশেষে ভাল দেখে একটা জাহাজ ভাড়া করতে চাইলেন আমার কাছ থেকে, ওটা নিয়ে তাঁর দূত ইংল্যাণ্ডে যাবে তোমাকে আনার জন্য, এর বিনিময়ে ভাল পারিশ্রমিক পাব আমি। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যানের কোনও কারণ দেখতে পাইনি। আমি তো আর জানতাম না, ওরা তোমাকে জোর করে উঠিয়ে আনবে। বিশ্বাস করো, তোমার বা সার অ্যাণ্ড্রুর ক্ষতি করার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার। আমি তো জাহাজ ছেড়ে ডাঙাতেই যাইনি!'

লযেলের মিথ্যে কৈফিয়ত শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে রোজামুণ্ড। মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'সাধু সাজার প্রয়োজন নেই, সার হিউ। কেন যাওনি, তা আমি খুব ভাল করে জানি। উলফ আর গডউইনের ভয়ে। ওদের তলোয়ারের সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়ানোর তো সাহস নেই, তাই অন্যদের পাঠিয়েছ নিজের নোংরা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য!'

'লেডি,' থমথমে গলায় বলল লযেল, 'বার বার আমার সাহস নিয়ে কটু কথা বলছ তুমি। কাজটা ঠিক করছ না। দয়া করে আমার কথা শোনো। হয়তো এই অভিযানে যোগ দিয়ে ভুল করেছি আমি, কিন্তু তা করেছি শুধু ভালবাসার টানে। লম্বা এক সমুদ্রযাত্রায় তোমাকে সঙ্গে পাবার লোভ সামলাতে পারিনি...'

'...আসলে সালাদিনের দেয়া সোনার মোহরের লোভ সামলাতে পারোনি,' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'আর অভিনয় কোরো না তো। আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নেয়া দরকার। তোমার কথা শেষ হয়ে থাকলে বিদায় হও।'

'বড্ড রূঢ় আচরণ করছ তুমি, কিন্তু তোমার ভুল আমি এখুনি ভাঙিয়ে দেব।' চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল লযেল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক সপ্তাহ পর আমরা সাইপ্রাসের লিমাযলে পৌঁছুব। ওখান থেকে খাবার আর পানি নিয়ে অ্যান্টিয়োকের একটা গোপন বন্দরে যাবার কথা। সেখান থেকে স্থলপথে তোমাকে দামেস্কে নিয়ে যাবে সারাসেনরা। কিন্তু না, কোথাও যেতে হবে না তোমাকে। লিমাযলেই রাতের আঁধারে জাহাজ ত্যাগ করবে তুমি... আমি সাহায্য করব! সাইপ্রাসের সম্রাট আইজ্যাক আমার বন্ধু, ওর উপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই সালাদিনের। একবার যদি ওখানকার দরবারে পৌঁছুতে পারি, তা হলে সারাসেনদের চোদ্দপুরুষেরও সাধ্য নেই তোমাকে কবজা করবার। আইজ্যাক আমাদেরকে নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বলল রোজামুণ্ড। 'এই মহত্ত্বের বিনিময়ে তুমি কী পাবে?'

'তোমাকে, রোজামুণ্ড!' সাগ্রহে বলল লযেল। 'সাইপ্রাসেই বিয়ে করব আমরা। না... এখুনি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়ো না।

www.BanglaBook.org

ভাল করে ভেবে দেখো। দামেস্ক তোমার জন্য একটা বদ্ধ খাঁচা, ওখানে হাজার রকমের বিপদ আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে মুক্তি পাবে তুমি; পাবে নিরাপত্তা, আর যোগ্য এক খ্রিস্টান স্বামী। কত বড় ত্যাগ স্বীকার করব আমি, তা ভাবো। জাহাজ হারাব, সালাদিনের মত ক্ষমতাবান একজন সুলতানের শত্রুতে পরিণত হব... কিন্তু সবই করব আমি তোমার জন্য!'

'ভেবে নিয়েছি, সার হিউ,' নিরাসক্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'জবাবটা এখুনি নিয়ে যেতে পারো। কান খাড়া করে শোনো, যে-কোনও সারাসেনকে বিশ্বাস করতে রাজি আছি আমি, তোমাকে নয়। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন খুব শীঘ্রি তোমার মত নরকের কীটকে পৃথিবীর বুক থেকে তুলে নেন। স্বার্থ আর লোভের বশে যে-লোক আমার বাবার মৃত্যু ডেকে এনেছে... আমার গলায় পরিয়েছে দাসত্বের শৃঙ্খল, তাকে কিছুতেই আমি স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না। খবরদার, আর কখনও আমার সামনে ভালবাসার কথা বলতে এসো না!'

উঠে পড়ল ও। রাগী ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল লযেলের সামনে থেকে।

রোজামুণ্ডের গমনপথের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল দুষ্ট নাইট। বিড়বিড় করে বলল, 'আর কখনও ভালবাসার কথা বলব না? প্রিয়া, এ তো স্রেফ শুরু। যে-অপমান করলে, তা আমি কক্ষনো ভুলব না। আমার ঠোঁটে চুমো দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে।'

কেবিনে ঢুকেই আল-হাসানকে ডেকে পাঠাল রোজামুণ্ড, জরুরি কথা বলতে চায়। একটু পর হাজির হলো আমির—চেহারা ফ্যাকাসে, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। কুর্নিশ করে জানতে চাইল তলবের কারণ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ শোনাল রোজামুণ্ড, জানাল ওকে কী

www.BanglaBook.org

প্রস্তাব দিয়েছে লয়েল।

চোখদুটো জ্বলে উঠল আল-হাসানের। 'কী বললেন, শাহজাদী? এত বড় বেয়াদবি করেছে ও আপনার সঙ্গে? আসুন, আমি এখুনি কথা বলব শয়তানটার সঙ্গে।'

জাহাজের পাটাতনে গিয়ে লয়েলকে পাকড়াও করল আমির। বলল, 'ক্যাপ্টেন, এ কী শুনছি আমি! তুমি নাকি প্রেম নিবেদন করেছ আমাদের শাহজাদীকে? হায় আল্লাহ্, তুমি সালাদিনের ভাগ্নীর দিকে হাত বাড়িয়েছ?'

'তাতে সমস্যা কোথায়?' উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল লয়েল। 'সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত একজন নাইট কি ওর যোগ্য পাত্র নয়? আমার সঙ্গে আত্মীয়তা করলে কি জাত যাবে তোমার সুলতানের? বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, অন্য কিছু হলে নাহয় একটা কথা ছিল!'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল আল-হাসানের, কোনোমতে নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তুমি একটা স্বার্থান্বেষী বেঈমান, ক্যাপ্টেন... দু'মুখো সাপ। দুই নৌকায় পা রাখা তোমার স্বভাব। না, অস্বীকার করার চেষ্টা কোরো না। তুমি আর তোমার সাগরেদ নিকোলাস তলে তলে কী করছ, তা ভালমতই জানা আছে আমার। গুপ্তচরগিরি শুধু আমাদের হয়ে করছ না, ইংরেজদের হয়েও করছ। অথচ নিজেকে সম্ভ্রান্ত... সম্মানিত বলছ? সম্মানের কী জানো তুমি? তুমি কিনা শাহজাদীর যোগ্য পাত্র! কপাল ভাল তোমার—জাহাজ চালানোর দায়িত্ব পেয়েছ, আমার সুলতানও মানা করেছেন কাজ শেষ হবার আগে তোমার সঙ্গে ঝামেলা না করতে; নইলে শাহজাদীর সঙ্গে বেয়াদবি করার অপরাধে এখুনি তোমার জিভ ছিঁড়ে নিতাম আমি।' খাপবদ্ধ তলোয়ারের হাতল মুঠো করে ধরল আমির।

লয়েলও রেগে গেছে, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখল। জানে, আল-হাসান আর তার সারাসেন যোদ্ধাদের সঙ্গে সাধারণ নাবিক নিয়ে পেরে উঠবে না সে। থমথমে গলায় বলল, 'যখন কোনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তখন আমি এর জবাব দেব তোমাকে।'

'তোমাকে দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়ে ছাড়ব আমি,' বলল আল-হাসান। 'নিজের হঠকারিতার জন্যে সুলতান সালাদিনের সামনে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে।'

'জবাবদিহি! কী দোষ করেছি আমি? লেডি রোজামুণ্ডকে ভালবেসেছি... এ-ই কি আমার অপরাধ?'

'না। অপরাধ করেছ তুমি ওঁকে জাহাজ থেকে পালাবার প্রস্তাব দিয়ে। বলোনি, সাইপ্রাসের গ্রিকদের মাঝে আশ্রয় নেবে তোমরা?'

'একেবারে মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করল লযেল। 'এই মেয়েই আমাকে ওই প্রস্তাব দিয়েছে। লোভ দেখিয়েছে, তোমাদের হাত থেকে ওকে মুক্ত করতে পারলে বিয়ে করবে আমাকে। আমি বরং জানিয়ে দিয়েছি, এ-ধরনের অসম্মানজনক কাজ সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ও যদি চায়, তা হলে সালাদিনের কাছে বড়জোর একটা আর্জি পেশ করতে পারি... ওটুকুই আমার দৌড়।'

রোজামুণ্ডের দিকে ফিরল আল-হাসান। 'আপনার কিছু বলবার আছে, শাহজাদী?'

'এটুকুই যে, সার হিউ প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে,' শীতল গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'অবাক হচ্ছি না, ওর মত কাপুরুষের জন্য এটাই মানায়।'

'আমারও ধারণা, ও মিথ্যে বলছে।' আবার লযেলের মুখোমুখি হলো আল-হাসান। ভুরু কুঁচকে বলল, 'হাত সরিয়ে নাও, ক্যাপ্টেন। জামার ভিতর থেকে ছুরি বের করতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি। আগামীকালের সূর্য দেখতে চাইলে সামলাও নিজেকে। এখুনি তোমাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছে নেই আমার, সবকিছুর ফয়সালা হবে দামেস্কের দরবারে পৌঁছুনোর পর। সুলতান নিজেই তখন সিদ্ধান্ত নেবেন, কার কথা বিশ্বাস করবেন তিনি—বিশ্বস্ত এক ভৃত্য আর বালবেকের শাহজাদীর, নাকি

www.BanglaBook.org

তোমার মত একটা নীচ ইংরেজের।'

'ঠিক আছে, দামেস্কের দরবারেই ফয়সালা হবে,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল লয়েল। 'আর কিছু বলার আছে তোমার, আল-হাসান? নইলে হাতে অনেক কাজ আছে আমার, যেতে পারো।'

'যাচ্ছি, কিন্তু মনে করিয়ে দিতে চাই—এ-জাহাজের মালিক আমার সুলতান। তোমার কাছ থেকে জাহাজ কিনে নিয়েছেন তিনি। আর হ্যাঁ, আজ থেকে দিনরাত পাহারায় থাকবেন শাহজাদী। সাইপ্রাসে পৌঁছুলে আরও বাড়ানো হবে পাহারা। যদ্দূর বুঝতে পারছি, ওখানে তোমার বন্ধুর অভাব নেই। কথাটা মনে রেখো।'

'বুঝতে পেরেছি, সব মনে রাখব আমি। এখন বিদায় হও।'

কেবিনের দিকে রওনা হলো আল-হাসান আর রোজামুণ্ড।

'ব্যাপার-স্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না,' মৃদু গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'সিরিয়ায় নিরাপদে পৌঁছুতে পারব কিনা কে জানে!'

'আমিও তা-ই ভাবছি, শাহজাদী,' বলল আল-হাসান। 'বোকামি হয়ে গেছে, রাগের মাথায় লোকটার মুখোমুখি হওয়া উচিত হয়নি। মনের ভিতর যত সন্দেহ ছিল, সব ফাঁস করে দিয়েছি। মুখে তালা এঁটে ওকে চোখে চোখে রাখলে বেশি ভাল করতাম।'

'এখন?'

'লয়েলকে খুন করে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত, কিন্তু ও ছাড়া এ-জাহাজ চালাতে পারে না কেউ। কী আর করা, আল্লাহ্‌র উপরেই ভরসা রাখতে হবে। তিনি সর্বজ্ঞানী, সুবিচারক। নিশ্চয়ই বিচার করবেন লয়েলের।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু কী শাস্তি পাবে ও?'

'আশা করি মৃত্যুদণ্ড,' গম্ভীর গলায় বলল আল-হাসান। তারপর কুর্নিশ করে বিদায় নিল।

সেদিন থেকে কড়া পাহারা বসানো হলো রোজামুণ্ডের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজায়। হাঁটতে বেরুলেও সশস্ত্র দুজন প্রহরী সঙ্গে থাকল ওর। লয়েল আর বিরক্ত করল না ওকে, নিজেকে গুটিয়ে নিল। সত্যি বলতে কী, কথাবার্তাই বন্ধ করে দিল সবার সঙ্গে। প্রয়োজন ছাড়া মুখ খোলে না। শুধুমাত্র নিকোলাসের সঙ্গে মাঝেমধ্যে গল্প করতে দেখা যায় তাকে।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় সাইপ্রাসে পৌঁছুল জাহাজ, নোঙর ফেলল তীরের কাছে। পাটাতন থেকে দেখা গেল সাদা বালিতে ছাওয়া শুভ্র সৈকত, সারি বেঁধে দাঁড়ানো নারকেল গাছের বন, ওপাশে লিমাযল শহরের হাজারো ইমারত। পিছনে মাথা তুলে রেখেছে ট্রুডিয়োসের পর্বতশ্রেণী। রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। সাগরের একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠেছে, এবার নয়নভরে দেখল ডাঙা আর পাহাড়ের চিরহরিৎ দৃশ্য। ওখানে ওর নামার উপায় নেই, তাই বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

একটা নৌকা এসেছে জাহাজের আরোহীদেরকে তীরে নিয়ে যাবার জন্য, তাতে চড়ার জন্য রেলিঙের কাছে এসেছে লয়েল। রোজামুণ্ডের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। টিটকিরি মারার সুরে বলল, 'কী শাহজাদী, মত বদলাতে চাও? সম্রাট আইজ্যাকের দরবারে যাবে? কথা দিচ্ছি, ওখানে সবাই ভদ্রলোক; সারাসেনদের মত অসভ্য-অভদ্র নয়। আদর-যত্নের কমতি হবে না।'

জবাব না দিয়ে মুখ ফেরাল রোজামুণ্ড। হেসে উঠে নৌকায় নেমে পড়ল লয়েল। একটু পরেই দাঁড় বাইতে শুরু করল সাইপ্রান মাঝি। হেঁড়ে গলায় স্থানীয় ভাষায় গান ধরেছে। যতক্ষণ শোনা গেল, ততক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইল রোজামুণ্ড।

টানা দশদিন সাইপ্রাসের উপকূলে ভাসল জাহাজ। আবহাওয়া ভাল, সিরিয়ার দিকে চমৎকার বাতাসও বইছে, তাও এই দেরির কারণ বুঝতে পারল না রোজামুণ্ড। তাই আল-হাসানকে ডেকে

www.BanglaBook.org

জানতে চাইল ব্যাপারটা। জবাবে আমির জানাল, সাইপ্রাসের সম্রাট ওদেরকে দৈনন্দিন চাহিদার বাইরে বাড়তি খাবার বা পানি দিতে চাইছেন না। তাঁর দাবি, সালাদিনের আমিরকে নিকোশিয়া শহরে... তাঁর দরবারে যেতে হবে, দিতে হবে ভেট। প্রস্তাবটায় ফাঁদের গন্ধ পাচ্ছে আল-হাসান, তাই যেতে রাজি হয়নি। খাবার আর পানি ছাড়া রওনাও হওয়া যায় না। তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে এভাবে।

'সার হিউ কিছু করতে পারছে না?' জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড।

'পারলেও করবে কিনা সন্দেহ,' কাঁধ ঝাঁকাল আল-হাসান। 'ও তো বলছে, সম্রাটকে বোঝানোর ক্ষমতা নেই ওর।'

তাই ওভাবেই কাটতে থাকল সময়। গ্রীষ্মের রোদের খরতাপে ভাজা ভাজা হতে থাকল জাহাজ আর তার আরোহীরা, সাগরের ঢেউয়ে দুলল অনবরত, হয়ে উঠল বিষণ্ন-বিরক্ত। এর মাঝে দেখা দিল অসুখ। সাইপ্রাস উপকূলের এক ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হলো অনেকে, দু'জন নাবিক মারাও গেল তাতে। মাঝে মাঝে জাহাজে হাজির হলো সম্রাটের দূত, কড়া গলায় জানাল—রসদ পেতে চাইলে নিকোশিয়ার দরবারে যেতে হবে আমির আল-হাসানকে, সঙ্গে নিতে হবে জাহাজের সুন্দরী তরুণী যাত্রীটিকে, কারণ তাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সম্রাট।

কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না আল-হাসান। রাতের বেলা রহস্যময় কিছু নৌকা ঘোরাফেরা করতে শুরু করল জাহাজের আশপাশে, সঙ্গে সঙ্গে রোজামুণ্ডের পাহারা বাড়িয়ে দিল সে। খুব শীঘ্রি দিনের বেলাতেও নৌকা দেখা গেল—রুক্ষ চেহারার কিছু মানুষ বসে থাকে তাতে; হাবভাব দেখে মনে হয়, যে-কোনও মুহূর্তে হামলা চালাবে জাহাজের উপর।

উপায়ান্তর না দেখে নিজের লোকজনকে পুরোদস্তুর যুদ্ধসাজে সজ্জিত করল আল-হাসান, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড় করিয়ে দিল পাটাতনে। বুঝিয়ে দিতে চাইল—সাইপ্রানদেরকে ওরা ভয়

www.BanglaBook.org

করে না। এর প্রভাব প্রতিপক্ষের উপর কতখানি পড়ল, তা বোঝা গেল না। তারা আগের মতই ঘোরাফেরা করতে থাকল জাহাজের চারপাশে।

ধৈর্য হারিয়ে বসল আমির এক পর্যায়ে।

এক সকালে মূল ভূখণ্ড থেকে তিনজন সাইপ্রান নেতাকে নিয়ে এল লযেল। ভাব দেখাল, ব্যবসার আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছে; কিন্তু খুব শীঘ্রি বোঝা গেল, আসলে রোজামুণ্ডকে দেখতে এসেছে ওরা। বালবেকের শাহ্জাদীর রূপের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা সাইপ্রাসে। ভদ্রতাবশত লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গেল আল-হাসান। আর প্রসঙ্গক্রমে উঠে এল সম্রাটের মতিগতির কথা। নেতারা আবদার জুড়ল, আল-হাসান যেন রোজামুণ্ডকে নিয়ে নিকোশিয়ায় যায়। ব্যস, টং করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমিরের। দেহরক্ষীদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল—তিন সাইপ্রানকে যেন এখুনি বন্দি করা হয়।

নেতারা বেকুব বনে গেছে, লযেলের দিকে ফিরল আল-হাসান। বলল, 'তোমার নাবিকদেরকে নোঙর তুলতে বলো। আমরা এখুনি রওনা হব সিরিয়ার উদ্দেশে।'

'কিন্তু...' হতভম্ব গলায় প্রতিবাদ করল লযেল, 'আমাদের সঙ্গে তো খাবার বা পানি নেই!'

'নিকুচি করি ওসবের!' খ্যাপাটে শোনাল আল-হাসানের কণ্ঠ। 'ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরব, তাও এখানে পড়ে পড়ে পচতে পারব না। আমাদের কপালে যা ঘটবে, তা এই তিন সাইপ্রানের কপালেও ঘটবে, কোনও চিন্তা নেই। লোকজনকে নোঙর তুলতে বলো। যারা রাজি হবে না, তাদের কল্লা কেটে নেব আমি। যাও, যা বলছি করো।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে তিন নেতা। তাদের দিকে তাকাল লযেল, 'কী বলেন আপনারা? আমাদের সঙ্গে মরবেন, নাকি সাহায্য করবেন আমাদেরকে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একযোগে মাথা ঝাঁকাল তিন সাইপ্রান, খাবার আর পানির ব্যবস্থা করে দেবে। তাদেরকে যেন তীরে যেতে দেয়া হয়।

'আগে আসুক সবকিছু,' বলল আল-হাসান, 'তারপর তোমরা ছাড়া পাবে।'

কপাল ভাল বলতে হবে, তিন বন্দির মধ্যে একজন হলো সম্রাট আইজ্যাকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাকে আটক করা হয়েছে শুনেই তাড়াতাড়ি কয়েকটা নৌকা ভর্তি করে রসদ পাঠিয়ে দিলেন সম্রাট। সবকিছু জাহাজে তুলে নিয়ে বন্দিদেরকে মুক্তি দেয়া হলো, তার পর পরই সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল জাহাজ।

গত কিছুদিন থেকে নিকোলাসকে দেখছে না রোজামুণ্ড, আল-হাসানকে জিজ্ঞেস করল তার কথা। খোঁজ নিয়ে আমির জানতে পারল, প্রথমদিন লিমাযলে নেমেই গায়েব হয়ে গেছে লোকটা। কারও হাতে খুন হয়েছে, নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, নাকি নিজেই পালিয়েছে, তা বলতে পারল না কেউ। অগত্যা তাকে নিয়ে মাথা না ঘামানোর সিদ্ধান্ত নিল আমির। রোজামুণ্ডও খুশি হলো লোকটা জাহাজ ত্যাগ করায়। একটু খুঁতখুঁতানি অবশ্য রইল, কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না।

সাইপ্রাস ত্যাগ করার একদিন পর শান্ত সাগরে পৌঁছুল জাহাজ। বাতাসের তোড় কমে গেল। বছরের এ-সময়টায় তা বিচিত্র নয়। টানা আটদিন এ-অবস্থা বিরাজ করল, এ-সময়ে দাঁড় বেয়ে খুব একটা এগোনো গেল না। নবম দিনে দুরন্ত বাতাস বইল। ফুলে উঠল পাল, প্রবল বেগে গন্তব্যের দিকে ছুটতে থাকল জাহাজ। সন্ধ্যা নাগাদ আরও বাড়ল বাতাসের প্রকোপ, ঝড় আসার পূর্বাভাস। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে চলল প্রকৃতির আক্রোশ। পরের দিন বোঝা গেল, বড় ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। এমন সময় দিগন্তে একসারি পাহাড় উদয় হলো। ওগুলো চোখে পড়তেই উচ্চকণ্ঠে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাল লযেল।

www.BanglaBook.org

'অ্যান্টিয়োকের পাহাড় নাকি?' পাশ থেকে জানতে চাইল আল-হাসান।

'না,' মাথা নাড়ল লযেল। 'অ্যান্টিয়োক এখনও পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমরা এখন লাদিকিয়া আর জেবেলার মাঝামাঝি আছি। এদিককার উপকূল আমার পরিচিত, ঝড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্য একেবারে আদর্শ একটা জায়গা চিনি। চেষ্টা করছি ওদিকে যেতে। ঈশ্বর চান তো ওখানে পৌঁছে যাব খুব শীঘ্রি, আশ্রয় নিতে পারব।'

'কিন্তু দারবেসাকে যাবার কথা আমাদের,' বলল আল-হাসান। 'জেবেলার কাছ ঘেঁষা বিপজ্জনক। ওটা ফ্র্যাঙ্কদের বন্দর।'

'তা হলে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাও,' বিরক্ত গলায় বলল লযেল। 'কথা দিচ্ছি, দু'ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ ডুবে সবার সলিল-সমাধি ঘটবে।'

ভেবে দেখল আল-হাসান, ভুল বলেনি ইংরেজ নাইট। উঁচু উঁচু ঢেউ উঠেছে সাগরে, জাহাজের মুখ ঘোরালে পাশ থেকে বাড়ি দিতে শুরু করবে। উল্টে যেতে সময় লাগবে না।

'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই,' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

আঁধার নামল। গলুইয়ে লাগানো সবুজ লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, উন্মত্ত ঢেউয়ের সারি প্রবল আক্রোশে ছুটে যাচ্ছে কাছের তটরেখার দিকে। মাস্তুল থেকে সবক'টা পাল আগেই নামিয়ে ফেলা হয়েছে, ঢেউয়ের মাঝে দুলতে দুলতে এগোচ্ছে জাহাজ। স্রষ্টার নাম জপতে জপতে সারারাত কাটাল আরোহীরা, একসময় পাহাড়ের মাথা উজ্জ্বল করে ফুটতে শুরু করল ভোরের আলো। নীচের ভূমি অবশ্য তখনও অন্ধকারে ঢাকা। জাহাজ ততক্ষণে তীরের অনেক কাছে এসে গেছে।

'সাহস রাখো!' চেঁচাল লযেল। 'মনে হয় বেঁচে গেছি আমরা।'

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় একটা লণ্ঠন ঝোলালো সে মাস্তুলের ডগায়, কারণটা কেউ বুঝতে পারল না।

ছোট একটা মোহনা পেরিয়ে নদীতে ঢুকল জাহাজ খুব শীঘ্রি, রেহাই পেল রুদ্র প্রকৃতির হাত থেকে। নদীর পানি শান্ত, দু'পাশে ঝোপঝাড় আর ঘন গাছপালার জঙ্গল। বেশ কিছুটা ভিতরে ঢোকার পর নোঙর ফেলার নির্দেশ দিল লযেল। জাহাজ থেমে গেলে বিশ্রাম নিতে বলল সবাইকে। গত দু'দিনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পর এই প্রথম স্বস্তি পেল যাত্রীরা। দ্রুত যার যার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল, তলিয়ে গেল ঘুমে।

ব্যতিক্রম রোজামুণ্ড। কেন যেন ঘুম এল না ওর চোখে। বিছানায় অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল, শেষ পর্যন্ত দুত্তোর বলে উঠে পড়ল। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এল পাটাতনে। উপভোগ করতে লাগল ভোরের শান্ত পরিবেশ। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে পাহাড়-পর্বত, নদীর কিনারা জাহাজ থেকে পঞ্চাশ গজও নয়। ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাণের সাড়া নেই। জায়গাটা একেবারে নির্জন।

কতক্ষণ ওভাবে ছিল বলতে পারবে না, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল পানিতে ছপাৎ-ছপাৎ শুনে। দাঁড় বাওয়ার আওয়াজ... কয়েকটা নৌকা এগিয়ে আসছে। লযেলকে দেখল পাটাতনে বেরিয়ে আসতে, রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, সম্ভবত নৌকাগুলোকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাড়াতাড়ি ছায়ায় সরে গেল রোজামুণ্ড, ওকে দেখতে পায়নি ইংরেজ নাইট, আড়াল থেকে লক্ষ রাখল লোকটার উপরে।

একেবারে জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল নৌকাগুলো। দড়ির মই নামিয়ে দিল লযেল, সেটা বেয়ে উঠে এল একজন মানুষ। আবছা আলো হলেও চিনতে কষ্ট হলো না তাকে। নিকোলাস! চমকে উঠল রোজামুণ্ড। এ-লোক এখানে এল কীভাবে? ওকে তো সাইপ্রাসে রেখে এসেছে ওরা। পরমুহূর্তে টের পেল, কোথাও

www.BanglaBook.org

গোলমাল আছে। সাইপ্রাসে বসে থাকেনি নিকোলাস, এখানে এসে অপেক্ষা করেছে ওদের জন্য।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই চেঁচিয়ে উঠল রোজামুণ্ড। 'আল-হাসান! জলদি এসো! ফাঁদে ফেলা হয়েছে আমাদেরকে!'

পরমুহূর্তে নরকতাণ্ডব শুরু হলো জাহাজে। একের পর এক আঁকশি এসে আটকে গেল রেলিঙে, ওগুলোর সঙ্গে বাঁধা দড়ি বেয়ে সশস্ত্র একদল লোক উঠে এল জাহাজের পাটাতনে। রোজামুণ্ডের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে সবার। তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এল সারাসেন যোদ্ধারা। চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল নাবিকের দলও, চোখের সামনের দৃশ্য দেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তারা, প্রাণভিক্ষা চাইল। সারাসেনরা অবশ্য অনড় রইল, তলোয়ার বাগিয়ে ধরল তারা শত্রুর উদ্দেশে।

আল-হাসান রয়েছে সবার সামনে। বর্ম পরার সময় পায়নি, শুধু লোহার বক্ষাবরণ পরেছে, তারপরও তলোয়ার হাতে তাকে দেখাচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত। সাদা আলখাল্লা পরা বিশালদেহী একজন মানুষ এগিয়ে গেল তার দিকে। হাতের তলোয়ার তাক করে আরবীতে বলল, 'আত্মসমর্পণ করো। সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি; তোমাদের ক্যাপ্টেনও ধরা পড়েছে আমাদের হাতে।'

লযেলের দিকে তাকাল আল-হাসান—দু'জন দুর্বৃত্ত দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে তাকে। মুখ বাঁকাল আমির, বলল, 'কে তুমি? কার হয়ে আমাকে আত্মসমর্পণ করাতে এসেছ?'

'সালাদিনের কুত্তা, তুই নাম জানতে চাস?' চোখদুটো জ্বলে উঠল বিশালদেহীর। 'তবে শোন্, সিনান পাঠিয়েছেন আমাদেরকে। নাকি আল-জেবেল, পাহাড়ের প্রভু বললে চিনবি তাঁকে?'

গুঞ্জন উঠল সারাসেনদের মাঝে। সিনান ওরফে আল-জেবেলের পরিচয় জানা আছে সবার। মাসায়েফের পাহাড়ে

www.BanglaBook.org

থাকে—খুনে হাসাসিন বাহিনীর সর্দার সে।

'আমাদের সুলতান আর সিনানের মাঝে কি যুদ্ধ শুরু হয়েছে?' শান্ত গলায় বলল আল-হাসান। 'কেন হামলা করছ আমাদের উপর?'

'শুরু হবে কেন? যুদ্ধ তো চলছেই।' হাসল বিশালদেহী। 'তোদের সঙ্গে সালাদিনের খুব প্রিয় একজন মানুষ আছে।' আঙুল তুলল রোজামুণ্ডের দিকে। 'সিনান চেয়েছেন ওকে... বন্দিনী হিসেবে।'

'এ-খবর কোথায় পেয়েছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল আল-হাসান। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছে, যাতে তার যোদ্ধারা তৈরি হতে পারে।

'সিনান সর্বজ্ঞানী। তিনি সবই জানেন।' দম্ভ প্রকাশ পেল হাসাসিন নেতার কণ্ঠে। 'আত্মসমর্পণ কর্ এখুনি, তা হলে হয়তো দয়া দেখাব আমরা।'

'সর্বজ্ঞানী না ছাই! গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়েছ তোমরা।' তিক্ততা ফুটল আল-হাসানের কণ্ঠে। 'ওই তো, নিকোলাস নামের বেজন্মাটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি। সন্দেহ নেই, লয়েলও তোমাদের দলে। না, হাসাসিন, আমরা আত্মসমর্পণ করব না। মরতে হয় মরব... বীরের মত মরব। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকো, আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন সুলতান সালাদিন। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!'

'চেষ্টা করে দেখতে পারে, তাতে সুলতান নিজেই মরবে,' উদ্ধত কণ্ঠে বলল বিশালদেহী। সঙ্গীদের দিকে তাকাল, 'খতম করো সবাইকে... মেয়েদের ছাড়া।' ইশারায় রোজামুণ্ড আর মেরিকে দেখাল—ফরাসি সেবিকা রোজামুণ্ডের হাত চেপে ধরে থরথর করে কাঁপছে। 'আর হ্যাঁ, সালাদিনের আমিরকেও জ্যান্ত চাই, ওকে মাসায়েফে নিয়ে যেতে হবে।'

'কেবিনে চলে যান, শাহ্জাদী,' রোজামুণ্ডের দিকে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

বলল আল-হাসান। 'যা-ই ঘটুক, বের হবেন না। এটুকু জানবেন, আপনাকে রক্ষার চেষ্টায় একবিন্দু ত্রুটি করিনি আমরা। যদি সুলতানের কাছে পৌঁছুতে পারেন, তাঁকে জানাবেন এ-কথা।' ঝট্ করে সোজা হলো সে। 'সালাদিনের সৈনিকেরা, তৈরি হও! লড়াই করো বীরের মত। বেহেশত অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। মনে কোনও ভয় রেখো না, ওখানে কাপুরুষের স্থান নেই।'

রোজামুণ্ড আর মেরি জাহাজের ভিতরে ছুট লাগাতেই যুদ্ধহুঙ্কার ছাড়ল সারাসেনরা, তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হাসাসিন-বাহিনীও। একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো ভয়াবহ লড়াই। একের পর এক লাশ গড়িয়ে পড়ল, রক্তে ভেসে গেল জাহাজের পাটাতন। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করল সারাসেনরা, কিন্তু ওদের প্রতিরোধ খুব বেশি সময় স্থায়ী হলো না। দ্বিগুণের বেশি শত্রুর বিপক্ষে লড়তে গিয়ে শীঘ্রি কচুকাটা হতে থাকল তারা। একে একে খতম হয়ে গেল সমস্ত সারাসেন যোদ্ধা। শেষে টিকে রইল একা আল-হাসান, সঙ্গী-সাথী ছাড়া একাই তাকে এখন লড়তে হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে। নিয়তির নির্মম প্রতিশোধ বলা যেতে পারে—ঠিক এভাবেই তার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন সার অ্যাণ্ড্রু। এবার ওকেও ঠিক একই পরিস্থিতিতে পড়তে হলো।

তলোয়ার চালিয়ে বেশ ক'জনকে ঘায়েল করল আল-হাসান, শেষ পর্যন্ত জমে থাকা রক্তে পা পিছলে আছাড় খেল পাটাতনে। উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না, তার আগেই বেশ কয়েকজন হাসাসিন জওয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে, লাথি-ঘুসি দিয়ে কেড়ে নিল তলোয়ার, তারপর টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাল। আর কোনও আশা নেই, হার মেনে নিল সারাসেন আমির।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল হাসাসিন নেতা, চোখ বোলাল আল-হাসানের হাতে নিহত সঙ্গীদের মৃতদেহের উপর। রেগে গেল হঠাৎ, সজোরে চড় কষাল আমিরের গালে। বলল, 'তোর

www.BanglaBook.org

মাথা কেটে নিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু প্রভুর নির্দেশ—তোকে জ্যান্ত নিয়ে যেতে হবে। অ্যাই!' দলের লোকজনের দিকে তাকাল, 'ভাল করে বাঁধো ওকে। লাশগুলো ফেলে দাও পানিতে।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল হাসাসিনরা। জাহাজের ভিতরে চলে গেল বিশালদেহী। রোজামুণ্ডের কেবিনের সামনে গিয়ে বলল, 'লেডি, লড়াই শেষ হয়েছে। ভালয় ভালয় বেরিয়ে আসুন, নইলে আমি জোর খাটাতে বাধ্য হব।'

কিচ্ছু করার নেই, মেরিকে নিয়ে মাথা নত করে বের হলো রোজামুণ্ড। পাটাতনে পৌঁছে দেখতে পেল রক্তের বন্যা। নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল ও—এসব ওর জন্যই ঘটছে। ওর জন্যই প্রাণ যাচ্ছে মানুষের—প্রথমে সার অ্যাণ্ড্রু প্রাণ দিয়েছেন স্টিপল হলে, এখন সারাসেনরা প্রাণ দিয়েছে জাহাজের পাটাতনে। এ কেমন খেলা খেলছেন ঈশ্বর ওকে নিয়ে!

ভেজা চোখে আল-হাসানের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। হাঁপাচ্ছে সারাসেন আমির, বন্দি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, দেখা যাবার মত বড় কোনও ক্ষত নেই তার শরীরে। হাসাসিনরা শুধু জ্যান্ত অবস্থায় তাকে নিয়ে যাবার নির্দেশ পায়নি, নির্দেশ পেয়েছে সুস্থ শরীরে নিয়ে যাবারও।

একের পর এক লাশ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে নদীর পানিতে। সেদিকে তাকিয়ে হাহাকার করে উঠল রোজামুণ্ড। হাসাসিন নেতাকে বলল, 'অন্যায় করছ তুমি... মস্ত ভুল করছ! আমাকে চুরি করে এনেছিল ওরা, দেখো কী পরিণতি হয়েছে। তোমার কপালেও একই জিনিস জুটবে।'

কোনও জবাব দিল না বিশালদেহী, নীরবে এগোবার ইশারা করল ওকে। মই বেয়ে হাসাসিনদের একটা নৌকায় উঠল রোজামুণ্ড, মেরি আর আল-হাসান। তীরে পৌঁছুনোর পরই ফরাসি সেবিকাকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল হাসাসিনরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝবয়েসী মহিলাটির ভাগ্যে কী ঘটল, তা আর কোনোদিন জানা হলো না রোজামুণ্ডের। সে বঁ

এগারো

আল-জেবেলের শহর

'থামো এবার,' বলল গডউইন। 'সিংহের নখের সামান্য আঁচড় লেগেছে হাতে, আর তুমি কিনা নিজের চুল দিয়ে মুছে দিচ্ছ ওটা! এতটা নিচু করো না নিজেকে। ওঠো, আমাকে একটু পানি দাও।'

উঠে গিয়ে ওর জন্য পানি ঢালল মাসুদা, সঙ্গে একটু মদও মেশাল। ওটা খেতেই শরীর চাঙা হয়ে গেল তরুণ নাইটের, অবশ ভাবটা কেটে গেল শরীর থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়ল।

'বাহ্!' বলল ও। 'কিছুই তো হয়নি দেখছি! সিংহীটা তেমন কোনও ক্ষতিই করতে পারেনি আমার।'

'কিন্তু তুমি করেছ!' হেসে বলল উলফ। 'তলোয়ার গেঁথে দিয়েছ ওর বুকে। সেইন্ট চ্যাডের দিব্যি, আমিও অমন দুঃসাহস দেখাতে পারতাম না।'

'তলোয়ার খাড়া করে ধরে রাখা ছাড়া আমার আর কোনও কৃতিত্ব নেই,' বিব্রত কণ্ঠে বলল গডউইন। 'সিংহীটা নিজেই লাফ দিয়েছে ফলার উপরে। ওটা বের করে আনবে, ভাই? আমি শরীরে শক্তি পাচ্ছি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মরা পশুটার দিকে এগিয়ে গেল উলফ। বুকে পা ঠেকিয়ে টানতে শুরু করল তলোয়ারের হাতল। কাজটা সহজ

www.BanglaBook.org

হলো না, সিংহীর শরীরে গোঁজের মত শক্ত হয়ে আটকে গেছে তলোয়ার। অনেকক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর সফল হলো ও।

ফলা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে ভাইয়ের কাছে ফিরে এল উলফ। বলল, 'আমি একটা আস্ত গাড়ল, বুঝলে? কী ঘুমটাই না দিয়েছি, এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল... অথচ টেরই পাইনি কিছু। মাসুদা ধাক্কাধাক্কি না করলে উঠতেই পারতাম না। চোখ খুলে কেমন বেকুব বনেছি, ভেবে দেখো। এতবড় একটা জানোয়ার মরে পড়ে আছে, তুমি আটকা পড়ে আছ ওটার তলায়... দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছিল না।'

'খামোকা নিজেকে দোষারোপ কোরো না,' নরম গলায় বলল গডউইন। 'ঘুমানোর সুযোগ পেলে আমারও হয়তো একই দশা হতো।' মাসুদার দিকে ফিরল। 'তোমার কী অবস্থা? সিংহীটা কামড়ে ধরেছিল... আহত হওনি?'

মাথা নাড়ল মাসুদা। 'নাহ্। তোমাদের মত আমিও লোহার বক্ষাবরণ পরেছি। ওটায় পিছলে গেছে সিংহীর দাঁত, আলখাল্লাটা শুধু আটকে গিয়েছিল। এসো, ছাল খুলে নিই সিংহীটার; আল-জেবেলকে উপহার দেয়া যাবে।'

'ভাল পরামর্শ,' একমত হলো গডউইন। 'ওটার নখ দিয়ে আমি তোমাকে একটা মালাও বানিয়ে দিতে চাই।'

'ওই মালা আমি অবশ্যই পরব,' কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলল মাসুদা। চোখের দৃষ্টি আবার অন্যরকম হয়ে গেছে। 'তোমার দয়ার চিহ্ন হয়ে থাকবে ওটা আমার কাছে।'

তিনজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছুরি নিয়ে, সিংহীর মৃতদেহ থেকে চামড়া খুলে নিচ্ছে। কাজ শেষ হলে ছোট্ট গুহাটায় ঢুকল উলফ, উত্তেজিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল কয়েক মুহূর্ত পরেই।

'বিশ্বাস করবে কিনা জানি না,' বলল ও, 'ভিতরে আরও সিংহ আছে। অন্ধকারে চোখ জ্বলজ্বল করছে। আমাকে দেখে গর্জন করে উঠল! এসো গডউইন, আরও ক'টা সিংহ শিকার করি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি ওদের মোকাবেলা করতে পারি কি না, তাও প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'বোকামি কোরো না,' চোখ রাঙাল মাসুদা। 'ওগুলো নিশ্চয়ই এই সিংহীর বাচ্চা। খামোকা খুনোখুনি করে লাভ কী? বরং বউ-বাচ্চা খতম হয়ে গেছে দেখলে মদ্দা সিংহটা তাড়া করবে আমাদেরকে। ওটা এসে পড়ার আগেই আমাদের সরে যাওয়া দরকার।'

তাড়াতাড়ি সিংহীর ছালটা ভাঁজ করে তুলে নেয়া হলো খচ্চরের পিঠে, তারপর পথে নামল ওরা। পাঁচ মাইল পেরুলে একটা উপত্যকার দেখা মিলল—ওখানে গাছপালা নেই, তবে জলাশয় আছে। গডউইনের বিশ্রাম দরকার, তাই জলাশয়ের পাড়ে ক্যাম্প করা হলো। সারাদিন এবং সারারাত ওখানে রইল ওরা, পালা করে পাহারা দিল, তবে আর কোনও সিংহের দেখা পেল না। পরদিন ভোর নাগাদ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল আহত নাইট।

নতুন করে শুরু হলো যাত্রা। আঁকাবাঁকা একটা গিরিপথে পৌঁছে গেল ওরা বিকেল নাগাদ। দু'পাশে সুউচ্চ পাহাড়, নীচে রুক্ষ মাটি।

'আল-জেবেলের এলাকায় ঢোকার প্রবেশপথ এটা,' জানাল মাসুদা। 'গিরিপথের মাথায় পাহারাদারদের দুর্গ আছে, ওখানে আজকের রাত কাটাব আমরা। দুর্গ থেকে আল-জেবেলের শহর মাত্র একদিনের পথ।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত এগোল ওরা, তারপর বেরুতে পারল গিরিপথ থেকে। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বিশাল এক দুর্গের দেখা মিলল। দুর্গের লোকজন যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিল, অভিযাত্রীরা ফটকে পৌঁছুতেই সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো। মাসুদাকে বাড়াবাড়ি রকমের সম্মান দেখাল ওখানকার অধিপতি, কৌতূহলী চোখে জরিপ করল দুই ভাইকে; বিশেষ করে সিংহের আক্রমণের ঘটনা

www.BanglaBook.org

শোনার পর। দুর্গের ভিতরে অবশ্য প্রবেশাধিকার মিলল না, তবে আঙিনায় খাটানো তাঁবুতে থাকতে দেয়া হলো ওদেরকে, খাওয়ানো হলো পেট ভরে। রাতে ওখানেই ঘুমাল অভিযাত্রীরা।

পরদিন ভোরে আবার পাহাড়ি পথ ধরে শুরু হলো যাত্রা। মুগ্ধ চোখে চারপাশ দেখল দু'ভাই-বিশাল এক উপত্যকায় এসে ঢুকেছে, সবুজে ঢাকা প্রকৃতি। দু'ঘণ্টা এগোল ওরা, পেরিয়ে এল ছোট ছোট বেশ ক'টা গ্রাম—সবগুলোর সীমানায় রয়েছে ফসলের খেত, কৃষকরা ব্যস্ত চাষাবাদে। সশস্ত্র যোদ্ধাও আছে সবখানে, যে-কোনও গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছুলেই অস্ত্র উঁচু করে ছুটে আসে তারা। এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে মাসুদা, পরমুহূর্তে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয় যোদ্ধারা।

'দেখেছ অবস্থা?' চতুর্থবার থামার পর বলল মাসুদা। 'এদেরকে এড়িয়ে মাসায়েফে পৌঁছুতে পারতে তোমরা? সেজন্যেই সঙ্গে এসেছি আমি, নইলে পাহারাদারদের দুর্গের ওখানেই খুন হয়ে যেতে।'

ঢালু একটা পথ ধরে উঁচু এক পাহাড়ি চাতালে উঠে এল তিন অভিযাত্রী, দেখতে পেল নয়ন-জুড়ানো দৃশ্য। ওদের নীচে রয়েছে বিশাল এক সমভূমি—তাতে বিছিয়ে আছে অগুনতি গ্রাম, গমের খেত, জলপাইয়ের বন আর আঙুর বাগান। সমভূমির মাঝখানে, আনুমানিক পনেরো মাইল দূরে সদর্পে মাথা তুলে রেখেছে বিশাল এক পাহাড়; ওটার চারপাশ প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের ভিতরে রয়েছে শহর—ছোট-বড় নানা আকারের অসংখ্য বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছে ঢালের গায়ে। পাহাড়ের ডগা মালভূমির মত সমতল, সেখানে গাছপালা আর টাওয়ারে ঘেরা ভীমদর্শন এক দুর্গ চোখে পড়ছে। ওটাকে ঘিরে রেখেছে ছোট-বড় আরও অনেকগুলো বাড়ি।

'ওই দেখো পাহাড়ের প্রভু আল-জেবেলের ঘর,' বলে উঠল মাসুদা। 'কপাল ভাল হলে আজ রাতে আমরা ওখানেই ঠাঁই

www.BanglaBook.org

পাব।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'শোনো, তোমাদের সতর্ক করে দেয়া দরকার—ওই দুর্গে বাইরের কেউ ঢুকলে সহজে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। এখনও সময় আছে; চাইলে উল্টো ঘুরে ফিরে যেতে পারি আমরা। ভালমত ভেবে দেখো, যাবে কি যাবে না।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই, মাসুদা,' দৃঢ় গলায় বলল গডউইন। 'আমরা যাব।'

'কেন? খ্রিস্টান ওই মেয়ের জন্য? ভেবেছ জেবেল সাহায্য করবে তোমাদেরকে? আংটি নিয়ে এসেছ বটে; কিন্তু যে-জেবেল এই আংটি দিয়েছিল, সে বহুদিন আগেই মারা গেছে। এখন নতুন এক আল-জেবেল, পুরনো প্রভুর বংশধর, এখানকার রাজা। তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই তোমাদের প্রতি।'

ভুরু কোঁচকাল উলফ। 'এই খবরটা আগে বলোনি কেন?'

'তাতে কি তোমাদের সিদ্ধান্ত বদলে যেত?' জিজ্ঞেস করল মাসুদা।

'তা অবশ্য বদলাতো না। তবু... আমাদেরকে বলা উচিত ছিল তোমার।'

'দেরি এখনও হয়নি, সার উলফ। পায়ে পড়ি, ভালমত ভেবে দেখো পুরো ব্যাপারটা। তোমাদের দিকে যে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে সিনান, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বরং বন্দি করার, কিংবা মৃত্যুদণ্ড দেবার সম্ভাবনাই বেশি। এই এলাকায় আমার কিছুটা ক্ষমতা আছে... জানতে চেয়ো না কীভাবে... ছোটখাট সমস্যা হলে সামাল দিতে পারব, কিন্তু সিনানের বিপক্ষে তোমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারব না কিছুতেই। কারণ সে আমার প্রভু, আমি তার দাসী।'

'তোমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই,' বলল গডউইন। 'লোকটা সালাদিনের শত্রু, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্যই হয়তো সাহায্য করবে

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে।'

'হ্যাঁ, সালাদিনের সঙ্গে চরম শক্রতা আছে তার,' স্বীকার করল মাসুদা। 'কিন্তু যে-ধরনের সাহায্য সে করবে, তা না নিলেই ভাল করবে তোমরা।' আকুতি প্রকাশ পেল ওর গলায়। 'শেষবারের মত ভেবে দেখো... আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ো না!'

'এই আবেগই আমাদের সম্বল, মাসুদা,' গম্ভীর গলায় বলল গডউইন। 'আবেগের জন্যই এতদূর এসেছি; আবেগের কারণেই কথা দিয়েছি চাচাকে—তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করব। এখন আর পিছিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। দয়া করে আর বাধা দিয়ো না, নিয়ে চলো আমাদেরকে আল-জেবেলের কাছে।'

হার মানল মাসুদা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বেশ, আর জোরাজুরি করব না। লক্ষ্য-পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তোমরা, তা থেকে বিচ্যুত করতে চাই না। নিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে। কিন্তু তার আগে কয়েকটা পরামর্শ দিতে চাই। শহরে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আরবীতে কথা বোলো না, ভান কোরো যেন বোঝোই না ভাষাটা। পানি ছাড়া আর কিছু পান কোরো না ওখানে। প্রভু সিনান তাঁর অতিথিদেরকে অদ্ভুত মদ দেন, ও-জিনিস পেটে পড়লে মাথা ঠিক থাকে না। এমন কিছু করে বা বলে বসতে পারো, যার জন্য প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'চিন্তা কোরো না,' হালকা গলায় বলল উলফ। 'পানি ছাড়া আর কিছু মুখে দেয়ার ইচ্ছে নেই আমাদের এমনিতেই। এক জীবনের জন্য বিষাক্ত মদ যথেষ্ট খেয়ে ফেলেছি।' ক্রিসমাসের সন্ধ্যার স্মৃতি ফিরে এসেছে মনে।

'শুনে খুশি হলাম,' বলল মাসুদা। 'সার গডউইন, তোমার ওই আংটিটার ব্যাপারে একটা কথা আছে। ওটার কথা ভুলেও উচ্চারণ কোরো না শহরে; আল-জেবেলকেও দেখানোর প্রয়োজন নেই।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু কেন?' বিস্মিত হলো গডউইন। 'ওটাই তো আমাদের পরিচয়... আল-জেবেলের কাছে পাঠানো আমাদের চাচার চিহ্ন।'

'আগেই তো বলেছি, সেই আল-জেবেল আর নেই,' বলল মাসুদা। 'নতুন আল-জেবেল ওটার মূল্য দেবে না। তা ছাড়া...' একটু ইতস্তত করল ও, 'যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, ওটা এ-রাজ্যের শাসকের নামাঙ্কিত সিলমোহর। আংটির গায়ে যে-সব খোদাই আছে, তা বিশেষ একদল মানুষ ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস; যদি সঙ্গে রাখতে পারো, বিপদের সময় অনেক কাজে দেবে। সিনানের চোখ পড়লে ওটা নিঃসন্দেহে কেড়ে নেবে তোমার কাছ থেকে।'

'আরেকটু বুঝিয়ে বলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদা। 'এ-জিনিস কেবল রাজার কাছে থাকে, বুঝলে? এই আংটির মালিকের জন্য রাজ্যের সমস্ত দুয়ার খোলা। একটার বেশি থাকার কথা নয়, সেটাই নিয়ম। পুরনো জেবেল নিজেরটা বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কখনও আর দেখতে পাবেন বলে ভাবেননি বোধহয়। নিশ্চয়ই আরেকটা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন নিজের জন্য। কেউ তা জানে না, আমিও তোমারটা না দেখলে জানতে পারতাম না। ঝামেলা দেখা দিলে, এটার সাহায্যে অনেক কাজ হাসিল করতে পারব আমরা। কিন্তু যদি ফাঁস হয়ে যায় যে, দুটো আংটি আছে; তা হলে বিশাল বিপদে পড়ে যাবে তোমরা। বোঝাতে পেরেছি ব্যাপারটা?'

মাথা ঝাঁকাল দুই নাইট।

'শেষ কথা,' যোগ করল মাসুদা, 'আমার উপর থেকে আস্থা হারিয়ো না কখনও। যদি কোনও কাজে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবুও না। জেনো, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই সব করছি আমি। জানি, একটু বেশিই দাবি করে বসছি, কিন্তু না করেও পারছি না। এমনিতেই অনেক শপথ আর নির্দেশনা ভঙ্গ করে ফেলেছি ইতোমধ্যে, এর জন্য মৃত্যুদণ্ড পাওনা হয়ে গেছে। তারপরও যা

www.BanglaBook.org

ঠিক, তা-ই করব আমি। না, ধন্যবাদ জানিয়ো না, তার কোনও দরকার নেই। আমি তো স্রেফ এক দাসী, কারও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য নই।'

'কার দাসী তুমি?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

'পাহাড়ের প্রভুর।' মলিন হাসি ফুটল মাসুদার ঠোঁটে। 'চলো, এগোই। আর দেরি করে লাভ নেই।' ঘোড়া ছোটাল ও নীচের সমভূমির উদ্দেশে।

সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিল না দু'ভাই। উলফের দিকে তাকিয়ে গডউইন বলল, 'ওর কথাবার্তার আগা-মাথা পাচ্ছি না। কী বোঝাতে চাইল, বলো তো? আমাদের জন্য প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে?'

'কী জানি, ভাই!' কাঁধ ঝাঁকাল উলফ। 'চোখে ধুলো দেবার জন্যে এতকিছু বলছে কি না, তা-ই বা কে জানে! খামোকা এ-নিয়ে মাথা ঘামাবার মানে হয় না। কপালে যা আছে, তা-ই হবে। চলো।'

'হুম, ঠিকই বলেছ।'

ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল দু'জনে। অনুসরণ করল মাসুদাকে।

সমভূমি পেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা, সন্ধ্যার আগেভাগে পৌঁছে গেল শহরের বাইরের দেয়ালে। প্রাচীর ঘেঁষে খোঁড়া হয়েছে চওড়া পরিখা, পানির ওপারে রয়েছে বিশাল এক প্রবেশদ্বার, পরিখার এ-পাশে প্রহরীদের দুর্গ। ওরা থেমে দাঁড়াতেই একদল অশ্বারোহী রক্ষী উদয় হলো, কথা বলল মাসুদার সঙ্গে। তাদেরকে সন্তুষ্ট করতেই নেমে এল ড্র-ব্রিজ, খুলে গেল শহরের প্রবেশদ্বার। ভিতরে প্রবেশ করল তিনজনে।

প্রায় খাড়া একটা রাস্তা ধরে এগোল ওরা। দু'পাশের বাড়িঘরের বারান্দায় কৌতূহলী মুখের ভিড় জমল—গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে নবাগতদেরকে। এই রাস্তার শেষ মাথায় আরেকটা তোরণের দেখা মিলল—ওটার উপরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সশস্ত্র আরেকদল প্রহরী। আরেক দফা বাক্যবিনিময় হলো মাসুদা আর প্রহরীদের মাঝে, তারপর খুলে গেল এ-ফটকও। শহরের মূল অংশে পা রাখল অভিযাত্রীরা।

এতক্ষণে জায়গাটার আসল সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। পাহাড়টা পুরোপুরি নিরেট নয়, বিশাল এক খাদ আছে শহরের বাড়িঘর আর প্রধান দুর্গের মাঝখানে... ভীষণ গভীর। ওটার তলা দিয়ে বইছে প্রমত্তা নদী। সমতল অংশটা নানা রকম গাছপালা আর বাগানে ছাওয়া, চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা পাথরের সেতু দেখা গেল খাদের মাঝখানে, চওড়ায় খুব বেশি হলে তিন কদম, দৈর্ঘ্য দুইশ গজের কম নয়—ওটা পেরিয়ে পৌঁছুতে হবে দুর্গে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শুরু হলো দুই নাইটের, কোনোরকমে পা হড়কালে নদীতে আছড়ে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর শিকার হবে।

'এগোও, ভয়ের কিছু নেই,' বলল মাসুদা। 'উচ্চতাভীতি নেই আগুন আর ধোঁয়ার, ভালমত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ওদেরকে। খচ্চরদুটোকে নিয়ে আমি পিছনে থাকছি।'

চেহারায় নির্বিকার একটা ভাব ফোটাল গডউইন। আগুনের ঘাড় চাপড়ে দিল। সঙ্কেত পেয়ে এগোতে শুরু করল ঘোড়াটা, উলফকে নিয়ে পিছু পিছু এগোল ধোঁয়া। খচ্চরদুটোও নির্ভয়ে হাঁটল, ঝামেলা করল কেবল মাসুদার ঘোড়া। কয়েক কদম পিছাল, মাথা নাড়ল জোরে জোরে, ঘাবড়ে গেছে ওটা। পাছায় চাবুক মেরে জন্তুটাকে বশ করল মাসুদা, বাধ্য করল সেতুর উপর দিয়ে এগোতে। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে খাদের অপর প্রান্তে পৌঁছুল সবাই।

দুর্গের ফটক খোলা, ওটা পেরিয়ে বিশাল এক আঙিনায় পা রাখল অভিযাত্রীরা। সামনেই দুর্গের মূল ভবন, ভীতিকর চেহারা। সাদা আলখাল্লা পরা এক কর্মকর্তা এসে অভিবাদন জানাল ওদেরকে। সঙ্গে ভৃত্য নিয়ে এসেছে; সওয়ারীদেরকে ঘোড়ার পিঠ

www.BanglaBook.org

থেকে নামতে সাহায্য করল তারা, মালপত্র নামাল, পশুগুলোকে নিয়ে গেল আস্তাবলে। অভিযাত্রীদেরকে পথ দেখিয়ে অতিথিশালায় নিয়ে গেল কর্মকর্তা। বড়সড় একটা কামরায় ঠাঁই পেল গডউইন আর উলফ, ওদের মালপত্র পৌঁছে দেয়া হলো ওখানে। পরদিন দেখা করবে—কথা দিয়ে কর্মকর্তার সঙ্গে চলে গেল মাসুদা।

কামরার ভিতরে নজর বোলাল উলফ। দেয়ালে ঝোলানো প্রদীপের আলোয় অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়নি, কোনায় কোনায় জমাট বেঁধে আছে কালচে ছায়া। অশুভ পরিবেশ। বলল, 'এখানে থাকার চেয়ে মরুভূমিতে সিংহের আস্তানাও অনেক ভাল।'

কথাটা বলতে না বলতেই দরজার পর্দা সরে গেল, সুন্দরী কয়েকটা মেয়ে ঢুকল রেকাব নিয়ে—তাতে নানা পদের সুস্বাদু খাবার। মেঝেতে নামিয়ে রাখা হলো সব, হাসি আর ইশারায় অনুরোধ করা হলো খেতে বসার জন্য। বসল দু'ভাই। সুগন্ধী পানির সাহায্যে ওদের হাত ধুইয়ে দিল দাসীরা, তারপর গান গাইতে শুরু করল। যতক্ষণ ওরা খাওয়াদাওয়া করল, ততক্ষণই চলল এই গান—অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য অদ্ভুত এক ব্যবস্থা। খারাপ লাগল না নাইটদের, গানের সুর আর গলা... দুটোই ভাল। খাবারও চমৎকার। আগে কখনও এমন খাবার দেখেনি বটে, কিন্তু স্বাদের তুলনা হয় না। পেট ভরে খেলো ওরা। খাওয়া শেষে মদ দিতে চাইল দাসীরা, কিন্তু রাজি হলো না দু'ভাই। মাসুদার সতর্কবাণীর কথা ভোলেনি। তাই শুধু পানি চাইল।

খাওয়া শেষ হলে থালাবাসন নিয়ে গেল দাসীর দল, এরপর উদয় হলো কাফ্রি কিছু দাস। গোসলখানায় নিয়ে গেল ওদেরকে। সে-ও এক এলাহী কারবার। এমন গোসলখানা আগে কখনও দেখেনি দুই ভাই। পালাক্রমে গরম আর ঠাণ্ডা পানি নিয়ে গা ধুইয়ে দেয়া হলো ওদের, তোয়ালে দিয়ে পানি মোছার পর মেখে দেয়া হলো সুগন্ধী আতর; সবশেষে পরিষ্কার, ধবধবে সাদা দুটো

www.BanglaBook.org

আলখাল্লা পরতে দেয়া হলো। কামরায় ফিরে নাইটরা দেখল, বিছানা পাতা হয়েছে। যাত্রার ধকলে ক্লান্তি ভর করেছে শরীরে, তাই দেরি না করে শুয়ে পড়ল ওরা। তখুনি বাইরে থেকে ভেসে এল সুমধুর সঙ্গীত, তা শুনতে শুনতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল দু'জনে।

সকালে যখন চোখ মেলল ওরা, তখন সূর্য উঠে গেছে। কামরার উঁচু জানালা গলে ভিতরে ঢুকছে রোদ।

বড় করে হাই তুলল উলফ। ভাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'কেমন ঘুম হলো?'

'মন্দ না,' বলল গডউইন। 'কিন্তু স্বপ্ন দেখেছি—রাতভর অনেক মানুষ আসা-যাওয়া করেছে কামরার ভিতর। চুপচাপ যেন দেখেছে আমাকে।'

'আমিও দেখেছি,' উলফ বলল। 'তবে ওটা স্বপ্ন ছিল বলে মনে হয় না। গায়ের উপর একটা কম্বল দেখতে পাচ্ছি... ঘুমাতে যাবার সময় এ-জিনিস ছিল না।'

এতক্ষণে খেয়াল করল গডউইন—ওর গায়েও একটা কম্বল রয়েছে। ভোরে সম্ভবত ঠাণ্ডা পড়েছিল, তখন কেউ এসে বিছিয়ে দিয়েছে ওদের গায়ে।

'জাদুর প্রাসাদের কথা গল্পে পড়েছি,' হালকা গলায় বলল ও। 'মনে হচ্ছে এবার বাস্তবে একটার খোঁজ পেয়ে গেছি।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল উলফ। 'এই আদর-যত্ন কতক্ষণ থাকবে, সেটাই প্রশ্ন।'

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল দু'ভাই। হাত-মুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে পোশাক পাল্টাল। একটু পরেই সুন্দরী দাসীর দল উদয় হলো নাশতা নিয়ে। খাওয়া শেষে ওদের কাছে ইশারায় ন্যাকড়া চাইল নাইটরা—বর্ম পরিষ্কার করবে। কথাটা বোঝাতে একটু বেগ পেতে হলো; আরবী বলার উপায় নেই, না বোঝার ভান করতে হচ্ছে; ইশারা-ইঙ্গিতই ভরসা। ওদের চাহিদা বুঝতে পেরে

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে গেল এক দাসী, একটু পর ফিরে এল বর্ম পরিষ্কারের সরঞ্জাম নিয়ে। না, শুধু ন্যাকড়া আনেনি; সঙ্গে তেলও নিয়ে এসেছে। কামরা ছাড়ার নাম করল না দাসীরা, অগত্যা ওদের সামনেই নিজেদের বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র বের করল দুই ভাই, তেল আর ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে চকচকে করে তুলল। ওদেরকে সাহায্য করল দাসীরা।

কাজ করতে করতে শুনতে পেল উলফ আর গডউইন, ওদেরকে নিয়ে আলোচনা করছে মেয়েগুলো। আরবী বোঝে না বলে ভাবছে, কথা বলছে নিশ্চিন্ত মনে।

'কী সুপুরুষ, দেখেছিস?' বলল একজন। 'এমন স্বামী পেলে নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবতাম। সমস্যা একটাই—দু'জনেই ফ্র্যাঙ্ক... বিধর্মী।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছিস,' একমত হলো আরেকজন। 'অবশ্য... কল্পনা করতে তো দোষ নেই। চেহারা দেখে যমজ মনে হচ্ছে, তারপরও পার্থক্য আছে দু'জনের মধ্যে। তুই কাকে পছন্দ করতিস?'

শুরু হয়ে গেল হাসি-ঠাট্টা। ওদের কথাবার্তা শুনে কান লাল হয়ে উঠল দুই ভাইয়ের, অনেক কষ্টে সামলাল নিজেদেরকে।

এক পর্যায়ে এক দাসী বলল, 'বড়ই অন্যায়, মাসুদা এদেরকে মালিকের জালের মধ্যে এনে ফেলেছে। অন্তত... সতর্ক তো করে দিতে পারত!'

'মাসুদার মধ্যে দয়ামায়া বলে কিছু আছে নাকি!' বলল আরেকজন। 'পুরুষদেরকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ও। তবে... কাউকে যদি ভালবেসে ফেলে, তা একটা দেখার মত দৃশ্য হবে। জান যাবে বেচারার। আমি জানি না, কোন্‌টা বেশি ভয়ঙ্কর—মাসুদার ঘৃণা, নাকি ভালবাসা?'

'অ্যাই, এরা গুপ্তচর নয় তো?' বলল প্রথমজন।

'হবার সম্ভাবনাই বেশি। বোকার দল! গুপ্তচরের দেশে এসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তচরগিরি করার কথা কেবল বেকুবের মাথাতেই আসবে। এরচেয়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে লড়াই করে মরলেই ভাল করত। নাইটদের তো ওটাই আসল কাজ! কী যে ঘটবে ওদের কপালে, কেউ বলতে পারিস?'

'যা সবসময় ঘটে! শুরুতে ভাল সময় কাটাবে, এরপর নরকযন্ত্রণা! ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হবে, কিংবা হাতে তুলে দেয়া হবে বিষের পেয়ালা। চেহারাসুরতে তো ভাল বংশের ছেলে মনে হচ্ছে; কয়েদখানায় আটকে মুক্তিপণও চাওয়া হতে পারে। যা-ই ঘটুক, মাসুদা খুব অন্যায় করেছে ওদেরকে এখানে এনে। আসলে হয়তো গুপ্তচর নয় এরা, স্রেফ সাধারণ মুসাফির—আমাদের শহর দেখতে চেয়েছে।'

ঠিক তখুনি পর্দা ঠেলে কামরায় প্রবেশ করল মাসুদা। সাদা রঙের একটা আলখাল্লা পরেছে—বাম বুকের উপর লাল সুতোয় করা ছুরির নকশা। সুন্দর কালো চুল ঢাকা পড়ে আছে মাথায় দেয়া ঘোমটায়। গোসল-টোসল করে এসেছে সম্ভবত, চেহারায় অদ্ভুত এক কমনীয়তা খেলা করছে। ওকে এত সুন্দর লাগেনি কখনও আগে।

'সুপ্রভাত, ব্রাদার পিটার এবং জন,' ফরাসিতে অভিবাদন জানাল মাসুদা। ভুরু কোঁচকাল সঙ্গে সঙ্গে। দুই নাইটের কোলের উপর রাখা তলোয়ারের উপর দৃষ্টি আটকে গেছে। 'কী করছ তোমরা, জানতে পারি? এ কি তীর্থযাত্রীর জন্য মানানসই?'

উঠে দাঁড়িয়ে ওকে সম্মান দেখাল দু'ভাই। উলফ বলল, 'অন্য জায়গার কথা জানি না, তবে এই *পবিত্র* শহরের তীর্থযাত্রীর জন্য মানানসই তো বটেই।'

মাসুদাকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠল দাসীরা, ভয় পায় ওকে। ওদের হাত থেকে বর্ম কেড়ে নিল মেয়েটা, রাগী গলায় বলল, 'যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে এগুলো, আর দরকার নেই। কেন এখানে বসে আছ, তা আমি বুঝি না? বেফাঁস কথাবার্তা ছেড়ে এখন

www.BanglaBook.org

থেকে কাজে মন দেয়ার অভ্যেস করো। যাও, অতিথিদেরকে পরিয়ে দাও এসব।'

তাড়াতাড়ি দুই নাইটকে বর্ম পরাতে শুরু করল দাসীরা। কিন্তু ওদের কাজে সন্তুষ্ট হলো না মাসুদা। চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, করছ কী? ওটা তো সাদা চুলের নাইটের বক্ষাবরণ! বুঝেছি, কোনও কাজ হবে না তোমাদের দিয়ে। সরো, আমিই পরিয়ে দিচ্ছি ওঁকে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দাসীরা। তাতে পাত্তা না দিয়ে গডউইনের দিকে এগোল মাসুদা। ওকে বর্ম পরাল, উপর দিয়ে পরিয়ে দিল তীর্থযাত্রীর আলখাল্লা। উলফও ততক্ষণে পরে নিয়েছে নিজেরগুলো।

'হয়েছে,' দু'পা পিছিয়ে বলল মাসুদা। 'সত্যিকার তীর্থযাত্রীর মত লাগছে তোমাদের। যা হোক, খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রভু...' মাথা ঝোঁকাল ও সম্মানের সঙ্গে, দেখাদেখি দাসীরাও, '...একঘণ্টা পর দেখা কর'বেন তোমাদের সঙ্গে। তার আগ পর্যন্ত প্রাসাদের বাগানে ঘুরতে পারো তোমরা। জায়গাটা খুব সুন্দর।'

রাজি হলো দুই ভাই, ওদেরকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল মাসুদা। হাঁটতে হাঁটতে ফিসফিসাল, 'মদ আর আংটির ব্যাপারে যা বলেছি, মনে রেখো। কিছুতেই মদ মুখে দিয়ো না। যদি মাতাল হয়ে পড়ো, কিংবা অজ্ঞান হও, তোমাদের শরীর-তল্লাশির সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা। পেয়ে যাবে আংটিটা। ফলাফল তো জানো! আর হ্যাঁ, আমার সঙ্গে সাধারণ বিষয় ছাড়া আর কিছু নিয়ে আলাপ কোরো না।'

করিডোর পেরুলে বর্শা হাতে একদল প্রহরীর দেখা পাওয়া গেল। কোনও কথা বলল না তারা, নিঃশব্দে অনুসরণ করল অতিথিদেরকে। প্রথমে আস্তাবলে গেল দু'ভাই, আগুন আর ধোঁয়ার অবস্থা দেখতে। প্রথম দর্শনেই বুঝল, ভালমত খাওয়ানো হয়েছে ঘোড়াদুটোকে; পরিচর্যাও করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের দেখাশোনার কয়েকজন সহিসও ঘোরাফেরা করছে আস্তাবলের ভিতর। ঘোড়ার দুই মালিকের দেখা পেয়ে সালাম ঠুকল লোকগুলো।

আস্তাবল থেকে বাগানে গেল দুই নাইট। সত্যিই এক মনোরম জায়গা ওটা। চেনা-অচেনা হাজারো গাছ লাগানো হয়েছে ওখানে, রয়েছে রঙ-বেরঙের হরেক রকম ফুল। একপ্রান্তে রয়েছে ছোট এক জলধারা, উঁচু-নিচু পাথরের উপর দিয়ে জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ছে, পানির মিহি কণা উড়ছে বাতাসে। গাছের ডালে বাসা বাঁধা নানা জাতের পাখি কলরব করছে সর্বক্ষণ। হাঁটতে হাঁটতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল উলফ আর গডউইন। ভুলে গেল সময়ের কথা, ভুলে গেল দায়িত্বের কথা। সংবিৎ ফিরে পেল নিচু একটা দেয়ালের সামনে পৌঁছে। দেয়ালের ঠিক ওপাশে সেই পাহাড়ি খাদ, যেটার উপর দিয়ে গতকাল ওরা এসেছে।

'খাদটা আমাদের মূল শহরকে ঘিরে রেখেছে,' জানাল মাসুদা। 'প্রাকৃতিক এক পরিখা বলতে পারো। সেতুটা আগলে রাখলে কেউ এ-পারে আসতে পারবে না।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে চমৎকার একটা রক্ষণাত্মক অবস্থান।'

'চলো ফিরি,' বলল মাসুদা।

অন্য একটা পথে দুর্গে ফিরে এল ওরা। বড়-সড় এক বৈঠকখানায় দুই ভাইকে নিয়ে গেল মাসুদা। ওখানে বারোজন সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে—নবাগতদেরকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল; চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাসুদা, একটু পর ফিরে এসে অনুসরণ করতে বলল ওকে। নতুন একটা করিডোর ধরে এগোল উলফ আর গডউইন। সেটার শেষ মাথায় রয়েছে একটা বড় দরজা, সামনে দু'জন প্রহরী। নাইটরা এগোতেই দরজা খুলে ধরল তারা, পর্দা সরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল। একসঙ্গে বিশাল এক হলঘরে পা ফেলল দু'জনে, স্ট্যানগেট মঠের প্রার্থনাকক্ষও এত বড় নয়। মেঝেতে উবু হয়ে থাকা অসংখ্য মানুষ দেখা গেল—শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। ওদেরকে পেরিয়ে হলঘরের শেষ প্রান্তে গেল ওরা, জায়গাটা সংকীর্ণ হয়ে নতুন একটা প্যাসেজে মিশেছে। এখানে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছে রুক্ষ চেহারার, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধা ভয়ঙ্করদর্শন একদল লোক। উলফ আর গডউইন পরে জানতে পেরেছিল—এরা হচ্ছে *ফেদাই*, বা শপথবদ্ধ হাসাসিন... সোজা কথায় জাত-খুনি; সরাসরি আল-জেবেলের অধীনে কাজ করে।

কেউ বাধা দিল না, করিডোর পেরিয়ে নতুন একটা দরজার সামনে পৌঁছুল অভিযাত্রীরা, সেটা খুলে গেলে সূর্যালোকে আলোকিত এক উন্মুক্ত টেরাসে পৌঁছুল। চারপাশে কোনও দেয়াল নেই এখানটায়, পুরো কাঠামোটা ঝুলছে পাহাড়ি খাদের উপরে। কানে ভেসে আসছে প্রমত্তা নদীর স্রোতের গর্জন। টেরাসের ধারে, ডানে-বাঁয়ে দাড়িঅলা বেশ কিছু বৃদ্ধ উপবিষ্ট—মাথা নিচু করে রেখেছেন সবাই; সংখ্যায় মোট বারোজন। জানা গেল, এরা হলেন *দাইস্*, মানে রাজার উপদেষ্টা।

টেরাসের মাথায় অপূর্ব কারুকাজ খচিত একটা কাঠের মঞ্চ আছে, ওটাকে পাহারা দিচ্ছে দৈত্যকায় দুই দেহরক্ষী—পরনের সাদা পোশাকের বুকে লাল ছুরির নকশা। তাদের মাঝখানে নরম এক গদি, তাতে বেঢপ একটা কালো আকৃতি শুয়ে আছে। প্রথমে বুঝতে পারল না উলফ আর গডউইন, ছায়া থেকে উজ্জ্বল রোদে আসায় চোখে ধাঁধা লেগে রয়েছে। একটু পর খেয়াল করল—চোখ পিটপিট করছে আকৃতিটা। ওটা আসলে মানুষ!

ভীষণ মোটা লোকটা, তার ভারে দেবে রয়েছে গদি। গায়ের রঙ কালো, পরেছেও কালো একটা আলখাল্লা; মাথায় কালো পাগড়ি। বুকের উপর জ্বলজ্বল করছে একটা লাল রঙের পাথর। গা শিরশির করে উঠল দুই নাইটের, কেমন যেন অশুভ দ্যুতি

www.BanglaBook.org

ছড়াচ্ছে এই কৃষ্ণবরণ মানুষটা। চেহারা বীভৎস, শারীরিক আকৃতিও মানুষের বলে মনে হয় না। যেভাবে বসে আছে, তাতে মনে হচ্ছে একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপ... যে-কোনও মুহূর্তে ছোবল মারবে।

যেন মৃত্যুদূতের সামনে উপস্থিত হয়েছে ওরা!

বারো

মৃত্যুর প্রভু

দ্রুত পা চালিয়ে সামনে এগিয়ে গেল মাসুদা, মঞ্চের সামনে প্রায় শুয়ে পড়ল সম্মান দেখাতে গিয়ে। কিন্তু নড়ল না উলফ-গডউইন, হতবাক চোখে তাকিয়ে আছে গদিতে বসা মাংসের তালের দিকে। সে-ও কৌতূহলী চোখে দেখছে ওদেরকে।

একটু পর লোকটার মৃদু ইশারা পেয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদা, দুই নাইটের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'বিদেশিরা, তোমরা আমার মালিক সিনান, মানে মৃত্যুর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছ। হাঁটু গেড়ে বসো, সম্মান দেখাও ওঁকে।'

শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল দু'ভাইয়ের, এই দস্যুসর্দারের সামনে হাঁটু গাড়তে আত্মসম্মানে বাধছে। কপালের কাছে হাত তুলে সালাম জানাল তাকে, এর বেশি কিছু করতে রাজি নয়।

এবার কালো পাগড়ি আর আলখাল্লার মাঝখান থেকে ফাঁপা একটা কণ্ঠ বেরিয়ে এল। আরবীতে জিজ্ঞেস করল, 'এরাই কি আমাকে সিংহের চামড়াটা উপহার দিয়েছে? ভাল, ভাল! তারপর? কী চাও তোমরা, ফ্র্যাঙ্ক?'

www.BanglaBook.org

'প্রভু,' সসম্ভ্রমে বলল মাসুদা, 'এরা সেই ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আমাদের ভাষা জানে না।'

'বেশ,' মাথা দোলাল আল-জেবেল, 'তা হলে তুমিই ওদের আর্জি শোনাও।'

'জী প্রভু। আপনি হয়তো জনৈক নাইটের কথা শুনে থাকবেন—তিনি আপনার পূর্বসূরির জীবন বাঁচিয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে।'

'হ্যাঁ, অমন এক নাইটের কথা শুনেছি বটে,' বলল আল-জেবেল। 'ডার্সি তার নাম। ঢালের উপর পরিবারের প্রতীক খোদাই করা ছিল তার—একটা মড়ার খুলি।'

'এই দুই ভাইয়ের নামও ডার্সি; আপনার কাছে এসেছে সালাদিনের বিপক্ষে সাহায্য চাইতে।'

মহান সুলতানের নাম কানে যেতেই নড়েচড়ে উঠল মাংসের তাল। ঘাড় থেকে মাথাটা উঁচু হলো একটু।

'কীসের সাহায্য? কেন?' জানতে চাইল সে।

'প্রভু, এদের ঘর থেকে এদেরই বোনকে চুরি করে এনেছে সালাদিন। এই নাইটেরা তাকে উদ্ধার করার জন্য আপনার সাহায্য চায়।'

আল-জেবেলের চোখজোড়ায় আগ্রহ ফুটল। 'হ্যাঁ, এ-ঘটনা আমার কানে এসেছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে আল-জেবেলের চিহ্ন কোথায়? আমার পূর্বসূরি তাঁর বন্ধু ডার্সিকে একটা মহামূল্যবান আংটি দিয়েছিলেন। কোথায় সে-পবিত্র আংটি, যা তিনি আবেগের বশে হাতছাড়া করেছিলেন?'

দু'ভাইয়ের দিকে ফিরে কথাটা অনুবাদ করে শোনাল মাসুদা। ওর চোখের নীরব ইশারা বুঝতে অসুবিধে হলো না দু'ভাইয়ের, সতর্কবাণীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাই উলফ বলল, 'দুঃখিত, আংটি নেই আমাদের সঙ্গে। সালাদিনের সৈন্যদের হাতে খুন হয়েছেন আমাদের চাচা... আল-জেবেলের বন্ধু। আংটি দেবার

www.BanglaBook.org

সময় পাননি। মরার আগে আমাদেরকে এখানে আসবার কথাটুকু যে বলতে পেরেছেন, তা-ই ঢের।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকে গেল আল-জেবেলের। মাসুদাকে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, ওদের কাছে আংটিটা আছে। সেজন্যেই তুমি যখন বৈরুত থেকে এদের ব্যাপারে খবর পাঠালে, তখন ওদেরকে এখানে নিয়ে আসবার নির্দেশ দিয়েছি। আল-জেবেলের আংটি দুনিয়ায় দুটো থাকা উচিত নয়, সেটা আমার পূর্বসূরিও জানতেন। মরার আগে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, পারলে ওঁর বন্ধুর কাছ থেকে ওটা ফিরিয়ে আনতে। আংটিটা আমার চাই, মাসুদা! দুই নাইটকে বলো, দেশে গিয়ে ওটা নিয়ে আসতে। তারপর আমার সাহায্য পাবে ওরা।'

মাসুদা কথাটা অনুবাদ করতেই গডউইন বলল, 'আমাদের দেশ তো বহুদূরে, হে প্রভু!' তোয়াজ করতে শুরু করেছে। 'তা ছাড়া ফিরে গেলেই যে আংটিটা খুঁজে পাবো, তার নিশ্চয়তা কী? চাচা ওটা কোথায় রেখে গেছেন, কে জানে! দয়া করে আমাদেরকে এতদূরে পাঠাবেন না, শক্তিমান। সালাদিনের বিপক্ষে সুবিচার দিন আমাদেরকে—বোনকে উদ্ধার করে দিন। তারপর নাহয় আংটির খোঁজে বেরুব।'

'সালাদিনকে উচিত শিক্ষা দেবার চেষ্টা আমি বহুদিন থেকেই করছি,' বিরক্ত গলায় বলল আল-জেবেল। 'কিন্তু আজ পর্যন্ত সফল হইনি। ঠিক আছে, একটা প্রস্তাব দিচ্ছি—ওর মাথা কেটে নিয়ে এসো... কিংবা নিদেনপক্ষে খুন করো ওকে; কীভাবে কী করতে হবে সব শিখিয়ে দেব আমি। যদি সফল হতে পারো, তা হলে ওই মেয়েকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য পাবে আমার।'

ভাইয়ের দিকে তাকাল উলফ। তিক্ত গলায় ইংরেজিতে বলল, 'এ-ব্যাটা আমাদেরকে লেজে খেলাচ্ছে। রোজামুণ্ডকে উদ্ধারের টোপ দেখিয়ে পাঠাতে চাইছে সালাদিনকে খুন করার জন্য! যত্তসব! খামোকা এখানে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

www.BanglaBook.org

চলো যাই।'

ওর কথায় সাড়া দিল না গডউইন, মাথায় চিন্তার ঝড়। আল-জেবেলকে কী বলবে, তা নিয়ে ভাবছে। ও মুখ খোলার আগেই নতুন একজন মানুষ উদয় হলো টেরাসে। হাঁটু গেড়ে সেজদার ভঙ্গিতে চলে গেল সে, সম্মান দেখাল; তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল প্রভুর কাছে।

'কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?' জানতে চাইল সিনান।

'প্রভু, ওই জাহাজটার খবর নিয়ে এসেছি,' বলল নবাগত। 'আপনি যা চেয়েছিলেন, তা করা হয়েছে।' এরপর নিচু গলায় হড়বড় করে একগাদা কথা বলল সে, তার কিছুই বুঝতে পারল না দুই ভাই।

চুপচাপ সব শুনল সিনান। তারপর বলল, 'ফেদাইদেরকে আসতে বলো। ওদের মুখেও পুরো ঘটনা শুনতে চাই আমি। আর হ্যাঁ... বন্দিদেরকেও নিয়ে এসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে চলে গেল লোকটা।

আল-জেবেলের কাছাকাছি বসা এক দাইস মুখ খুললেন এবার। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ফ্র্যাঙ্কদেরকে নিয়ে কী করা হবে, প্রভু? আপনার ইচ্ছে কী?'

কুঁতকুতে চোখে দুই নাইটের উপর নজর বোলাল সিনান, মনস্থির করতে চাইছে ওদের ব্যাপারে। নিজের অজান্তেই একটু কেঁপে উঠল উলফ আর গডউইন। লোকটার মনে কী খেলা করছে, কে জানে! এখুনি হয়তো ওদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে বসবে।

কয়েক মুহূর্ত পর নিজের সিদ্ধান্ত জানাল সিনান। 'আপাতত এখানেই থাকুক ওরা। কোনও বিষয়ে খটকা লাগলে জিজ্ঞেস করে নিতে পারব।'

নীরবতা নেমে এল টেরাসে। কেউ কোনও কথা বলছে না। গদির উপর আধ-শোয়া হয়ে পড়েছে হাসাসিন-অধিপতি, চোখ

www.BanglaBook.org

বন্ধ করে ফেলেছে। তা দেখে মুখে যেন খিলি এঁটেছে দাইস-রা, পাছে প্রভুর আরামে ব্যাঘাত হয়। অস্বস্তি বোধ করল দুই নাইট, বোকার মত ওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। ইশারায় ওদের শান্ত থাকতে বলল মাসুদা, আল-জেবেলকে বিরক্ত করা যাবে না। তাই নির্বিকার হবার চেষ্টা করল উলফ আর গডউইন, যদিও তাতে খুব একটা লাভ হলো না। বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রি একটা কিছু ঘটবে।

নৈঃশব্দ্য ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠল। থমথমে পরিস্থিতি—কুৎসিতদর্শন নেতা, আর মূর্তির মত বসে থাকা উপদেষ্টাদের দিকে তাকিয়ে ঘামতে শুরু করল দু'ভাই। শুধু গরমে নয়, ভয়েও। গডউইনের মনে হলো, ওর বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা আংটিটা দেখে ফেলবে কেউ; তারপরই গলায় ছুরি চালানো হবে। উলফের ইচ্ছে হলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে, তাতে যদি এই ভয়াবহ নীরবতা ভঙ্গ হয়। প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে একেকটা ঘণ্টার মত, সময় যেন কাটছেই না।

অনেকক্ষণ পর পিছনে পায়ের শব্দ হলো। মাসুদার ইশারায় দু'পাশে সরে গিয়ে জায়গা ছাড়ল উলফ আর গডউইন, ওদের মাঝখান দিয়ে একটা খাটিয়া নিয়ে এগোল চারজন মানুষ। খাটিয়াটা সাদা চাদরে ঢাকা, তলায় মানুষের মত একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে। একপাশের চাদর সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একটা হাত। মঞ্চের সামনে গিয়ে থামল লোকগুলো, খাটিয়া নামিয়ে রাখল মাটিতে, তারপর হাঁটু গেড়ে সম্মান জানাল নেতার প্রতি।

চোখ খুলল আল-জেবেল। সোজা হয়ে বসল, তাকাল খাটিয়ার দিকে। চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না। মুখেও বলল না কিছু। চাদরের তলায় কার লাশ, কে জানে। গুরুত্বপূর্ণ কারও বলে মনে হলো না; তা হলে আল-জেবেল না হোক, অন্তত উপদেষ্টাদের কেউ না কেউ বিচলিত হতো।

কয়েক মিনিট পর আবার পায়ের শব্দ হলো। এবার টেরাসে

www.BanglaBook.org

ঢুকল ফেদাই যোদ্ধাদের একটা দল। সামনের দলনেতা গোছের লোকটা বিশালদেহী, তার পিছনে রয়েছে শ্বেতবসনা এক নারী—ঘোমটায় মুখ ঢাকা। ফ্র্যাঙ্ক নাইটের সাজে একজন পুরুষও রয়েছে—বর্মের উপরে একটা বুক খোলা আলখাল্লা পরেছে সে; রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মস্তকাবরণ এত বেশি টেনে দিয়েছে যে, চেহারা দেখা গেল না। পথ দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো মঞ্চের সামনে। খাটিয়ার পাশে বসে পড়ল বিশালদেহী, কুর্নিশ করল আল-জেবেলকে। তারপর ইশারায় শ্বেতবসনাকে দেখাল।

ঘোমটার আড়াল থেকে হাসাসিন-অধিপতির দিকে তাকাল মেয়েটি, কেঁপে উঠল ভয় পেয়ে। তা লক্ষ করে মুচকি হাসল সিনান। বলল, 'ঘোমটা সরাও, মেয়ে।'

সাদা, নিটোল একটা বাহু উঁচু করল মেয়েটি। আস্তে, খুব আস্তে, চুলের নীচে হাত চালিয়ে একটা বাঁধন খুলল। মুখ থেকে ঘোমটা খসে পড়ল তার। চমকে উঠল উলফ আর গডউইন, কী দেখছে সামনে! চোখ কচলাল, তারপর আবার তাকাল ভাল করে।

না, কোনও ভুল নেই। আল-জেবেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি আর কেউ নয়, রোজামুণ্ড!

অসুস্থতা, আতঙ্ক আর যাত্রার ধকলে শরীর শুকিয়ে গেছে মেয়েটার; কিন্তু তারপরও রূপের জৌলুস খুব একটা ম্লান হয়নি। নিজের অজান্তে পিঠ খাড়া হয়ে গেল আল-জেবেলের, তার লোভী চোখের দৃষ্টি ওঠানামা করতে শুরু করল রোজামুণ্ডের দেহ বেয়ে। এমনকী সৌম্যদর্শন দাইস-রা পর্যন্ত নড়েচড়ে বসলেন ওকে দেখে; মুনি-ঋষির ধ্যান টুটে যাওয়া বুঝি একেই বলে। মাসুদা নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল; ঈর্ষা অনুভব করছে তার চেয়েও সুন্দরী আরেকজনকে দেখতে পেয়ে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখের ভাষা হারিয়েছিল উলফ আর

www.BanglaBook.org

গডউইন; সংবিৎ ফিরে পেতেই সমস্বরে চেঁচাল, 'রোজামুণ্ড!'

ঝট্ করে মাথা ঘোরাল রোজামুণ্ড, দুই নাইট ছুটে গেল ওর দিকে। হতভম্বের মত ওদের মুখের দিকে তাকাল ও। টলে উঠল পা; পড়েই যেত, যদি না ওরা ধরে ফেলত ওকে। হাঁটু গেড়ে একই সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল তিনজনে।

কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে পরস্পরকে দেখল ওরা, তারপর রোজামুণ্ডকে উঠে দাঁড়াবার জন্য সাহায্য করল দু'ভাই। চকিতে একটা চিন্তা করে গেল গডউইনের মনে—মাসুদা ওদের তিনজনকে ভাই-বোন বলে জানিয়েছে আল-জেবেলের কাছে। অমনটাই দেখাতে হবে এখন। খুনি-সর্দার যে-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল রোজামুণ্ডের দিকে... যদি জানতে পারে যে ওরা দু'জন আসলে মেয়েটার পাণিপ্রার্থী, তা হলে বিপদ দেখা দিতে পারে। পথের কাঁটা রাখবে না শয়তান লোকটা।

রোজামুণ্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল গডউইন। ফিসফিস করে ইংরেজিতে বলল, 'শোনো, আমরা এখানে চাচাতো ভাই-বোন নই। সৎ ভাই-বোন। আরবীও জানি না কেউ, বুঝেছ?'

আস্তে মাথা ঝোঁকাল রোজামুণ্ড। উলফও শুনতে পেয়েছে কথাটা। তিনজনে উঠে দাঁড়াল, তারপর আলিঙ্গন করল একে-অপরকে। মুখ দিয়ে ফরাসি ভাষার তুবড়ি ছুটিয়েছে। *ভাই* কিংবা *বোন* বলে সম্বোধন করছে সবাইকে শুনিয়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল পালা করে। রোজামুণ্ডের কপালে চুমো খেল দু'ভাই।

মাসুদার কণ্ঠ শোনা গেল এবার। সিনানের বক্তব্য অনুবাদ করছে।

'বাহ্, মেয়ে! তুমি মনে হচ্ছে এই দুই নাইটকে চেনো।'

ঘুরে সিনানের মুখোমুখি হলো রোজামুণ্ড। 'হ্যাঁ, চিনি। খুব ভাল করেই চিনি। এরা আমার দু'ভাই। এদের কাছ থেকেই চুরি করে আনা হয়েছে আমাকে... খুন করা হয়েছে আমাদের

www.BanglaBook.org

বাবাকে।'

ভুরু কোঁচকাল সিনান। 'এ তো ভারি অদ্ভুত কথা! আমি তো শুনেছি তুমি সালাদিনের ভাগ্নী। তারমানে কি এই দুই নাইটও তার আত্মীয়? এরা সালাদিনের ভাগ্নে?'

'না, এরা আমার সৎ ভাই। বাবার আরেক স্ত্রীর ঘরে জন্ম নিয়েছে।'

জবাব শুনে সন্তুষ্ট মনে হলো সিনানকে। রোজামুণ্ডের রূপ দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর কোনও প্রশ্ন করল না। বেরসিকের মত এমন সময় টেরাসের প্রবেশপথ থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ ভেসে এল। একসঙ্গে ওদিকে মাথা ঘুরে গেল সবার। বর্মপরা সেই নাইট চলে যেতে চাইছে টেরাস থেকে, কিন্তু রক্ষীরা নাচার। তখুনি উলফের মনে পড়ল, ওরা যখন রোজামুণ্ডের নাম ধরে ডেকে উঠেছিল, তখুনি লোকটা উল্টো ঘুরে গিয়েছিল।

বিরক্তির একটা শব্দ বেরুল সিনানের কণ্ঠ দিয়ে। হাতের ইশারা করতেই দু'জন দাইস উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল নাইটের দিকে। লোকটাকে শান্ত গলায় কিছু বলল তারা, নিয়ে এল মঞ্চের সামনে। মাথা থেকে আলখাল্লার আবরণ সরিয়ে নেয়া হলো, উন্মুক্ত হয়ে গেল পরিচিত একটা চেহারা।

'লয়েল!' চমকে উঠল উলফ আর গডউইন। 'এ তো লয়েল!'

'হ্যাঁ, লয়েল,' থমথমে গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'জাত-বেঈমান লয়েল। প্রথমে সালাদিনের হয়ে বেঈমানী করেছে আমাদের সঙ্গে; পরে আল-জেবেলের হয়ে বেঈমানী করেছে সালাদিনের সৈন্যদের সঙ্গে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল উলফের শরীরে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত সামনে এগিয়ে লয়েলের চোয়ালে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল। প্রস্তুত ছিল না আঘাত হজম করার জন্য, মাটিছাড়া হলো লয়েল, কয়েক হাত দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। যখন সোজা হলো, তখন ঠোঁট কেটে

www.BanglaBook.org

ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

'থামো!' সিনানের ইশারা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদা। 'এত বড় সাহস তোমাদের, প্রভুর সামনে মারামারি করছ! সার উলফ, কেন তুমি ওকে আঘাত করেছ?'

'কারণ এই কুত্তার বাচ্চার জন্য আমাদের কপালে এতসব দুর্ভোগ নেমে এসেছে,' খ্যাপাটে গলায় বলল উলফ। 'ওকে আমি ছাড়ব না। দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান করছি... আমৃত্যু যুদ্ধ!'

'আমিও!' উত্তেজিত গলায় বলল গডউইন।

উঠে দাঁড়াল লযেল। রাগী গলায় বলল, 'আমিও তৈরি, ডার্সির বাচ্চারা! ভেবেছ ভয় করি তোমাদেরকে?'

'হারামজাদা,' দাঁত কিড়মিড়াল উলফ, 'তা হলে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করলি কেন?'

কয়েক পা এগিয়ে এসে ওদেরকে থামাল মাসুদা। সিনান কথা বলতে শুরু করেছে, সেটা অনুবাদ করল।

'সার লযেল, সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শুভেচ্ছা নাও। এর বিনিময়ে একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে তোমার; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, তা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। জানি... জানি কী বলবে। তোমার পাঠানো ওই বার্তাবাহক... নাইট নিকোলাসের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল—সালাদিনের সৈন্যদেরকে খতম করার জন্য তুমি সাহায্য করবে আমাকে, তার বদলে সুন্দরী এই মেয়েটির হাত তুলে দিতে হবে তোমার হাতে। সবই মনে আছে আমার। সমস্যা হলো, এখনকার পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এই তো, আরও দু'জন নাইট দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। ওরা দাবি করছে—তুমি এই মেয়েকে ওদের বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছ। ওদের একজন তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে, তুমি তা গ্রহণও করেছ। ব্যাপারটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটির ভাগ্য নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। তাই আমার সিদ্ধান্ত হলো—হোক লড়াই! আমি আনন্দের সঙ্গেই তোমাদের প্রার্থনা

www.BanglaBook.org

মঞ্জুর করছি। সত্যি বলতে কী, দু'জন নাইট পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করে, তা দেখার শখ আমার বহুদিনের। লড়াইয়ের জায়গা আমি ঠিক করে দেব, তোমাকেও একটা তেজী ঘোড়া দেয়া হবে; এই নাইট তার নিজের ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করবে। প্রস্তাবটা ভাল না? আর হ্যাঁ, লড়াই হবে কঠিন পরিবেশে—আমার দুর্গে আসার পথে পাহাড়ি খাদের উপর যে-সরু সেতুটা আছে, সেটায়। তোমাদের সত্যিকার যোগ্যতার প্রমাণ হবে ওখানে। তাই আমি ঘোষণা দিচ্ছি, তিনদিন পর... আগামী পূর্ণিমার রাতে সেতুর উপরে আমৃত্যু লড়াইয়ে নামবে তোমরা। যে-জিতবে, তার কপালে জুটবে সালাদিনের ভাগ্নী। হয় বোন হিসেবে, নয়তো স্ত্রী হিসেবে।'

'প্রভু! প্রভু!!' হাউ মাউ করে উঠল লযেল। 'অমন একটা জঘন্য জায়গায় চাঁদের আলোতে কে লড়াই করতে পারে? আমার উপর এই-ই বুঝি আপনার দয়া?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলে উঠল উলফ। 'কুত্তা কোথাকার, দরকার হলে তোর সঙ্গে নরকের দরজায় লড়াই করব আমি... বাজি ধরব নিজের আত্মাকে!'

'নিজের উপর আস্থা রাখো, লযেল,' বলল সিনান। 'আহ্বানটা কবুল করার সময় তো কোনও শর্ত দাওনি। শত্রুকে খতম করে প্রমাণ দাও, ও তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছিল। তারপর আমার দয়া চাইতে এসো। না, আর কিছু বোলো না, লড়াই শেষ হবার পর আমাদের মধ্যে আবার কথা হবে। অ্যাই, কেউ একজন ওকে দুর্গের একটা ভাল কামরায় নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, আমার কালো ঘোড়াটাও ওকে দিয়ে দাও। দিন-রাত... যখন খুশি অনুশীলন করুক, কেউ যেন তাতে বাধা দিতে না যায়। শুধু খেয়াল রেখো, এই মেয়ে বা তার ভাইদের সঙ্গে যেন দেখা করতে না পারে। আমার সামনেও আর দেখতে চাই না ওকে। মুখে ঘুসি খাওয়া কোনও লোকের চেহারা দেখার ইচ্ছে নেই আমার, যতক্ষণ

www.BanglaBook.org

না সে শত্রুর রক্তে সেই আঘাতের দাগ মুছতে পারে।'

মাসুদার অনুবাদ শেষ হতেই দু'জন রক্ষী এগিয়ে এল, লয়েলের হাত ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল টেরাস থেকে। পিছন থেকে টিটকিরির সুরে উলফ বলল, 'বিদায়, সার *বেঈমান!* খুব শীঘ্রি আবার দেখা হবে আমাদের... বোঝাপড়া হবে। গডউইনের কাছে তো একবার হেরেছ; এবার আমার সঙ্গে জিততে পারো কি না দেখো।'

ঘাড় ফিরিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হানল লয়েল, মুখে কিছু বলল না। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল সে।

বিশালদেহী ফেদাইয়ের দিকে তাকাল আল-জেবেল। 'তোমার অভিযানের বিবরণ শোনাও। আরেকজন বন্দি থাকার কথা... সালাদিনের বিশ্বস্ত আমির আল-হাসান... কোথায় সে? লয়েলের সাগরেদ নিকোলাসকেই বা দেখছি না কেন?'

উঠে দাঁড়িয়ে মুখ খুলল ফেদাই। 'প্রভু, আপনার নির্দেশমতই করেছি সব। লয়েল জাহাজকে নদীর মাঝে ঢোকালে আক্রমণ চালাই ওর উপর। তবে এই লেডি তখন পাটাতনের উপর ছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেন। তাই সালাদিনের লোকজন তৈরি হয়ে যাবার সময় পায়। ভয়ানক লড়াই হয়েছে, প্রভু। আমাদের অনেক লোক মারা পড়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত ওদেরকে হারিয়ে দিতে সমর্থ হই আমরা। আল-হাসান ছাড়া বাকি সবাইকে খুন করি। জাহাজ পাহারা দেবার জন্য কয়েকজনকে রেখে ফিরে আসি নদীতীরে। ওখানে নামার পর নাবিকদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, কারণ ওরা লয়েলের লোক; ওদের সঙ্গে ছেড়েছি এক ফরাসি মহিলাকে—হাবাগোবা টাইপের মানুষ, স্বামীর খোঁজে জেরুসালেম যাচ্ছে, কিছুই বোঝে না। ছাড়া পাওয়া সবাইকে বলে দিয়েছি, কাছাকাছি কোনও শহরে গিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে।

'যা হোক, গতকাল আমরা মাসায়েফের পথে রওনা হই।

www.BanglaBook.org

আল-হাসানকে হাত-পা বেঁধে তুলে নিয়েছিলাম একটা পালকিতে। ওর সঙ্গে ছিল নিকোলাস নামের ওই লোকটা—তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমিরকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখবার। রাতের বেলা যখন থামলাম, তখনও দু'জনকে একই তাঁবুতে রেখেছিলাম। তাঁবুর বাইরে বসানো হয়েছিল পাহারা। রাত শান্তিতে কেটেছে, কোথাও কোনও গোলমালের আভাস পাইনি। কিন্তু সকালে যখন ওই তাঁবুতে ঢুকলাম, দেখি মরে পড়ে আছে নিকোলাস—বুকে ছুরি গাঁথা। সালাদিনের আমির গায়েব। কখন, কীভাবে লোকটা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তার কিছুই বুঝতে পারিনি। খোঁজাখুঁজি করেছি অনেক, কিন্তু তাকে আর পাওয়া যায়নি। তাই ফিরে এসেছি এখানে... নিকোলাসের লাশ নিয়ে।'

একটু ঝুঁকে খাটিয়ার উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল ফেদাই। নিকোলাসের চেহারা দেখতে পেল সবাই–আতঙ্ক জমাট বেঁধে আছে তাতে।

'যাক, অন্তত একটা বেঈমান তো খতম হয়েছে,' বিড়বিড় করল উলফ।

আল-জেবেলকে মোটেই খুশি দেখাল না। বসা থেকে এই প্রথমবারের মত উঠে দাঁড়াল সে। হেঁটে মঞ্চের কিনারে এসে দাঁড়াল। মুখে ক্রোধের ছাপ ফুটে উঠেছে। পলকের জন্য তার হাতের আঙুলে একটা আংটি দেখতে পেল দুই নাইট—ঠিক সার অ্যাণ্ড্রুর কাছ থেকে পাওয়া আংটিটার মত। পাশাপাশি রাখলে বোঝাই যাবে না, কোন্‌টা কার।

পালা করে নিকোলাসের লাশ আর নিজের ফেদাইয়ের উপর নজর বোলাল সিনান। তারপর আচমকা রাগে ফেটে পড়ল। 'গাধার বাচ্চা গাধা! কী করেছিস, তুই, জানিস? কাকে পালাতে দিয়েছিস? আমির আল-হাসান... সুলতান সালাদিনের ডানহাত, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি! এতক্ষণে দামেস্কে পৌঁছে গেছে সে। না পৌঁছুলেও পৌঁছুতে দেরি নেই। খুব শীঘ্রি নীচের

www.BanglaBook.org

সমভূমিতে সালাদিনের গোটা বাহিনীকে দেখতে পাব আমরা। আর তুই কী মনে করে জাহাজের নাবিক আর ওই মেয়েমানুষটাকে খুন করলি না? ওরাও তো সভ্যজগতে পৌঁছে ফাঁস করে দেবে সব। বলে দেবে, সালাদিনের ভাগ্নীকে আমরা উঠিয়ে এনেছি; খুন করেছি তার সৈন্যদেরকে! চুপ করে থাকিস না, গাধার বাচ্চা। কথা বল্!'

'প্রভু...' বলল ফেদাই, সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে, '...আপনি মহাশক্তিমান। আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন! জাহাজের নাবিক আর ওই মেয়েলোকটাকে তো খুন করার নির্দেশ দেননি আপনি। তা ছাড়া... লযেল বলছিল, আপনি নাকি ওদের কোনও ক্ষতি করবেন না বলে কথা দিয়েছেন।'

'তা হলে লযেল মিথ্যে কথা বলেছে!' খেঁকিয়ে উঠল আল-জেবেল। 'এই মেয়ে আর আল-হাসান ছাড়া সবাইকেই খতম করার কথা। বেকুবের বাচ্চা, তুই এখনও জানিস না, কাউকে জ্যান্ত চাইলেই আমি শুধু সেটা মুখ ফুটে বলি? কিছু না বলা মানেই সবাইকে খতম করে দেয়া!'

'জ্... জী, প্রভু। আ... আমার ভুল হয়ে গেছে।'

'ওটা নাহয় ভুল বলে মেনে নিলাম। কিন্তু আমিরের ব্যাপারটা? ও পালাল কীভাবে?'

'আমার সত্যিই কিছু বলার নেই ও-ব্যাপারে, প্রভু। তবে ধারণা করতে পারি, নিকোলাসকে ঘুষ দিয়েছিল সে। লাশের সঙ্গে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি। সম্ভবত টাকার বিনিময়ে ওর বাঁধন খুলে দিতে বলেছিল নিকোলাসকে। মুক্তি পেয়ে আর দেরি করেনি, বেঈমানের বুকে ছুরি বসিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে...'

'অমন একটা লোভী বেঈমানকে কেন রাখতে গেলি ওর সঙ্গে?'

'বলেছি তো, প্রভু, পাহারার জন্য। লযেল ভয় পাচ্ছিল, তাই নিকোলাসকে রেখেছিলাম ওর সঙ্গে। তাঁবুর বাইরে রেখেছিলাম

www.BanglaBook.org

দু'জন প্রহরী। আমি আর লয়েল এই মেয়েকে পাহারা দিয়েছি।'

'তাঁবুর বাইরে কাদের রেখেছিলি, ডাক্ ওদেরকে!'

এল আরও দু'জন ফেদাই। জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলো। কসম কেটে জানাল, রাতে একটুও ঘুমোয়নি ওরা, ভালমত পাহারা দিয়েছে। তারপরও কেন তাঁবুর ভিতরে কোনও শব্দ শোনেনি, তার সদুত্তর দিতে পারল না।

জেরা শেষ করে গম্ভীর হয়ে গেল হাসাসিন-অধিপতি। কালো দাড়িতে হাত বোলাল কয়েক দফা, তারপর নিজের আংটি ঘুরিয়ে আনল তিন ফেদাইয়ের সামনে দিয়ে। বলল, 'আমার চিহ্ন তোমরা দেখতে পেয়েছ। যাও!'

'প্রভু!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল বিশালদেহী ফেদাই। 'দয়া করুন! বহু বছর থেকে আপনার সেবা করছি আমি...'

'তোমার সেবার আর দরকার নেই আমার,' নির্লিপ্ত গলায় বলল আল-জেবেল। 'যাও!'

মাথা নিচু করে ফেলল বিশালদেহী। কী যেন ভাবল, তারপর পাশ ফিরে লম্বা কদমে হেঁটে চলে গেল টেরাসের কিনারায়। ঝাঁপ দিল নীচে। পলকের জন্য সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার সাদা আলখাল্লা, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেসে এল নদীর পানিতে ভারী কিছু আছড়ে পড়ার আওয়াজ।

'দাঁড়িয়ে কেন? ওর পিছু নাও,' বাকি দুই ফেদাইকে বলল আল-জেবেল।

সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছোরা বের করল ওদের একজন, নিজের বুকে বেঁধাতে গেল। বাধা পেল চাবুকের মত এক দাইসের কণ্ঠ গর্জে ওঠায়।

'অ্যাই জানোয়ার! প্রভুর সামনে রক্ত ঝরাচ্ছিস? নিয়ম-কানুন জানিস না কিছু? যা, নীচে লাফ দে।'

কাঁপতে কাঁপতে টেরাসের কিনারায় গেল দুই ফেদাই। টলমল করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশালদেহীর মত। পড়তে পড়তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন আর্তনাদ করে উঠল, তবে তা থেমে গেল পানিতে আছাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

'শাস্তি শেষ হয়েছে,' বললেন দাইস। 'হে প্রভু, অকমর্ণ্যদের সুবিচার করায় আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

একসঙ্গে মাথা নোয়াল বাকি উপদেষ্টারা।

এর সঙ্গে একমত হতে পারছে না টেরাসে দাঁড়ানো তিন বিদেশি। রোজামুণ্ডের বেহুঁশ হবার দশা, দুই নাইটের মুখ থেকেও রক্ত সরে হয়ে গেছে পুরো ঘটনা দেখে। মানুষ না শয়তান এই আল-জেবেল? তার কথায় বিনা প্রতিবাদে প্রাণ দিল তিনজন শক্ত-সমর্থ লোক... এতই লোকটার ক্ষমতা? এরই হাতে পড়েছে ওরা। কবে... বা কখন ওদেরকেও এভাবে ঝাঁপ দেয়ানো হবে, তার ঠিক কী? শুধু উলফ মনে মনে শপথ নিল, লাফ যদি দিতেই হয়, একা দেবে না। মাংসের তাল ওই আল-জেবেলকে সঙ্গে নিয়ে দেবে।

দুজন রক্ষী এসে নিকোলাসের লাশ তুলে নিয়ে গেল; শকুনের খাবার হিসেবে ওটা পাহাড়ের পিছনে ফেলে দেয়া হবে। মঞ্চের সামনেটা খালি হতেই ওখানে তিন বিদেশিকে আসতে বলল আল-জেবেল। গদিতে বসে মাসুদার মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করল।

'লেডি,' রোজামুণ্ডকে বলল সে, 'তোমার কাহিনি আমার জানা আছে। সালাদিন তোমাকে চায়।' হাসল সে। 'দোষ দিতে পারছি না, দরবারের শোভা বাড়ানোর জন্য এমন সুন্দরী কে না চাইবে! অবশ্য... নিকোলাস আমাকে বলেছিল, সুলতান নাকি তোমাকে নিয়ে কী এক স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নকে সত্যি করতেই নাকি তোমাকে দামেস্কে নিতে চেয়েছে; তবে ওই গল্প আমার বিশ্বাস হয়নি। সালাদিন আমার প্রাণের শত্রু, শয়তানের দূতেরা তাকে রক্ষা করছে। যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ফেদাইরাও ওকে আজ পর্যন্ত খতম করতে পারেনি। সামনে সময় খারাপ; যদ্দূর

www.BanglaBook.org

বুঝতে পারছি, তোমাকে নিয়ে একটা যুদ্ধ বেধে যাবে। তবে ওভাবে তোমাকে পেতে চাইলে সালাদিনকে অনেক মূল্য দিতে হবে... প্রাণের মূল্য! পারবে কিনা সন্দেহ। নিশ্চিন্তে থাকো, মেয়ে, আমার এই দুর্ভেদ্য দুর্গে ঢুকতেই পারবে না ওরা। আরামে এখানে থাকতে পারবে। যখন যা চাইবে, তা-ই দেয়া হবে তোমাকে। এখুনি কিছু চাও।'

'নিরাপত্তা চাই আমি,' শান্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড, 'সার হিউ লযেল, এবং এখানকার অন্য সব পুরুষের কাছ থেকে।'

'দিলাম। পাহাড়ের প্রভু নিজেই তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছে।'

'আরেকটা চাওয়া আছে। আমার সঙ্গেই আমার ভাইদের থাকার ব্যবস্থা করা হোক। অচেনা লোকের মাঝে থাকতে চাই না আমি।'

একটু ভাবল আল-জেবেল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, অতিথিশালায় তোমার কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করা হবে ওদের। ভাই যখন, ওদেরকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। খাওয়ার সময়, কিংবা বাগানে বেড়াতে গেলে দেখা করতে পারবে ওদের সঙ্গে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। সালাদিনের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধারের অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল ওরা। এখানে যে দেখা হয়ে গেল, সেটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। ব্যাপারটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। বলা যায় না, এবার হয়তো ওরা আমার কাছ থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে চাইবে। ভাল করে শুনে রাখো, এমন কিছু করতে গেলে খারাবি আছে তোমাদের কপালে। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই দুর্গ থেকে যাবার পথ মাত্র একটা—ওই যে।' হাত তুলে টেরাসের কিনারা দেখাল সে, যেখান থেকে একটু আগে তিন ফেদাই লাফ দিয়েছে।

ঢোঁক গিলল ডার্সিরা।

www.BanglaBook.org

'নাইটেরা,' আবার মুখ খুলল আল-জেবেল, 'বোনকে নিয়ে আপাতত যেতে পারো তোমরা। আজকের সান্ধ্যভোজে তোমাদের তিনজনেরই দাওয়াত রইল। তখন আবার দেখা হবে। মাসুদা, তুমি ওদের সঙ্গে যাও। মেয়েটা তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। খেয়াল রেখো, কোনও পুরুষ... বিশেষ করে লয়েল যেন ওর ত্রিসীমানায় না আসে।' উপদেষ্টাদের দিকে ফিরল। 'আমার দাইসবৃন্দ, আপনারা সাক্ষী থাকুন—আল-জেবেলের পবিত্র প্রতীকের অধীনে এদের নিরাপত্তা দেয়া হলো। এই আংটির অনুমতি বা প্রদর্শন ছাড়া কেউ ওদেরকে এলাকার বাইরে যেতে দেবে না। ঠিক আছে?'

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দাইস-রা। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল, তারপর ফের বসে পড়ল যার যার আসনে।

'তোমরা যেতে পারো,' অনুমতি দিল আল-জেবেল।

পথ দেখিয়ে টেরাস থেকে রোজামুণ্ড আর দু'ভাইকে নিয়ে চলল মাসুদা। ওদের পিছনে থাকল দু'জন রক্ষী। একটু পর অতিথিশালায় নাইটদের কামরায় পৌঁছুল ওরা। রক্ষীদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিল মাসুদা। তারপর রোজামুণ্ডের দিকে ফিরে বলল, 'পৃথিবীর গোলাপ... মানানসই একটা নাম বটে তোমার জন্য। এখানেই একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমার কামরা ঠিকঠাক করে আসছি। ভাইদের সঙ্গেও একান্তে কথা বলতে চাও নিশ্চয়ই? বলো... মন খুলে কথা বলো, তবে একটু সতর্ক থেকো। এখানে দেয়ালেরও কান আছে। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে সেটার চড়া মাশুল দিতে হবে। তাই ভাল হয় যদি নিজেদের ভাষায় কথা বলো, ওটা কেউ বুঝতে পারবে না... আমিও না। যাই তা হলে, কেমন?'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও।

www.BanglaBook.org

তেরো

প্রতিনিধি দল

কথা বলার সুযোগ পেয়েও প্রথমে অনেকক্ষণ মুখ খুলল না কেউ। নিঃশব্দে পরস্পরকে দেখল। তারপর চোখ মুদে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল রোজামুণ্ড, হাজার দুঃখকষ্টের পর ওদের তিনজনকে আবার একত্র করেছেন বলে। গডউইন আর উলফও তাতে সুর মেলাল।

প্রার্থনা শেষে কামরার মাঝখানে গিয়ে বসল ওরা। নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল।

'তোমার কাহিনি শোনাও, রোজামুণ্ড,' বলল গডউইন। 'কীভাবে এখানে পৌঁছুলে?'

যতটা পারে সংক্ষেপে খুলে বলল রোজামুণ্ড। ওর কথা শেষ হলে গডউইন আর উলফও নিজেদের অভিজ্ঞতা শোনাল ভাগাভাগি করে।

'ওই মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে কেন?' মাসুদার ব্যাপারে জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল গডউইন। 'সিংহের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি বলে হয়তো কৃতজ্ঞ।'

হাসল রোজামুণ্ড। 'পুরো সিংহ-জাতের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! প্রার্থনা করি, মেয়েটা যেন তোমার দয়ার কথা কিছুতেই না ভোলে। আপাতত ওর উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কী এক অদ্ভুত ঘটনা... কী আশ্চর্য আমাদের ভাগ্য! মেয়েটার

www.BanglaBook.org

পরামর্শ না শোনায় কত ভাল হয়েছে, ভেবে দেখেছ? এখানে তোমরা না এলে আমাদের হয়তো আর দেখাই হতো না।'

'আমরা আসলে চাচার কথামত কাজ করেছি,' গডউইন বলল। 'মারা যাবার আগে সম্ভবত দৈবদৃষ্টি পেয়েছিলেন তিনি; জানতেন এখানে এলে কী ঘটবে।'

'আমি একমত,' মাথা ঝাঁকাল উলফ। 'তবে জায়গাটা এখানকার বদলে অন্য কোথাও হলে ভাল হতো। আল-জেবেলকে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। যার ইশারায় লোকে জীবন দিয়ে দেয়, তার মুঠোয় আটকা পড়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'ঠিকই বলেছ, লোকটা ভয়ঙ্কর,' বলল রোজামুণ্ড। 'সম্ভবত লযেলের চেয়েও খারাপ। আমার দিকে কী বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, খেয়াল করেছ? ভাবলেই গা কাঁপছে। ওফ্... যদি এখান থেকে পালাতে পারতাম!'

'কোনও সুযোগ নেই,' বিষণ্ন গলায় বলল উলফ। 'জালে আটকা পড়া মাছও আমাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে। অন্তত তিনজনে যে একই খাঁচায় থাকছি, তা ভেবে খুশি হও। অবশ্য... কতক্ষণ থাকব, সেটাই প্রশ্ন।'

এই সময় ফিরে এল মাসুদা, পিছনে দাসীর দল। বলল, 'লেডি, কামরা তৈরি। চলো তোমাকে নিয়ে যাই। সান্ধ্যভোজের আগ পর্যন্ত ওখানে বিশ্রাম নিতে পারবে। ভাইদের সঙ্গে তখন দেখা করতে পারবে আবার। সার উলফ ও গডউইন, প্রভু অনুমতি দিয়েছেন, চাইলে বাগানে ঘোড়া নিয়ে অনুশীলন করতে পারো তোমরা। আগুন আর ধোঁয়াকে আঙিনায় তৈরি রাখা হয়েছে। এই মেয়েরা তোমাদেরকে নিয়ে যাবে।' দু'জন দাসীকে দেখাল—এরা সকালে বর্ম পরিষ্কারে সাহায্য করেছিল দু'ভাইকে। 'ওদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শক আর দেহরক্ষীও আছে।'

'তার মানে যেতেই হবে আমাদেরকে,' বিড়বিড় করল গডউইন। তারপর রোজামুণ্ডের দিকে ফিরে বলল, 'বিদায়,

www.BanglaBook.org

রোজামুণ্ড। সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে।'

আলাদা হয়ে গেল ওরা। রোজামুণ্ড গেল নিজের কামরায়, উলফ আর গডউইন গেল দুর্গের আঙিনায়। মাসুদার কথামত আগুন আর ধোঁয়াকে জিন-রেকাব পরানো অবস্থায় তৈরি দেখতে পেল। এ-ছাড়া রুক্ষ চেহারার চারজন অশ্বারোহী ফেদাই-ও অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। দু'ভাই যার যার ঘোড়ায় চড়ে বসতেই তারা বাগানে নিয়ে গেল ওদেরকে। ওখানে একটা চওড়া রাস্তা আছে, নুড়িপাথর আর বালি-বিছানো, বাগান থেকে শুরু হয়ে মূল শহরের দিকে চলে গেছে। ওই রাস্তায় ঘোড়া ছোটাতে শুরু করল দু'ভাই। ফেদাইরা রইল ওদের পিছু পিছু।

পাহাড়ি খাদকে ডানে রেখে এগোল ওরা, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল শহরের কাছে। খাদের উপরের সরু সেতুটা দেখতে পেল, ওখানেই তিন দিন পর হবে লড়াই। সেতুকে পিছনে ফেলে আরও এগোল ওরা, হঠাৎ চোখে পড়ল উড়তে থাকা ধুলো—ওদের দিকে এগিয়ে আসছে অশ্বারোহী আরেকটা দল। দূরত্ব কমে গেলে সামনের মানুষটাকে চেনা গেল—পরনে নাইটের সাজ; তেজী একটা কালো ঘোড়া ছোটাচ্ছে, পিছনে চারজন ফেদাইয়ের আরেকটা দেহরক্ষী দল।

'লযেল!' বলে উঠল উলফ। 'জেবেলের ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে।'

দুষ্ট নাইটকে দেখতে পেয়েই পুরনো ক্রোধ ফিরে এল গডউইনের মাঝে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনের মুখ ঘোরাল, ছুটে গেল লযেলের দিকে। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ফেলেছে। ওর কাণ্ড দেখে লযেলও ছুটে এল তলোয়ার হাতে। একসঙ্গে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। দুই তলোয়ারের আঘাতে ফুলকি উঠল।

লড়াই অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ফেদাইরা ছুটে এসে বাধা দিল ওদেরকে। জোর করে সরিয়ে আনল, নিয়ে গেল

www.BanglaBook.org

দু'দিকে। যেতে যেতে একে অন্যকে গাল দিল ওরা।

'খুব খারাপ!' ভাইয়ের পাশে ফিরে এসে বলল গডউইন। 'আরেকটু সময় পেলে তোমাকে আর চাঁদের আলোয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে হতো না।'

'আমি তো নামতেই চাই,' বলল উলফ। 'ভালই হয়েছে, তুমি ওর মুণ্ডু কেটে নাওনি।'

আবার ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। কিছুদূর যাবার পর উল্টো ঘুরল অশ্বারোহীরা। এবার ফেদাই দেহরক্ষীদের নেতা সামনে রয়েছে। সেতুর সামনে পৌঁছে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল, গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে পার হতে শুরু করল সরু জায়গাটা। পিছন থেকে বাকি তিন ফেদাইও একই কাজ করছে, ফলে আগুন আর ধোঁয়াকে পাগলের মত ছোটাতে বাধ্য হলো দুই নাইট।

চোখের পলকে দীর্ঘ সেতু পেরিয়ে এল দলটা। শহরে ঢোকার ফটকে পৌঁছে উল্টো ঘুরল। ফেদাই নেতার মুখে মিটিমিটি হাসি লক্ষ করল দুই ভাই, ওদেরকে নাস্তানাবুদ করতে পেরে খুশি। হাত তুলে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে সালাম ঠুকল সে, তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল সেতুর দিকে—এবার আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে।

'শালার বড্ড বাড় বেড়েছে,' রাগী গলায় বলল উলফ। 'ওকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।'

হাসি ফুটল গডউইনের মুখে। 'ঠিকই বলেছ। এসো! ওর আগে ওপারে পৌঁছুব আমরা।'

আগুনের পেটে সজোরে গোড়ালির খোঁচা দিল ও, দেখাদেখি উলফও। উল্কার মত ছুটল দুই দুরন্ত ঘোড়া। উঠে পড়ল সেতুতে। ফেদাই নেতা সামনে রয়েছে, কিন্তু তার পরোয়া করল না দুই ভাই, আগুন আর ধোঁয়ার গতি বাড়িয়ে তাকে অতিক্রম করতে শুরু করল।

সে-এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। সরু সেতুতে পাশাপাশি দুটো ঘোড়ার জায়গা কোনোমতেই হবে না, কিন্তু তারপরও সামনে এগোল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাইটেরা। একটু পাশ ঝুঁকে ফেদাইয়ের ঘোড়ার দু'পায়ের মাঝখানে নিজেদের ঘোড়াকে পা ফেলতে বাধ্য করল, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে অতিক্রম করতে লাগল লোকটাকে। ঘোড়ায় ঘোড়ায় সামান্য ধাক্কা লাগল, জায়গা ছাড়তে বাধ্য হলো ফেদাইয়ের ঘোড়া, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। মৃত্যুভয়ে লাগাম ছেড়ে দিল ফেদাই নেতা, আঁকড়ে ধরল ঘোড়ার কেশর। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ওকে পেরিয়ে চলে গেল উলফ আর গডউইন। সেতু থেকে নেমে তারপর থামল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছনে।

কপাল ভাল ফেদাই নেতার, ওর ঘোড়া দ্রুত ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, নইলে পাহাড়ি খাদে আছড়ে পড়ে প্রাণ হারাত। বাকি তিনজনকে নিয়ে নেমে এল সেতু থেকে। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'সিনানের কসম, এরা মানুষ না... শয়তান! ওদের ঘোড়াদুটোও ঘোড়া না, পাহাড়ি মাকড়সা! ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম ওদের, কিন্তু নিজেই ভয় পেয়ে গেছি। এই দেখো!'

দু'হাত তুলল সে, কাঁপছে ভীষণভাবে।

'দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ার!' প্রশংসার সুরে বলল আরেক ফেদাই। 'অসাধারণ ঘোড়া! পূর্ণিমার রাতে একটা দেখার মত লড়াই হবে।'

আবার চলতে শুরু করল ওরা। মূল শহরকে ঘিরে চক্কর দিল কয়েকবার। শেষবার বলতে গেলে একাই—ফেদাইরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। দুর্গে ফিরে দু'ভাই যখন আগুন আর ধোঁয়ার জিন খুলে ফেলেছে, তখন হাজির হলো লোকগুলো। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, ঘোড়ার মুখ দিয়ে ভাঙছে ফেনা। ওদের দিকে নজর দিল না উলফ আর গডউইন, সহিসদেরকে সরে যেতে বলল, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘোড়ার পরিচর্যায়। শরীর দলাই-মলাই করল, গা ধুয়ে দিল, তারপর খেতে দিল খড়-ভুষি। কাজ শেষে ফিরে এল অতিথিশালায়।

রোজামুণ্ডের দেখা পাওয়া গেল না, তাই বিছানায় শুয়ে গল্পে

www.BanglaBook.org

মেতে উঠল দুই নাইট। আলোচনা করল নিজেদের ভাগ্য নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে। সূর্যাস্তের একঘণ্টা আগে দাসীর দল এসে গোসলখানায় নিয়ে গেল ওদের। আগের দিনের মত গরম আর ঠাণ্ডা পানি নিয়ে গোসল করানো হলো ওদের, সুগন্ধী আতর মাখানো হলো; সবশেষে নতুন দুটো আলখাল্লা পরতে দেয়া হলো।

পুরোপুরি তৈরি হয়ে দুই ভাই যখন কামরা থেকে বেরুল, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মশাল হাতে দাসীরা পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে গেল বিশাল এক হলঘরে। ভিতরটা চমৎকারভাবে সাজানো। মার্বেলপাথরের দেয়াল, ছাতে নানা ধরনের নকশা আর খোদাই—পুরো জায়গাটা আলোকিত করা হয়েছে দামী এবং উজ্জ্বল অসংখ্য প্রদীপ দিয়ে। হলঘরের দু'পাশে মেঝেতে রয়েছে বসার ব্যবস্থা—প্রতিটি আসন নরম তুলার গদিতে গড়া। সামনে একটা করে নিচু কারুকাজঅলা টেবিল। সব মিলিয়ে শ'খানেক অতিথি দেখা গেল, সাদা আলখাল্লা পরে বসে আছে নিঃশব্দে।

হলঘরে দু'ভাইকে পৌঁছে দিয়ে সরে গেল দাসীর দল। এবার গলায় সোনার শেকল পরা কয়েকজন ভৃত্য এগিয়ে এল, ওদেরকে নিয়ে গেল কামরার মাঝখানে—ওখানে একটু উঁচু করে মঞ্চ বানানো হয়েছে, তাতে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো হয়েছে বেশ ক'টা গদি... এ-মুহূর্তে শূন্য। গদিগুলোর সামনে রয়েছে নকশাদার একটা পিঠ-উঁচু আসন।

গদিতে বসানো হলো দুই নাইটকে, ভৃত্যরা পিছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটু পরেই শোনা গেল সঙ্গীতের আওয়াজ—নৃত্যগীত-রত একদল নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে হলঘরে আগমন ঘটল সিনান ওরফে আল-জেবেলের।

সে-এক অদ্ভুত মিছিল। নর্তকীদের পিছনে রয়েছে বৃদ্ধ

www.BanglaBook.org

দাইসের দল, তারপর সিনান নিজে। সান্ধ্যভোজের জন্য রক্তলাল একটা আলখাল্লা পরেছে, মাথার পাগড়িতে বহুমূল্য পাথরের সমাহার। তাকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন খাস-ভৃত্য, গায়ের রঙ আবলুশ কাঠের মত কুচকুচে কালো। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল—উঁচু করে রেখেছে। সবার শেষে রয়েছে জেবেলের দুই দৈত্যাকার দেহরক্ষী, পাথরের মত মুখ করে প্রভুকে অনুসরণ করছে তারা।

আল-জেবেলকে দেখতে পেয়েই আসন ছাড়ল সব অতিথি, হাঁটু গেড়ে সম্মান দেখাল। ওভাবেই রইল, যতক্ষণ না নির্ধারিত আসন অলঙ্কৃত করল মোটা লোকটা। দাঁড়িয়ে রইল শুধু দুই ইংরেজ নাইট, যেন পরাজিত যুদ্ধক্ষেত্রের নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। আসনে বসে হাত নাড়ল আল-জেবেল, এবার যার যার গদিতে ফেরার সুযোগ পেল অতিথিরা।

নীরবতা নেমে এল হলঘরে। হাসাসিন অধিপতিকে কিছুটা অধৈর্য দেখাল, তার কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না দু'ভাইয়ের। রোজামুণ্ড এখনও আসেনি। একটু পরেই অবশ্য আরেক দফা সঙ্গীত ভেসে এল। নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে এবার হলঘরে ঢুকল রোজামুণ্ড। আল-জেবেলের মতই আনুষ্ঠানিকতা পেয়েছে—ওকে ঘিরে রেখেছে মশালবাহী চার দাসী, পিছনে দেহরক্ষীর মত রয়েছে মাসুদা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মিছিলের দিকে তাকাল উলফ আর গডউইন। রোজামুণ্ডই বটে, কিন্তু ওকে চেনা যাচ্ছে না একদম। পুবদেশীয় রানির মত লাগছে। মাথায় একটা রত্নখচিত মুকুট, তা থেকে ঝুলছে ঘোমটা—মুখ ঢাকার জন্য নয়, বরং মুখকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য। কৌশলে বাঁধা চুলের ভাঁজে ভাঁজেও শোভা পাচ্ছে রত্ন; গায়ে গোলাপি মখমলের পোশাক... তাতেও রত্নের কারুকাজ। পায়ের চটিজুতোয়ও একই জিনিস। কোমরে সোনার কোমরবন্ধনী। গহনা নেই শুধু ওর উন্মুক্ত সুডৌল হাতদুটোয়।

www.BanglaBook.org

রাজকীয় এই সৌন্দর্য দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল ভোজসভার সমস্ত অতিথি, মাথা ঝোঁকাল সম্মানে। দুই নাইটও একই কাজ করল।

'মানে কী এর?' ভাইয়ের কানে ফিসফিসাল উলফ।

গডউইন কোনও জবাব দিল না।

একটু পর মঞ্চে উঠে এল রোজামুণ্ড। দাঁড়িয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাল আল-জেবেল, নিজের পাশে বসাল। এবার দ্বিতীয়বারের মত আসন গ্রহণ করল অতিথিরা।

'অবাক হলেও চেহারায় কিছু ফুটতে দিয়ো না,' নিচু গলায় উলফকে বলল গডউইন। চোখ পড়ল মাসুদার উপর। পরাজিত ভঙ্গিতে রোজামুণ্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

খাওয়া শুরু হলো। ছোটাছুটি করে ভৃত্যরা একের পর এক থালা আনতে থাকল—তাতে চেনা-অচেনা হরেক রকমের খাবার। সাধারণ অতিথিরা পিতলের বাসনে খাচ্ছে, কিন্তু মঞ্চে উপবিষ্টদেরকে দেয়া হচ্ছে সোনা-রূপার থালায়।

খেলো উলফ আর গডউইন... খিদের তাড়নায় নয়, বরং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য। আল-জেবেলকে কোনও ধরনের অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চায় না। কী খেলো, তা অবশ্য বলতে পারবে না; সারাক্ষণ ওদের চোখ সেঁটে রইল সিনান আর রোজামুণ্ডের উপর। কী ঘটছে না ঘটছে, তাতে তীক্ষ্ণ নজর। পরিষ্কার বোঝা গেল, যদিও স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে, আসলে ভিতরে ভিতরে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে রোজামুণ্ড। বার বার ওর দিকে খাবার বাড়িয়ে ধরছে সিনান, কখনও থালায়... কখনও বা নিজ হাতে, ফেরাবার উপায় নেই। সুযোগ পেলেই লোভী দৃষ্টি বোলাচ্ছে ওর শরীরের উপর। জড়সড় হয়ে রইল বেচারি।

সোনার পেয়ালায় ভরে মদ এল একটু পরে। নিজের মুখে ঠেকিয়ে রোজামুণ্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল সিনান। মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড, জানাল—ও মদ খায় না। মাসুদার কাছে পানি চাইল

www.BanglaBook.org

তার পরিবর্তে। এবার দুই নাইটের দিকে নজর দিল সিনান, ওদেরকে মদ সাধল, কিন্তু ওরাও অস্বীকৃতি জানাল। চোখে সন্দেহ ঘনাল হাসাসিন-অধিপতির। জানতে চাইল, কেন ওরা মদ খাবে না। জবাবে গডউইন বলল, ওরা শপথ নিয়েছে... বোনকে নিয়ে দেশে না ফেরা পর্যন্ত মদ স্পর্শ করবে না।

জবাব শুনে একটু যেন সন্তুষ্ট হলো সিনান। বলল, শপথ নিলে সেটা পূরণ করা ভাল। কিন্তু এমনও হতে এই শপথের জন্য বাকি জীবন পানি খেয়ে কাটাতে হবে ওদেরকে। লোকটার ইশারা বুঝতে কষ্ট হলো না। আভাসে জানাতে চাইছে, রোজামুণ্ডকে নিয়ে কখনোই আর দেশে ফেরা হবে না ওদের।

পেয়ালার পর পেয়ালা মদ সাবাড় করতে শুরু করল আল-জেবেল। একটু পর মাতলামি পেয়ে বসল তাকে। জড়ানো গলায় গডউইনকে বলল, 'শুনলাম বিকেলে তুমি মুখোমুখি হয়েছিলে নাইট লযেলের। তলোয়ার বের করে আক্রমণ করেছিলে ওকে। খুন করোনি কেন? লোকটা কি তোমার চেয়ে ভাল যোদ্ধা?'

'মনে হয় না, মহাত্মন,' একটু সম্মান দেখিয়ে বলল গডউইন। মাসুদা দোভাষী হিসেবে কাজ করছে। 'আগে একবার লড়াই হয়েছে আমাদের, তাতে জিততে পারেনি ও। আজকেও পারত না, কিন্তু আপনার ফেদাইরা এসে বাধা দিল আমাকে।'

'ও, তাই নাকি?' দুলতে দুলতে বলল সিনান। 'হুঁ... মনে পড়েছে। ওদেরকে আমিই বলে দিয়েছিলাম এ-ব্যাপারে। তারপরও... ওকে তুমি খুন করলে আমি খুশি হতাম। শালার অকৃতজ্ঞ কুত্তা... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলাপের দিকে নজর দিয়েছে! মানে... তোমাদের বোনের কথা বলছি আর কী।' রোজামুণ্ডের দিকে ফিরল। 'ভয় পেয়ো না, হারামজাদা আর কখনও উত্ত্যক্ত করবে না তোমাকে। এই প্রতীকের অধীনে নিরাপত্তা পাচ্ছ তুমি...' হাত বাড়িয়ে নিজের আংটি দেখাল সে। রোজামুণ্ডের

www.BanglaBook.org

কাঁধে হাত রাখল।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে ফেলল রোজামুণ্ড, নইলে চেহারায় ফুটে ওঠা বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার ছাপ দেখে ফেলত হাসাসিন-অধিপতি।

হিংস্র দৃষ্টিতে আল-জেবেলের দিকে তাকাল উলফ। এত বড় সাহস... রোজামুণ্ডের গায়ে হাত দিয়েছে সে! পারলে ব্যাটাকে খালি হাতে খুন করে ফেলে আর কী। কপাল ভাল, ব্যাপারটা খেয়াল করল না লোকটা; মনোযোগ সম্পূর্ণ রোজামুণ্ডের দিকে; নইলে কী ঘটে যেত, বলা যায় না। সিনান হাত সরাচ্ছে না দেখে উলফ আবার খেপে উঠল, নিজের অজান্তে হাত দিয়ে ফেলল খাপবদ্ধ তলোয়ারে। মাসুদা লক্ষ করল সেটা, দৃষ্টিতে আতঙ্ক বাসা বাঁধল; আর সেটা দেখে সচেতন হয়ে উঠল গডউইন। তাড়াতাড়ি এক ধাক্কায় সামনের থালা থেকে ফেলে দিল একটা বাটি।

'উলফ, কী করছ?' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'তাড়াতাড়ি তোলো ওটা।'

বাটির ঠং করে ওঠা শুনে বাস্তবে ফিরে এল উলফ। বুঝতে পারল, কতবড় পাগলামি করতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তুলে আনল বাটিটা।

'লযেলের ব্যাপারে কী যেন বলতে চাইছিলে প্রভু সিনানকে,' বলল গডউইন, 'বলো না ওটা!'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ, খুব জরুরি কথা,' তাড়াতাড়ি বলল উলফ।

ভুরু কুঁচকে দু'ভাইয়ের দিকে তাকাল সিনান। রোজামুণ্ডের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে সোজা হয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'কী বলতে চাও?'

'একটা আর্জি আছে, মহাত্মন,' বলল উলফ। 'তিনরাত পরে তো লযেলের সঙ্গে লড়াই করব আমি। আমার ইচ্ছে, যদি লোকটার হাতে খুন হয়ে যাই, তা হলে যেন আমার ভাই ওর মুখোমুখি হবার সুযোগ পায়।'

'হুঁ, ভাল বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল আল-জেবেল। 'ব্যাপারটা

www.BanglaBook.org

আগে আমার মাথায় আসেনি। বেশ তো, তুমি হেরে গেলে তোমার ভাই সুযোগ পাবে লড়াই করার। লয়েল যদি দু'জনকেই খতম করতে পারে, তখন নাহয় আমি ওর ইচ্ছের কথা ভেবে দেখব।' হেসে উঠল সে। 'হ্যাঁ, ভাল একটা লড়াই হবে বটে।' রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল। 'লেডি, তুমি লড়াইটা দেখবে তো? নাকি ভয় পাবে?'

চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করল রোজামুণ্ডের। তবু দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার ভাইরা যদি ভয় না পায়, তা হলে আমি ভয় পাব কেন? ওরা সাহসী নাইট, অস্ত্র নাড়াচাড়া করেই বড় হয়েছে। তা ছাড়া সবার উপরে আছেন সৃষ্টিকর্তা। আমার, ওদের... এমনকী আপনার ভাগ্যও তিনি নির্ধারণ করেন। ঈশ্বরের যা ইচ্ছে, তা-ই তো ঘটবে।'

মাসুদা কথাটা অনুবাদ করলে মুখ বাঁকাল সিনান। বলল, 'লেডি, জেনে রাখো—এখানে আমিই আল্লাহ্... আমিই ঈশ্বর... আমিই সৃষ্টিকর্তা। আমার ইচ্ছেতেই সব ঘটে এ-রাজ্যে। পাপীকে আমিই শাস্তি দিই, ভালকে আমিই পুরস্কৃত করি। তবে... যদ্দূর শুনেছি, তোমার ভাইয়েরা ভাল যোদ্ধা। ঘোড়াও চালায় ভাল। আমার ভৃত্যকে ওই সরু সেতুর উপর অতিক্রম করবার মত সাহস দেখিয়েছে। আশা করি ওদেরই জয় হবে। বলো, দু'জনের মধ্যে কাকে তুমি কম ভালবাসো; সে-ই প্রথমে লয়েলের তলোয়ারের মুখোমুখি হবে।'

চেহারায় কোনও পরিবর্তন এল না রোজামুণ্ডের। শান্ত গলায় বলল, 'আমার চোখে ওরা একই মানুষ। কাউকে আমি একবিন্দু কম ভালবাসি না।'

মাসুদার অনুবাদ শুনে কাঁধ ঝাঁকাল সিনান। 'বেশ, তা হলে নীল চোখঅলা ভাইটাই আগে যাক। ওর পরে যাবে খয়েরি চোখঅলা ভাই।' চারপাশে তাকাল। 'ভোজ শেষ হয়েছে, লেডি। প্রধান অতিথি হিসেবে উঠে দাঁড়াও, মদের শেষ পেয়ালা তোমাকে

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ করবে সবাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। মশালধারী দাসীরা পিছনে এসে দাঁড়াল ওর, আগুনের শিখায় আলোকিত করে তুলল ওর মুখ। এরপর সিনানও দাঁড়াল, উঁচু গলায় বলল, 'আল-জেবেলের ভৃত্যরা, সম্মান দেখাও এই ফুলের শ্রেষ্ঠ ফুল... বালবেকের শাহজাদী... সুলতান সালাদিনের ভাগ্নীকে! খুব শীঘ্রিই ও তোমাদের...' এটুকু বলেই নিজেকে সংযত করল সে। মদের পেয়ালা উঁচু করে ধরল, তারপর ঠোঁটের কাছে এনে এক চুমুকে সাবাড় করল পুরোটা।

অতিথিরাও পান করল রোজামুণ্ডের নামে। বাড়াবাড়ি পরিমাণ মদ পেটে পড়েছে প্রায় সবার, পাগলের মত চেঁচামেচি শুরু করল। তাদের মালিক পুরো কথা শেষ না করলেও ওরা বুঝে ফেলেছে অনুচ্চারিত অংশটুকু। তাই শ্লোগান দিতে শুরু করল, 'রানির জয় হোক! আমাদের প্রভুর সহধর্মিণীর জয় হোক!'

শ্লোগান শুনে হাসি ফুটল আল-জেবেলের ঠোঁটে। হাত তুলে সবাইকে চুপ করার ইশারা দিল সে, তারপর এগিয়ে এসে রোজামুণ্ডের একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে; আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে চুমো খেল তাতে। আর কোনও কথা বলল না, চুমো খেয়েই উল্টো ঘুরল, দাইস আর নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে।

হাসাসিন-অধিপতি অদৃশ্য হতেই উত্তেজিত ভঙ্গিতে রোজামুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল উলফ আর গডউইন, কিন্তু ওদের মাঝখানে এসে বাধা দিল মাসুদা। শান্ত গলায় বলল, 'এখন না, পরে কথা বোলো। এখন কথা বলার অনুমতি নেই তোমাদের। বাগানে যাও, ঠাণ্ডা বাতাসে বসে মাথাকেও ঠাণ্ডা করো। বোনকে নিয়ে ভেবো না, ও আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। কোনও ভয় নেই।'

উসখুস করল উলফ, কিন্তু গডউইন বলল, 'চলো, ভাই।

www.BanglaBook.org

আপাতত চলে যাওয়াই ভাল।'

ভোজসভার মাতাল অতিথিদের ভিড় এড়িয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল দুই নাইট, বাগানে চলে গেল। চার দেয়ালের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত বাতাসে এসে মন জুড়িয়ে গেল। রাতটাও শান্ত, হিমেল। আকাশে ঝিকিমিকি করছে অসংখ্য তারা, একপাশে কোমল আলো ছড়াচ্ছে মস্ত চাঁদ। এক ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। বাতাসে ভাসছে ফুলের মিষ্টি সৌরভ। মাসুদার কথাই ঠিক, বাগানে পা রাখার খানিক পরেই উত্তেজনা থিতিয়ে এল দুই ভাইয়ের।

পরিবেশটা বেশিক্ষণ উপভোগ করা গেল না। একটু পর দলে দলে হাজির হলো ভোজসভার অতিথিরা—খোলা জায়গায় কম্বল-মাদুর বিছিয়ে বসে পড়ল। কয়েকজন আবার তাঁবু টাঙিয়ে ফেলল, রাত সম্ভবত এখানেই কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে। জড়ানো গলায় আলাপচারিতা আর বেসুরো গান ভেসে এল বিভিন্ন দিক থেকে।

'মাতাল নাকি সবাই?' বিস্মিত গলায় বলে উঠল উলফ।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল গডউইন।

ওখানেই ব্যাপারটার শেষ নয়। হঠাৎ সাদা পোশাক পরা দাসীর দল উদয় হলো বাগানে, হাতে মদের বোতল আর পেয়ালা। শুয়ে-বসে থাকা অতিথিদের মধ্যে পরিবেশন করতে লাগল। হুল্লোড় উঠল মদ্যপ লোকগুলোর মাঝে, বিনে পয়সায় এত মদ খেতে পারছে—খুশি তো হবেই। কয়েকজন নেশার ঠেলায় আবোল-তাবোল কাণ্ড ঘটাতে শুরু করল—নেচে উঠল ধেই ধেই করে, কিংবা জাপটে ধরল মদ নিয়ে আসা দাসীদেরকে।

জঘন্য দৃশ্য। ওখানে বসে থাকার আর প্রবৃত্তি হলো না দুই ভাইয়ের, উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি সরে পড়ার চেষ্টা করল মদের আসর থেকে। দুটো মেয়ে ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল, মদ সাধছে। মাথা নাড়ল দুই ভাই, ভদ্রভাবে মেয়েদুটোকে সরিয়ে

www.BanglaBook.org

হাঁটতে শুরু করল।

ঝর্ণার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোল ওরা। ওখানে পৌঁছে হাত-মুখ ধুয়ে নিল, আঁজলা ভরে খেলো পানি।

'আহ্!' জোরে শ্বাস ফেলল উলফ। 'মদের চেয়েও ভাল এই পানি।' চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে মাথা ঘোরাল। দাসীরা পিছু ছাড়েনি, গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনুসরণ করছে দুই নাইটকে। আলো-আঁধারির মাঝে সাদা পোশাক পরা মেয়েগুলোকে লাগছে ভৌতিক আত্মার মত।

'ভাগো!' চেঁচাল উলফ। তারপর ভাইকে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

একটু পর ঘাসেঢাকা উন্মুক্ত একখণ্ড জমিতে এসে পৌঁছুল দু'জনে। পিছন ফিরে দেখল, কেউ নেই। ধমক খেয়ে ফিরে গেছে দাসীর দল। স্বস্তি পেল দু'ভাই, হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মাটিতে; কথা বলতে শুরু করল।

'বলো দেখি এবার,' বলল উলফ, 'ভোজসভায় আসলে কী ঘটল?'

'কানা হয়ে গেছ নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল গডউইন। 'বুঝতে পারোনি, কালা বদমাশটা রোজামুণ্ডের প্রেমে পড়েছে? বিয়ে করতে চাইছে ওকে... সম্ভবত করেই ছাড়বে।'

রাগে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল উলফ। 'তার আগেই হারামজাদাকে নরকে পাঠাব আমি। তাতে নিজেও যদি মরি, মরব।'

'ওই কাজই তো করতে যাচ্ছিলে,' বলল গডউইন। 'আমি যদি বাধা না দিতাম, তা হলে একটা কিছু ঘটে যেত আজ সন্ধ্যাতেই। মাথা একটু ঠাণ্ডা রাখো, উলফ। বোকামি করলে নিজেদের, কিংবা রোজামুণ্ডের কোনও লাভ হবে না। মাঝখান থেকে বিপদ বাড়বে। তারচেয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ভাল। যখন দেখব আর কোনও উপায় নেই, তখন নাহয় অমন কিছুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা ভেবে দেখা যাবে।'

'আজকেই সবচেয়ে ভাল সুযোগ পেয়েছিলাম, গডউইন। আবার কবে সিনানের সামনে তলোয়ার নিয়ে যেতে পারব, কে জানে! তার আগেই যদি শয়তানটা...'

'শান্ত হও। রোজামুণ্ডের অলঙ্কারের মধ্যে আমি একটা রত্ন-বসানো ছুরি দেখতে পেয়েছি। নিজের সম্মান বিসর্জন দেবার আগে ও নিজের জীবন বিসর্জন দেবে। তেমন কিছু ঘটলে আমরাও জীবন দেব... প্রতিশোধ নিয়ে! এমন প্রতিশোধ, যার কথা এ-পাহাড়ের মানুষ চিরকাল মনে রাখবে।'

ওদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটল শুকনো পাতার মড়মড় শব্দে। কেউ আসছে এদিকে। ঘাড় ফেরাতেই খোলা জায়গাটার একপাশে সাদা পোশাক পরা একটি নিঃসঙ্গ নারীমূর্তি দৃষ্টিগোচর হলো।

'চলো পালাই,' বলল উলফ। 'মদ নিয়ে আরেক আপদ এসে পড়েছে।'

ওরা উঠে দাঁড়াতেই কাছে এসে পড়ল মেয়েটা। মুখের ঘোমটা সরাল। মাসুদা।

'আমার সঙ্গে এসো, ব্রাদার উলফ আর গডউইন,' ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'জরুরি কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।' তারপর গলা চড়াল। 'কী? মদ খাবেন না? তা হলে কী আর করা!' কাউকে শোনাল বোধহয় কথাটা।

উল্টো ঘুরল মাসুদা, হাতের পেয়ালা কাত করে মদ ফেলে দিল। হাঁটতে শুরু করল দ্রুত পদক্ষেপে। ওর পিছু নিল দুই নাইট।

ছায়ার মধ্য দিয়ে ভূতের মত এগোচ্ছে মাসুদা। নিঃশব্দে। বার বার হারিয়ে যাচ্ছে ঘন গাছপালার আড়ালে। পরনে সাদা পোশাক না থাকলে তাল মেলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যেত দু'ভাইয়ের জন্য। বেশ কিছুটা সময় চলার পর পাহাড়ি খাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশে এসে পৌঁছুল ওরা। কিনারা ঘেঁষে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক পাথর। পাথরের উল্টোদিকে একটা বড় মাটির ঢিবি। ওটার চারপাশ বেষ্টন করে থাকা ঝোপঝাড়ের ভিতরে ঢুকল মাসুদা, দাঁড়িয়ে গেল বড় আকারের একটা গুপ্তদরজার সামনে। ঢিবির গায়ে ওটা সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

চারদিক ভালমত দেখে নিয়ে জামার ভিতর থেকে একটা চাবি বের করল ও, তালা খুলল দরজার।

'ঢোকো!' চাপা গলায় বলল মাসুদা, ধাক্কা দিয়ে সঙ্গীদেরকে ঢোকাল দরজা দিয়ে।

ওপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার এক গুহা, কিছুই ঠাহর করা যায় না। চোখ পিটপিট করল দুই ভাই। পিছনে আওয়াজ হলো—ভিতরে ঢুকে মাসুদা আবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

'ব্যস, এবার আমরা নিরাপদ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'এসো, আলোর কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে।'

হাত ধরাধরি করে এগোল তিনজনে। গুহার মেঝে ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে, সাবধানে হাঁটতে হলো। একশো গজের মত যাবার পর চাঁদের আলোর দেখা পাওয়া গেল। সরু এক পাহাড়ি চাতালে বেরিয়ে এল ওরা, বুনো ঝোপঝাড়ে জায়গাটা ভরা; গুহামুখ তাতে ঢাকা পড়ে গেছে। ডানদিকে হাত তুলে দেখাল মাসুদা—চাতাল থেকে খাদের প্রায় খাড়া ঢাল ঘেঁষে একটা পথ নেমে গেছে নীচে। একেবারে সংকীর্ণ, নুড়িতে ভরা... বিপজ্জনক।

'এটাই মাসায়েফের পাহাড় থেকে বেরুবার একমাত্র বিকল্প রাস্তা,' বলল মাসুদা।

'খুবই বাজে রাস্তা,' নীচদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল উলফ।

'হ্যাঁ, তবে দক্ষ ঘোড়সওয়ার যেতে পারবে এখান দিয়ে,' মাসুদা বলল। 'একেবারে নদীর কিনারে পৌঁছুনো যাবে এ-পথ ধরে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিতে হবে। পানি ঘেঁষে মাইলখানেক

www.BanglaBook.org

গেলে পাহাড়ের পূর্ব পাশ। ওখান থেকে ঢাল বেয়ে সহজেই চলে যাওয়া যায়। চাইলে তোমরা এখুনি যেতে পারো। কাল সকালের আগে কেউ খোঁজ করবে না তোমাদের। ততক্ষণে বহুদূর চলে যেতে পারবে।'

'আমরা নাহয় গেলাম, কিন্তু রোজামুণ্ড?' জানতে চাইল উলফ।

'ওর জন্য কিছু করার নেই,' শান্ত গলায় বলল মাসুদা। 'সিনানের হারেমে যেতে হবে ওকে... খুব শীঘ্রিই।'

'না! এ-কথা বোলো না!' মেয়েটার বাহু খামচে ধরল উলফ।

'সত্য লুকিয়ে লাভ কী? এখনও টের পাওনি, প্রভু সিনান ওই মেয়ের রূপে মজেছে? এখনও কিছু করেনি কেন, জানো? কিছুদিন আগে প্রভুর স্ত্রী মারা গেছেন... কীভাবে, তা জানতে চেয়ো না। তবে এখানকার নিয়ম হলো, স্ত্রী মারা যাবার পর একমাস শোকপালন করতে হয় বিপত্নীক স্বামীকে; সেই সময়ের ভিতর নতুন কাউকে বিয়ে করতে পারে না। তবে তিনদিন পর... পূর্ণিমার রাতে সেই একমাস পূর্ণ হচ্ছে। আমার ধারণা, তখুনি পৃথিবীর গোলাপকে বিয়ে করবেন আমাদের প্রভু। মিথ্যে আশা দিতে চাই না, এই তিনদিন মেয়েটা নিরাপদ থাকবে; তবে তারপর সিনানের সামনে মাথা ঝোঁকাতেই হবে ওকে।'

'তা হলে এর মাঝেই রোজামুণ্ডকে পালাতে, কিংবা মরতে হবে,' বলল গডউইন।

'তৃতীয় একটা উপায় আছে,' মাসুদা বলল। 'সিনানকে বিয়ে করে রানি হতে পারে ও।'

'কক্ষনো না!' ঝট্ করে তলোয়ার বের করল উলফ। ডগা ঠেকাল মাসুদার বুকে। 'তুমি ওকে দুর্গ থেকে বের করে আনবে! নইলে...'

'তলোয়ার সরাও, ব্রাদার উলফ।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল মেয়েটার। 'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। পৃথিবীর

www.BanglaBook.org

গোলাপকে দুর্গ থেকে বের করে আনা খুবই কঠিন। খামোকা অমন ঝুঁকি নেবার ইচ্ছে নেই আমার। শেষ পর্যন্ত যদি নিই-ও... নিশ্চিত থাকো, তোমার তলোয়ারের ভয়ে ঝুঁকিটা নেব না আমি।'

'তা হলে কী চাও তুমি, মাসুদা?' জানতে চাইল গডউইন। 'টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হবে না, তা তো বুঝতেই পারছি।'

'আমাকে ওভাবে অপমান না করায় ধন্যবাদ,' শীতল গলায় বলল মাসুদা। 'টাকার কথা তুললে এখানেই আমাদের বন্ধুত্ব খতম হয়ে যেত। আমার কথা এখন মন দিয়ে শোনো। হাতে খুব বেশি সময় নেই তোমাদের। সিনানের সুনজরে আছ তোমরা, কারণ ও তোমাদেরকে মেয়েটার ভাই বলে জানে। কিন্তু প্রেমিক বা পাণিপ্রার্থীর পরিচয় পেলেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমার মুখ বন্ধ আছে, সমস্যা শুধু নাইট লয়েলকে নিয়ে। ও সব জানে। আর ওর কাছ থেকে সিনানও জানতে পারবে খুব শীঘ্রি। দুজনের দেখা হলেই তোমাদের কপাল পুড়ল।'

'কী করা যায় তা হলে?'

'এ-মুহূর্তে কিছু মাথায় আসছে না, আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আগামীকাল আবার দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে? দুর্গে না, এখানে।'

'পথ চিনব বলে মনে হচ্ছে না। রাতের বেলা কোনখান দিয়ে নিয়ে এলে, তার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পথ চেনা সহজ। টিবির উল্টোপাশে যে-বড় পাথরটা আছে, ওটাই নিশানা। আগামীকাল প্রায় সারাদিনই তোমাদেরকে অনুশীলনের সুযোগ দেয়া হবে। দিনের আলোয় দেখে নিয়ো কোথায় ওটা। সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়া শেষে বাগানে হাঁটতে বেরিয়ো। প্রহরীরা সঙ্গে থাকবে না তখন, ভাববে তোমরা দূরে কোথাও যাচ্ছ না। যখন নিশ্চিত হবে যে কেউ নেই, তখন চলে এসো এখানে। এই নাও দরজার চাবি।' গুপ্তপথের চাবি গডউইনের হাতে তুলে দিল মাসুদা। 'যাও এখন, রাত হয়ে

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে। আগামীকাল আবার দেখা করব আমরা। যদি কোনও বুদ্ধি বের করতে পারি, তখন তোমাদের জানাব। ও হ্যাঁ, যাবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে যেতে ভুলো না।'

'দরজা আটকে দিলে তুমি যাবে কীভাবে?' বিস্মিত হলো উলফ।

'অন্য একটা পথ আছে,' হাসল মাসুদা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি এ-শহরের সমস্ত গোপন পথের রানি! যাও।'

বিদায় জানিয়ে ফিরে চলল দু'ভাই।

সে-রাতে ভাল ঘুম হলো না উলফ বা গডউইনের। বিছানায় এ-পাশ করল, চোখ মুদলেই দেখতে পেল ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন। আধো-ঘুম আর আধো-জাগরণে কেটে গেল রাত। আগের দিনের মত এ-রাতেও অপরিচিত মানুষদের পদচারণা শুনল ওরা, শুনল অচেনা কণ্ঠের ফিসফিসানি। ভোরের আলো ফুটলে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল দু'জনে।

মুখহাত ধুয়ে আর প্রাতঃকৃত্য সেরে কামরায় ফিরল দুই নাইট, নাশতা করল। খাওয়া শেষে অতিথিশালায় হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ, যদি রোজামুণ্ড বা মাসুদার দেখা পাওয়া যায়! কিন্তু না, দু'জনের কাউকেই পাওয়া গেল না কোথাও। ঘণ্টাখানেক পরে এক রক্ষী উপস্থিত হলো, ইশারা করল সঙ্গে যাবার জন্য। দুর্গের অলিগলি পেরিয়ে একটু পরেই আল-জেবেলের টেরাসের দরবারে হাজির হলো ওরা।

আগের দিনের মত পরিবেশ বিরাজ করছে ওখানে। দু'পাশে উপবিষ্ট উপদেষ্টা-মণ্ডলী, মাঝখানের মঞ্চে সিনান স্বয়ং। পার্থক্য বলতে আজ রোজামুণ্ড বসে আছে মঞ্চের পাশে, পরনে রাজকীয় পোশাক। ওকে দেখেই এগোবার চেষ্টা করল দু'ভাই, কথা বলবে। কিন্তু বাধা পেল রক্ষীদের কাছ থেকে। নিঃশব্দে মঞ্চ থেকে কয়েক হাত দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দেয়া হলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে দাঁড়াতে হবে ওদেরকে।

হাল ছাড়ল না উলফ, দূর থেকেই ইংরেজিতে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রোজামুণ্ড, সব ঠিকঠাক তো?'

মলিন মুখ তুলে একটু হাসল রোজামুণ্ড, মাথা ঝাঁকাল।

সিনানের ইশারা পেয়ে ওকে চুপ করতে বলল মাসুদা। জানাল, অনুমতি ছাড়া পাহাড়ের প্রভু কিংবা তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গে কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ। অগত্যা মুখে তালা আঁটল দুই ভাই।

একটু পর আসন ছেড়ে উঠে এল কয়েকজন দাইস। মঞ্চের কাছে গিয়ে কথা বলতে শুরু করল আল-জেবেলের সঙ্গে। হাবভাবে মনে হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার। সবার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে রয়েছে। ওদের কথা শেষ হলে একটা আদেশ দিল হাসাসিন-অধিপতি। দাইস-রা নিজেদের আসনে ফিরে গেল, কয়েকজন বার্তাবাহক বেরিয়ে গেল টেরাস ছেড়ে। একটু পরেই অবশ্য ফিরে এল তারা, পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে সবুজ আলখাল্লা পরা তিনজন সৌম্যদর্শন সারাসেনকে। তাদের পিছনে ভৃত্যের দল, সবার চেহারায় দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি। টেরাসে ঢুকল তারা মাথা উঁচু করে, কোনোদিকে তাকাল না; শুধু একবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দুই নাইটের দিকে। এরপর তাদের মনোযোগ আটকে গেল মঞ্চের পাশে বসা রোজামুণ্ডের উপর। সসম্ভ্রমে ওকে সালাম দিল ওরা।

বিরক্ত চোখে নবাগতদের দিকে তাকাল আল-জেবেল। সভ্যতা-ভব্যতার ধার না ধেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে তোমরা? কেন এসেছ এখানে?' ঠোঁট চাটল। 'আমি এ-রাজ্যের অধিপতি, এরা আমার উপদেষ্টা।' আঙুল তুলে দাইসদেরকে দেখাল। 'আর এ-ই হলো আমার প্রতীক।' বুকে নকশা করা লাল ছুরির দিকে ইশারা করল।

পরিচয় পেয়ে ভদ্রতার সঙ্গে সালাম জানাল সারাসেনরা। তাদের দলনেতা বলল, 'ওই প্রতীক আমরা চিনি, বহুবার ওই

www.BanglaBook.org

প্রতীকধারীদেরকে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করেছি। মৃত্যুর প্রভু, এবার তোমাকেও আমরা দেখে নিলাম। পরিচয় জানতে চাও? আমরা প্রাচ্যের অধিপতি, মহান সুলতান সালাদিনের প্রতিনিধি। সঙ্গে তাঁর সিলমোহর দেয়া ফরমান আছে; চাইলে ওটা পরখ করে নিতে পারো।'

'দরকার নেই,' বলল সিনান। 'সালাদিনের নাম শুনেছি আমি। এখানে কী চাই?'

'আমার ধারণা, তা তুমি জানো। তাও খুলে বলি। নিমকহারাম এক ইংরেজ বিশ্বাসঘাতক রয়েছে তোমার অধীনে। আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করে সুলতানের ভাগ্নী, বালবেকের শাহজাদীকে তুলে দিয়েছে তোমার হাতে। আমাদের সুলতান এ-খবর পেয়েছেন তাঁর বিশ্বস্ত আমির আল-হাসানের কাছ থেকে, যে তোমার খুনিদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন সুলতানের দাবি—ফিরিয়ে দাও তাঁর ভাগ্নীকে; আর সঙ্গে লযেলের মাথাটাও চাই।'

'লযেলের মাথা তোমরা আগামীকাল রাতে নিতে পারবে বলে আশা করি,' হালকা গলায় বলল আল-জেবেল। 'তবে মেয়েটা আমার কাছেই থাকছে।'

'যা বলছ, তা বুঝে-শুনে বলছ তো?' শাসাল সারাসেন দলনেতা।

'অবশ্যই! কেন... আবার বলে দিতে হবে?'

'ভালমত ভেবে দেখো। শান্তির প্রস্তাব দিয়েছি আমরা। ফিরিয়ে দিলে মস্ত বোকামি করবে...'

'গোল্লায় যাক শান্তি!' খেঁকিয়ে উঠল আল-জেবেল। 'যা বলছি তা কান খাড়া করে শোনো—এই মেয়েকে কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না আমি।'

বড় করে শ্বাস নিল সারাসেন। 'বেশ, তা হলে সুলতান সালাদিনের নামে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-যুদ্ধ ততক্ষণ চলবে, যতক্ষণ না এ-পাহাড় ধুলোয় মিশিয়ে দিই! খুন করা হবে তোমাদের সবাইকে! তোমার লাশ ছুঁড়ে ফেলা হবে খোলা প্রান্তরে... শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হিসেবে!'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল আল-জেবেলের। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'অ্যাই ব্যাটা, তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? যা, সালাদিন নামের কুত্তাটাকে গিয়ে বল্, আমি পরোয়া করি না। মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে আমাকে যেন না ঘাঁটায় সে। একটা খুশির খবরও দিতে পারিস, আমার আত্মীয় বানাচ্ছি ওকে। দু'রাতের ভেতর ওর ভাগ্নীকে বিয়ে করব আমি... রানি বানাব। ওর দাওয়াত রইল।'

কথাটা শুনেই আঁতকে উঠল রোজামুণ্ড। দু'হাত তুলে আনল মুখের সামনে।

ওর দিকে তাকাল সালাদিনের প্রতিনিধি। বলল, 'শাহজাদী, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের ভাষা বুঝতে পারছেন। বলুন, এই জংলি শুয়োরটাকে বিয়ে করে আপনি কি নিজের রাজরক্ত কলুষিত করতে চান?'

'না... না!' হাহাকার করে উঠল রোজামুণ্ড। আরবীতে বলল, 'আমি ওর বন্দি... জোর করে বিয়ে করতে চাইছে। আমার মামা সালাদিন যদি সত্যিই শক্তিশালী সুলতান হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর শক্তি দেখাতে বলুন। আমাকে, আর আমার এই দুই ভাই... সার গডউইন আর সার উলফকে উদ্ধার করতে বলুন এই নরক থেকে।'

'আচ্ছা!' দু'চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল আল-জেবেলের। 'তুমি তা হলে আরবী বলতে পারো? ভালই হলো, আমাদের প্রেমালাপে কোনও বাধা থাকবে না।' প্রতিনিধি দলের দিকে ফিরল। 'মেয়েমানুষের মত পাল্টাতে আর কতক্ষণ! তোরা এবার যেতে পারিস। নইলে সিরিয়ার চেয়েও লম্বা যাত্রায় পাঠিয়ে দেব সবাইকে। তোদের সুলতানকে বলে দিস, যদি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলার দুঃসাহস দেখায়, তা হলে আমার ফেদাই-রা তার

www.BanglaBook.org

জবাব দেবে। দিন বা রাতের একটা মুহূর্তও ওর জন্য নিরাপদ থাকবে না। ওর পেয়ালায় মিশিয়ে দেয়া হবে বিষ, কিংবা বিছানায় পেতে রাখা হবে ছুরি! ওর শ্বাস নেয়া বাতাসের প্রতিটা কণায় ওঁৎ পেতে থাকবে মৃত্যু। হাজার দেহরক্ষী নিয়েও ঠেকাতে পারবে না তাকে। তাই দামেস্কের দেয়ালের ভিতর নিজেকে লুকিয়ে ফেললেই ভাল করবে। যুদ্ধ যদি করতে চায়, তা হলে খ্রিস্টান পাগলগুলোর সঙ্গে করতে বলিস; এখানে নয়! আমাকে যেন বউ নিয়ে শান্তিতে থাকতে দেয় সে।'

'ভাল বক্তৃতা দিলে!' টিটকিরির সুরে বলল সালাদিনের প্রতিনিধি। 'খুনি-সর্দারের উপযুক্ত বক্তৃতাই বটে!'

'খালি বক্তৃতা না, সময় এলে কাজেও পরিণত করা হবে,' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল আল-জেবেল। 'যারা মৃত্যুর শপথ নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে তোদের সুলতান? হাসছিস? আমার ক্ষমতার প্রমাণ চাস? ঠিক আছে, দেখাচ্ছি।' উপদেষ্টাদের দিকে ফিরল সে। 'অ্যাই, তোমরা দু'জন এদিকে এসো।' দু'জন দাইসকে ডাকল।

আসন ছেড়ে মঞ্চের সামনে এল দুই বৃদ্ধ।

'আমার প্রিয় অনুসারীরা,' ভাষণের সুরে বলল আল-জেবেল, 'এই অবিশ্বাসীদের দেখিয়ে দাও, এ-রাজ্যে প্রভুর আদেশ কীভাবে মানা হয়। এমনিতেও বয়স হয়েছে তোমাদের, আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। যাও... স্বর্গের পথে রওনা হয়ে যাও।'

মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল দুই বৃদ্ধ। একটু কাঁপল, তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলাল নিজেদেরকে। পাশ ফিরে টেরাসের কিনারে ছুটে গেল তারা, ঝাঁপ দিল অতল গহ্বরে।

অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। তারপরই হেসে উঠল আল-জেবেল। প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে বলল, 'কী? আছে সালাদিনের রাজ্যে এমন কোনও ভৃত্য? ওরা দু'জন যা করেছে, তা আমার প্রজাদের প্রত্যেকেই করতে প্রস্তুত। জানের মায়া

www.BanglaBook.org

করবে না, সালাদিনকে খুনের আদেশ পেলে সবাই ছুটবে দামেস্কের উদ্দেশে। কতজনকে মারবি তোরা? দশ... বিশ... একশো... দুইশো? মেরে কুলিয়ে উঠতে পারবি না। শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ ঠিকই পৌঁছাবে সুলতানের কাছে। কাজেই মাথা ঠাণ্ডা করে ফিরে যা নিজের ঘরে। চাইলে এই দুই নাইটকে নিয়ে যেতে পারিস, ওরা সালাদিনকে শোনাতে পারবে এখানে কী দেখেছে। বুঝিয়ে দিতে পারবে, ওদের বোনকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে কী ঘটতে পারে। মাসুদা, নাইটদেরকে বলো কথাটা।'

অনুবাদ করে শোনাল মাসুদা। ওর মাধ্যমে জবাব দিল গডউইন, 'প্রভু, মার্জনা নেবেন। পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় আমাদের কাছে; আপনাদের ভাষা কিছুই বুঝি না কিনা! তবে এখানে আমরা থাকছি লযেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য। ওটা শেষ না করে কোথাও যেতে চাই না। আগে লড়াই হোক, এরপর যদি আপনি অনুমতি দেন, আমরা নাহয় চলে যাব।'

ওর কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রোজামুণ্ড। ভয় পাচ্ছিল, ওকে না একা থেকে যেতে হয় আল-জেবেলের কাছে!

'বেশ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে কোথাও পাঠাব না,' বলল হাসাসিন-অধিপতি। বার্তাবাহককে ডাকল। 'অ্যাই, সালাদিনের লোকজনকে ভালমত খানাপিনা করাও। তারপর বিদায় করো আমার দুর্গ থেকে।'

'ভদ্রতা দেখানোয় ধন্যবাদ,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল প্রতিনিধি দলের নেতা। 'কিন্তু খুনির ঘরের দানাপানি স্পর্শ করব না আমরা। আতিথেয়তা নেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আল-জেবেল, আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু নিশ্চিত থাকো, এক সপ্তাহের মধ্যে আবার ফিরে আসব। সঙ্গে থাকবে দশ হাজার সৈন্য আর দশ হাজার অস্ত্র। তার মধ্যে একটা তোমার বুকে বিঁধবে। বিদায়! যা খুশি করো তুমি, আমরাও আমাদের কর্তব্য পালন করব। শাহজাদী, যদি আর কোনও উপায় না থাকে, আত্মহত্যা করে নিজের সম্ভ্রম

www.BanglaBook.org

রক্ষা করুন... এই-ই আমার পরামর্শ।'

মাথা ঝুঁকিয়ে রোজামুণ্ডকে সালাম দিল প্রতিনিধিরা, তারপর চলে গেল টেরাস থেকে। অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিনান, দরবার ভেঙে গেল। সবার আগে বেরিয়ে গেল রোজামুণ্ড, সঙ্গে মাসুদা। এরপর রক্ষীরা এসে গডউইন আর উলফকেও নিয়ে চলল অতিথিশালার দিকে।

যা ঘটল, তা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আলোচনা করল দু'ভাই; কিন্তু কোনও আশার আলো দেখতে পেল না। এখন ঈশ্বরই ভরসা।

চোদ্দ

সেতুর লড়াই

'সালাদিন আসবে,' আশান্বিত গলায় বলল উলফ। কামরার জানালায় দাঁড়িয়ে আছে ও, তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। ধুলো উড়িয়ে একদল অশ্বারোহী যাচ্ছে ওখান দিয়ে। 'ওই তো, প্রতিনিধিরা ফিরে যাচ্ছে। জেবেলের বেয়াদবির কথা শোনামাত্র ছুটে আসবে সুলতান।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল গডউইন। 'কিন্তু সাতদিন পরে... বড্ড দেরি হয়ে যাবে তখন।'

'যদি না তার আগেই রোজামুণ্ডকে নিয়ে সুলতানের কাছে পৌঁছুতে পারি আমরা। মাসুদা তো কথা দিয়েছে!'

'মাসুদা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গডউইন। 'কপালটাই দেখো, একটা অচেনা মেয়ের মুখের কথার উপর নির্ভর করছে সবকিছু।'

www.BanglaBook.org

'মাসুদার উপর কিছুই নির্ভর করছে না,' ভাইয়ের পাশে এসে বসল উলফ। 'নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর। মাসুদা স্রেফ উপলক্ষ্যমাত্র। থাক, এ-নিয়ে আমার ঘামিয়ে লাভ নেই। চলো, ঘোড়া নিয়ে বেরোই।'

রক্ষীরা এলে অনুশীলনে বেরিয়ে পড়ল দু'ভাই। পাহাড়ি খাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখল, বড় পাথরটা চিনে নিতে হবে। কৌশলে বারবার আসা-যাওয়া করল ওটার পাশ দিয়ে; আশপাশের এলাকা মুখস্থ করে ফেলল। দুপুরে ফিরল দুর্গে। রোজামুণ্ডের আশায় বসে রইল পুরো বিকেল, কিন্তু দেখা মিলল না। সে-রাতে কোনও ভোজ হলো না দুর্গে। দাসীরা কামরাতেই খাবার নিয়ে এল। খেতে বসলে উদয় হলো মাসুদা। সাদামাঠা গলায় জানাল, চাঁদের আলোয় সেতুর উপরে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের। খাওয়া শেষ হলে ওরা যেন রক্ষীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

দু'ভাই জিজ্ঞেস করল, রোজামুণ্ড ওদের সঙ্গে খাবে কি না। জবাবে জানা গেল, ও এখন আল-জেবেলের বাগদত্তা... হবু-রানি। এই পদমর্যাদার কোনও নারী পরপুরুষের সঙ্গে খেতে বসে না; হোক তা নিজের ভাই।

কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করে হোঁচট খেল মাসুদা। গডউইনের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভুলে যেয়ো না, আজ রাতে!' তারপর চলে গেল ও।

চাঁদ ওঠার একঘণ্টা পর আবার ঘোড়া নিয়ে বেরুল দুই নাইট। সেতুর কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল লযেলকে—ফিরে যাচ্ছে দুর্গে। ঘোড়ার মুখে ফেনা। এতক্ষণ ওকে অনুশীলন করিয়েছে রক্ষীরা। আজ লোকগুলো বেশ সতর্কাবস্থায় রয়েছে. গডউইন সুযোগ পেল না দুষ্ট নাইটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। বেশ কিছু অতি-উৎসাহী দর্শক দেখা গেল সেতুর দুই প্রান্তে, উলফ আর গডউইন হাজির হতেই হাততালি দিয়ে উঠল।

www.BanglaBook.org

ঘণ্টাখানেক অনুশীলন করল দুই ভাই। সেতুর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘোড়া ছোটাল, মাঝখানে দাঁড়িয়ে তলোয়ারবাজি করল, নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে নিল সরু জায়গাটাতে। ক্ষণে ক্ষণেই হাততালি আর জয়ধ্বনি পেল দর্শকসারি থেকে।

'যাক, আমি সন্তুষ্ট,' ফিরতি পথে বলল উলফ। চাপড়ে দিল ধোঁয়ার কাঁধ। 'এমন ঘোড়া সবার ভাগ্যে মেলে না। কাল রাতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছি।'

'এতটা খুশি হয়ো না, ভাই,' বলল গডউইন। 'আমি তো রয়ে-সয়ে আঘাত হেনেছি। লযেল তা করবে না। দক্ষ যোদ্ধা ও, লড়বেও মরিয়া হয়ে। আমি একবার লড়েছি তো ওর সঙ্গে, জানি কতটা বিপজ্জনক হতে পারে ব্যাটা। তা ছাড়া ওর ঘোড়াটা ভাল, ওজনেও আমাদের ঘোড়ার চাইতে বেশি... ভারসাম্য তাই আমাদের চেয়ে ভাল। জায়গাটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। একমাত্র আল-জেবেলের মাথাতেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য অমন একটা জায়গা নির্বাচনের বুদ্ধি আসতে পারে।'

'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব,' কথা দিল উলফ। 'যদি হেরে যাই, তুমি তোমার বুদ্ধি অনুসারে কাজ কোরো। যা-ই করো... ও যেন আমাদের দু'জনকেই খুন করতে না পারে।'

আস্তাবলে আগুন আর ধোঁয়াকে রেখে বাগানে চলে গেল দুই ভাই। মাসুদার কথাই ঠিক, রক্ষীরা এল না ওদের সঙ্গে। আজও বাগানে মদের আসর বসেছে, হয়তো ওরা ভাবছে—দুই নাইট ওটাতে যোগ দিতে যাচ্ছে। ভিড়বাট্টা এড়িয়ে গেল ওরা, সাদা পোশাকের দাসীদেরকেও ফাঁকি দিল। তারপর একটু ঘুরপথে রওনা দিল বড় পাথরটার দিকে।

জায়গামত পৌঁছে গুপ্তপথের দরজা খুলল ওরা। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল পাল্লা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল চাতালে। মাসুদাকে দেখা গেল না কোথাও। উবু হয়ে নীচের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নদীর দিকে নজর দিল দু'ভাই; বোঝার চেষ্টা করল, স্রোত কোথা থেকে আসছে, যাচ্ছেই বা কোথায়। মগ্ন হয়ে পড়েছিল দু'জনে, হঠাৎ কাঁধে নরম একটা হাত পড়তেই চমকে উঠে উল্টো ঘুরল গডউইন। মুখোমুখি হলো মাসুদার।

'ক্... কোত্থেকে এলে তুমি?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল তরুণ নাইট।

'গোপন আরেকটা পথ ধরে এসেছি—ওটাই তোমাদের একমাত্র আশা,' হেঁয়ালির সুরে জবাব দিল মাসুদা। 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সার গডউইন। আমার হাতে সময় কম। যদি বিশ্বাস থাকে আমার উপরে, তা হলে গলা থেকে ওই আংটিটা খুলে দাও আমাকে।'

'আল-জেবেলের আংটি? কেন?'

'দেবে কি না বলো! নইলে নিজেরাই যাও বোনকে উদ্ধার করতে।'

আর কিছু বলল না গডউইন। আংটিটা গলা থেকে খুলে তুলে দিল মাসুদার হাতে।

'বাহ্! বিশ্বাস তা হলে করছ!' হাসল মাসুদা। চাঁদের আলোয় আংটিটা দেখে নিল একবার, তারপর বুকের ভাঁজে লুকিয়ে ফেলল।

'হ্যাঁ, মাসুদা,' শান্ত গলায় বলল গডউইন। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। যদিও জানি না, এতবড় ঝুঁকি তুমি কেন নিচ্ছ।'

'কেন? হয়তো ঘৃণার বশে। সিনান এ-রাজ্যকে ভালবাসার মাধ্যমে শাসন করে না, করে ভয় আর আতঙ্কের মাধ্যমে। ব্যাপারটা আর সহ্য হচ্ছে না আমার। তা ছাড়া আমি বুনো স্বভাবের মেয়ে... ঝুঁকি নেয়াটা আমার রক্তে মিশে আছে। বাঁচা-মরা নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওটাও একটা কারণ হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে—সিংহের কবল থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ বলে কৃতজ্ঞতার বশে সাহায্য করছি

www.BanglaBook.org

তোমাদেরকে। কারণ যা-ই হোক... তাতে তোমার কী, সার গডউইন? হাসাসিনদের মত ঘৃণিত জাতির এক গুপ্তচরকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন তোমার? স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তুমি তো আমার গায়ে থুতু ছিটাতে! আমার কপালে যা-ই ঘটুক, তাতে তোমার কী এসে-যায়?'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মাসুদা। চোখ জ্বলছে তীব্র আবেগে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। চাঁদের আলোয় শ্বেতবসনা এক রুদ্র নারীমূর্তি—সে-এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। গডউইন টের পেল, ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে, মুখে জমছে রক্ত। কথা বলতে চাইল, কিন্তু বাধা পেল উলফ মুখ খোলায়।

'খামোকাই এত কড়া কথা শোনাচ্ছ, মাসুদা,' বলল ও। 'রাগারাগি বাদ দিয়ে বলো আমাদের কী করতে হবে।'

শান্ত হলো মাসুদা। বলল, 'কাল রাতে সেতুর উপরে লয়েলের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তোমাদেরকে, তা এড়ানোর উপায় নেই। সারা শহরের লোকজন এখন ও-নিয়েই আলোচনা করছে। সন্দেহ নেই, সবাই ওখানে ভিড় জমাবে। থাকবে সিনানও। লড়াইয়ের ফলাফল কী হবে, তা জানি না। জয়ী হতে পারো তোমরা, কিংবা খুন হয়ে যেতে পারো লয়েলের হাতে... কিছুই বলা যায় না। শুধু এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, তোমরা মারা গেলেও আমি চেষ্টা করব পৃথিবীর গোলাপকে বাঁচাতে। হয় সালাদিনের কাছে নিয়ে যাব, নইলে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করে দেব ওকে।'

'কথা দিচ্ছ?' জানতে চাইল উলফ।

'কসম কাটতে হবে নাকি?' মুখ ঝামটা দিল মাসুদা। 'এখনও অবিশ্বাস করছ আমাকে?'

'না, না, অমন কিছু বলছি না,' তাড়াতাড়ি বলল উলফ। 'তোমার কথা পেলে মন হালকা হয়ে যেত, নিশ্চিন্তে মুখোমুখি

www.BanglaBook.org

হতাম লয়েলের।'

'মন হালকা করতে পারো, আমি মেয়েটাকে সাহায্য করব,' বলল মাসুদা। 'যা হোক, কাজের কথায় আসি। তোমরা যদি জিতে যাও, তখন আমরা কী করব, তা শোনো। লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত আস্তাবলের ফটকে আসতে হবে তোমাদেরকে। থেমো না কোথাও, ফটক পেরিয়ে বাগানে যেয়ো; গাছপালার আড়াল নিয়ে চলে এসো এখানে... এই গুপ্তপথে। দরজা আটকে অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। ভয়ের কিছু নেই, তোমাদের ঘোড়াদুটো সেরাদের সেরা; কেউ পিছু নিলেও দৌড়ে পেরে উঠবে না। শহরের সব লোক জড়ো হবে সেতুর কাছে; তোমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছ, তা দেখে ফেলার জন্য দুর্গ বা আশপাশের বাড়িঘরে কেউ থাকবে না। বিপদ হতে পারে কেবল গুপ্তপথের সামনে। এর কথা খুব বেশি লোক জানে না, কিন্তু তারপরও এটা শহরে ঢোকা বা বেরুনোর একটা পথ তো বটে! সালাদিনের প্রতিনিধিরা যুদ্ধঘোষণা করে গেছে, এখন আর এখানটা অরক্ষিত রাখবে না সিনান। নিঃসন্দেহে পাহারা বসাবে। কতজন প্রহরী থাকবে প্রবেশপথে, সেটাই কথা! সম্ভবত লড়াই করতে হবে তোমাদের—ওদেরকে খতম করে ঢুকতে হবে গুপ্তপথে। পারলে তো ভাল, না পারলে তোমাদের অভিযান ওখানেই খতম।'

'দু'জনেই যদি এ-পর্যন্ত আসতে পারি, তা হলে ভয় নেই,' বলল উলফ। 'কিন্তু লয়েলের সঙ্গে লড়াই শেষে যদি মাত্র একজন টিকে থাকি, তা হলেই সমস্যা।'

'যত সমস্যাই হোক, এখন আর পিছানোর উপায় নেই। এই নাও, বাড়তি একটা চাবি দিচ্ছি। তোমাদের দু'জনের কাছেই চাবি থাকা দরকার। শেষ পর্যন্ত কে পৌঁছুবে এখানে, তা তো বলা যায় না।'

গডউইনের হাতে গুপ্তপথের দরজার আরেকটা চাবি তুলে

www.BanglaBook.org

দিল মাসুদা। খেই ধরল কথার। 'যা হোক, এখানে পৌঁছুনোর পর অপেক্ষা করতে হবে তোমাদেরকে। দরজায় তালা আটকে প্রতীক্ষায় থেকো আমার... পরদিন ভোর পর্যন্ত। যদি ভাগ্য ভাল থাকে, তা হলে পৃথিবীর গোলাপকে নিয়ে এর মাঝে চলে আসব আমি। ভোরের মধ্যে যদি না আসি, বুঝে নিয়ো—আর কখনও আসা হবে না আমাদের। এরপর কী করবে তোমরা, তা নিজেরাই জানো। আমার পরামর্শ হলো, চলে যেয়ো সালাদিনের কাছে। প্রতিশোধ নিয়ো সিনানের বিরুদ্ধে। একটাই প্রার্থনা—ব্যর্থ হলে দোষ দিয়ো না আমাকে। জেনো, আমার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি ছিল না।' গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল ওর। 'আমার কথা শেষ। এখন যাও। তৈরি হতে থাকো আগামীকালের জন্য।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল দুই ভাই। বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু কয়েক কদম যেতেই পিছু ফিরে তাকাল গডউইন। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে মাসুদা, চাঁদের আলো মুখ উদ্ভাসিত। চোখের তারায় বিষাদ ভর করেছে মেয়েটার, নেমে এসেছে অশ্রুধারা। দেখামাত্র কী যেন হয়ে গেল গডউইনের। টান দিয়ে থামাল উলফকে, ফিরে এল মাসুদার কাছে। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওর সামনে, ভাইকেও বসাল। তারপর মেয়েটার ডানহাত তুলে নিল নিজের হাতে; হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেয়ে গভীর গলায় বলল:

'আজ থেকে বাকি জীবন... মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দু'জন নারীর সেবা করব আমরা।'

উলফও একই শপথ করল।

'হয়তো!' দুখি গলায় বলল মাসুদা। 'সেবা দু'জনকেই করবে, কিন্তু ভালবাসবে শুধু একজনকে।'

এর কোনও জবাব দিতে পারল না দুই নাইট। নীরবে উঠে দাঁড়াল, উল্টো ঘুরে বেরিয়ে এল গুপ্তপথ থেকে। পিছন ফিরে আর একবারও তাকাল না।

www.BanglaBook.org

পরদিন। সূর্য ডোবার একটু পরেই রাতের আকাশের বুকে... মাসাসেফের পাহাড়ের মাথায় দেখা দিল পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ। দুর্গ আর তার চতুর্পাশকে এমনভাবে আলোকিত করে তুলল, যেন অতিকায় এক প্রদীপ জ্বেলে দেয়া হয়েছে মাথার উপর।

অতিথিশালার ফটক দিয়ে যার যার ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল ডার্সি পরিবারের দুই নাইট। পাশাপাশি চলছে দুলকি চালে, ওদের গায়ের বর্ম আর হাতের ঢাল-তলোয়ার থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে পূর্ণিমার আলোয়। চারপাশ থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছে একদল রক্ষী, সামনে-পিছনে রয়েছে উৎসাহী জনতার ভিড়। মিছিল করে দুই ভাইকে নিয়ে চলেছে দলটা। উৎসবমুখর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ রাতের জন্য বিষাদ ভুলে গেছে খুনিদের দেশ, ভুলে গেছে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সুলতান সালাদিনের আশু-হামলার কথা। মৃত্যুর সঙ্গে এ-দেশের অধিবাসীরা পরিচিত—মৃত্যু ওদের জীবনের মন্ত্র; মৃত্যুর বিভিন্ন রূপই ওদের জীবিকার উৎস। মাসায়েফের দুর্ভেদ্য আস্তানা থেকে প্রতিনিয়ত বেরিয়ে যায় ফেদাই-রা—তাদের প্রভু সিনানের নির্দেশে কাউকে না কাউকে হত্যা করবার জন্য। ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কিংবা বছরের পর বছর লেগে থাকে; সুযোগ বুঝে শিকারের হাতে তুলে দেয় বিষের পাত্র, কিংবা বুকে ঢুকিয়ে দেয় ধারালো ছুরি। এরপর পালায়, কিংবা নিজেই খুন হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আর ফিরতে পারে না। বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ওঁৎ পেতে থাকে ওদের জন্য; ব্যর্থ হলে একই পরিণতি অপেক্ষা করে নিজের দেশেও। খুনিদের অধিপতি নিজেই এক মৃত্যুদাতা। তার ইচ্ছেয় গহীন পাহাড়ি খাদে ঝাঁপ দিতে হয় ওদেরকে; তার নিয়মকে সম্মান দেখানোর জন্য বলি দিতে হয় স্ত্রী-সন্তানকে। এর বিনিময়ে পাওয়া যায় মদের পেয়ালা আর

www.BanglaBook.org

নানা রকম স্বপ্ন। সবশেষে... ওদের বিশ্বাস... রয়েছে অনন্ত সুখের স্বর্গ। মৃত্যুর ওপারে।

জীবনের সব ধরনের কষ্ট আর যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত মাসায়েফের লোকজন। কিন্তু আজ রাতে ভিন্ন কিছু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। দু'জন ফ্র্যাঙ্ক নাইট মুখোমুখি হবে জীবন-মরণের লড়াইয়ে—সরু এক সেতুর উপরে। তলোয়ারে তলোয়ারে ঝনঝনানি উঠবে, ঘোড়ার পদাঘাতে কেঁপে উঠবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড... রক্ত বইবে, কেউ আছড়ে পড়বে অতল গহ্বরে! এর চেয়ে উত্তেজনাকর আর কী হতে পারে?

তাই আনন্দের সাগরে ভাসছে মাসায়েফের খুনিরা। আজকের রাত তাদের জন্য উৎসবের রাত। আজকের রাত ওদের জন্য ফুর্তির রাত। আগামীকাল হবে আরও বড় উৎসব। নতুন এক রানি নেবে তাদের রাজা, বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। সন্দেহ নেই, অপরূপা এই নারীর প্রতিও খুব শীঘ্রি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে সে; সামান্য ছুঁতোয় মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দেবে দুর্গের ছাত থেকে। আগের রানির বেলাতে তা-ই ঘটেছিল। জাদুবিদ্যা সাধনার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল বেচারিকে। সে-রাতও ছিল উৎসবের রাত। এই পোড়া দেশে যে-কোনও অনুষ্ঠানই আনন্দ-উদ্‌যাপনের উপলক্ষ মাত্র।

এগিয়ে চলেছে দুই ভাই। চেহারা নির্বিকার, কিন্তু মনের মধ্যে শঙ্কা—জানে না, আরেকটা সকাল দেখার সৌভাগ্য ওদের হবে কি না। উল্লাসরত জনতা ঘুরছে ওদের চারপাশে, মাঝে মাঝেই রক্ষীদের বেষ্টনী ভেদ করে চলে আসছে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে অকুতোভয় দুই নাইটকে। হঠাৎ কাগজ-ধরা একটা হাত দেখতে পেল গডউইন কোমরের কাছে, ওটা তুলে নিল। একটা চিঠি। ইংরেজিতে লেখা:

তোমাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারছি না। কিন্তু প্রার্থনা করছি—তোমাদের সহায় হোন ঈশ্বর... এবং আমার বাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মা। বীরের মত লড়ো, গডউইন; বীরের মত লড়ো, উলফ! আমাকে নিয়ে ভেবো না, নিজেকে রক্ষা করার উপায় জানা আছে আমার। জয়ী হও, কিংবা পরাজিত... আমার অপেক্ষায় থেকো। সশরীরে, কিংবা আত্মা হয়ে আগামীকাল আমি মিলিত হব তোমাদের সঙ্গে।

—রোজামুণ্ড।

ভাইয়ের হাতে চিঠিটা দিল গডউইন, পড়ে দেখল উলফ। গম্ভীর হয়ে গেল। ব্যাপারটা লক্ষ করেছে রক্ষীর দল। চিঠি যে এনেছে, তাকে পাকড়াও করল। মাঝবয়েসী এক মহিলা, শতচ্ছিন্ন কাপড়। তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল রক্ষীরা, জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট করে মৃত্যুদণ্ড দিল। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল জনতা সেটা দেখে।

'চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো,' তাড়াতাড়ি বলল গডউইন।

'রোজামুণ্ডের সাহস আছে,' দাঁতে দাঁত পিষে কাগজটা কুটি কুটি করল উলফ। 'মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে এই চিঠি পাঠিয়ে। অবশ্য ডার্সি পরিবারের রক্ত বইছে ওর শরীরে, সাহস থাকবে না কেন? আমাদেরকে সফল হতেই হবে, ভাই!'

সেতুর পাশের খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল মিছিল। দু'প্রান্তে জনতার ঢল। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাচ্ছে রক্ষী-বাহিনীর। আশপাশের বাড়িঘরের ছাতেও ভিড় জমিয়েছে উৎসাহী দর্শকেরা। দ্রুত নজর বোলাল উলফ আর গডউইন—আল-জেবেলকে দেখতে পেল সেতুর সামনে। নিচু একটা তোরণের উপর বসে আছে লোকটা, পরনে রক্তলাল আলখাল্লা। তার পাশে বহুমূল্য পোশাক আর অলঙ্কারে সজ্জিত রোজামুণ্ড। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দাইস-পরিষদ, আর মাসুদা।

তোরণের কাছে গেল দুই নাইট। তলোয়ার তুলে সম্মান দেখাল আল-জেবেলকে। স্মিত হেসে প্রত্যুত্তর দিল

www.BanglaBook.org

হাসাসিন-অধিপতি। একটু পর আরেকটা মিছিল উদয় হলো। কেন্দ্রে রয়েছে সার হিউ লযেল—বিশাল এক কালো ঘোড়ার পিঠে বসা। বর্ম আর অস্ত্র-সজ্জিত অবস্থায় তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। তোরণের সামনে এসে থামল।

চোখ পিটপিট করে দুই ভাইয়ের দিকে তাকাল লযেল। পরমুহূর্তে খেপে গেল। জেবেলকে সালাম-টালাম না জানিয়ে রাগী গলায় বলল, 'এসবের মানে কী? আমাকে কি দু'জনের বিপক্ষে লড়তে হবে নাকি? একের বিরুদ্ধে দুই... এই-ই বুঝি তোমাদের বীরত্বের নমুনা?'

'না, সার *বেঈমান*,' মুখে মধু মিলিয়ে বলল উলফ। 'অমন কাজ শুধু তোমাকে মানায়। আজ রাতে প্রথমে তুমি একা আমার সঙ্গে লড়বে। যদি আমাকে খতম করতে পারো, তা হলে আসবে গডউইন। ওকেও যদি খতম করো, এরপর আসবে ঈশ্বরের পালা। যতকিছুই হোক, আজ তুমি শেষবার চাঁদ দেখছ।'

মুখে মেঘ জমল লযেলের। ঝট্ করে আল-জেবেলের দিকে ফিরল। 'প্রভু সিনান! এ তো একতরফা খুন! কেমন বিচার আপনার... মনোরঞ্জনের জন্য নিজের হবু-বউয়ের দুই প্রেমিকের হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাকে?'

কথাটা শোনামাত্র দপ্ করে জ্বলে উঠল সিনানের দুই চোখ। তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললে?'

'ঠিকই শুনছেন। ঠকানো হয়েছে আপনাকে। এরা আপনার বউয়ের ভাই নয়। প্রেমিক... পাণিপ্রার্থী। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, বোনের জন্য এমন ঝুঁকি নেয় কেউ? মাসায়েফের মত সিংহের গুহার পা রাখে?'

হাত তুলে লযেলকে থামিয়ে দিল আল-জেবেল। ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'অনুষ্ঠান শুরু করো। এদের পরিচয়ের ব্যাপারে পরে বোঝাপড়া করব আমি। এখন লড়াই হবে। যথার্থ লড়াই!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন দাইস এসে মুদ্রা ফেলল মাটিতে। কোন্‌দিক উপরে উঠেছে, তা দেখে জানাল—লয়েলকে প্রথম দফায় সেতুর উল্টোপ্রান্ত থেকে লড়াই শুরু করতে হবে। একজন রক্ষী এসে তার ঘোড়ার লাগাম ধরল, নিয়ে যাবে সেতু পার করে।

পাশ দিয়ে যাবার সময় কুৎসিত একটা হাসি ফুটল লয়েলের ঠোঁটে। দুই ভাইকে বলল, 'আমার কাজ হয়ে গেছে। লড়াইয়ে যা-ই ঘটুক, তোমাদের খবর আছে! শেষ চাঁদ কেবল আমি না, তোমরাও দেখছ। বুঝেছ?'

তার দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করল উলফ আর গডউইন।

চলে গেল লয়েল। সেতুর ওপারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল তার ঘোড়া। এবার এক ঘোষক এসে দাঁড়াল সামনে। চেঁচিয়ে বলে দিল লড়াইয়ের নিয়মকানুন। সেতুর অন্যপ্রান্তে আরেক ঘোষক পুনরাবৃত্তি করল সেটার। দুই ভাইয়ের সুবিধার্থে পুরোটা অনুবাদ করে শোনাল মাসুদা।

'তিনবার শিঙা বাজবে। তৃতীয় শিঙার আওয়াজ থামলেই আক্রমণে নামতে হবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে। লড়াই হবে সেতুর মাঝখানে। ঘোড়ার পিঠে থেকে করতে পারো, চাইলে নেমেও পড়তে পারো জিন থেকে। বর্শা, তলোয়ার, বা ছুরি... যে-কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। শর্ত একটাই—কেউ কাউকে কোনও ধরনের দয়া দেখাতে পারবে না। অমন কিছু করলে দু'জনকেই জ্যান্ত ছুঁড়ে ফেলা হবে খাদের ভিতরে। এটা আল-জেবেলের আদেশ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধোঁয়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে গুঁতো দিল উলফ। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেতুর প্রান্তদেশে। লয়েলও তার দিকটায় এসে দাঁড়াল।

'শুভকামনা রইল, ভাই,' বলল গডউইন। 'তোমার বদলে আমি যেতে পারলে বেশি খুশি হতাম।'

মলিন হাসি ফুটল উলফের ঠোঁটে। 'বলা যায় না, খুব শীঘ্রি

www.BanglaBook.org

হয়তো সুযোগটা পেয়ে যাবে।'

ঠিক তখুনি কাছের এক মিনার থেকে বেজে উঠল শিঙা। কয়েকজন সহিস এগিয়ে এল ঘোড়ার দিকে। জিন আর রেকাব ভালমত বেঁধে দেবে। কিন্তু হাত তুলে ওদেরকে বাধা দিল উলফ।

'দরকার নেই,' বলল ও। 'আমি বেশ আছি।'

দ্বিতীয় শিঙা বাজল, খাপ থেকে তলোয়ার বের করে আনল নাইট। সেই তলোয়ার—যেটা হাতে নিয়ে ওর পূর্বপুরুষেরা অসংখ্য লড়াই করেছেন।

'তোমার উপহার!' তলোয়ারটা উঁচু করে রোজামুণ্ডের উদ্দেশে চেঁচাল ও।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের মত ব্যবহার করো ওটা, উলফ!' পরিষ্কার গলায় বলে উঠল রোজামুণ্ড। 'বুঝিয়ে দাও, ডার্সিদের অস্ত্রের ধার কতখানি!'

নীরবতা নেমে এল, সবাই তৃতীয় শিঙার জন্য অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে হাতে একটা বর্শা নিল উলফ, নজর দিল সামনে। সাদাটে, সরু একটা ফিতার মত লাগছে সেতুকে। দু'পাশে নিঃসীম অন্ধকার। চকিতে আকাশে হাসতে থাকা চাঁদের দিকে তাকাল ও, তারপর উবু হয়ে গেল ধোঁয়ার পিঠে। চাপড়ে দিল ঘাড়।

তৃতীয়বারের মত বেজে উঠল শিঙা। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্যা-মুক্ত তীরের মত সেতুর দুই প্রান্ত থেকে ছুটতে শুরু করল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল প্রতিটি দর্শক, এমনকী আল-জেবেল নিজেও। শুধু চুপচাপ বসে রইল রোজামুণ্ড। গদির কোনা শক্ত করে খামচে ধরে রেখেছে ও।

সেতুর পাথুরে মেঝে থেকে ভেসে এল ঘোড়ার টগবগানি—দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ছুটছে প্রাণীদুটো। দুই নাইট উবু হয়ে আছে ওগুলোর পিঠে। দূরত্ব কমতে কমতে একেবারে মুখোমুখি

www.BanglaBook.org

হলো দুই প্রতিপক্ষ, চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠল তাদের হাতের বর্শা। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের প্রচণ্ড আওয়াজ ভেসে এল পরক্ষণে। মড়াৎ করে ভাঙল নাইটদের বর্শা; কেঁপে উঠল ঘোড়াদুটো... কেঁপে উঠল দুই আরোহীও। পলকের জন্য ভারসাম্য হারিয়ে যুঝতে দেখা গেল ওদেরকে। তারপরেই অতিক্রম করল পরস্পরকে। লয়েল ছুটে এল সেতুর এ-পারে, উলফ চলে গেল উল্টোদিকে।

'পার হয়ে গেছে! ওরা পার হয়ে গেছে!!' চেঁচিয়ে উঠল জনতা।

কাছাকাছি পৌঁছুলে লয়েলের দিকে তাকাল গডউইন। জিনের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তার, কোনোমতে ঝুলছে ঘোড়ার পিঠে। বর্শার খোঁচায় উড়ে গেছে শিরোস্ত্রাণ; কপালে একটা ক্ষত—রক্ত গড়াচ্ছে।

'বড্ড উপরে লেগেছে, উলফ... বড্ড উপরে!' চেঁচাল গডউইন। 'আরেকটু নীচে লাগালেই কাজ হয়ে যেত।'

কয়েকজন রক্ষী ছুটে গেল লয়েলের দিকে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

'আরেকটা শিরোস্ত্রাণ দাও!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লয়েল।

'না,' তোরণের উপর থেকে ভেসে এল আল-জেবেলের কণ্ঠ। 'তোমার প্রতিপক্ষ ঢাল হারিয়েছে। দু'জনেই সমান। এভাবেই লড়াই হবে। নতুন বর্শা পাবে, আর কিছু না।'

দেয়া হলো নতুন বর্শা। আবার বেজে উঠল শিঙা। ছুটল দুই প্রতিপক্ষ দ্বিতীয়বারের মত। মুখোমুখি হলো। আগের বারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ফেলেছে উলফ, নিচু হয়ে আঘাত হানল। ঢাল না থাকায় বরং সুবিধে হয়েছে, ঘোড়ার পিঠে প্রায় শুয়ে গিয়ে ফাঁকি দিতে পেরেছে প্রতিপক্ষের আঘাত। সেই সৌভাগ্য হলো না লয়েলের। ঢালের উপর বর্শার প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে কেঁপে উঠল ভীষণভাবে। ছেঁড়া জিনের উপর আর টিকে থাকতে পারল না,

www.BanglaBook.org

ছিটকে পড়ে গেল পিছনদিকে। কপাল ভাল, খাদের মধ্যে পড়ল না; পড়ল সেতুর উপর... চিৎ হয়ে। ওর ঘোড়াও পিছল খেয়েছে আঘাতের তীব্রতায়, হুড়মুড় করে পড়ে গেল সেতুর মেঝেতে। দুটো পা বেরিয়ে গেল শূন্যে।

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল রোজামুণ্ড। 'উলফ হোঁচট খাবে ওদের গায়ে!'

কিন্তু যেন-তেন ঘোড়া নয় ধোঁয়া। উলফও তার যোগ্য সওয়ারী। সামনের বাধা দেখামাত্র বুঝে ফেলল বিপদের মাত্রা। যে-গতিতে ছুটছে, তাতে থামা সম্ভব নয়। তাই লাগামে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত পাঠাল বাহনের কাছে। পড়ে থাকা ঘোড়ার ছ'ইঞ্চি দূর থেকে লাফ দিল ধোঁয়া। দর্শকদের দম আটকে এল এই কাণ্ড দেখে; কিন্তু দর্শনীয় ভঙ্গিতে বাতাস ভেদ করে এগোল ঘোড়াটা। পেরিয়ে এল ভূপাতিত নাইট আর তার বাহনকে, বিন্দুমাত্র ভারসাম্য না হারিয়ে নেমে এল সেতুর এ-পাশে। গতি না কমিয়ে ছুটতে থাকল। হাততালি দিয়ে উঠল দর্শকরা।

উঠে দাঁড়াল লযেল। বোকার মত চাইল এদিক-ওদিক, তারপর দৌড় দিল উল্টোদিকে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও, কাপুরুষ! লড়াই করো!' চেঁচাল জনতা।

চিৎকার শুনে থামতে বাধ্য হলো লযেল। তলোয়ার বের করে তৈরি হলো লড়াইয়ের জন্য।

সেতুর উপরেই ধোঁয়াকে ঘুরিয়ে ফেলল উলফ, ছুটে গেল প্রতিপক্ষের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে থামল।

'খতম করো! ওকে খতম করো!' উন্মাদনা দেখা দিল দর্শকদের মাঝে।

কিন্তু নড়ল না উলফ। ঘোড়া-হীন প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালাতে বিবেকে বাধছে। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থাকার পর আবার নড়ল ও। হাত থেকে বর্শা ফেলে দিল, নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। হাতে বের করে আনল নিজের তলোয়ার। ধীরে ধীরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরস্পরের মুখোমুখি হলো দুই নাইট।

নীরব হয়ে গেল জনতা। উত্তেজনায় শব্দ করতে ভুলে গেছে। চেঁচাল শুধু গডউইন।

'ডার্সি! ডার্সি!!'

প্রতিধ্বনির মত উলফও উচ্চারণ করল, 'ডার্সি! ডার্সি!! ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!' যুদ্ধহুঙ্কার ছাড়তে পেরে বুকের সাহস বেড়ে গেল বহুগুণ।

আক্রমণ করার আগে শান্ত চোখে পরস্পরকে যাচাই করল দুই প্রতিপক্ষ। উলফের হাতে ঢাল নেই, লয়েলের আবার মাথা অরক্ষিত। সুবিধা-অসুবিধা দুজনেরই সমান। শক্তি যাচাই হয়ে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই নাইট। সেতুর মাঝখান থেকে ভেসে এল তলোয়ারের সংঘর্ষ, আবছা আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠল লোহার ফুলকি। উলফের বক্ষাবরণে একটা আঘাত পড়ল তলোয়ারের, ঢাল না থাকায় ঠেকাতে পারল না। তাল হারিয়ে পিছনদিকে চলে গেল ও। প্রবল বিক্রমে ওর উপর হামলা চালাল লয়েল, ঠেকাতে ঠেকাতে পিছাতে হলো বেচারাকে, সোজা হবার সুযোগ পেল না। পড়েই যেত, কিন্তু আচমকা পিঠ ঠেকে গেল ধোঁয়ার গায়ে। ভারসাম্য ফিরে পেল সঙ্গে সঙ্গে।

এবার যুদ্ধের ধারা বদলে গেল। দু'হাতে প্রাচীন তলোয়ারটা ধরে সামনে বাড়ল উলফ, প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকানোর পরিবর্তে নিজেই আক্রমণ চালাল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানল ও লয়েলের উদ্দেশে। ঢাল তুলে তলোয়ারের কোপ ঠেকাল লয়েল, কিন্তু তাতে স্রেফ দু'টুকরো হয়ে গেল ঢালটা। আঘাতের তীব্রতায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হলো তাকে। আবার তলোয়ার চালাল উলফ, সেটা তলোয়ার তুলে ঠেকাল লয়েল, এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল প্রতিপক্ষকে। উঠে দাঁড়াল দু'পায়ে।

পরের কয়েক মিনিট দর্শনীয় লড়াই হলো। সরু সেতুর উপর

www.BanglaBook.org

প্রদর্শিত হলো ভারসাম্য রক্ষা এবং অসিযুদ্ধের চরম পরাকাষ্ঠা। সুবিধেজনক অবস্থান নিল দুই প্রতিপক্ষ, শুরু করল আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণ। নিজের তলোয়ার বৃত্তাকারে ঘোরাল লযেল। এ তার আক্রমণ করার ভান মাত্র, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্ররোচিত করতে চাইছে উলফকে, ওর ফলাটা যাতে নাগালের মধ্যে পায়, পেলেই আঘাত হেনে হাত থেকে ওটাকে খসাবার চেষ্টা করবে। ফাঁদে পা দিল না উলফ, প্রতিপক্ষের ফলার সঙ্গে সাবধানে খেলল, প্রতি মুহূর্তে ওটার গতিবিধি লক্ষ করছে, মাপ রাখছে ক্ষিপ্রতার, চিহ্নিত করছে আক্রমণের হুমকিগুলো, একবারও নাগালের মধ্যে যাচ্ছে না। কৌশলটায় কাজ হচ্ছে না দেখে ঘন ঘন আঘাত হানতে শুরু করল লযেল, নিজের দৈহিক শক্তির সুবিধেটুকু কাজে লাগিয়ে উলফকে ক্লান্ত করতে চাইছে। হাত ও ফলা এমন একটা রেখায় রাখল উলফ, ওর তরোয়ারের শুধু ডগার দিকটা নাগালের মধ্যে পেল লযেল, ফলে জুতসই কোনও আঘাতই করতে পারল না সে।

ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল উলফ। লযেলের বিশেষ ছন্দটি ধরে ফেলতে পারল। ঘন ঘন আক্রমণের সময় তার গতি ও ক্ষিপ্রতা কখন কতটুকু কমে-বাড়ে, জানা হয়ে গেল। নিশ্চিত হবার পর আক্রমণে গেল ও। অল্প পরিসরে ঘুরন্ত উলফের তলোয়ারের উপরের অংশে আঘাত হানল, আঘাত হানল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের সবচেয়ে দুর্বল অংশে, ডগা থেকে খানিক উপরে। নিজের অস্ত্র দিয়ে লযেলের অস্ত্র আটকে ফেলল উলফ, আটকে নিয়ে টান দিল, ঝাপটা খেয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেল তলোয়ারটার ডগা। লযেলের প্রতিক্রিয়া হলো প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ, কারণ সেটা নিয়মের বাইরে। তবে যথেষ্ট দ্রুতই হলো প্রতিক্রিয়া। এখন পিছু হটলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে সে, ফলে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে না উলফ। তার বদলে সামনে বাড়ল সে, দুটো শরীর প্রায় এক হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

এক মুহূর্ত সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকল ওরা, দুটো মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান, হাতলের মাথায় সেঁটে আছে দুটো ফলা, খাড়াভাবে ওপর দিকে তাক করা। ঠিক এই সময় একটা হাঁটু ভাঁজ করে উপরে তুলল উলফ, সমস্ত শক্তি দিয়ে গুঁতো মারল লয়েলের দুই উরুর সন্ধিতে।

বর্ম পরে থাকায় আঘাতটা জুতসই হলো না, তবে ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল লয়েল। বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করল উলফ, কিন্তু পিছু হটল লয়েল। ঠেকাচ্ছে... ঠেকাচ্ছে যতটা পারা যায় কম নড়াচড়া করে, ব্যথায় ঘেমে যাচ্ছে মুখটা, গভীর মনোযোগ দিল শুধু উন্মুক্ত মাথাকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যে। দু'বার লক্ষ্য স্পর্শ করল উলফের তলোয়ার, লয়েলের শরীর ভেদ করে যেত, তাকে রক্ষা করল লোহার বক্ষাবরণ। বিরতিহীন চাপ সৃষ্টি করে চলল উলফ, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে লয়েল, প্রায় অনায়াস ভঙ্গিতে আত্মরক্ষা করছে সে। ব্যথার মুখোশটা বদলে নগ্ন ঘৃণার মুখোশ হয়ে উঠছে। একটু পরেই নতুন উদ্যমে আক্রমণ করল।

লয়েলের পুনরুজ্জীবিত আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে পারল উলফ, অনুভব করল তার ফলায়। জায়গা ছেড়ে পিছু হটল ও, হঠাৎ উপলব্ধি করল, ব্যাপারটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে লয়েলের—পরপর তিনবার তলোয়ারের ডগা দিয়ে হামলা চালিয়েছে সে। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার একটাই উপায় আছে, তার তলোয়ারের ডগাটাকে ছুটে আসার পথ করে দিতে হবে—ওর নিজের শরীরে।

তবে তাই হোক। নীচের একটা রেখা বরাবর আক্রমণের ভান করল লয়েল, ঠেকাতে শুরু করল উলফ, একটু বাঁক নিয়ে সরে আসছে। আচমকা আতঙ্কিত হবার ভান করে বোকার মত তলোয়ার চালাল। সাবলীলভাবে ওকে ঠেকিয়ে দিল লয়েল, তারপর নিখুঁত সম্মুখ-আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, সরাসরি

www.BanglaBook.org

প্রতিপক্ষের গলা ভেদ করবে। তার গোটা শরীর দৈর্ঘ্যে বিস্তৃতি লাভ করল, একই সঙ্গে বিজয়ের রুদ্ধশ্বাস চিৎকারটা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল গলা চিরে। আর ঠিক তখন, একেবারে শেষ মুহূর্তে, আক্রমণের দিকে চোখ রেখে একপাশে সামান্য সরে গেল উলফ, বগলের ভাঁজে আটকে ফেলল শত্রুর তলোয়ার। কুঠারের মত নিজের অস্ত্র নামিয়ে আনল প্রতিপক্ষের মুঠোর উপরে।

লোহার দস্তানা থাকায় হাত কাটা পড়ল না, কিন্তু ওই এক আঘাতেই মুঠো থেকে তলোয়ার খসে পড়ে গেল লযেলের। আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল সে। তাড়াতাড়ি উবু হয়ে তলোয়ার কুড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ওকে সে-সুযোগ দিল না উলফ, এগিয়ে গিয়ে নিজের তলোয়ার ঠেকাল প্রতিপক্ষের গলায়। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লযেল, হার স্বীকার করে প্রাণভিক্ষা চাইল। নিজের তলোয়ার তুলে দিল বিজয়ী নাইটের হাতে।

'খুন করো! ওকে খুন করো!' চেঁচিয়ে উঠল জনতা।

হাত তুলে সবাইকে থামাল সিনান। তারপর গমগমে গলায় বলল, 'লযেল হেরে গেছে। ওকে খতম করো, সার নাইট!'

আদেশটায় সাড়া দিল না উলফ। কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার শিক্ষা পায়নি ও। জয়ের প্রতীক হিসেবে লযেলের তলোয়ার উঁচু করে দেখাল সবাইকে, তারপর গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলল সেতুর বাইরে। চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল ওটা, তারপর হারিয়ে গেল অন্ধকার খাদের তলায়। লযেলের দিকে আর ফিরেও তাকাল না উলফ, উল্টো ঘুরে ঘোড়ার দিকে এগোল।

ঠিক তখুনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পরাজিত নাইট। হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে—ওটা লুকানো ছিল ঘাড়ের পিছনে। অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে গেল উলফের দিকে।

'উলফ! পিছনে তাকাও!!' চেঁচাল গডউইন। ওর পিছু পিছু

www.BanglaBook.org

হুল্লোড় করে উঠল দর্শকরা—লড়াই এখনও শেষ হয়নি!

চমকে উঠে ঘুরতে শুরু করল উলফ, লয়েল তখন ওর গায়ের উপর প্রায় চড়ে বসেছে—উন্মত্তের মত ছুরি চালাল। কপাল ভাল তরুণ নাইটের, ছুরির ফলা পিছলে চলে গেল লোহার বক্ষাবরণে ঘষা খেয়ে, নইলে ওখানেই ওর মৃত্যু হতো। তলোয়ার বের করার সময় নেই, তাই লয়েলের প্রসারিত হাত খামচে ধরল ও, ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপরে।

একসঙ্গে সেতুর উপর আছড়ে পড়ল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। গড়াতে শুরু করেছে দু'জনেই। কখনও এ ওর উপরে; কখনও ও এর উপরে। দূর থেকে বোঝাই যাচ্ছে না কোন্‌টা কে। সেতুর একেবারে কিনারে গিয়ে থামল। আবছাভাবে দেখা গেল, একজনের ঊর্ধ্বাঙ্গ বেরিয়ে পড়েছে শূন্যে; অন্যজন তার গায়ের উপর চেপে বসেছে। হাত-পা ছুঁড়ে নীচের মানুষটা মুক্তি পাবার চেষ্টা করল। তার নড়াচড়ায় টলে উঠল উপরের জনও।

'পড়বে... দু'জনেই পড়বে!' হৈ হৈ করে উঠল দর্শকরা।

আচমকা ঝলসে উঠল ছুরি। একবার... দু'বার... তিনবার ওটা চকচক করে উঠল চন্দ্রালোকে। পরমুহূর্তে একটা দেহ খসে পড়ল সেতুর উপর থেকে। হারিয়ে গেল গহীন খাদের অতলে। ভেসে এল পানিতে আছড়ে পড়ার ঝপাস শব্দ।

'কে... কে পড়ল?' কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

'সার হিউ লয়েল,' শান্ত গলায় জবাব দিল গডউইন। সেতুর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভাইয়ের দেহের অবয়ব চিনতে পেরেছে।

ক্লান্ত পায়ে ধোঁয়ার কাছে ফিরে গেল উলফ, চড়ে বসল পিঠে। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে নেমে এল সেতু থেকে। রক্ষীদের ভিড় ঠেলে ওর দিকে ছুটে গেল গডউইন। স্বাগত জানাল।

'দারুণ দেখিয়েছ, ভাই!' প্রশংসার সুরে বলল ও। 'কোথাও

www.BanglaBook.org

লাগেনি তো?'

'ছোটখাট আঘাত... তার বেশি কিছু নয়,' জানাল উলফ।

'শুরুটা ভাল হয়েছে আমাদের,' নিচু গলায় বলল গডউইন। 'এবার বাকিটার পালা।' ঘাড় ফিরিয়ে তোরণের দিকে তাকাল। 'ওই তো, রোজামুণ্ডকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। সিনান রয়ে গেছে... বোধহয় তোমার সঙ্গে কথা বলবে। মাসুদা ডাকছে তোমাকে।'

'কী করব তাড়াতাড়ি বলো!' অস্থির কণ্ঠে বলল উলফ। 'আমার মাথা কাজ করছে না।'

'ব্যাটা কী বলে, শোনো। তোমার ঘোড়ার তো কিছু হয়নি, কথা শেষ হলেই ছুট লাগাবে গুপ্তপথের দিকে। আমি ইশারা দেব। আপাতত আর কিছু করার নেই। আর হ্যাঁ, সিনানের সামনে অভিনয় কোরো... যেন আহত হয়েছ।'

গডউইনের পিছু পিছু এগোল উলফ। দুলছে ঘোড়ার পিঠে, যেন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। চারপাশ থেকে জনতার হর্ষধ্বনি শোনা গেল। তোরণের সামনে পৌঁছে থামল দু'ভাই। উঠে দাঁড়াল আল-জেবেল। মাসুদার মাধ্যমে কথা বলল ওদের সঙ্গে।

'অনেক আনন্দ পেয়েছি,' বলল সে। 'আমার জানা ছিল না, ফ্র্যাঙ্করা এত চমৎকার লড়াই করতে জানে। সার নাইট, আজকের নৈশভোজটা আমার সঙ্গে করতে আপত্তি নেই তো?'

'ধন্যবাদ, প্রভু। আমি সম্মানিত বোধ করছি।' বলল উলফ। 'কিন্তু এ-মুহূর্তে আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। গায়ের ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করে দেবে আমার ভাই।' বর্মের গায়ে লেগে থাকা রক্ত দেখাল ও। 'তবে... আপনার অসুবিধা না হলে আগামীকাল খেতে পারি।'

গম্ভীর হয়ে গেল আল-জেবেল, দাড়িতে হাত বোলাল। ভাবছে। বুকের ভিতর ধুকপুকানি শুরু হলো দুই নাইটের। এখুনি ওদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে।

'ঠিক আছে, কালকের দিনটাই ভাল,' শেষ পর্যন্ত বলল

www.BanglaBook.org

হাসাসিন-অধিপতি। 'আগামীকাল পৃথিবীর গোলাপকে বিয়ে করব আমি। ভাই হিসেবে তোমরা আমার হাতে তুলে দেবে ওকে। এরপর সাহসিকতার জন্য তোমাদেরকে পুরস্কৃত করব আমি। বিশাল পুরস্কার পাবে... কথা দিচ্ছি!' রহস্যময় একটা হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণে।

কথা শেষ হতেই খেয়াল করল গডউইন—হালকা এক টুকরো মেঘ ঢেকে দিয়েছে চাঁদকে। চারপাশ ঢাকা পড়ে গেছে গাঢ় ছায়ায়। এই-ই সুযোগ!

'এখন!' চাপা গলায় ভাইয়ের উদ্দেশে বলল ও।

আল-জেবেলকে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল দুই নাইট, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সরে এল তোরণের সামনে থেকে। বিশাল এক ভিড় দেখতে পেল পথে—জনতা উলফকে অভিনন্দন জানানোর জন্য জমায়েত হয়েছে। তাদের সামনে পৌঁছে থামতে বাধ্য হলো রক্ষীরা, ব্যস্ত হয়ে পড়ল উচ্ছৃঙ্খল লোকজনকে রাস্তা থেকে সরানোয়। আর সে-সুযোগটাই কাজে লাগাল দুই ভাই। লাগামে ঝটকা মেরে সবেগে আগে বাড়াল আগুন আর ধোঁয়াকে।

ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে আসা দুই ঘোড়সওয়ারকে দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জনতার মাঝে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সরে যেতে শুরু করল সবাই। ভিড়ের মাঝ দিয়ে অনায়াস গতিতে ছুটে গেল গডউইন আর উলফ, যেন নৌকার গলুই দিয়ে স্রোত কেটে এগোল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে গেল ফাঁকা জায়গায়। ওখানে পৌঁছে আরও গতি বাড়াল ঘোড়ার। রক্ষীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওদের কাণ্ড দেখে, পিছু নেবার কথা মনে রইল না। ফলে শীঘ্রি ওদেরকে পিছে ফেলে বহুদূর চলে গেল দুই নাইট। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল রক্ষীদল আর পাগলা জনতা।

আস্তাবলের ফটকে পৌঁছে গেল ওরা খুব শীঘ্রি, পা রাখল

www.BanglaBook.org

আঙিনায়। আঙিনা থেকে পৌঁছুল বাগানে। মাসুদার অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। আজকের রাতে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই ওখানে। রাস্তা চেনা আছে, গুপ্তপথের উদ্দেশে এগিয়ে চলল উলফ আর গডউইন। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে নিল, ওখানে যদি প্রহরী থাকে, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

হ্যাঁ, আছে প্রহরী। মেঘের আড়াল থেকে ততক্ষণে চাঁদ আবার মুখ বের করেছে। পরিষ্কার দেখা গেল, দু'জন অশ্বারোহী যোদ্ধা টহল দিচ্ছে বড় পাথরটার সামনে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে থেমে দাঁড়াল। মাথা ঘোরাতেই দেখতে পেল মূর্তিমান আতঙ্কের মত ছুটে আসা দুই বর্মধারী ইংরেজ নাইটকে।

ওদেরকে থামার জন্য চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল প্রহরীরা, কিন্তু তাতে কান দিল না উলফ আর গডউইন। ঘোড়ার গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপর। চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠল ওদের তলোয়ার। নিজেদের তলোয়ার তুলে হামলা ঠেকাতে চাইল দুই প্রহরী, তবে দেরি করে ফেলেছে। গডউইনের তলোয়ারের আঘাতে গলা দু'ফাঁক হয়ে গেল একজনের। অন্যজনের বুকে বর্শার মত গেঁথে গেল উলফের তলোয়ার। গুপ্তপথের মুখে আছড়ে পড়ল দুটো প্রাণহীন দেহ। কার হাতে মারা পড়েছে, তা জানতেই পেল না প্রহরীরা।

ঝটপট মাটিতে নামল দুই নাইট। মৃত প্রহরীদের ঘোড়াদুটোকে আটকাল... ওগুলো ছুটে পালিয়ে যাবার আগেই। চাবি বের করে গুপ্তপথের দরজা খুলল গডউইন, ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

'লাশদুটোর কী হবে?' জানতে চাইল উলফ।

'ভিতরে নিয়ে আসতে হবে,' বলল গডউইন। 'বাইরে ফেলে রাখার ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

একে একে গুহার ভিতরে মৃতদেহদুটো নিয়ে এল ও। উলফ

www.BanglaBook.org

ইতোমধ্যে সবক'টা ঘোড়াকে বেঁধে ফেলেছে দরজার কাছে।

'জলদি!' দ্বিতীয় লাশটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে বলল গডউইন। 'দরজা বন্ধ করো। গাছপালার ফাঁক দিয়ে রক্ষীদের দেখতে পেয়েছি আমি।'

তাড়াতাড়ি পাল্লাটা ঠেলে বন্ধ করল উলফ। তালা লাগাল। অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। কাছাকাছি এসে গেছে রক্ষীরা। এই বুঝি দরজার গায়ে টোকা দিতে আসে ওরা! কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও তেমন কিছু ঘটল না। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল রক্ষীবাহিনীর আওয়াজ। দুই নাইটের খোঁজে অন্যদিকে চলে গেছে তারা।

ঝুঁকি নিল না উলফ আর গডউইন। হাতের কাছে ছোট-বড় যত পাথর পেল, সব এনে জড়ো করল দরজার পাশে। পাল্লার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। ধীরে ধীরে বড় হলো স্তূপটা। সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে এল দু'ভাই। এখন আর সহজে দরজা ভেঙে ঢুকতে পারবে না কেউ।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। রোজামুণ্ডের জন্য। মাসুদার জন্য।

পনেরো

পলায়ন পর্ব

ধীরে ধীরে দুঃসহ হয়ে উঠল প্রতীক্ষার প্রহর। শুরুতে অতটা খারাপ লাগেনি; কিন্তু যতই সময় পেরুল, বাড়তে থাকল স্নায়ুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাপ। করার মত কোনও কাজ নেই হাতে, তাই সময় কাটছে না। বরং অলস মস্তিষ্কে বার বার উঁকি দিচ্ছে ভয়াবহ সব আশঙ্কা। এক পর্যায়ে উঠে দাঁড়াল উলফ। গুহার দেয়াল ভেজা, কোথা থেকে যেন পানি চুইয়ে নামছে; ওখান থেকে আঁজলা ভরে পানি খেলো। হাত-মুখ ধুয়ে নিল। ভিজিয়ে নিল মাথা। যদ্দূর পারল, ওর দেহের কাটা-ছেঁড়ায় পরিচর্যা করে দিল গডউইন।

সময় তারপরেও কাটে না। গল্প করতে শুরু করল উলফ। লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ খুলে বলল ভাইকে। গডউইন জানতে চাইল, 'প্রথমবারেই লয়েলকে খুন করলে না কেন?'

'ভুল করেছি,' স্বীকার করল উলফ। 'আসলে... কেন যেন মায়া হলো ওকে নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়ে। আমি কাছে যেতেই হাউমাউ করে প্রাণভিক্ষা চাইল। বলল, আল-জেবেলের হাতে ওকে তুলে দিতে। খামোকা তাই ওর রক্তে হাত রাঙাবার ইচ্ছে হলো না।'

'অমন লোককে দয়া দেখালে কী ঘটে, দেখেছ তো? তোমার পিঠে ছুরি বসাতে চেষ্টা করেছিল। শালা কাপুরুষ!'

'ধন্যবাদ তোমাকে। সময়মত সতর্ক করে দিয়েছিলে। নইলে বাঁচার উপায় ছিল না। তবে... ও-কাজ করে আমার মন থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব দূর করে দিয়েছে লয়েল। দ্বিতীয়বার তাই আর দয়া দেখাইনি। ছুরি কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছি বুকে। তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি খাদের ভিতর।'

'ভাল করেছ।'

'একটা কথা বলব?' ইতস্তত করল উলফ। 'আমি কোনও আনন্দ পাচ্ছি না। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসা লয়েলের চোখ... আর নীচে পড়ে যাবার সময় ওর আর্তচিৎকার... এগুলো কোনোদিন ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।'

'মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়ায় আনন্দ তো থাকার কথা নয়, ভাই,' মোলায়েম কণ্ঠে সান্ত্বনা দিল গডউইন। 'শুধু এটুকু ভেবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনকে প্রবোধ দাও—দুনিয়া থেকে একটা মন্দ মানুষ কমল।' ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল ও। 'আমি খুশি যে আজ তুমি ওর সঙ্গে লড়াই করেছ। লয়েল যে-কৌশল খাটাচ্ছিল, তার সামনে আমি নিজে সুবিধে করতে পারতাম বলে মনে হয় না। তুমি লড়েছও সত্যিকার নাইটের মত। দয়া দেখিয়েছ প্রথম দফায়, তা একজন নাইটের জন্য মানানসই বৈশিষ্ট্য বটে! আমি নিশ্চিত, স্বর্গে বসে তোমার জন্য গর্ব অনুভব করছেন চাচা।'

'ধন্যবাদ,' মলিন হাসি ফুটল উলফের ঠোঁটে। 'শুধু তোমার পক্ষেই এমন একটা পরিস্থিতিতে গর্ব আর সম্মানের কথা ভাবা সম্ভব।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। এরপর গুহার ভিতরে হাঁটাহাঁটি শুরু করল দু'ভাই, যাতে উলফের শরীর আড়ষ্ট না হয়। যথেষ্ট আঘাত পেয়েছে ও, নড়াচড়ার মধ্যে না থাকলে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শামুকের মত মন্থর গতিতে গড়াচ্ছে সময়। যেন অনন্তকাল পরে দিগন্তে ঢলে পড়ল চাঁদ, মুখ লুকাতে শুরু করল উঁচু পাহাড়সারির আড়ালে।

'ওরা না এলে কী হবে?' হঠাৎ বলে উঠল উলফ।

'সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি,' বলল গডউইন। 'তারপর নাহয় ভেবে দেখা যাবে।'

'কিন্তু ওরা আসবে কীভাবে?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে উলফ। 'দরজা তো আমরা আটকে দিয়েছি।'

'মাসুদা কীভাবে আসে-যায়?' বিরক্ত হলো গডউইন। 'ওফ্, আর প্রশ্ন কোরো না তো! ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখো।'

'দাঁড়াও!' কিছুক্ষণ পর ফিসফিসিয়ে উঠল উলফ। 'ওই দেখো... লাশের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!'

'হয়তো ওদের আত্মা!' হাল্কা গলায় বলল গডউইন। তবে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ফেলল। পা টিপে টিপে এগোল

www.BanglaBook.org

সামনে। কাছাকাছি যেতেই আবছাভাবে ফুটে উঠল দুটো ছোটখাট অবয়ব—পরনে সাদা আলখাল্লা, অলঙ্কার ঝিকমিকিয়ে উঠছে মৃদু আলোতেও। ঝুঁকে রয়েছে লাশদুটোর উপরে।

'কোথায় ওরা?' শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ। 'এ তো প্রহরীর লাশ! মানে কী এর?'

'অন্তত ঘোড়াগুলো তো এখানেই আছে,' বলল আরেকটা কণ্ঠ।

আর সন্দেহ নেই। ছায়া থেকে স্বপ্নাতুরের মত বেরিয়ে এল দুই ভাই। একসঙ্গে ডেকে উঠল:

'রোজামুণ্ড!'

ঝট্ করে মাথা ঘোরাল রোজামুণ্ড। বড় বড় হয়ে উঠল ওর সুন্দর চোখদুটো। 'গডউইন! উলফ!! ওহ্ যিশু... ধন্যবাদ! ধন্যবাদ আপনাকে! ধন্যবাদ এই সাহসী মেয়েটাকেও!'

আনন্দের আতিশয্যে মাসুদাকে জড়িয়ে ধরল ও। গালে কৃতজ্ঞতাবশে চুমো খেল।

তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মাসুদা। রুক্ষ গলায় বলল, 'নিজেকে সামলাও, শাহজাদী! হাসাসিনদের গুপ্তচর আমি; আমার গালে চুমো দেয়া তোমাকে শোভা পায় না।'

ওর কথায় কিছুই মনে করল না রোজামুণ্ড। বলল, 'কে বলেছে শোভা পায় না? যে-আমার জীবন বাঁচাল, তাকে যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে না পারি, তা হলে জানাব কাকে? হোক সে গুপ্তচর! আমি পরোয়া করি না।'

হাসি ফুটল মাসুদার মুখে। রোজামুণ্ডকে এবার নিজেই আলিঙ্গন করল। পাল্টা চুমো খেল ওর গালে। তারপর মেয়েটাকে ঠেলে দিল উলফের বাড়িয়ে ধরা দু'বাহুতে। পালা করে ওকে জড়িয়ে ধরল দুই ভাই।

'বেশ, সার উলফ আর গডউইন,' কোমরে হাত রেখে বলল মাসুদা, 'দেবতারা তোমাদেরকে এ-পর্যন্ত এনেই দিয়েছেন!

www.BanglaBook.org

দারুণ লড়ো তুমি, সার উলফ। না, আমরা কীভাবে এখানে এলাম, তা এখন জানতে চেয়ো না। সময় নেই। আগের কাজ আগে।' ঘাড় ঘুরিয়ে দুই প্রহরীর ঘোড়ার দিকে তাকাল। 'বাড়তি দুটো ঘোড়ার ব্যবস্থা করে ভাল করেছ। সুবিধে হবে যেতে।' সোজা হলো আবার। 'সার উলফ, তোমার শরীরের অবস্থা কী? যেতে পারবে তো? রাস্তা কিন্তু খুবই খারাপ, অনেক ঝাঁকুনি সহ্য করতে হবে।'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না।' উলফ বলল। 'কিচ্ছু হয়নি আমার।'

'ভাল। শাহজাদীকে তা হলে আগুনের পিঠে তুলে দাও। পাহাড়ি রাস্তায় ওর চেয়ে ভাল আর কোনও ঘোড়াই চলতে পারে না। সার গডউইন, তুমি ধোঁয়ায় চড়ো; সবার পিছনে থাকবে। বাকি দুটোয় উঠব আমি আর সার উলফ। পথ একমাত্র আমিই চিনি, তাই সবার সামনে থাকতে হবে আমাকে। এরপর থাকবে শাহজাদী আর সার উলফ। কোনও ঘোড়া পিছিয়ে পড়লেই ওটাকে পরের জন তলোয়ারের খোঁচা দেবে; ঠিক আছে?'

একটু পরেই ঢালু পথ ধরে রওনা হলো চার অশ্বারোহী। রাস্তার অবস্থা আসলেই খুব খারাপ। প্রায় খাড়া বলা চলে, সারাক্ষণ বুক ধড়ফড় করে—এই বুঝি পা হড়কে আছড়ে পড়তে হয় নীচে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছু ঘটল না। পথটা খাড়া হলেও জায়গায় জায়গায় খাঁজ কাটা আছে—ঘোড়ার পা পিছলানোর ভয় নেই।

নামছে তো নামছেই, যেন অনন্তকাল চলার পর খাদের তলদেশ স্পর্শ করল ওরা। এখানে চাঁদের আলো পৌঁছুতে পারছে না, জমাট বাঁধা আঁধারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে স্রেফ তারার দ্যুতি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল চার আরোহী, নদীর পানিতে ধুয়ে ফেলল হাত-মুখে জমে থাকা ঘাম।

সামান্য সময় বিশ্রাম নেয়ার পর আবার মুখ খুলল মাসুদা।

www.BanglaBook.org

'ঘোড়ায় চড়ো সবাই। শাহজাদী আগুনের পিঠেই চড়ুক। সার উলফ, তুমি এবার ওঠো ধোঁয়ার পিঠে। আমি আর সার গডউইন প্রহরীদের ঘোড়াদুটো নেব।'

নদীর অগভীর পানি ধরে প্রায় এক মাইল এগোল ওরা। পায়ের নীচে টলমলে নুড়িপাথর, তাই জোরে ছুটতে পারল না ঘোড়াগুলো। মন্থর গতিতে হাঁটতে বাধ্য হলো। এক সময়ে বাঁয়ে একটা গভীর ফাটল উদয় হলো, ওটায় ঢুকে পড়ল চার অশ্বারোহী। ঢালু পথ ধরে উপরদিকে উঠতে থাকল। চাঁদ এখন পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়সারির আড়ালে, আকাশের তারাও ঢাকা পড়তে শুরু করেছে ভেসে বেড়ানো মেঘের তলায়; প্রায়ান্ধকার পথে এগোনো কঠিন হয়ে পড়ল। ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছে তাই থেমে পড়ল মাসুদা। ঘাস জমেছে ওখানে, একপাশে বইছে পানির নহর।

'সূর্যোদয় পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করব আমরা,' ঘোষণা করল ও। 'অন্ধকারে ঘোড়াগুলো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে পাথরের ছড়াছড়ি, ওতে হোঁচট খেলে পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে।'

'জেবেলের লোকজন যদি এসে পড়ে?' শঙ্কা প্রকাশ করল রোজামুণ্ড।

'আলো ফোটার আগে বেরুবে না ওরা,' বলল মাসুদা। 'বেরুলেও ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে। এই অন্ধকারে সামনে এগোনোর চেষ্টা স্রেফ পাগলামি। নামো সবাই, বিশ্রাম নাও। ঘোড়াগুলোও একটু ঘাস-পানি খাক। সার উলফ, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'খুব সামান্য, ভয়ের কিছু নেই।' ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল উলফ। ধপ্ করে বসে গেল মাটিতে। 'মাসুদা, এখন তো সময় আছে। বলো না, আমরা সেতু থেকে চলে আসার পর কী ঘটল?'

'আচ্ছা বলছি।' ওর মুখোমুখি এসে বসল মাসুদা।

www.BanglaBook.org

'শাহজাদীকে তো ওঁর কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হলো, আমাকে অপেক্ষা করতে বলল সিনান। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কী ইচ্ছে ছিল ওর, জানো? ওখানেই তোমাদেরকে খুন করবার! লয়েলের কথা শুনে খেপে গিয়েছিল... পাগল হয়ে গিয়েছিল তোমরা শাহজাদীর প্রেমিক শুনে। কিন্তু লড়াই দেখে সাধারণ লোকজন সার উলফের ভক্ত বনে গেছে, ওদের সামনে খুনোখুনি করলে লোকে খেপে যেতে পারে। তাই চেয়েছিল নৈশভোজে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করতে। সার উলফ তো রাজি হলো না, অসুস্থতার কথা বলল। আমিও পাশ থেকে ফিসফিস করে বুদ্ধি দিলাম, পরদিন তোমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। বিয়ের আসরে সিনানের বিশ্বস্ত লোকজন আর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী-দল ছাড়া আর কেউ থাকবে না। বাগড়া দিতে পারবে না কেউ। তা শুনে খুশি হয়ে গেল প্রভু। তোমরা চলে আসার পর আমাকে জানাল, বিয়ের আসরে রক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামাবে তোমাদেরকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে পাহাড়ি খাদে। নববধূর জন্য ওটাই হবে তার উপহার...'

'কী জঘন্য ব্যাপার!' আঁতকে উঠল রোজামুণ্ড। 'লোকটা মানুষ, নাকি জানোয়ার?'

'লড়াই আমি নিশ্চয়ই করতাম,' বলল গডউইন। 'তবে রক্ষীদের সাথে না, খোদ সিনানের সাথে।'

'যা হোক, তোমরা চলে আসার পর আমিও ফিরলাম দুর্গে,' বলে চলল মাসুদা। 'আসার আগে সিনান আমাকে বলে দিল, দু'ঘণ্টা পর শাহজাদীকে যেন তার কাছে নিয়ে যাই। একান্তে কথা বলবে বিয়ের ব্যাপারে; কিছু উপহারও দেবে। সবাইকে শুনিয়ে আমি জবাব দিলাম, তার আদেশ পালন করা হবে। এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। দুর্গে ফিরে শাহজাদীকে আমার পরিকল্পনা খুলে বললাম, ওকে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরি করালাম যাত্রার জন্য। দু'ঘণ্টা পার হবার আগেই বেরিয়ে এলাম কামরা থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেহরক্ষীদেরকে সঙ্গে আসতে দিইনি, ওদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছি—সিনান শাহজাদীকে একা যেতে বলেছেন। সঙ্গে সার গডউইনের দেয়া আংটিটা ছিল, ওটা দেখিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়েছি। প্রহরীদের কেউ প্রশ্ন তোলার সাহস পায়নি আল-জেবেলের আংটির সামনে। তারপরের ঘটনা তো আন্দাজ করতে পারছ। দ্বিতীয় একটা গুপ্তপথ ধরে গুহায় পৌঁছেছি আমরা। দেখা করেছি তোমাদের সঙ্গে।'

'ওর সাহসের তুলনা হয় না,' মাসুদার কথা শেষ হতেই বলল রোজামুণ্ড। 'শুধু আংটির কৃতিত্ব দিয়ে লাভ নেই, ওর অভিনয়টাই আসলে প্রাণ বাঁচিয়েছে আমাদের। প্রহরীদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছে, তাতে যে-কেউ ভাববে, আল-জেবেলের আদেশেই আমাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে ও। সত্যি মাসুদা, তোমার তুলনা হয় না!'

একটু যেন বিব্রত হলো মাসুদা। বলল, 'এত প্রশংসা কোরো না। এখনও বিপদ কাটেনি আমাদের। যদি নিরাপদে আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারি, তখন যতখুশি প্রশংসা কোরো।' গডউইন আর উলফের দিকে তাকাল। 'তোমাদের কথা শুনি। গুপ্তপথের বাইরে প্রহরী ছিল?'

'মাত্র দু'জন—ওদের লাশ দেখেছ তোমরা,' বলল গডউইন। 'ঘায়েল করতে অসুবিধে হয়নি।'

'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল রোজামুণ্ড, 'আমাদেরকে বের করে এনেছেন ওই জঘন্য জায়গা থেকে।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না,' গম্ভীর গলায় বলল মাসুদা। 'সূর্য ডোবার আগেই হয়তো আবার ফিরতে হবে ওখানে। সিনান কিছুতেই হাল ছাড়বে না। কেউ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাবে, তা মেনে নেবে না কিছুতেই।'

'জ্যান্ত ফিরছি না ওখানে,' বলল উলফ। 'তোমার পরিকল্পনা বলো, মাসুদা। কোন্‌দিকে যাব আমরা? উপকূলের দিকে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না,' মাসুদা মাথা নাড়ল। 'আল-জেবেলের এলাকা পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করলে নির্ঘাত মরব। সবখানে আমাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকবে ওরা। তাই মরুভূমি আর পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এমেসায় যাব আমরা। ওখান থেকে ওরোন্টেস পেরুব, বালবেকে পৌঁছুব। তারপর ফিরে আসব বৈরুতে।'

'এমেসা?' ভুরু কোঁচকাল গডউইন। 'সে-তো সালাদিনের দখলে। বালবেকও। রোজামুণ্ড ওখানকার শাহজাদী। ওদিকে যাওয়াটা ঝুঁকি হয়ে যায় না?'

'কোন্‌টা ভাল?' কাঠখোট্টা গলায় বলল মাসুদা। 'সালাদিনের হাতে ধরা পড়া? নাকি আল-জেবেলের?'

'আমি সালাদিনের কাছেই যেতে চাইব,' রোজামুণ্ড বলল। 'উনি আমার মামা... কোনও ক্ষতি করবেন বলে বিশ্বাস করি না।'

কেউ এ-কথার প্রতিবাদ করল না।

ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে এল পুবের আকাশ। তবে এখনও আলো ফোটেনি পুরোপুরি, তাই আরেকটু অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ঘোড়াগুলোর পরিচর্যায় লেগে গেল গডউইন; রোজামুণ্ড সাহায্য করল ওকে। মাসুদা ব্যস্ত হয়ে পড়ল উলফকে নিয়ে। বর্ম খুলে শরীরের ক্ষতগুলো ধুয়ে দিল পানিতে, তারপর মেখে দিল পাহাড়ি গাছ-গাছড়ার রস।

আলো বাড়লে আবার রওনা হলো ওরা। একশো গজ যেতে না যেতেই নীচের নদীপার থেকে ভেসে এল অনেকগুলো ঘোড়ার টগবগানি। সেই সঙ্গে মানুষের কণ্ঠে উত্তেজিত হাঁকডাক।

'জলদি!' তাড়া দেয়ার সুরে বলল মাসুদা। 'আল-জেবেলের লোকজন এসে গেছে!'

ঢালু পথ ধরে উপরদিকে ঘোড়া ছোটাল চারজনে। বিপদের তোয়াক্কা করছে না। ধাওয়াকারীদের সঙ্গে যতটা পারে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে হবে। একের পর এক ফাটল আর গর্ত পেরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এল ওরা; পেরিয়ে এল সরু কার্নিশ; শেষ পর্যন্ত পৌছুল চওড়া এক উপত্যকায়। ওখান থেকে বারো মাইল দূরে পাহাড়ের সারি—যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত ঢাকা পড়ে আছে উঁচু-নিচু পর্বতশৃঙ্গে। পাশাপাশি দুটো পাহাড়চূড়া দেখিয়ে মাসুদা জানাল—ওর মাঝ দিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। পাহাড়সারি পার হলে পৌঁছুতে পারবে ওরোন্টেসের উপত্যকায়। ওর কথা শেষ হতে না হতেই দূর থেকে ভেসে এল ধাওয়াকারীদের আওয়াজ। তবে আবছা আলো আর কুয়াশার কারণে এখনও শিকারের দেখা পায়নি তারা।

'এগোও!' বলল মাসুদা। 'হাতে সময় নেই।'

একসারিতে ছুটতে শুরু করল চারটা ঘোড়া। তবে আলোকস্বল্পতার কারণে গতি বাড়ানো গেল না, সামনের জমির অবস্থা খুবই খারাপ—এবড়ো-থেবড়ো, বন্ধুর।

ছ'মাইলের মত যেতেই সূর্য হেসে উঠল আকাশে। প্রখর রোদে হেসে উঠল প্রকৃতি, গায়েব হয়ে গেল কুয়াশা। চারপাশ হয়ে গেল ফকফকা পরিষ্কার। স্পষ্টভাবে বোঝা গেল পরিস্থিতি। সামনে বিশাল এক বালি-ঢাকা প্রান্তর দেখতে পেল চার অভিযাত্রী। পিছনে... ওদের ফেলে আসা রুক্ষ জমির শেষ প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে একদল খুনে হাসাসিন। সংখ্যায় বিশজনের কম নয়।

'ওরা ধরতে পারবে না আমাদের,' চকিতে পিছনটা দেখে বলল উলফ। 'তবে বর্শা আছে সবার কাছে, নাগালে পেলেই ছুঁড়তে শুরু করবে। কাছে আসতে দেয়া যাবে না।'

আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ করল রোজামুণ্ড, হাত তুলে ডানদিক দেখাল। সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠল বাকিরা। সমভূমির ওপাশ দিয়ে উদয় হয়েছে বিশাল এক বাহিনী—পুরোদস্তুর যুদ্ধসাজে সজ্জিত। কমপক্ষে চারশো যোদ্ধা আছে বাহিনীতে। ওদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল বিশজনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দলটা। পলাতকদের দেখিয়ে দিচ্ছে।

'সর্বনাশ!' আতঙ্কিত গলায় বলল গডউইন। 'এরা এল কোত্থেকে?'

'ভুল করেছি আমি,' হতাশ কণ্ঠে বলল মাসুদা, 'ছোট করে দেখেছি সিনানকে। পিছনের দলটা আসলে কিছু না, ওদেরকে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে তাড়া করে এই এলাকায় নিয়ে আসার জন্য। যাতে মূল বাহিনীর সামনে পড়ি; রাতের আঁধারে ঘুরপথে ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। ভাল রাস্তায় এসেছে, কোথাও থামতে হয়নি ওদের।'

'এখন উপায়?' ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

দ্রুত হাসাসিন-বাহিনী আর দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথের দূরত্ব হিসেব করে নিল মাসুদা। বলল, 'ওরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলার আগেই পৌঁছুতে হবে ওখানে। চলো!'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল চারজনে। ওদের কাণ্ড দেখতে পেয়ে রৈ রৈ রব উঠল হাসাসিন বাহিনীর মধ্যে। পুরো প্রান্তর কেঁপে উঠল ঘোড়ার পদাঘাতে, ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দ্বিগ্বিদিক—যোদ্ধারা ছুটে এল চার পলাতককে ঠেকাতে।

দু'মাইল যেতেই গডউইন বুঝতে পারল, হার হতে চলেছে ওদের। হাসাসিন বাহিনীর আগে কিছুতেই গিরিপথে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। ঝড়ের বেগে চিন্তা করল ও, ঠিক করে ফেলল করণীয়। আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চড়েছে রোজামুণ্ড-উলফ; একটু সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে ওদের পক্ষে সম্ভব হবে পালানো।

'উলফ,' চেঁচাল ও। 'রোজামুণ্ডকে নিয়ে তুমি চলে যাও। আমি আর মাসুদা চেষ্টা করে দেখছি, হাসাসিনদের দেরি করিয়ে দেয়া যায় কি না।'

'আমি যাব কেন?' পাল্টা চিৎকার করল উলফ। 'মাসুদা যাক।'

'না, পথের বিপদ সামলানোর জন্য রোজামুণ্ডের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

আমাদের কারও থাকা দরকার।'

'তা হলে তুমি যাও!'

'আমার ঘোড়া ধোঁয়ার মত দ্রুত ছুটতে পারবে না। কথা বাড়িয়ো না, যাও বলছি!'

'কিন্তু... তোমাকে ফেলে...'

'গিরিপথে পৌঁছে একটু অপেক্ষা কোরো। যদি পারি, আমরা চলে আসব। আর দেরি কোরো না ভাই, যাও!'

'মাসুদা?' সমর্থন পাবার আশায় মাসুদার দিকে তাকাল উলফ।

'সার গডউইনের সঙ্গে আমি একমত,' বলল মাসুদা। 'সবাই ধরা পড়ার কোনও মানে হয় না। যাও তোমরা, আমাকে নিয়ে ভেবো না। ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার; সার গডউইনের কপালে যা ঘটবে, আমার কপালেও তা-ই ঘটবে।'

'রোজামুণ্ডের দোহাই, উলফ!' আকুতি ফুটল গডউইনের কণ্ঠে। 'দেরি কোরো না!'

চোয়াল শক্ত করে মাথা ঝাঁকাল উলফ। রোজামুণ্ড কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু সুযোগ দিল না। পাশ থেকে চেপে ধরল লাগাম, ধোঁয়ার পাশাপাশি আগুনকে ছুটতে বাধ্য করল, গতি বাড়িয়ে এগোতে থাকল গিরিপথের দিকে।

'আমরা কী করব?' জানতে চাইল মাসুদা।

'হাসাসিনদের মনোযোগ ফেরাব,' শান্ত কণ্ঠে বলল গডউইন। 'এসো।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। ছুটতে শুরু করল প্রান্তরের আরেকদিকে, পাশাপাশি মাসুদা। ওদিককার পাহাড়সারির দূরত্ব গিরিপথের চাইতে অনেক কম।

পলাতকদেরকে দু'ভাগ হয়ে যেতে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেল হাসাসিন বাহিনী। দূর থেকে বুঝতে পারেনি, তাদের হবু-রানি কোন্‌দিকে গেল। কী করবে ভাবতে গিয়ে মূল্যবান কয়েক মিনিট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নষ্ট করল। এটাই চাইছিল গডউইন। খানিক পরে শত্রুরা যখন দু'ভাগ হয়ে ওদের দুই জুটির পিছনে নতুন করে ধাওয়া শুরু করল, তখন উলফ আর রোজামুণ্ড গিরিপথের কাছাকাছি চলে গেছে। গডউইন আর মাসুদাও পৌঁছে গেছে ছোট কয়েকটা পাহাড়ের গোড়ায়।

ওখানে একটু থামল দু'জনে। সঙ্গীদের অগ্রগতি যাচাই করল।

'চমৎকার!' মন্তব্য করল মাসুদা। 'নাগালের বাইরে চলে গেছে ওরা। কিছুতেই ওদেরকে আর থামাতে পারবে না সিনানের বাহিনী। আগুন আর ধোঁয়ার চেয়ে ভাল ঘোড়া গোটা সিরিয়ায় আর নেই। কেউ ধরতে পারবে না ওদের।'

'ঘোড়াদুটো যে-বুড়ো দিয়ে গেল, কে ছিল সে?' জানতে চাইল গডউইন।

'আমার চাচা,' বলল মাসুদা। 'মরুভূমির এক গোত্রের সর্দার। ওদের ঘোড়ার তুলনা হয় না।'

'মরুভূমির গোত্র?' ভুরু কোঁচকাল গডউইন। 'তুমি তা হলে হাসাসিন নও?'

'না। আমার বাবা আরব, মা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ফ্র্যাঙ্ক... ফরাসি মহিলা। এক যুদ্ধের শেষে মরুভূমি থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন বাবা, বিয়ে করেন। আমার বয়স যখন বারো, তখন হাসাসিনদের আক্রমণে মারা পড়েন ওঁরা। আমাকে অপহরণ করা হয়। একটু বড় হলে সিনানের হারেমে ঢোকানো হয় আমাকে... রূপের কারণে। হাসাসিনদের ধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য হই আমি, যদিও মা আমাকে খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এখন বুঝতে পারছ তো, কেন ওদেরকে এত ঘৃণা করি আমি? হাসাসিনরা আমার বাবা-মায়ের খুনি; অবমাননাকর এক জীবন দিয়েছে আমাকে। হারেমে সিনানের মনোরঞ্জন করতে হয়েছে বহুদিন, তারপর বেছে নিতে হয়েছে গুপ্তচরবৃত্তির মত নিকৃষ্ট এক

www.BanglaBook.org

পেশা। বিয়েই হয়নি, অথচ বিধবার পরিচয় নিয়ে থাকতে হয়েছে বৈরুতে; যাতে কোনও যুবক আমার দিকে নজর না দেয়। রাজি না হলে খুন হয়ে যেতাম। অবশ্য... সিনানকে কোনোদিন বুঝতে দিইনি আমার মনের কথা। গতরাত পর্যন্ত আমাকে ও বিশ্বস্ত এক দাসী বলে জানত। ওর কথামতই নেচেছি আমি এতদিন।'

'তার জন্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল গডউইন। 'সব শোনার পর বরং তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।'

'মরার আগে এমন কথা শুনলে কার না ভাল লাগে!' হাসল মাসুদা।

'কে বলেছে আমরা মরছি?' হেঁয়ালির সুরে বলল গডউইন। 'খেলা এখনও শেষ হয়নি। চলো এগোই।'

'কী মতলব এঁটেছ, বলো তো?' ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিয়ে জানতে চাইল মাসুদা।

পাহাড়সারির দিকে ইশারা করল গডউইন। 'পার্বত্য এলাকার সুবিধে কী, জানো? গলি-ঘুপচির অভাব নেই। ঠিকমত লুকাতে জানলে গোটা একটা সেনাবাহিনীরও সাধ্য নেই, দু'জন মানুষকে খুঁজে বের করে।'

'এখানে লুকাতে চাইছ?'

মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'আমাদেরকে খুঁজতে আল-জেবেলের লোকজনও ঢুকবে এখানে। গোটা বাহিনী একত্রে থাকতে পারবে না, ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে। ঠিকমত যোগাযোগ থাকবে না কারও সঙ্গে কারও। ওই সুযোগটা কাজে লাগাব আমরা। ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে আসব প্রান্তরে। ওরা ধাওয়া করার আগেই এক ছুট লাগিয়ে চলে যাব গিরিপথে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট একটা পাহাড়ি গুহা খুঁজে বের করল ও। ঘোড়া নিয়ে দু'জনে ঢুকে পড়ল ওখানে। পাথর আর শুকনো ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিল গুহামুখ। একটু পর পৌঁছুল হাসাসিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাহিনী—প্রথমে ওদের পিছনে লেগে থাকা অর্ধেক যোদ্ধা; উলফ আর রোজামুণ্ডকে ধরতে না পেরে বাকি অর্ধেকও এসে যোগ দিল আধঘণ্টা পর। গডউইনের ধারণাকে সত্য প্রমাণ করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল লোকগুলো। শুরু করল তল্লাশি। ধীরে ধীরে পার্বত্য এলাকার গভীরে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট গুহাটার ধারেকাছে এল না কেউ, বুঝতেই পারল না—ওখানে কোনও গুহা আছে।

শত্রুদের পায়ের আওয়াজ আর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গডউইন, তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল দু'জনে।

কিন্তু প্রান্তরে বেরিয়ে চমকে উঠল ওরা। হিসেবে সামান্য গড়বড় হয়ে গেছে। সব হাসাসিন ঢোকেনি পাহাড়ে, ছোট একটা দল রয়ে গেছে বাইরে—পাহারা দেবার জন্য। চোখের সামনে দুই পলাতককে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। বেজে উঠল একটা শিঙা—পাহাড়ে থাকা সঙ্গী-সাথীদের সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে।

কিচ্ছু ভাবল না গডউইন, তলোয়ার বের করে ছুটে গেল লোকগুলোর দিকে। সংখ্যায় তারা দশজন, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে নেই কেউ; মাটিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। জটলার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল ওর ঘোড়া। খুরের আঘাতে ছিটকে গেল দু'জন, তলোয়ার চালিয়ে আরও দু'জনকে খতম করল ও। বাকিরা ঘোড়ার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু অশ্বারোহী গডউইনের সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠল না। এক ছুটে প্রাণীগুলোর কাছে পৌঁছুল ও, তলোয়ারের কোপে কেটে দিল বাঁধন। তাড়িয়ে দিল ওখান থেকে।

বাহন হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেল হাসাসিনরা। মাটিতে দাঁড়িয়ে অশ্বারোহী প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। সাহস উবে গেল তাদের। যে-যেদিকে পারে, পড়িমরি করে ছুটে পালাল। ওদেরকে আর ধাওয়া করল না গডউইন। ওর কাজ

www.BanglaBook.org

হয়ে গেছে। মাসুদাকে নিয়ে ছুটল গিরিপথের উদ্দেশে।

অল্প সময়ের ভিতরেই পিছন থেকে ভেসে এল গগনবিদারী আওয়াজ। হাসাসিনরা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে পাহাড়ি এলাকা থেকে। ধাওয়া করছে ওদেরকে। কিন্তু ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে গডউইন আর মাসুদা। প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমছে বটে, কিন্তু তা ধর্তব্য নয়।

'যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক ভাল এ-ঘোড়াদুটো,' চেঁচিয়ে বলল মাসুদা। 'এভাবে ছুটতে পারলে আশা আছে আমাদের।'

গিরিপথে পৌঁছে গেল ওরা খুব শীঘ্রি। এ-পথ সমতল নয়। ঢাল বাইতে গিয়ে গতি কমে গেল। কিন্তু আশার কথা—ধাওয়াকারীদেরও একই সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। কথা না বলে ঘোড়া চালানোয় মনোযোগ দিল দু'জনে। এগোতে চায় যত দ্রুত সম্ভব। উলফ আর রোজামুণ্ড এখনও অপেক্ষা করছে কি না, কে জানে! অনেকক্ষণ পর... গিরিপথ ধরে পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে আগুন আর ধোঁয়ার দেখা পাওয়া গেল। পাশে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে দুই আরোহী।

'ওই তো ওরা!' গডউইন আর মাসুদাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল উলফ। খুশিতে ছুটে আসতে গেল ভাইয়ের দিকে।

'ঘোড়ায় চড়ো!' চিৎকার করে ওকে থামাল গডউইন। 'হাসাসিনরা আমাদের পিছনেই আসছে!'

ঝটপট আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চড়ে বসল রোজামুণ্ড আর উলফ। ছুটতে শুরু করল গডউইন আর মাসুদার পাশাপাশি।

'এতক্ষণ বসে রইলে কেন?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল গডউইন।

'আমার কোনও দোষ নেই,' উলফ বলল। 'রোজামুণ্ড কিছুতেই যেতে রাজি হয়নি।'

'তোমাকে নিয়ে আর পারি না!' রোজামুণ্ডকে বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গডউইন।

হাসি ফুটল মেয়েটার ঠোঁটে। ওকে আর মাসুদাকে অক্ষত দেখতে পেয়ে চিন্তামুক্ত হয়েছে।

ঢাল বেয়ে কিছুদূর উঠল চার অশ্বারোহী, তারপর আবার নামতে শুরু করল পাহাড়ের উল্টোপাশ ধরে। নীচে বিশাল এক সবুজ প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। একেবারে শেষ প্রান্তে রোদ চিকচিক করছে সরু এক নদীর বুকে। নদীর পাশে সূক্ষ্ম রেখার মত মাথা তুলে রেখেছে একটা সীমানা-প্রাচীর। গুটি গুটি বিন্দুর মত বাড়িঘর রয়েছে প্রাচীরের ভিতরে।

'ওরোন্টেসের প্রান্তর আর এমেসা!' উত্তেজিত গলায় বলল মাসুদা। 'ওখানে পৌঁছুলেই বেঁচে যাব আমরা।'

খুশি হলো না গডউইন। শঙ্কিত দৃষ্টিতে প্রথমে নিজের, তারপর মাসুদার ঘোড়ার দিকে তাকাল। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে প্রাণীদুটোর। ক্লান্ত... অবসন্ন। শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। বিশ্রাম না পেলে এ-ই হয়। ঢাল ধরে পাগলের মত নামছে বটে, কিন্তু ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না কিছুতেই।

'ওই প্রান্তর পেরুতে পারব না আমরা,' ম্লান শোনাল ওর গলা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মাসুদা।

তা-ই ঘটল। ঢালের শেষ অংশে পৌঁছুতেই আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাসুদার ঘোড়া, ওকে ছিটকে ফেলে দিল দূরে। ওভাবেই পড়ে রইল প্রাণীটা, উঠছে না মাটি থেকে। মাসুদার পাশে থেমে দাঁড়াল গডউইন। সামনে তাকিয়ে দুই সঙ্গীকে বলল, 'তোমরা এগোও। আমি এদিকটা দেখছি।'

কথা শুনল না ওরা। উল্টো ঘুরে ফিরে এল। রোজামুণ্ড বলল, 'না, আর পিছে ফেলে যাব না তোমাদেরকে। মরতে হয় সবাই একসঙ্গে মরব।'

উঠে দাঁড়াল মাসুদা। গা থেকে ধুলোবালি ঝাড়ল। তাকাল

www.BanglaBook.org

বাহনের দিকে। ওর ঘোড়াটা মরতে বসেছে। গডউইনের ঘোড়ারও যায়-যায় দশা। তবে আগুন আর ধোঁয়ার অবস্থা অনেক ভাল। ক্লান্ত হলেও ভেঙে পড়েনি মোটেই।

'বেশ,' বলল ও। 'তা হলে আগুন আর ধোঁয়াই আমাদের ভরসা। দু'জন সওয়ারী বইবার অভ্যেস আছে ওদের। সার গডউইন, তুমি শাহজাদীর সামনে ওঠো। সার উলফ, আমাকে টেনে তোলো তুমি। আশা করি এবার টের পাবে, এই ঘোড়াদুটোর শরীরে কেমন রক্ত বইছে।'

জোড়ায় জোড়ায় আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চড়ে বসল ওরা। আবার চলতে শুরু করল। এবার প্রাণীদুটোর গতি কমে গেছে বাড়তি ওজনের কারণে; তারপরও বেশ দ্রুত এগোচ্ছে। সমতলে ওরা পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মাথায় উদয় হলো হাসাসিন বাহিনী। নামতে শুরু করেছে ওরা।

গডউইন আর উলফের চেহারায় মেঘ জমল, তবে মাসুদা নির্বিকার। বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। ওদের ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত। ভাগ্য সহায় থাকলে হারিয়ে দেয়া যাবে দৌড়ে।'

এতটা নিশ্চিত হতে পারল না দুই নাইট। নদী আর ওদের মাঝে অন্তত দশ মাইল দূরত্ব। জোড়া সওয়ারী নিয়ে আগুন আর ধোঁয়া এতদূর আদৌ যেতে পারবে কি না, সেটাই সন্দেহ। ধাওয়াকারীদেরকে হারিয়ে দেয়া তো পরের কথা।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ধীরে ধীরে গতি আরও কমে এল ঘোড়াদুটোর। অর্ধেক দূরত্ব পেরুল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ফেদাইদের প্রথম সারি ওদের দুইশ' গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে। দূরত্বটা কমতে কমতে পঞ্চাশ গজ হতেই বর্শা ছোঁড়া হলো। গায়ে লাগল না কারও, তবে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল রোজামুণ্ড।

'জোরে... আরও জোরে ছোটাও ঘোড়াকে!' চেঁচাল মাসুদা।

কথাটা কানে যেতেই লাগামে ঝটকা দিল দু'ভাই। সঙ্গে

www.BanglaBook.org

সঙ্গে যেন অসুরের শক্তি ভর করল আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে। ক্লান্তি-ট্রান্তি উবে গেল কর্পূরের মত। কামানের গোলার মত ছুটল সামনে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ফেদাই-রা লক্ষ করল, পলাতকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছে তাদের। বহু চেষ্টা করেও কাছে যেতে পারল না। ওভাবে দু'মাইল পেরুল অভিযাত্রীরা। নদী এখন মাত্র সাত ফার্লং দূরে। সেতু দেখা যাচ্ছে... দেখা যাচ্ছে এমেসা নগরীর ঘরবাড়ির ছাত আর উঁচু মিনারগুলোও।

একটু পর বিশাল এক গহ্বরের মত জায়গা উদয় হলো সামনে—গন্তব্যে পৌঁছুতে হলে ওটা না পেরিয়ে উপায় নেই। ঢাল ধরে নামতে অসুবিধে হলো না, কিন্তু অন্যপ্রান্ত দিয়ে ওঠার সময় হার মানার দশা হলো আগুন আর ধোঁয়ার। শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, জোড়া সওয়ারীর ওজন আর সইতে পারছে না। শব্দ করে হাঁপাতে লাগল, পা কাঁপছে। পেটে গুঁতো দিয়েও লাভ হলো না কোনও। থেমে যাচ্ছে বার বার। পিছনে শত্রুপক্ষের আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠল, আবার কাছে এসে পড়েছে তারা। একশো থেকে পঞ্চাশ... পঞ্চাশ থেকে ত্রিশ গজে নেমে এল দূরত্ব। বর্শা ছোঁড়া হলো বেশ কয়েকটা, ওগুলো পলাতকদের দু'পাশের মাটিতে গাঁথল।

আগুন আর ধোঁয়ার উদ্দেশে আরবীতে চেঁচাল মাসুদা। তা শুনে একটু যেন সাড়া দিল প্রাণীদুটো। দুর্বল পা বাড়িয়ে উঠতে থাকল ঢাল বেয়ে। চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করল উলফ আর গডউইন, তারপর কোনও এক অদৃশ্য ইশারায় একসঙ্গে লাফিয়ে নামল মাটিতে। তলোয়ার বের করে মুখোমুখি হলো শত্রুর।

'ডার্সি! ডার্সি!!' সমস্বরে হুঙ্কার ছাড়ল দুই ভাই। 'ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!'

এসে পড়েছে হাসাসিন-বাহিনী। তলোয়ার বাগিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই অকুতোভয় নাইট।

উলফের প্রথম আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল এক

www.BanglaBook.org

ফেদাই। দ্বিতীয়জনকেও একই কায়দায় ভূপাতিত করল ও। গডউইনও ইতোমধ্যে একজনকে ঘায়েল করেছে। তবে এ-সাফল্য ক্ষণস্থায়ী। চোখের পলকে চারপাশ থেকে ওদেরকে ঘিরে ফেলল শত্রু, সম্মিলিত আঘাত হানল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অবস্থা করুণ হয়ে উঠল দুই নাইটের। চারপাশ থেকে আসা আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত, পাল্টা আঘাত হানার সুযোগই পাচ্ছে না। একটু পরেই ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল ওরা।

অনিবার্য পরিণতির জন্য শরীর শক্ত করে ফেলল দুই ভাই। এখুনি ওদেরকে বর্শা দিয়ে কেঁচে মোরব্বা বানিয়ে ফেলবে শত্রুরা। চোখ বন্ধ করে ফেলল ওরা। আর তখুনি শোনা গেল রোজামুণ্ডের উত্তেজিত চিৎকার।

হাসাহাসি করছিল হাসাসিন খুনিরা, আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলল উলফ আর গডউইন। মাথা ঘোরাল ঘটনা কী, দেখার জন্য।

বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী উদয় হয়েছে ঢালের মাথায়। আকারে হাসাসিন বাহিনীর দশগুণ। সবার মাথায় সাদা পাগড়ি, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। শোনা গেল সম্মিলিত হুঙ্কারঃ

'সালাদিন! সালাদিন!!'

পরমুহূর্তে ধেয়ে এল তারা। পিল পিল করে নামছে ঢাল ধরে। নিরেট এক সচল পাঁচিলের মত। কী বলা যায়! হিংস্র বললে কিছুই বলা হয় না। সাক্ষাৎ মৃত্যু, সগর্জনে ছুটে আসছে... দৃশ্যটা দেখেই সাহস হারিয়ে ফেলল হাসাসিন খুনিরা। উল্টো ঘুরে পালাতে শুরু করল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। বিশাল স্রোতটা চোখের পলকে ঢেকে ফেলল তাদের... শুরু হলো পাইকারী হত্যাকাণ্ড। আক্রমণের তীব্রতায় দিশে হারিয়ে ফেলেছে হাসাসিনরা, প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ পেল না, খুন হতে থাকল অকাতরে।

কাছেই একটা সওয়ারবিহীন ঘোড়া দেখতে পেয়ে তাতে

www.BanglaBook.org

লাফ দিয়ে চড়ে বসল গডউইন। যোগ দিল লড়াইয়ে। সারাসেন যোদ্ধাদের পাশাপাশি ও-ও হামলা করল হাসাসিনদের উপর। উলফ অবশ্য মাটিতে বসে রইল। বিস্ময় কাটছে না। ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

হাতে গোনা দু'চারজন বন্দি হলো, বাকি ফেদাইদের কচুকাটা করল সারাসেন বাহিনী। রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল সবুজ প্রান্তর। মাসায়েফ থেকে আসা চারশো যোদ্ধার একজনও ফিরতে পারল না তাদের প্রভুর কাছে; জানাতে পারল না, হবু-রানিকে ধাওয়া করতে গিয়ে কী ভয়ানক পরিণতির শিকার হয়েছে তারা।

অনেকক্ষণ পর গডউইনকে ফিরতে দেখল উলফ—গর্বিত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, হাতের তলোয়ার রক্তে রঞ্জিত। পাশাপাশি আসছে আরেকজন—স্থূলদেহী, পোশাকে আভিজাত্য; চোখের তারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি। লোকটাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল রোজামুণ্ড। ঘোড়া থেকে নামলে ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করল।

'হাসান... আল-হাসান! সত্যিই তুমি তো? ঈশ্বর দয়াময়!'

সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আমির। একটু পিছিয়ে ভাল করে রোজামুণ্ডকে দেখল। চুল এলোমেলো, দামি পোশাক ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, সারা গায়ে ধুলো-বালির আস্তর; তারপরও রূপের জৌলুস কমেনি এক বিন্দু। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। রোজামুণ্ডের পোশাকের কিনারা নিজের কপালে স্পর্শ করে বলল:

'ঈশ্বর নন; আমি বলব, আল্লাহ্ দয়াময়। আমি, এই পাপী বান্দা, তাঁকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাকে আর জ্যান্ত দেখব বলে আশা করিনি।' ঘাড় ফেরাল পিছনে। তার সৈনিকেরা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। 'যোদ্ধারা, সালাম জানাও। তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন

www.BanglaBook.org

পৃথিবীর গোলাপ... বালবেকের শাহজাদী, আমাদের সুলতানের ভাগ্নী।'

ঝট্ করে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল শত শত সৈনিক। হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল মাটিতে, বুকের কাছে ডান হাত ভাঁজ করে সম্মান দেখাল শাহজাদীকে।

'বাহ্, বাহ্! এ দেখছি আমাদের বিষাক্ত মদের কারবারী!' বেরসিকের মত বলে উঠল উলফ। 'কী সারাসেন, লজ্জা-শরম নেই তোমার? আমাদের সঙ্গে কী করেছিলে, তা ভুলে গেছ?'

উঠে দাঁড়াল আল-হাসান। ফিরল ওর দিকে। চেহারা লাল হয়ে গেছে। বলল, 'আপনার মত, সার উলফ, আমিও ভাগ্যের দাস। ভাগ্যের দেখানো পথেই হাঁটতে হয়েছে আমাকে। সবকিছু না জানা পর্যন্ত দয়া করে ঘৃণা করবেন না আমাকে।'

'আমি তোমাকে ঘৃণা করি না,' শান্ত গলায় বলল উলফ। 'তবে বিনে পয়সায় মদ খেতে পছন্দ করি না আমি। তোমার খাওয়ানো মদের দাম চুকানো হয়নি। আমাদের হিসেব-নিকেশ বাকি রয়ে গেছে।'

'থামো, উলফ!' বলে উঠল রোজামুণ্ড। 'এভাবে কথা বোলো না। হ্যাঁ, ও আমাকে অপহরণ করেছিল; কিন্তু বিপদের সময় বন্ধু আর রক্ষাকর্তা হিসেবেও কাজ করেছে। ও না থাকলে আজ আমি...' কেঁপে উঠল ও।

'পুরনো প্রসঙ্গ বাদ দিন, শাহজাদী,' বলল আল-হাসান। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এ-মুহূর্তে ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়েছে এই দুই দুঃসাহসী নাইট, আর ওঁদের চমৎকার ঘোড়াদুটোর।' আগুন আর ধোঁয়ার দিকে ইশারা করল। দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে হাঁপাচ্ছে প্রাণীদুটো। 'দূর থেকে সবই দেখেছি আমি, এরা না থাকলে আপনাদের কোনও আশা ছিল না।'

'আরও একজনের ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়েছে, আল-হাসান,' বলল রোজামুণ্ড। এক হাতে জড়িয়ে ধরল মাসুদাকে। 'এই যে...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই মেয়েটার। আমার জন্য যা করেছে, তার তুলনা হয় না।'

'আমার সুলতান সবাইকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবেন,' আল-হাসান বলল। 'কিন্তু শাহজাদী... মরুভূমিতে আপনাকে ওভাবে ফেলে চলে যাওয়ায় না জানি কী ভাবছেন আমাকে! অথচ উপায় ছিল না কোনও। শয়তান আল-জেবেলের আস্তানায় গেলে আমার কোনও আশা ছিল না। আপনাকে কোনও ধরনের সাহায্য তো করতেই পারতাম না, মাঝখান থেকে বেঘোরে প্রাণ হারাতাম। বরং পালিয়ে গিয়ে সাহায্য আনার চিন্তা খেলল মাথায়; তাই লোভী নাইটকে পাগড়িতে লুকানো স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। হাতের বাঁধন খুলে যেতেই খুন করলাম ওকে। তারপর পালালাম। দামেস্ক থেকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আবার ফিরেছি। আজ সকালেই পৌঁছেছি এমেসায়। সুলতানের প্রতিনিধিদের কাছে জানতে পেরেছি আপনাদের খবর। তাই ঠিক করেছিলাম, হামলা করব আল-জেবেলের শহরে... আপনাকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এমেসার মিনারের প্রহরীরা এসে জানাল, পাহাড় থেকে নাকি দুটো ঘোড়া নেমে এসেছে—পিঠে জোড়া সওয়ারী, পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে শহরে। ওদেরকে ধাওয়া করছে বিশাল এক ফেদাই ফৌজ। খবরটা শোনামাত্র আর দেরি করিনি, হাতের কাছে যতজনকে তৈরি অবস্থায় পেয়েছি, তাদেরকে একাট্টা করে বেরিয়ে পড়েছি। ফেদাইদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওরা যে আপনাকে তাড়া করছিল, তা কল্পনাই করিনি। যা-হোক, বাকিটা তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। ফেদাইদের খতম করেছি, আপনাকে উদ্ধার করেছি... সুলতানের কাছে মাথা উঁচু করে ফিরতে পারব এবার।'

'তোমার সাফল্যের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারব আমরা,' বলল উলফ। 'মাসায়েফে ঢোকার গোপন রাস্তা চিনে এসেছি। ওখান দিয়ে হামলা চালাতে পারবে... চিরদিনের মত

www.BanglaBook.org

খতম করে দিতে পারবে হাসাসিনদের। আল-জেবেলের জন্য উপযুক্ত শাস্তি হবে ওটা।'

'খুশির খবর, কিন্তু এ-মুহূর্তে অন্য যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত আমার সুলতান।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দুই খ্রিস্টান নাইটের দিকে তাকাল আল-হাসান। 'শুধুমাত্র শাহজাদীকে মুক্ত করার আদেশ পেয়েছি আমি। সেটা পালন করেছি; তার সঙ্গে খতম করেছি কয়েকশো ফেদাইকে। একেবারে মন্দ নয় অর্জনটা। গোপন পথটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না, প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করা যাবে। আপাতত দামেস্কে ফিরে যাওয়া দরকার আমাদের... যত দ্রুত সম্ভব। তাই মাসায়েফকে আপাতত রেহাই দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, আপনাদের সবাইকে এখন থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেব। আল-জেবেল সহজে ক্ষান্ত দেবার লোক না। আমাদের সবাইকে খুন করার জন্য গোপনে ফেদাই পাঠাবে সে। কাজেই সাবধান!' পিছন ফিরে কাউকে ইশারা দিল আমির, তারপর আবার ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনাদের জন্য পালকি আসছে, তাতে উঠে পড়ুন। যথেষ্ট ধকল গেছে, শহরে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন। ঘোড়াদুটো নিয়ে ভাববেন না, ওদের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। যান আপনারা, আমি ময়দান থেকে খতম হওয়া লোকজনের হিসেব নিয়ে পরে আসছি।'

আধঘণ্টার মধ্যে এমেসায় ঢুকল চার অভিযাত্রী। ওখানকার দুর্গে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। সেবা-শুশ্রূষা করা হলো, গোসল করানো হলো, খাওয়ানো হলো পেট ভরে। খাওয়ার পরে শুয়ে পড়ল ওরা। ঘুমাল পরের দু'দিন ধরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

সুলতান সালাদিন

এমেসায় পৌঁছুনোর তৃতীয় সকালে ঘুম ভাঙল গডউইনের। চোখ খুলতেই দেখল, দিনের প্রথম আলোয় ভরে গেছে কামরার অভ্যন্তর। কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো, চোখ বোলাল কামরার ভিতর। পাশের বিছানায় মড়ার মত ঘুমাচ্ছে উলফ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ; ব্যাণ্ডেজ রয়েছে হাত আর বুকেও। সেতুর লড়াই আর ওরোন্টেসের প্রান্তর মিলিয়ে প্রচুর আঘাত পেয়েছে বেচারা।

ওর দিকে তাকিয়ে চিন্তার সাগরে ডুবে গেল গডউইন। ভাবল গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। ভাবল, আর বিস্মিত-চমৎকৃত হলো। কী ঝড়টাই না বয়ে গেছে ওদের দু'জনের উপর দিয়ে, অথচ সে-তুলনায় অনেক সুস্থ... অনেকটাই অক্ষত আছে ওরা। সাক্ষাৎ নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছে রোজামুণ্ডকে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যা কখনও সম্ভব হতো না। ভেবে ভেবে নিঃসন্দেহ হলো, স্বর্গের আশীর্বাদ ছিল ওদের উপর। স্বর্গ থেকেই পথ-নির্দেশনা পেয়েছে ওরা। নইলে কখনোই মাসায়েফে যেত না দু'ভাই। আল-জেবেলের দুর্গে পা রাখার দুঃসাহস কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ করবে না। অথচ ওখানে গেছে ওরা; গেছে বলে রোজামুণ্ডের দেখা পেয়েছে। প্রতিশোধ নিতে পেরেছে বিশ্বাসঘাতক নাইট সার হিউ লয়েলের বিরুদ্ধে। তারপর আবার বেরিয়ে আসতে পেরেছে রোজামুণ্ডকে নিয়ে!

www.BanglaBook.org

কী ভালটাই না করেছে ওরা মৃত্যুপথযাত্রী চাচার কথা শুনে! নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি, বুঝতে পেরেছিলেন—মাসায়েফে গেলে কী ঘটবে। ঈশ্বর আর তাঁর দেবদূতেরা নিজ হাতে সাহায্য করেছেন ওদেরকে, বাহন ছিল মাসুদা। ওই মেয়েটাকে ছাড়া কিছুতেই মুক্তি পেত না রোজামুণ্ড, অসহায়ভাবে মারা যেত। আর ওরা দু'ভাইও আজ নিষ্ফলভাবে ঘুরে বেড়াত সিরিয়ার আনাচে-কানাচে; কখনও জানতে পারত না, যাকে খুঁজে ফিরছে, তার দেখা আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না।

কেন এতসব করল মাসুদা? কেন নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অচেনা দুই নাইট আর বিদেশি এক মেয়েকে বাঁচাল? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মুখ আরক্ত হলো গডউইনের। হ্যাঁ, সিনানকে ঘৃণা করে মাসুদা—লোকটা ওর পিতা-মাতার খুনি, ওর মর্যাদাহানি করেছে; কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে গডউইন—ওটাই একমাত্র কারণ নয়। সত্যিকার কারণটা অনেক গূঢ়—ওকে ভালবাসে মাসুদা। প্রথম যেদিন দেখেছে, সেদিন থেকেই ভালবাসতে শুরু করেছে। প্রথমে ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন সব পর্দা সরে গেছে মনের ভিতর থেকে। বহুবার... বহুভাবে ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে মাসুদা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফাটলের উপর দিয়ে ঝাঁপ দেবার সময়... চুমো খেয়ে, কিংবা সিংহীর কবল থেকে বাঁচানোর পর... শুশ্রূষা করে। এমনি আরও বহু উদাহরণ আছে।

পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে গডউইন পালানোর সময়—যখন নিজের জীবন-কাহিনি শোনাল মাসুদা। যখন ওদের জীবন সত্যিকার অর্থে বিপন্ন হয়ে পড়ল। তখন ওর দৃষ্টি থেকেই সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভালবাসার ওই দৃষ্টিকে যে-কোনও পুরুষই পড়তে জানে। কিন্তু একটা ব্যাপার দুর্বোধ্য—মাসুদা কেন রোজামুণ্ডকে বাঁচাতে গেল? কেন রক্ষা করল ভালবাসার একমাত্র

www.BanglaBook.org

প্রতিদ্বন্দ্বীকে? যে-সমাজে ও বড় হয়েছে, সেখানে তো রক্ত ঝরিয়ে নিজের লক্ষ্য পূরণ করে মানুষ। ওটাকেই সম্মান আর মর্যাদা বলে ভাবে। রোজামুণ্ডকে মরতে দেয়াই কি ওর জন্য স্বাভাবিক আচরণ হতো না?

একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল দিল গডউইনের মনে। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল ওর, কেঁপে উঠল দেহ। তবে কি রোজামুণ্ডকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে না মাসুদা? কেন ভাববে না? উলফের জন্য? সন্দেহ নেই, দু'ভাইয়ের মধ্যে উলফই বেশি সুপুরুষ... ও-ই বেশি সুদর্শন। রোজামুণ্ড কি ওকেই বেছে নেবার কথা ভাবছে? সেটা জানিয়েছে মাসুদাকে? না... তা কী করে হয়? অচেনা একটা মেয়ের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করার মানুষ তো নয় রোজামুণ্ড।

কিন্তু এ-ও সত্যি, মেয়েরা মেয়েদের মনের কথা পড়তে পারে। নারীমনের দুর্ভেদ্য পর্দা ভেদ দেখতে জানে শুধু নারীরাই। সেভাবেই হয়তো রোজামুণ্ডের মনের কথা পড়েছে মাসুদা। সেতুর উপরের সেই মরণপণ লড়াইয়ের মুহূর্তে রোজামুণ্ডের সঙ্গে ছিল মেয়েটা। দেখেছে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো উলফের জন্য ওর আকুতি। হয়তো শুনতে পেয়েছে আবেগের বশে রোজামুণ্ডের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা অন্তরের কথা।

হ্যাঁ, তা-ই হবে। আর কোনও সঙ্গত কারণ নেই মাসুদার আচরণের। ও জানে, রোজামুণ্ডের ভালবাসা শুধুই উলফের জন্য; গডউইনের জন্য নয়। তাই ওর প্রাণ বাঁচাতে দ্বিধা করেনি মেয়েটা। দুঃসহ এক উপলব্ধি; সারা শরীর আর মন বিদ্রোহ করে উঠল গডউইনের। ভয়াবহ এক ঈর্ষা গ্রাস করল সমগ্র অস্তিত্বকে, পাশ ফিরে তাকাল ও ভাইয়ের দিকে। ওই তো ঘুমাচ্ছে উলফ—পরম শান্তিতে। কোনও চিন্তা নেই ওর। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে রোজামুণ্ডকে পাবার। স্বপ্নটা সত্যি হতে দেরি নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল গডউইনের, কিছু একটা করার জন্য নিশপিশ করল হাত। মুঠো হয়ে গেল অজান্তে।

কিছু সময় ওভাবে কাটল, তারপর আচমকা সচকিত হয়ে উঠল গডউইন। স্ট্যানগেটের মঠে নেয়া শপথের কথা মনে পড়ে গেছে। মনে পড়ে গেছে ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব আর ভালবাসার কথাও। নারীর ভালবাসার চেয়ে অনেক বড় সেগুলো। বালিশে মুখ গুঁজল ও, বিড়বিড় করে শক্তি চাইল ঈর্ষাকে পরাস্ত করার জন্য। নিজের সম্মান আর প্রতিজ্ঞাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য।

কিছুক্ষণ পর উঠে বসল গডউইন। সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। ঈর্ষা বিদায় নিয়েছে। রয়ে গেছে শুধু সীমাহীন যাতনা। উদয় হয়েছে নতুন এক চিন্তা—মাসুদার কী হবে? কী করবে ও মেয়েটাকে নিয়ে? ক্ষণিকের আবেগ তো নয় যে, কয়েকদিন পর কেটে যাবে। সন্দেহ নেই, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ওকে ভালবেসে যাবে মাসুদা। সমস্যা হলো—যতই সুন্দরী হোক... যতই মহত্ত্ব দেখাক... ওর প্রেম চায় না গডউইন। কিন্তু কীভাবে ফেরাবে ওই নিঃস্বার্থ মেয়েটাকে? ভেবে ভেবে ক্লান্ত হলো, কিন্তু কোনও সমাধান পেল না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবে ব্যাপারটাকে। নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে ও, পরিণতিতে যা ঘটে ঘটুক। মেনে নেবে ভাগ্যকে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল উলফকে জেগে উঠতে দেখে। আড়মোড়া ভাঙার চেষ্টা করল তরুণ নাইট, গুঙিয়ে উঠল শরীরের ব্যথায়। চোখ পিটপিট করল রোদের অত্যাচারে। আলোটা সয়ে এলে গডউইনের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'সুপ্রভাত, ভাই।'

'সুপ্রভাত,' জোর করে গডউইনও হাসল। 'ঘুম ভাঙল তা হলে?'

'ভীষণ খিদে পেয়েছে। ঘুম না ভেঙে উপায় কী?' বলল উলফ।

ওকে বিছানা থেকে নামতে সাহায্য করল গডউইন। সাহায্য

www.BanglaBook.org

করল পোশাক পরতেও। তারপর নিজেও গায়ে জড়াল একটা আলখাল্লা। বর্ম পরল না কেউ, তার কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে আসার পর থেকে সশস্ত্র কয়েক যোদ্ধা পাহারা দিচ্ছে ওদেরকে—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা; যাতে জেবেলের খুনিরা গোপনে খুন করতে না পারে ওদেরকে। পাহারা অবশ্য মাসায়েফের অতিথিশালায়ও পেয়েছে দু'ভাই, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

কামরার বাইরে, পাথুরে মেঝেতে শোনা যাচ্ছে রক্ষীদের পদশব্দ। একটু কেঁপে উঠল উলফ। বলল, 'ওই শব্দ কানে এলেই গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। চোখ খোলার পর কী ভেবেছিলাম, জানো? ভেবেছিলাম আল-জেবেলের ওই অতিথিশালায় বুঝি আবার ফিরে গেছি, যেখানে রাতভর খুনির দল ঘুরঘুর করত আমাদের চারপাশে। কপাল ভাল যে, ওই পর্ব পেরিয়ে এসেছি আমরা। একটা সত্যি কথা বলব, ভাই? এই পাহাড়-পর্বত, সরু সেতু, দৌড়-ঝাঁপ আর খুনি-সমাজের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে আমার। এখন থেকে এমন এক সমভূমিতে বাস করতে চাই, যার ধারেকাছে কোনও পাহাড়-পর্বত নেই; যেখানে শুধু সাদাসিধে সৎ লোকের আবাস। রোববারে গির্জায় যাব, আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় মদ খেয়ে আমোদ-ফুর্তি করে বেড়াব। মদ কিনব সাধারণ বিক্রেতার কাছ থেকে, আলখাল্লা পরা কোনও ছদ্মবেশী শয়তানের কাছ থেকে নয়। সুন্দরী দাসীর বদলে আমার বউ খাবার আনবে, ওর চুলে গোঁজা থাকবে তাজা ফুল। এসেক্সের মাটি চাই আমি, চাই সাগর থেকে ভেসে আনা লোনা হাওয়া। তার বদলে তুমি যদি এদিককার বাদশাহী আর ধনদৌলত নিয়ে নাও, কোনও আপত্তি করব না।'

'এসব আমিও চাইনি,' সংক্ষেপে বলল গডউইন। 'শান্ত-নিরুপদ্রব জীবন কে না চায়? কিন্তু এখনও আমরা এসেক্স থেকে বহুদূরে।'

www.BanglaBook.org

'হুম, আসলে... বিপদ-আপদ যেন খুঁজে ফেরে আমাদেরকে। চাইলেও এড়ানোর উপায় নেই। থাক, ও-নিয়ে মাথা ঘামাব না। মাসুদার খবর কী? আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম, তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল গডউইন। 'তোমার চিকিৎসক আর খাবার নিয়ে আসা চাকর-বাকর ছাড়া কাউকেই দেখিনি গত দু'দিন। ও হ্যাঁ, গতকাল সন্ধ্যায় আল-হাসান এসেছিল খোঁজখবর নিতে। ওর কাছে শুনলাম, রোজামুণ্ড আর মাসুদা নাকি তোমার মত লম্বা ঘুম দিয়েছে।'

'শুনে খুশি হলাম। বিশ্রাম পাওনা হয়েছে ওদের। ঈশ্বরের দিব্যি... মেয়ে বটে এই মাসুদা! হৃদয় যেন আগুন... আর স্নায়ু যেন ইস্পাতের তৈরি! সুন্দরী... খুবই সুন্দরী। কোনও মেয়েকে এমন দক্ষভাবে ঘোড়া চালাতেও দেখিনি আগে। ও না থাকলে কী হতো আমাদের, ভেবেছ? সত্যি... অসাধারণ এক মেয়ে! মাঝে মাঝে ভয় হয়, প্রেমে না পড়ে যাই! তোমার এমনটা লাগে না?'

'না,' কাঠখোট্টা গলায় জবাব দিল গডউইন।

'ভাল,' হাসল উলফ। 'এমনিতেই একজনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে আমাদের মধ্যে, আরেকজন যোগ হলে বিপদ! অবশ্য... আমার প্রতি কোনও অনুরাগ দেখিনি ওর মাঝে, সেটা সবদিক থেকে ভাল। শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি মেয়েটাকে, প্রেম করতে গেলে শ্রদ্ধার অবমাননা হবে।' হঠাৎ সচকিত হলো ও। 'অ্যাই, প্রহরীরা কাকে যেন থামিয়েছে!' ঝট করে তলোয়ার তুলে নিল হাতে।

কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। পর্দা সরিয়ে কামরায় ঢুকল আমির আল-হাসান। সালাম দিল ওদেরকে। দায়সারা ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দিল দুই নাইট।

স্থির চোখে ওদেরকে যাচাই করল আমির। তারপর

www.BanglaBook.org

হাসিমুখে বলল, 'বাহ্, আপনারা তো অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছেন! দেখে বিশ্বাস করা কঠিন, মাসায়েফের মৃত্যুদুর্গ থেকে ঘুরে এসেছেন ক'দিন আগে। দু'তিনদিন পরে তো আর বোঝাই যাবে না কিছু। ক'মাস আগে এসেক্সের বাঁধের উপর যে-অবস্থায় দেখেছিলাম দু'জনকে, ঠিক তেমন হয়ে যাবেন। আহ্, সাহসী পুরুষ আপনারা। বিধর্মী... আল্লাহ্‌র রাসুল আপনাদের সঠিক পথ দেখান... কিন্তু সাহসী। নাইট সমাজের গর্ব। জীবনে বহু নাইট দেখেছি আমি, লড়েছি বহুজনের সঙ্গে... সেই আমি-ই আপনাদের প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছি।' মাথা নোয়াল সে আন্তরিক ভঙ্গিতে।

'ধন্যবাদ,' নীরস গলায় বলল গডউইন।

উলফ তা করল না। রাগী চোখে তাকিয়ে থাকল আমিরের দিকে। বলল, 'ইংল্যাণ্ডে খুব জঘন্য একটা কাজ করেছ তুমি, আল-হাসান। তোমার ওই কাজের জন্য প্রাণ গেছে আমাদের চাচার। কিন্তু রোজামুণ্ডের জন্য যা করেছ, তা-ও একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। আমাদেরও প্রাণ বাঁচিয়েছ। তাই আপাতত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছি তোমাকে। তবে জেনে রাখো, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি আছে আমার। কোনো একদিন জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে।'

'স্বীকার করি,' নরম গলায় বলল আল-হাসান। 'সেই সঙ্গে এ-ও জানাই, সার অ্যাণ্ড্রুর মৃত্যুর জন্য কম কষ্ট পাইনি আমি। নিজেকে আজও দোষারোপ করি তার জন্য। আল্লাহ্ যদি চান, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি আছি। আপনার তলোয়ারের সামনে আমি দাঁড়াব, সার উলফ। যতখুশি আঘাত করবেন তখন, সর্বশক্তিতে আঘাত করবেন—এটাই আমার মিনতি। কিন্তু আপাতত আমরা বন্ধু, তাই বন্ধুর মত আচরণ কামনা করছি।'

'ঠিক আছে। কী বলতে এসেছিলে, বলো।'

'জী... বলতে এসেছি যে, আমাদের মহামান্য শাহজাদী

www.BanglaBook.org

জেগে উঠেছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি, শ্রান্তি কাটিয়ে উঠেছেন। আপনাদের সঙ্গে নাশতা করতে চেয়েছেন... এক ঘণ্টা পর। এরমাঝে গোসল করে তৈরি হয়ে নিন, ভৃত্যরা সাহায্য করবে। ডাক্তারও অপেক্ষা করছে, সার উলফ। আপনার ক্ষতগুলোয় নতুন মলম-পট্টি লাগিয়ে দেবে। আর হ্যাঁ, তলোয়ার রেখে দিতে পারেন। সুলতান সালাদিনের তত্ত্বাবধানে আছেন আপনারা। তাঁর ভৃত্যরাই এখানে আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। বিশ্বাস করুন!'

'করলাম, তবু তলোয়ার সঙ্গে রাখব আমরা,' বলল গডউইন। 'কারণ হাসাসিনদের ছুরির সামনে বিশ্বাস কোনও কাজে আসবে না।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল আল-হাসান। 'আমি ওদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

সালাম দিয়ে বিদায় নিল সে। একটু পর দু'ভাইও বেরুল স্নানঘরের উদ্দেশে।

এক ঘণ্টা পর দুর্গের খাবার-ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো উলফ আর গডউইনকে। একটু পর রোজামুণ্ডও এল, সঙ্গে রয়েছে মাসুদা আর আল-হাসান।

প্রাচ্যের অভিজাত নারীর মত সাজসজ্জা নিয়েছে রোজামুণ্ড। আল-জেবেলের দেয়া গহনাগুলোর একটাও আর গায়ে নেই। যখন ঘোমটা সরাল, তখন দেখা গেল—মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে হলেও সুস্থতা ফিরে পেয়েছে ও। চোখের তারা থেকে বিদায় নিয়েছে সার্বক্ষণিক আতঙ্কের দৃষ্টিটা। মিষ্টভাষণে উলফ আর গডউইনকে অভিবাদন জানাল, কুশল বিনিময় করল, ধন্যবাদ জানাল ওদের সাহায্যের জন্য। পাশ ফিরে মাসুদাকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলল না। এরপর খেতে বসল ওরা। বিপদ কেটে যাওয়ায় খিদে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

www.BanglaBook.org

একের পর এক খাদ্যসামগ্রী এল, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। তবে খাওয়ার পর্ব শেষ হবার আগেই এক প্রহরী উদয় হলো; জানাল—সুলতান সালাদিনের খাস বার্তাবাহক এসেছেন, শাহজাদীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করল রোজামুণ্ড, তারপর ডেকে পাঠাল তাকে। বয়স্ক এক ভদ্রলোক ঢুকলেন কামরায়, মাথায় ধূসর চুল; পিছু পিছু ঢুকল তার কয়েকজন সচিব। লোকটাকে অভ্যর্থনা জানাল আল-হাসান, নিয়ে এল রোজামুণ্ডের সামনে।

একটা চিঠি বাড়িয়ে ধরলেন বয়স্ক মানুষটি, ওটা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকাল আল-হাসান, তারপর তুলে দিল রোজামুণ্ডের হাতে। সিলমোহর ভেঙে খাম খুলল রোজামুণ্ড, ভিতরের কাগজে আরবী হরফ দেখে গডউইনের হাতে তুলে দিল। বলল, 'তুমিই পড়ো, গডউইন। আমার চেয়ে আরবীর বিদ্যা তোমার বেশি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পড়তে শুরু করল গডউইন:

'এই চিঠি প্রাচ্যের অধিপতি, বিশ্বাসীদের নেতা সুলতান সালাদিনের পক্ষ থেকে... তাঁর প্রিয় ভাগ্নী পৃথিবীর গোলাপ, বালবেকের শাহজাদীর জন্য।

'শুরুতেই জেনো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমার আমির আল-হাসানের পাঠানো বার্তা থেকে জানতে পেরেছি—পাহাড়ের দস্যু আল-জেবেলের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তোমাকে। তোমার দুই আত্মীয়... দু'জন ফ্র্যাঙ্ক নাইট, এবং মাসুদা নামের একটি মেয়ের দুঃসাহসী কার্যকলাপের কারণেই এই অসাধ্য সাধন করা গেছে। এখন তোমরা এম্নেসা নগরীতে নিরাপদে অবস্থান করছ, দশ হাজার যোদ্ধা দিনরাত পাহারা দিচ্ছে তোমাদেরকে।

'এখন... আমার নির্দেশ হলো, সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে দামেস্কের দরবারে চলে এসো তুমি। এখানে যথাযোগ্য সম্মান এবং ভালবাসার সঙ্গে বরণ করে নেয়া হবে তোমাকে। তোমার

www.BanglaBook.org

পাশাপাশি ওই দুই নাইটকেও এখানে আসার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি। ওদের মত সাহসী যোদ্ধাকে দেখতে পেলে খুশি হব খুব। খুশি হব নিঃস্বার্থ পরোপকারী মাসুদাকে দেখতে পেলেও... তাই ওর জন্যও থাকছে নিমন্ত্রণ। অবশ্য... যদি ওদের আপত্তি থাকে, তা হলে ওরা বৈরুতে ফিরে যেতে পারে। আমার লোকেরা সে-ব্যবস্থা করে দেবে।

'দ্রুত... যত দ্রুত পারো, চলে এসো, প্রিয় ভাগ্নী। আমার আত্মা তোমাকে খুঁজে ফিরছে। তোমাকে দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়। আল্লাহ্ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত করুন। বিদায়।'

গডউইনের পড়া শেষ হলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। 'সবই তো শুনলে। কী করতে চাও তোমরা?'

'তোমাকে ছাড়া কোথাও যাবার প্রশ্নই আসে না,' বলল উলফ। 'যাব আমরা দামেস্কে।' গডউইন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল।

'আর মাসুদা, তুমি?'

'আমি?' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদা। 'আমার তো ফেরার উপায় নেই, লেডি। ফিরে গেলে যে-ধরনের অভ্যর্থনা পাবো, তা মোটেই সুখকর হবে না।'

আমিরের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। 'ওদের কথা শুনেছ তো, আল-হাসান?'

'ওঁরা অন্য কিছু বলবেন বলে ভাবিওনি আমি,' মাথা নুইয়ে বলল আল-হাসান। 'নেব আমি সবাইকে, তবে... একটা শর্ত আছে। আসলে... যারা আল-জেবেলের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে পালিয়ে আসতে পারে, তাদের জন্য আমার সেনাবাহিনী আর কী? তা ছাড়া... ওঁরা তো আপনাকে আমার সুলতানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যই এ-দেশে এসেছেন। আমার দুশ্চিন্তার কারণ আশা করি বুঝতে পেরেছেন...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাধা দিল উলফ। 'এত না ফেনিয়ে যা বলার সরাসরি বলো।' বিরক্ত গলায় বলল ও।

'আপনাদেরকে কথা দিতে হবে, দামেস্কে যাবার পথে শাহজাদীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'ভাই। তারপর গডউইন ওর গলায় ঝোলানো ক্রুশটা স্পর্শ করল—যেটা হল্ অভ স্টিপলে রোজামুণ্ড রেখে এসেছিল ওর জন্য। বলল, 'আমি এই পবিত্র প্রতীক স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি—দামেস্কে যাবার পথে রোজামুণ্ডকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করব না।'

'আমিও একই প্রতিজ্ঞা করছি আমার তলোয়ার স্পর্শ করে,' বলল উলফ। হাত রাখল পারিবারিক তরবারীর হাতলে।

'কোনোকিছু স্পর্শ করার প্রয়োজন ছিল না,' বলল আল-হাসান। 'আপনাদের মুখের কথাই আমার জন্য যথেষ্ট। তারপরও... ধন্যবাদ।'

'আমাকেও প্রতিজ্ঞা করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মাসুদা।

'না,' মাথা নাড়ল আল-হাসান। 'তুমি যে-সমাজ থেকে এসেছ, সেখানে প্রতিজ্ঞার কোনও মূল্য নেই। আমার সুলতান যেহেতু নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নেব আমি। তবে কড়া নজরে থাকবে সবসময়। না, কিছু বলার প্রয়োজন নেই। জানি, অনেক কিছু করেছ আমাদের শাহজাদীর জন্য। কিন্তু হাসাসিন গোত্রের কাউকে আমি বিশ্বাস করব না। হোক সে প্রাক্তন সদস্য।'

ক্ষণিকের জন্য মুখ কালো হয়ে গেল মাসুদার, কিন্তু গডউইনের দিকে চোখ পড়তেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সুলতানের বার্তাবাহকের সঙ্গে কথা বলল আল-হাসান। ঠিক করে নিল সময়সূচি।

সেদিন বিকেলেই দামেস্কের পথে রওনা হলো সবাই। দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। একেবারে মাঝখানে, সহস্র

www.BanglaBook.org

বর্শায় পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে রোজামুণ্ড। একটা পালকিতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। পালকির সামনে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আল-হাসান, পাশে মাসুদা। পালকির ঠিক পিছনে রয়েছে উলফ আর গডউইন। শরীর দুর্বল হলেও পালকিতে চড়তে রাজি হয়নি ওরা। ঘোড়ায় চড়েছে।

অনেকক্ষণ পর রোজামুণ্ডের ডাক শুনে পালকির দু'পাশে গিয়ে অবস্থান নিল ওরা। জানতে চাইল কেন ডেকেছে।

'ওই দেখো,' আঙুল তুলে পশ্চিম দিক দেখাল রোজামুণ্ড।

তাকাল দু'ভাই। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় স্নান করছে পর্বতমালা—দেখা যাচ্ছে মাসায়েফ পাহাড়ের একাংশ। নীচে রয়েছে পাহাড়ি ঢাল, যেখান দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে এসেছিল ওরা। এরপর রয়েছে প্রান্তর আর ওরোন্টেসের পানি—ঝিলমিল করছে। তারপর এমেসার প্রাচীর। মূল ফটকের উপর উড়ছে সালাদিনের পতাকা; দু'পাশে... প্রাচীরের উপরে খাড়া করে বসানো হয়েছে অনেকগুলো বর্শা, প্রতিটার ডগায় ঝুলছে নিহত ফেদাইদের কাটা মাথা। হাসাসিনদের জন্য অশুভ সতর্কবাণী ছড়াচ্ছে। তাদের কবল থেকে কীভাবে পালিয়েছে, তা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল রোজামুণ্ড।

লালচে আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রেখেছে মাসায়েফ। উপরে রয়েছে কালো ধোঁয়ার মত কালচে মেঘ। সেটা নির্দেশ করে ও বলল, 'দেখো, মনে হচ্ছে যেন নরকের আগুন জ্বলছে ওখানে। ওহ্, আমি চাই, ওদের পতনও ঘটুক ওভাবে... আগুনে পুড়ে!'

'ওসব নিয়ে ভেবো না,' নরম গলায় বলল উলফ। 'মাসায়েফের পর্ব পেরিয়ে এসেছি আমরা। ঈশ্বর চান তো আর কখনও ওখানে যেতে হবে না আমাদেরকে।'

'হ্যাঁ,' স্বভাবজাত গম্ভীর কণ্ঠে বলল গডউইন। 'ওখানকার মন্দ জিনিসগুলোর বদলে ভাল জিনিসগুলোর কথা ভাবো। ওই

www.BanglaBook.org

খুনির পাহাড়েই তোমাকে ফিরে পেয়েছি আমরা। উলফও এমন এক লড়াই করে জয়ী হয়েছে, যাতে ওর মর্যাদা বেড়ে গেছে বহুগুণ। এর জন্য অনেক বড় পুরস্কার অপেক্ষা করছে ওর জন্য।' শেষ বাক্যটায় বিষাদের সুর বাজল।

ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে গেল গডউইন। উলফ পালকির পাশাপাশি এগোল কিছুক্ষণ। পুরো সময় স্বপ্নালু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রোজামুণ্ড।

সেদিন সন্ধ্যায় মরুভূমির মাঝে ক্যাম্প করা হলো। পরদিন সকালে আবার শুরু হলো যাত্রা। এবার উটে চড়ে একদল বেদুঈন যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদেরকে। দিনের শেষে অভিযাত্রীরা পৌঁছুল বালবেকের পুরনো কেল্লায়। রাতটা ওখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

ইতোমধ্যে ওখানকার সবাই জেনে গেছে তাদের শাহজাদীর আগমনের খবর। দলে দলে মানুষ জমায়েত হলো রোজামুণ্ডকে দেখার জন্য। এ-খবর শুনে কেল্লা থেকে বেরিয়ে এল রোজামুণ্ড। তেজী একটা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো জনতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চড়ে গডউইন আর উলফ ওর সঙ্গী হলো। এ-ছাড়াও পিছু পিছু থাকল আল-হাসান সহ ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দল।

বালবেক নগরীর চাবি তুলে দেয়া হলো রোজামুণ্ডের হাতে। ওটা নিয়ে পুরো শহরে ঘুরল ও। হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করল জনগণের সঙ্গে। শ্লোগান আর উল্লাসধ্বনিতে ভরে গেল শহরের আকাশ-বাতাস। যেদিকেই ও গেল, সেদিক থেকেই দলে দলে মানুষ অনুসরণ করল ওদেরকে। শাহজাদীকে এক নজর দেখে আশ মিটছে না কারও। সত্যি, এমন সুন্দরী শাহজাদী সহজে মেলা ভার। তার উপর সঙ্গে রয়েছে রাজপুত্রের মত দুই নাইট—অবিচল ভঙ্গিতে পাশে পাশে ছুটছে। সে এক দেখার মত দৃশ্য। জনতার এই উচ্ছল প্রতিক্রিয়া রোজামুণ্ডও

www.BanglaBook.org

উপভোগ করতে শুরু করল। কেল্লায় যখন ফিরল, তখন বিশাল ভিড় জমা হয়েছে সীমানার বাইরে। তাই বারান্দায় গিয়ে শেষবারের মত হাত নাড়ল ও। জনতা জয়ধ্বনি দিল, তারপর একযোগে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সম্মান জানাল শাহজাদীকে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র উদাস হয়ে গেল রোজামুণ্ড। ওর মুখভঙ্গির পরিবর্তনটা দৃষ্টি এড়াল না গডউইনের। জানতে চাইল, 'কী ভাবছ, রোজামুণ্ড?'

'যা ভাবা উচিত,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজামুণ্ড। 'আমাকে এত সম্মান দিচ্ছে ওরা... কিন্তু যে-যত উপরে ওঠে, পতনের সময় সে ততই নীচে আছড়ে পড়ে।' আমিরের দিকে ফিরল। 'আল-হাসান, তোমার সৈন্য আর সাধারণ জনগণকে আমার ধন্যবাদ জানাও। এবার ওরা যেতে পারে। আমি বিশ্রাম নেব।'

এভাবেই বালবেকে প্রথম এবং শেষবার নিজের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি দেখাল রোজামুণ্ড। ওর মাতামহ মহান আইয়ুবের উত্তরাধিকার।

সে-রাতে বিশাল এক ভোজের আয়োজন করা হলো বালবেকের কেল্লায়। শহরের মান্যগণ্য লোকেরা অতিথি হিসেবে দাওয়াত পেলেন। জম্পেশ খাওয়াদাওয়া হলো, সেইসঙ্গে চলল নৃত্যগীত। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আমন্ত্রিতদের আলোচনার বিষয়বস্তু-হয়ে রইল তাদের নয়া শাহজাদী। ওকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছে সবাই; কিন্তু তারপরেও কেউ ভুলতে পারছে না—মেয়েটির শরীরে আধা-ইংরেজ রক্ত বইছে। রাজপরিবারের সদস্যসুলভ সৌন্দর্য এবং আভিজাত্যের কমতি নেই, তবু ইংরেজ বলে কথা। এই শাহজাদীর আগমন কি শুভ না অশুভ লক্ষণ, তা নিয়ে চাপা গলায় আলাপচারিতা চলল অতিথিদের মাঝে।

দুই নাইটও কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকল অনেকের। ওদের বীরত্ব আর অভিযানের কাহিনি জানতে পেরেছে অতিথিরা। মুগ্ধ এবং কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল ওদের

www.BanglaBook.org

উপর। কেউ কেউ তো সন্দেহ প্রকাশ করল, আদৌ ওদের কাহিনির মধ্যে কোনও সত্যতা আছে কি না। বিধর্মী দু'জন যোদ্ধা যে এমন সাহসিকতা দেখাতে পারে, তা বিশ্বাসই করতে চাইল না সন্দেহবাদীরা।

পরদিন সকালে আবার পথে নামল অভিযাত্রীরা। এবার বালবেক থেকে মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও সঙ্গে যাচ্ছেন। বিকেল নাগাদ দামেস্কের নিকটবর্তী পাহাড়ের উপরে পৌঁছুল ওরা। ওখান থেকে দেখা গেল নয়নাভিরাম দৃশ্য। সাতটি জলধারায় ঘেরা এক অপূর্ব নগরী দামেস্ক, চারপাশ ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। বলা হয়ে থাকে, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন... এবং সবচেয়ে সুন্দর শহর ওটা। ঢাল ধরে নেমে এল অভিযাত্রীরা, সূর্য ডোবার আগেই সীমানার বাগান অতিক্রম করল। সেনাবাহিনীর যোদ্ধারা ওখানেই রয়ে গেল, শুধু উচ্চপদস্থরা এগিয়ে গেল সামনে। খুলে গেল দামেস্কের ফটক, গন্তব্যে প্রবেশ করল অভিযাত্রীরা।

নগরীর প্রশস্ত রাস্তা ধরে এগোল শোভাযাত্রা। দু'পাশে সারি সারি ঘরবাড়ি—সব একই নকশায় তৈরি; কোথাও বৈসাদৃশ্য নেই। একেবারে ছিমছাম। রাস্তার ধারে জমা হওয়া প্রচুর মানুষ দেখা গেল। বালবেকের মত এখানে তত উচ্ছ্বাস নেই, সবার চোখেমুখে রয়েছে কেবল নীরব কৌতূহল। একটু পর আবাসিক এলাকা পেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। সামনে এবার উদয় হলো বিশাল বিশাল সব অট্টালিকা, গম্বুজঅলা মসজিদ আর আকাশছোঁয়া মিনারের সারি—গোধূলির আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে। শহরের ওই অংশ পেরুনোর পর ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছুল ওরা। ওখানে নানা বাহারের ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। মাঝখান দিয়ে গেছে পথ। পথের শেষে চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যের এক বিরাট আলিশান প্রাসাদ। বিনীত কণ্ঠে আল-হাসান ঘোষণা করল, সুলতান সালাদিনের

www.BanglaBook.org

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেছে ওরা।

আঙিনায় আলাদা হয়ে গেল রোজামুণ্ড আর দুই নাইট। শাহজাদীকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাসাদের অন্দরমহলে। উলফ আর গডউইনকে স্থান দেয়া হলো অতিথিশালার একটা কামরায়। গোসল সেরে জামাকাপড় পাল্টাল দুই ভাই, এরপর রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো ওদেরকে। খাওয়া শেষ হতে না হতে উদয় হলো আল-হাসান, তার সঙ্গে আসতে বলল দুই অতিথিকে।

প্রাসাদের নানা রকম অলি-গলি পেরিয়ে ভিতরদিকের একটা উঠোনে পৌঁছুল ওরা। ওটার একপ্রান্তে রয়েছে পেল্লায় এক দরজা। সামনে রুক্ষ চেহারার দু'জন প্রহরী দাঁড়ানো। দুই নাইট কাছাকাছি যেতেই চাঁছাছোলা গলায় জানাল, ছুরি-তলোয়ার যা আছে, তা জমা দিয়ে যেতে হবে।

'তার প্রয়োজন নেই,' গম্ভীর গলায় বলল আল-হাসান।

এ-কথা শুনে মাথা নোয়াল দুই প্রহরী, সরে গেল দরজার সামনে থেকে। দরজা পেরিয়ে নতুন এক প্যাসেজে ঢুকল তিনজনে। ওটা ধরে কিছুদূর যাবার পর নিজেদের আবিষ্কার করল বিশাল এক হলঘরে। ভিতরটা চমৎকারভাবে সাজানো। মার্বেল পাথরের মেঝে; গালিচাও আছে। চারপাশের দেয়াল দামি পর্দায় ঢাকা। ছাতটা গম্বুজের মত, সেখানে নানা ধরনের নকশা। শেকলে ঝুলছে অনেকগুলো সোনার প্রদীপ, তার আলোয় ম্লানভাবে আলোকিত হয়ে আছে কামরা। গদিমোড়া বেশ কিছু আসন আছে, তবে এ-মুহূর্তে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই ভিতরে।

দুই নাইটকে কামরার মাঝখানে দাঁড়াতে বলল আল-হাসান, তারপর কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। কেউ কোনও কথা বলছে না। নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্য মিলিয়ে গা ছমছমে পরিবেশ।

www.BanglaBook.org

বিশাল হলঘরের মাঝখানে নিজেদের বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে দুই নাইটের। তার ওপর চারপাশে আলো-আঁধারির খেলা। বুকের ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল, কী ঘটবে বুঝতে পারছে না কেউই। হঠাৎ অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল উলফের গলা থেকে। গাঢ় রঙের পাগড়ি আর আলখাল্লা পরিহিত একজন মানুষ বেরিয়ে এসেছে পর্দার আড়াল থেকে। লোকটা কখন এল, তা টেরই পায়নি ওরা।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুই ভাইকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল মানুষটা। খুব লম্বা নয়, দেহও হালকা-পাতলা। কিন্তু পরনের পোশাক একেবারে রাজকীয়। অবয়বে এক ধরনের কর্তৃত্বের ছটা আছে। একটু পর যখন মাথা উঁচিয়ে সামনে এগোল, দেখা গেল রাজসিক চেহারা। ঠিক সুপুরুষ বলা যাবে না, তবে চেহারায় আকর্ষণ আছে। মুখভর্তি দাড়ি। ঘন ভুরুর নীচে উজ্জ্বল চোখজোড়ায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নিজের অজান্তেই শ্রদ্ধা এসে যায় মানুষটার উপর, মাথা নুইয়ে আসে।

আচমকা আল-হাসানকে আবার উদয় হতে দেখা গেল পাশে। বিড়বিড় করে কী যেন বলে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কপাল ঠেকাল মেঝেতে। বুঝতে আর বাকি রইল না দুই নাইটের, ইনিই মহা-পরাক্রমশালী সুলতান সালাদিন। পশ্চিমা কায়দায় তাঁকে সালাম ঠুকল ওরা।

প্রথমবারের মত মুখ খুললেন সালাদিন। কথা বললেন নিচু গলায়, তারপরও পুরো হলঘর গমগম করে উঠল তাঁর কণ্ঠে।

'ওঠো, আল-হাসান,' বললেন সালাদিন। 'দেখতে পাচ্ছি, এদের ওপর অগাধ আস্থা তোমার।' দুই নাইটের কোমরে ঝুলতে থাকা তলোয়ারের দিকে ইশারা করলেন তিনি।

'মহানুভব,' বিনীত সুরে বলল আল-হাসান, 'নিজেকে যতটা বিশ্বাস করি, এদেরকেও ততটাই বিশ্বাস করি আমি। দু'জনেই সাহসী এবং সম্মানিত মানুষ... বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও!'

www.BanglaBook.org

দাড়িতে হাত বোলালেন সুলতান।

'হুঁ,' বললেন তিনি। 'বিধর্মী... বড়ই দুঃখজনক। তবে মনে হচ্ছে, নিজেদের ধারায় ওরা ধর্মপ্রাণ। চেহারা-সুরতেও অভিজাত এবং সম্মানিত। আর যে-কাহিনি শুনছি, তা সত্যি হলে ওদের সাহস প্রশ্নাতীত। সার নাইট, তোমরা কি আমার ভাষা বুঝতে পারছ?'

'জী, মহানুভব,' বলল গডউইন। 'কাজ চালাবার মত আরবী জানি আমরা। ছোটবেলায় শিখেছি, তবে ভাষাটা পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি এখনও।'

'তাতে অসুবিধে নেই, কথা বলতে পারলেই হলো। তো... বলো, কী চাও তোমরা সালাদিনের কাছে?'

'আমাদের চাচাতো বোন রোজামুণ্ডকে, মহানুভব। আপনার নির্দেশে ওকে আমাদের বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়েছে।'

'নাইটেরা, ও যে তোমাদের চাচাতো বোন, তা আমি জানি। তোমরাও নিশ্চয়ই জানো, ও আমার ভাগ্নী... আমার বোনের একমাত্র বংশধর। কারও চেয়ে কারও দাবি কম নয়। তোমাদেরটা জোরালো বলে কেন ধরে নেব?'

একটু ইতস্তত করল গডউইন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কেন যেন কুঁকড়ে গেল বেচারা।

'সব খুলে বলো, ভাই,' ইংরেজিতে বলল উলফ। 'ওঁর কাছে কিছু লুকানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মাথা ঝাঁকাল গডউইন। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমরা ওকে ভালবাসি, মহানুভব। ওকে বিয়ে করতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে গেল সুলতানের। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কী! দু'জনেই?'

'জী। দু'জনেই।'

'ও-ও কি তোমাদের দু'জনকেই ভালবাসে?'

'জী। অন্তত তা-ই বলেছে আমাদেরকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাড়িতে আবার হাত বোলালেন সালাদিন। 'এ কীভাবে হয়? ভালবাসে ভাল কথা, কিন্তু কাউকে তো একটু বেশি ভালবাসবে। কে সেটা?'

'তা কেবল ও-ই জানে, মহানুভব। আমাদেরকে বলেনি। শুধু জানিয়েছে, যথাসময়ে জবাবটা পাবো আমরা।'

'তা-ই?' বললেন সালাদিন। 'আমার কৌতূহল তো বাড়িয়ে দিলে হে! এসো, বসো। যদি আপত্তি না থাকে, কাহিনিটা আমি শুনতে চাই।'

গদিমোড়া আসনে সুলতানের মুখোমুখি বসল দুই ভাই। রোজামুণ্ডকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল ভাগাভাগি করে। কোনোকিছু লুকাল না, কেন যেন সালাদিনকে খুব আপন মনে হচ্ছে ওদের কাছে।

ওদের পুরো কাহিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সুলতান। তারপর বললেন, 'দারুণ কাহিনি... সত্যি! এতে আল্লাহ্‌র হাত আছে বলে মনে হচ্ছে আমার। শোনো, মনে হতে পারে—আমি বিরাট অন্যায় করেছি তোমাদের সঙ্গে। কিন্তু এর শুরুটা কিন্তু তোমাদের চাচাই করেছে। তোমাদের ঘরের মেয়েকে আমি চুরি করে এনেছি বটে, তবে সার অ্যাণ্ড্রু তার বহু বছর আগে আমার ঘর থেকে আমারই বোনকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি বন্ধু ভাবতাম, কখনও চিন্তাই করিনি—ও এমন একটা কাজ করতে পারে। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছে। তিনিই আমার আর তোমাদের পরিবারের মধ্যে একই সঙ্গে ভালবাসা আর ঘৃণার সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। আমাদের সবাইকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন। হতে পারে, এ এক পরীক্ষা। হতে পারে, এসবের শেষে আমাদের সবার জন্য অনন্ত সুখ অপেক্ষা করছে।

'ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করি। খ্রিস্টান দুই গুপ্তচর... মানে সার হিউ লযেল আর নিকোলাসের মুখে তোমরা যে কাহিনি

www.BanglaBook.org

শুনেছ, তা মিথ্যে নয়। সত্যিই আমার ভাগ্নীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি আমি... পরপর তিন রাত। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে বার্তা পাঠিয়েছেন, যদি ওকে আমার পাশে রাখতে পারি, তা হলে আমার ভাগ্নী কোনও একটা মহৎ কাজের মাধ্যমে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচাবে। স্বপ্নে আমি ওর চেহারা পর্যন্ত দেখেছি! তাই আমাকে ইংল্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়াতে হয়েছে। ওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তবে ব্যর্থ হতে বসেছিলাম আমি, হাসাসিনরা মাঝপথে বাগড়া দিয়েছিল। কিন্তু তোমরা ওই খুনিদের কবল থেকে উদ্ধার করেছ ওকে... তোমাদের কারণেই আজ ও নিরাপদে আমার দরবারে পৌঁছেছে। তাই আমি কৃতজ্ঞ। আজ থেকে আমি তোমাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করছি।'

'মহানুভব, আপনি কি রোজামুণ্ডকে দেখেছেন?' জানতে চাইল গডউইন।

'হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে দেখেছি,' মাথা ঝাঁকালেন সালাদিন। 'স্বপ্নে যে-চেহারা দেখেছিলাম, হুবহু একই চেহারা। কাজেই আল্লাহ্র বার্তার ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই আমার মনে। শোনো, সার গডউইন আর সার উলফ,' কণ্ঠস্বর বদলে গেল সুলতানের, 'আমার কাছে যা খুশি চাইতে পারো তোমরা—ধন-দৌলত, জমি, উপাধি... যে-কোনও প্রার্থনা মঞ্জুর করব আমি। আমার ভাগ্নীর জন্য যা করেছ, তাতে এটুকু প্রতিদান প্রাপ্য হয়েছে তোমাদের। কিন্তু আমার কাছে পৃথিবীর গোলাপ... মানে, বালবেকের শাহজাদীকে চেয়ো না। আল্লাহ্ ওকে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যপূরণের জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছেন। জেনে রাখো, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবার কোনও ধরনের চেষ্টা করলেই তোমরা মরবে। ও যদি পালায়, আর পরে ধরা পড়ে... তা হলে ওকেও মরতে হবে। এসব কথা ইতোমধ্যে ওকে বলে এসেছি আমি। আল্লাহ্র ইচ্ছা যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে,

www.BanglaBook.org

ততক্ষণ এখান থেকে ওকে কোথাও যেতে দেব না আমি।'

চরম হতাশা নিয়ে দৃষ্টি-বিনিময় করল দুই ভাই। এ তো আল-জেবেলের দুর্গের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি!

শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে গডউইন বলল, 'হে সুলতান, আপনার কথা আমরা শুনলাম। জেনে নিলাম আমাদের ঝুঁকি সম্পর্কে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি, আমরা তা সাদরে গ্রহণ করছি। প্রতিদান দিতে চেয়েছেন বলে ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যি বলতে কী, আপাতত কিছুই চাইবার নেই আমাদের। আপনি বলছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রোজামুণ্ডকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে, মহান কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। স্বপ্নে যদি ওর মুখই দেখে থাকেন, তা হলে এ-ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের কোনও সুযোগ নেই। আমাদেরও তাই ইচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছে পালিত হোক। পরিণতিতে যা ঘটবে, তা আমরা মেনে নেব। অতীতে আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন ঈশ্বর, ভবিষ্যতেও তাঁর নির্দেশনাই পথ দেখাবে আমাদের।'

'ভাল বলেছ,' বললেন সালাদিন। 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি, কাজেই ভবিষ্যতে বোকামি করে প্রাণ হারালে আমার কোনও দোষ নেই। শুধু একটাই অনুরোধ, আমার সঙ্গে মিথ্যাচার কোরো না। দুর্বোধ্য এক ধাঁধা রেখেছেন আল্লাহ্ আমাদের সবার সামনে। সময় হলে তিনিই এর সমাধান দেবেন। তোমরা ধৈর্য ধরো।'

এই বলে হাত নাড়লেন তিনি। সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের সমাপ্তি ঘটল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সতেরো

দামেস্ক ত্যাগ

সালাদিনের দরবারে যথেষ্ট সম্মান পেল উলফ আর গডউইন। নগরীর ভিতরে অবাধ চলাফেরার সুযোগ দেয়া হলো ওদেরকে... কোনওরকম বিধি-নিষেধ ছাড়া। আলাদা একটা বাসা দেয়া হলো থাকার জন্য, সেইসঙ্গে দেয়া হলো বেশ কিছু ভৃত্য—ওদের দেখাশোনা এবং পাহারার জন্য। আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চড়িয়ে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো মরুভূমিতে—শিকার-অভিযানে। চাইলে তখন পালাতে পারত ওরা। দুরন্ত দুই ঘোড়া নিয়ে পিঠটান দিলে কারও পক্ষে সম্ভব হতো না ওদেরকে আটকানো। কাছাকাছি কোনও খ্রিস্টান এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত। কিন্তু রোজামুণ্ডকে ছাড়া যাবে কোথায়? গিয়ে লাভ কী?

সুলতান সালাদিনের সামনে প্রায়ই ডাক পড়ে ওদের। গল্প করতে ভালবাসেন ভদ্রলোক; যুবা বয়সে ওদের বাবা আর চাচার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করেছেন, তা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। এ-ছাড়া ওদের মুখেও শোনেন ইংল্যাণ্ড আর ফ্র্যাঙ্ক নাইটদের কথা। কখনও কখনও গডউইনের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন মানুষের ধর্ম আর বিশ্বাস নিয়ে। শুধু তা-ই না, দুই নাইটের উপর তাঁর কতখানি আস্থা, তা দেখাবার জন্য ওদেরকে নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীতেও দুটো পদ দিলেন। এর ফলে সালাদিনকে, এবং তাঁর প্রাসাদকে পাহারা দেয়ার গুরুদায়িত্ব

www.BanglaBook.org

পেল ওরা। কাজটা করতে খারাপ লাগল না গডউইন বা উলফের। আপাতত যুদ্ধ হচ্ছে না; শান্তিচুক্তি হয়েছে মুসলিম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে; কাজেই সারাসেন সুলতানকে পাহারা দেয়ায় ধর্মের প্রতি বেঈমানী হবার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া এর বিনিময়ে টাকাও নিচ্ছে না দু'ভাই। সুলতান দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি।

হ্যাঁ, শান্তি বিরাজ করছে এ-মুহূর্তে। কিন্তু তার স্থায়িত্ব কতদিন, সেটাই প্রশ্ন। দামেস্ক নগরী, আর তার চারপাশের সবুজ প্রান্তর যেন এক বিশাল শিবির, সেখানে প্রতিদিনই এসে যোগ দিচ্ছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা শত শত মানুষ; অবস্থান নিচ্ছে তাদের জন্য তৈরি করা অস্থায়ী আবাসে। চেহারা-সুরতে এদেরকে সাধারণ চাষাভুষো মনে হয়; কৃষিকাজ ছেড়ে কেন এদিকে আসছে, তা বোঝার উপায় নেই।

একদিন মাসুদাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল দু'ভাই। মেয়েটা এসব বিষয়ে ওদের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। প্রশ্ন শুনে ও বলল, 'এর মানে হচ্ছে প্রাচ্যের সমস্ত গাঁয়ে আর মসজিদে জিহাদ... মানে, পবিত্র যুদ্ধের ডাক দেয়া হয়েছে। খ্রিস্টান আর মুসলমানদের মধ্যে নতুন এক যুদ্ধ আসন্ন, তাতে যোগ দেবার জন্য আসছে এরা। প্রশিক্ষণ নেবে, নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে লড়াইয়ের জন্য। সন্দেহ নেই, সার গডউইন আর উলফ, তোমাদেরকে খুব শীঘ্রি একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে।'

'বাছাবাছির কী আছে?' কাঁধ ঝাঁকাল উলফ। 'আমাদের পক্ষ তো ঠিক করাই আছে।'

'তা অবশ্য ঠিক,' গম্ভীর গলায় বলল মাসুদা। 'কিন্তু ক্রুশের হয়ে লড়াইয়ে নামা মানে সুলতান সালাদিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা... তাঁর ভাগ্নী, বালবেকের শাহজাদীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা। কষ্ট হবে না তোমাদের?'

প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না দুই ভাই। পারবে কী করে?

www.BanglaBook.org

সত্যিই বালবেকের শাহজাদী হয়ে উঠেছে রোজামুণ্ড, ওদের চাচাতো বোন... কিংবা প্রেমিকা আর নেই। রাজকীয় জীবনযাপন করছে মেয়েটা—সার অ্যাণ্ড্রুকে লেখা চিঠিতে ঠিক যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুলতান সালাদিন। ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়নি ওকে, জোর করে কারও সঙ্গে বিয়ে দেবারও চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু সমস্যা হলো—এমন এক দেশের শাহজাদী হয়েছে বেচারি, যেখানে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারে না... বিশেষ করে রাজ-পরিবারের সদস্যরা। এ-নিয়ম মানতে হচ্ছে রোজামুণ্ডকে। জনসমক্ষে এলে ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখে, কোনও পুরুষের সঙ্গে কথা বলে না। সালাদিনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল দুই ভাই, মাঝে মাঝে রোজামুণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হোক ওদেরকে।

প্রত্যুত্তরে শীতল কণ্ঠে সালাদিন বলেছেন, 'নাইটেরা, নিয়ম নিয়মই। কারও জন্য সেটার ব্যত্যয় করা যাবে না। তা ছাড়া... বালবেকের শাহজাদীর সঙ্গে তোমাদের যত কম দেখা হয়, ততই ওর জন্য মঙ্গল। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পূরণ হবার অপেক্ষায় আছি আমরা, এর মধ্যে তোমরা শাহজাদীর চিত্তবিচ্যুতি ঘটিয়ো না।'

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রোজামুণ্ডের বিচ্ছেদ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে দু'ভাই। কখনও যে দেখা হয় না, তা নয়। ভোজসভা কিংবা আনন্দ উৎসবে চোখে পড়ে ওকে। কিন্তু তা দূর থেকে। কাছ ঘেঁষার কোনও সুযোগ থাকে না। অসহনীয় এক দূরত্ব বিরাজ করে ওদের মাঝে। সব ধরনের আশা হারিয়ে গেছে মন থেকে, কারণ ধীরে ধীরে উলফ আর গডউইন উপলব্ধি করেছে, রোজামুণ্ডকে দামেস্ক থেকে উদ্ধারের কোনও পথ নেই। আলাদা একটা প্রাসাদে থাকে ও, নিবরাত সেটা পাহারা দেয় *মামেলুক* নামে সুলতানের বিশেষ এক বাহিনীর সৈন্যরা। ওদের দক্ষতা সন্দেহাতীত; ভুল-ত্রুটির কোনও স্থান নেই এই সৈন্যদের

www.BanglaBook.org

জীবনে। প্রাসাদের ভিতরে থাকে একদল খোজা, মাসরুর নামে এক মহাধূর্ত লোক তাদের সর্দার। এ-ছাড়া শাহজাদীকে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখছে ওর দাসী আর সেবিকার দল। সন্দেহ নেই, এদের প্রত্যেকেই সুলতানের গুপ্তচর; কোথাও গড়বড় দেখামাত্র জানিয়ে দেবে ওপরমহলে। এমন দুর্ভেদ্য বলয় পেরিয়ে রোজামুণ্ডের নাগাল-পাওয়াই দুস্কর। দামেস্ক থেকে পালানো তো বহু পরের কথা।

সান্ত্বনা কেবল মাসুদা। ওকে রোজামুণ্ডের সঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছেন সালাদিন। মেয়েটার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত রোজামুণ্ডের খোঁজখবর পায় দুই নাইট। ওর কাছেই ওরা জানতে পারল, রোজামুণ্ড ভাল আছে... মোটামুটি সুখেও আছে। আল-জেবেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, সুখে থাকবে না কেন! কিন্তু দিনে দিনে বিমর্ষ হয়ে উঠছে বেচারি। প্রাচ্যের অদ্ভুত রীতি-নীতি ভাল লাগছে না—বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে হাঁপিয়ে উঠছে, একঘেয়ে হয়ে পড়েছে জীবন। উলফ আর গডউইনের সঙ্গে দেখা করতে না পারায় মনোকষ্ট আরও বাড়ছে ওর। প্রতিদিন মাসুদার মাধ্যমে অভিবাদন পাঠায় ও, বার বার সতর্ক করে দেয়—ওরা যেন কিছুতেই ওকে মুক্ত করবার, কিংবা ওর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করে। দুই নাইটকে নিয়ে সুলতান এতই উদ্বিগ্ন যে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছেন ওদের তিনজনের পিছনে। যে-কোনও অপচেষ্টার খেসারত প্রাণ দিয়ে দিতে হবে। এসব শুনে ধীরে ধীরে হতাশার অতল সমুদ্রে তলিয়ে যেতে থাকে দুই ভাই, মনোবল হারাতে থাকে।

এর মাঝে হঠাৎ ঘটল এক ঘটনা, যার ফলে সালাদিন আরও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলেন দুই নাইটের প্রতি। মাসুদাও পেল সত্যিকার সম্মান। ব্যাপারটা খুলে বলা যাক।

গ্রীষ্মের এক সকালে নিজেদের বাড়ির আঙিনায়, ঝর্ণার পাশে

www.BanglaBook.org

বসে ছিল উলফ আর গডউইন। উদাস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ফটকের দিকে। ওখান দিয়ে হাজারো পথিকের দেখা মেলে। বাড়িটা দামেস্কের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত সড়কের পাশে। তাই বাইরে চোখ ফেললেই চোখে পড়ে নানা রকম মানুষ—সাদা আলখাল্লা পরা মরুভূমির আরব মুসাফির, ক্লান্ত উটের পিঠে চড়ে শহরে ঢুকছে; মিশর বা অন্য কোথাও থেকে আসা কাফেলা; গাধার পিঠে কাঠ-কয়লা নিয়ে আসা বিক্রেতা; ছাগলের চামড়ার ব্যাগ কাঁধে পানি-বিক্রেতা; পাখি বা মিষ্টান্ন নিয়ে ঘুরতে থাকা ফেরিঅলা; পর্দায় ঘেরা পালকিতে চড়ে স্নানঘরের উদ্দেশে যেতে থাকা খান্দানি মহিলা; উঁচু পদের সৈনিক বা জমিদার, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে... এমনি আরও কত-শত মানুষ।

ছায়ায় বসে নিত্যনৈমিত্তিক এই দৃশ্য দেখছে দুই নাইট। চেহারা বিষণ্ণ। একঘেয়ে হয়ে উঠেছে এই দৃশ্য, একঘেয়ে হয়ে উঠেছে প্রাচ্যের গরম পরিবেশ, একঘেয়ে হয়ে উঠেছে এখানকার মিনার থেকে ভেসে আসা আজানের ধ্বনি... কোনও কিছুই আর পুলক সৃষ্টি করে না ওদের মনে। রোজামুণ্ড এখানকারই একজন—এদেরই শাহজাদী ও। প্রাচ্যের রক্ত বইছে ওর শরীরে, প্রতিদিন আরও দূরে সরে যাচ্ছে মেয়েটা। তিক্ততা অনুভব করছে দুই ভাই—সারাসেনদের জন্য ইংল্যাণ্ডের রানিকে তাঁর প্রাসাদ থেকে বের করে আনা যতটা কঠিন, ওদের জন্যও ততটাই কঠিন বালবেকের শাহজাদীকে দামেস্ক থেকে বের করে নেয়া।

তাই নীরবে বসে আছে ওরা। বলার মত কোনও কথা নেই কারও মুখে। অলস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। চুপচাপ শুনছে ঝর্ণার কুলুকুলু ধ্বনি।

হঠাৎ ফটকের কাছে উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। আলখাল্লা পরা এক নারীমূর্তি উদয় হয়েছে ওখানে, প্রহরীদের সঙ্গে তর্ক করছে। এক প্রহরী হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল,

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে আলখাল্লার তলা থেকে বেরিয়ে এল ধারালো ছুরি। হার মেনে পিছিয়ে গেল প্রহরী, ছেড়ে দিল পথ। ভিতরে ঢুকল মেয়েটি, কাছাকাছি এলে দেখা গেল—আর কেউ নয়, মাসুদা।

দাঁড়িয়ে ওকে অভিবাদন জানাল দুই নাইট। কিন্তু কিছু বলল না মাসুদা, ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে। ওকে অনুসরণ করল দুই ভাই। বাইরে থেকে ভেসে এল প্রহরীদের হাসি-ঠাট্টা। কেন যেন মুখ লাল হয়ে গেল গডউইনের।

ব্যাপারটা লক্ষ করে মাসুদা বলল, 'এ-নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? এ-ধরনের অপমান তো আমার জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ওদের ধারণা, আমি একটা...' থেমে গেল ও।

'ধারণার কথা মুখ ফুটে আমার সামনে না বললেই ভাল করবে ওরা,' থমথমে গলায় বলল গডউইন।

'ধন্যবাদ,' মিষ্টি হাসি ফুটল মাসুদার ঠোঁটে। আলখাল্লা খুলে ফেলল। সাদা একটা পোশাক পরেছে তলায়—ওর সুন্দর দেহের সঙ্গে মানিয়ে গেছে সেটা। বুকের উপর ঝুলছে একটা লকেট—বালবেকের শাহজাদীর প্রতীক।

'ব্যাপারটা তোমাদের জন্যই ভাল,' বলল ও। 'আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবছে বলেই এখানে ঢুকতে দিচ্ছে প্রহরীরা। নইলে এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতাম না।'

'রোজামুণ্ডের খবর বলো,' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাল উলফ।

মাথা ঝাঁকাল মাসুদা। 'আমার মালকিন, বালবেকের শাহজাদী ভাল আছে... সুস্থ আছে। তবে বরাবরের মতই ও উদ্বিগ্ন। তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে, তবে কাকে দিতে হবে—তা বলে দেয়নি। কাজেই শুভেচ্ছাটা ভাগাভাগি করে নাও।'

'ওর সঙ্গে দেখা করার কোনও উপায়...'

'প্রতিদিন একই কথা জিজ্ঞেস করো কেন?' বিরক্ত হলো মাসুদা। 'জানোই তো, দেখা করা সম্ভব নয়।' গলার স্বর নামিয়ে আনল ও। 'শোনো, আমি অন্য একটা কাজে আজ এখানে

www.BanglaBook.org

এসেছি। তোমরা সালাদিনের একটা উপকার করবে?'

'জানি না,' বিমর্ষ শোনাল গডউইনের কণ্ঠ। 'কী উপকার?'

'তেমন কিছু না,' হালকা গলায় বলল মাসুদা। 'সুলতানের প্রাণ বাঁচাতে হবে। খুশি হয়ে তোমাদেরকে হয়তো পুরস্কার দেবেন তিনি। নাও দিতে পারেন। এখন পর্যন্ত তো দেননি!'

'হেঁয়ালি কোরো না তো, মাসুদা,' বিরক্ত গলায় বলল গডউইন। 'যা বলার তা খোলাসা করে বলো।'

'সিনান আর ওর ফেদাইদের কথা মনে আছে? থাকবে না কেন, তাই না? আজ রাতে সালাদিনকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছে ওরা। তারপর খুন করবে তোমাদেরকে। এরপর চেষ্টা করবে বালবেকের শাহজাদীকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। না পারলে ওকেও খুন করে রেখে যাবে। না, না, বানিয়ে বলছি না এসব। পুরোটাই সত্যি। কীভাবে জানলাম? আল-জেবেলের ওই আংটির সাহায্যে। হ্যাঁ, এখনও ওটা ভালই কাজ দিচ্ছে। আজ ভোরে শহরের রাস্তায় এক ফেদাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। চিনতে পারেনি আমাকে, বরং ওকে আল-জেবেলের আংটি দেখাতেই গল্প জুড়ে দিল। ওর ধারণা, আমিও ওদের ষড়যন্ত্রের অংশ। কৌশলে সবকিছু বের করে নিয়েছি ব্যাটার পেট থেকে।'

'কী ঘটতে যাচ্ছে?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল উলফ।

'আজ রাতে সুলতানের কামরার সামনে পাহারা দেয়ার কথা তোমাদের, তাই না?' বলল মাসুদা। 'তোমাদের সঙ্গে তো আটজন *মামেলুক* প্রহরী থাকে, রাত বারোটায় পালাবদল হয় ওদের। *ঠিক?* কিন্তু না, আজ পালাবদল হবে না। আসল লোকগুলোকে মিথ্যে আদেশনামা দেখিয়ে সরিয়ে দেবে আল-জেবেলের খুনিরা, তাদের জায়গায় নিজেরা আসবে। ছদ্মবেশে—*মামেলুক*-দের পোশাক পরে। সালাদিনকে খুন করবে ওরা, তোমাদেরকে খুন করবে... এরপর হামলা চালাবে

www.BanglaBook.org

শাহজাদীর প্রাসাদে। কী মনে হয়, আটজন খুনিকে সামলাতে পারবে?'

'আগেও সামলেছি,' বলল উলফ। 'এবারও সামলাব। কিন্তু কীভাবে নিশ্চিত হব—ওরা খুনির দল, নাকি সত্যিকার মামেলুক?'

'সুলতানের কামরায় যখন ওরা ঢুকতে চাইবে, তখন সিনানের বাচ্চা বলে গাল দিয়ো। আমার ধারণা, তাতেই বোঝা যাবে লোকগুলো কে। সত্যিকার মামেলুক হলে বড়জোর খেপতে পারে; কিন্তু ফেদাই হলে তখুনি খুন করতে চাইবে তোমাদেরকে, যাতে ওদের পরিচয় ফাঁস করতে না পারো তোমরা। আচমকা হামলা ঠেকানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে তোমাদেরকে।'

'থাকলাম নাহয় তৈরি,' গডউইন বলল। 'তারপরেও ঝুঁকি রয়ে যায় না? যদি আমরা মারা পড়ি, তা হলে তো সুলতানও খুন হয়ে যাবেন।'

'সেজন্য আগে থেকেই সুলতানের দরজায় তালা লাগিয়ে রাখতে হবে তোমাদেরকে,' পরামর্শ দিল মাসুদা। 'চাবিটা লুকিয়ে রাখতে হবে দূরে। ওরা যদি তোমাদের পরাস্ত করতেও পারে, সহজে ঢুকতে পারবে না সুলতানের কামরায়। দরজা ভাঙতে গেলে প্রাসাদের অন্যান্য প্রহরীরা শুনতে পাবে।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'অবশ্য... তোমরা চাইলে এখুনি সুলতানকে সতর্ক করে দেয়া যায়। তাতে তোমরা বীরত্ব দেখানোর সুযোগ হারাবে।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল উলফ। 'কিছু বলার দরকার নেই। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে জং ধরে গেছে শরীরে। লড়াইয়ের সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাই না। তা ছাড়া... সুলতানের মহলের প্রবেশপথে আল-হাসান পাহারা দেয়। আমাদের চিৎকার শুনলেই দ্রুত ছুটে আসবে। ভয়ের কিছু দেখছি না।'

'ভাল,' বলল মাসুদা। 'আমি খেয়াল রাখব, আমির যেন আজ অবশ্যই থাকে তোমাদের কাছাকাছি। এখন তা হলে বিদায়।

www.BanglaBook.org

আশা করি আবার দেখা হবে। ও হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটা শেষ হবার আগে শাহজাদীকে কিছু বলব না আমি। তোমরাও কারও সঙ্গে আলোচনা কোরো না এ-নিয়ে।'

আলখাল্লাটা আবার গায়ে জড়িয়ে চলে গেল মাসুদা।

'কী মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল উলফ। 'ও কি সত্য কথা বলছে?'

'আজ পর্যন্ত মিথ্যে বলতে দেখিনি ওকে,' জবাব দিল গডউইন। 'চলো, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক করি। ফেদাইদেরকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।'

মাঝরাতের কাছাকাছি। সুলতানের মহলে ছোট্ট এক প্রবেশ-কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে উলফ আর গডউইন। ওখানেই সালাদিনের শয়নকক্ষের দরজা। মামেলুক বাহিনীর আট প্রহরী চলে গেছে, প্রাসাদের আঙিনায় নতুন দলের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে। এখনও কুঠুরিতে পৌঁছায়নি নতুন প্রহরীরা।

'সময় হয়েছে,' নিচু গলায় বলল গডউইন। সুলতানের কামরার দরজায় তালা লাগিয়ে চাবি লুকিয়ে ফেলল একটা গদির নীচে।

বন্ধ দরজার সামনে অবস্থান নিল দুই নাইট। ভারী পর্দা ঝুলছে ওখানটায়, প্রদীপের আলো ঠিকমত পৌঁছুচ্ছে না। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল দু'জনে। উত্তেজনায় বুক ধুকপুক করছে। একটু পর পদশব্দ হলো, কুঠুরিতে প্রবেশ করল আটজন সশস্ত্র মানুষ। গায়ে মামেলুকদের পোশাক—বর্মের উপরে হলুদ কাপড়ের আবরণ, মাথায় হলুদ পাগড়ি।

'ওখানেই দাঁড়াও!' হুকুম দেয়ার সুরে বলে উঠল গডউইন।

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকগুলো। একটু ইতস্তত করল, তারপর আবার পা বাড়াল সামনে।

www.BanglaBook.org

'দাঁড়াও বলছি!' গমগম করে উঠল এবার উলফের গলা।

শুনল না লোকগুলো। নির্বিকার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে।

'দাঁড়া, সিনানের বাচ্চারা!' গাল দিয়ে উঠল উলফ।

সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন উঠল ফেদাইদের মাঝে, ঝট্ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল তারা।

'ডার্সি! ডার্সি!! ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল দুই ভাই।

পরমুহূর্তে বেধে গেল লড়াই।

ছ'জন ফেদাই হামলা করল নাইটদের উপর, বাকি দু'জন ছুটে গেল দরজার দিকে—উলফ আর গডউইনের ব্যস্ততার সুযোগে সুলতানের কামরায় ঢুকে পড়তে চায়। কিন্তু দরজায় তালা থাকায় ব্যর্থ হতে হলো ওদেরকে। উপায়ান্তর না দেখে লড়াইয়ে যোগ দিল তারা—দুই নাইটকে খুন করে চাবি উদ্ধার করবে।

লড়াইয়ের প্রথম ঝাপটায় দু'জন ফেদাই প্রাণ হারাল। উলফ আর গডউইনের তলোয়ারের আঘাতে গলা চিরে গেল তাদের। এরপর বাকিরা কাছ ঘেঁষার সাহস পেল না, নতুন কৌশল অবলম্বন করল। কয়েকজন সামনে থেকে ব্যস্ত রাখল ওদের, বাকিরা হামলা করল পিছনের অরক্ষিত দিকটা থেকে। গডউইনের ঘাড়ে একটা আঘাত পড়ল তলোয়ারের, কিন্তু বেঁচে গেল স্রেফ বর্ম পরে থাকায়।

'পিছাও,' ভাইয়ের উদ্দেশে চেঁচাল উলফ। 'নইলে পারা যাবে না।'

একপাশে চলে গেল দুই নাইট, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। এবার আর পিছন থেকে হামলা করতে পারবে না ফেদাইরা। দু'জনে চেঁচাচ্ছে অনবরত, উন্মত্তের মত ঘোরাচ্ছে তলোয়ার—কাছ ঘেঁষতে দিচ্ছে না শত্রুকে। হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত হুঙ্কার। বদ্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এল দমাদ্দম কিল মারার শব্দ। জেগে উঠেছেন সালাদিন, জানতে চাইছেন কী ঘটছে এখানে।

টের পেয়ে গেল ফেদাইরা—তাদের সাধের পরিকল্পনার বারোটা বেজে গেছে। হতাশা আর ক্রোধে পাগল হয়ে গেল ওরা, উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই নাইটের উপর। অন্তত ওদের দু'জনকে খুন করে যদি মুখরক্ষা করতে পারে! কিন্তু বেচারাদের খায়েশ পূর্ণ হতে দিল না উলফ আর গডউইন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আত্মরক্ষা করল, মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে পাল্টা আঘাত হানল। দু'জন শত্রুকে মারাত্মক জখম করল ওরা, আটকে রাখল বাকিদেরকে। একটু পরেই হুড়মুড় করে কুঠুরিতে ঢুকল আল-হাসান আর তার রক্ষীরা। এর দুই মিনিটের মধ্যেই সমাপ্তি ঘটল লড়াইয়ের।

কয়েকজন ফেদাই আহতাবস্থায় ধরা পড়ল, বাকিরা খুন হয়ে গেল সারাসেনদের হাতে। কুঠুরির মেঝে ভিজে গেল ব্যর্থ খুনিদের রক্তে।

শয়নকক্ষের দরজা খুলে দেয়া হলো, সেখান দিয়ে রাগী ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন সালাদিন। পরনে ঘুমানোর পোশাক। কুঠুরির দৃশ্যটা দেখলেন, তারপর জানতে চাইলেন, 'এসবের মানে কী?'

'এই লোকগুলো আপনাকে খুন করতে এসেছিল, মহানুভব,' সম্মান দেখিয়ে বলল গডউইন। 'আমরা ওদেরকে ঠেকিয়ে দিয়েছি।'

'খুন করতে এসেছিল!' চমকে উঠলেন সালাদিন। 'আমার ব্যক্তিগত প্রহরীরা?'

'এরা মামেলুক নয়, মহানুভব। ফেদাই... আপনার রক্ষীদের ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে। আল-জেবেল পাঠিয়েছে ওদেরকে।'

চেহারায় মেঘ জমল সুলতানের। ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। এর আগেও তিনবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে হাসাসিন খুনিরা, কিন্তু সে-সব প্রচেষ্টা এত গুরুতর ছিল না।

'ওদের পোশাক খুলে দিন,' বলল গডউইন। 'তা হলেই আমাদের কথার সত্যতা টের পাবেন। যারা ধরা পড়েছে, চাইলে ওদেরকে জেরা করেও দেখতে পারেন।'

ইশারা করলেন সালাদিন। এক বন্দির কাপড় খুলে নেয়া হলো। বুকের ওপর দেখা গেল লাল রঙের ছোরার একটা উল্কি—হাসাসিনদের প্রতীক।

দুই ভাইকে কাছে ডাকলেন সুলতান। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, যেন চামড়া ভেদ করে দেখতে চাইছেন ভিতরটা। জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব তোমরা জেনেছ কীভাবে?'

'মাসুদা বলেছে, মহানুভব,' জবাব দিল উলফ। 'ও খবর পেয়েছে, আটজন ফেদাই আজ রাতে আপনাকে আর আমাদেরকে খুন করতে আসবে। তাই আমরা তৈরি ছিলাম।'

'এ-খবর আমাকে জানাওনি কেন?'

'নিশ্চিত ছিলাম না আমরা, মহানুভব। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি। তা ছাড়া... মনে হচ্ছিল আটজন খুনিকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য আমরা দু'জনই কাফি।'

'তা-ই তো দেখতে পাচ্ছি,' চারপাশে নজর বোলালেন সুলতান। 'কিন্তু এমন ঝুঁকি নেয়া উচিত হয়নি তোমাদের।' হঠাৎ হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। হাত মেলালেন দুই ভাইয়ের সঙ্গে। বললেন, 'নাইটেরা, সালাদিন আজ তার প্রাণরক্ষার জন্য তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে গেল। যদি কখনও তোমাদের প্রাণরক্ষার প্রয়োজন হয়, তখন আমি এ-রাতের কথা মনে রাখব।'

তখনকার মত ব্যাপারটার ইতি ঘটল।

পরদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো বন্দি ফেদাইদেরকে। ওরা স্বীকার করল, আল-জেবেলের নির্দেশে সুলতান সালাদিন, দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাইট আর বিশ্বাসঘাতনা মাসুদাকে খুন করতে এসেছিল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিতে লটকে দেয়া হলো লোকগুলোকে। তার আগে জেনে নেয়া হলো দামেস্কে হাসাসিনদের চর আর সমর্থকদের নাম-ঠিকানা। পরবর্তী কিছুদিনে প্রচুর ধরপাকড় চলল। ফলে দামেস্কে হাসাসিনদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল। এরপর বহুদিন ওখানে আর ঢুকতে পারেনি ওরা।

এই ঘটনার পর থেকে সালাদিনের খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল উলফ আর গডউইন। নানা রকম উপহার দিতে চাইলেন ওদেরকে সুলতান, দিতে চাইলেন অভূতপূর্ব সম্মান। কিন্তু সবিনয়ে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করল দু'ভাই। একটাই চাহিদা ওদের, কিন্তু তা পূরণ হবার নয়। ঋণ শোধ করতে না পেরে ছটফট করতে থাকলেন সালাদিন।

কয়েকদিন পেরিয়ে গেলে এক সকালে সুলতানের দরবারে ডাক পড়ল উলফ আর গডউইনের। ওখানে পৌঁছে অবাক হলো ওরা। সিংহাসনে গম্ভীর মুখে বসে আছেন সালাদিন, দরবারে তাঁর বিশ্বস্ত আমির আল-হাসান আর এক ইমাম ছাড়া আর কেউ নেই।

অভিবাদন জানানো হলে মুখ খুললেন সালাদিন। দুই ভাইয়ের উদ্দেশে বললেন, 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো। তোমরা দু'জনেই আমার ভাগ্নী... বালবেকের শাহজাদীকে ভালবাসো, ঠিক? ভাল। আল-কুরআনের উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করো, তা হলে ওকে তোমাদের একজনের সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি থাকবে না আমার। এতে একজন মুসলমান স্বামী পাবে আমার ভাগ্নী, হয়তো বা নিজেও সত্যিকার ধর্মকে বরণ করে নেবার জন্য উৎসাহিত হবে। আমি পাবো একজন সাহসী যোদ্ধা, বেহেশত পাবে একজন সাহসী আত্মাকে। বলো, রাজি আছো তোমরা? তা হলে এখুনি আমার ইমাম তোমাদেরকে দীক্ষা দেবে।'

www.BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল দুই ভাই। তারপর গডউইন বলল, 'প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, মহানুভব। কিন্তু কোনও নারীকে পাবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারব না আমি।'

'হুম,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সালাদিন। 'এমন কিছু যে বলবে, তা আমি আগেই আন্দাজ করেছি। বড় দুঃখের কথা, মিথ্যে ধর্মবিশ্বাস তোমার মত সাহসী বীরকে অন্ধ করে রেখেছে। যাই হোক...' উলফের দিকে তাকালেন তিনি, 'সার উলফ, তোমার জবাব তো পেলাম না।'

একটু ভাবল উলফ। ওর মন চলে গেল কয়েক মাস আগের সেই বিকেলে—সেইন্ট পিটারের প্রাচীরের পাশে এসেক্সের সমুদ্র উপকূলে। সেদিন ধর্মান্তর নিয়ে কথা বলছিল ওরা রোজামুণ্ডের সঙ্গে। সবকিছু ছবির মত পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠল চোখের সামনে। শেষ পর্যন্ত মুখে হাসি এনে ও বলল, 'ধন্যবাদ, মহানুভব। কিন্তু বিয়েটা আমি নিজের শর্তানুসারে করতে চাই, আপনার শর্তানুসারে নয়। তাতে স্বর্গের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হব। তা ছাড়া... রোজামুণ্ড আপনার নবীর অনুসারীকে বিয়ে করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন সালাদিন। বললেন, 'তোমরা খুব অদ্ভুত মানুষ। সার লযেলকে নিয়ে কিন্তু এত ঝামেলা পোহাতে হয়নি, ওকে বলামাত্র রাজি হয়ে গিয়েছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে।'

'ওটা ছিল কৌশল, মহানুভব। আপনার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য অভিনয় করেছিল ও।'

'হতে পারে। যে-ভাবে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাতে অমনটাই মনে হচ্ছে। সে-যাক, মৃত মানুষকে নিয়ে নিন্দা করা ঠিক হবে না। লোক-দেখানো হোক, মুসলমান তো হয়েছিল... আল্লাহ্ ওর আত্মাকে শান্তি দিন। তোমাদের মতামত আমি শুনেছি, তাই প্রসঙ্গটা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। এখন... আরেকটা জরুরি বিষয়ে কথা বলতে চাই তোমাদের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে। কারাক-এর ফ্র্যাঙ্ক রাজপুত্র আর্নাট-কে নিশ্চয়ই চেনো? তোমরা সম্ভবত ওকে রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ বলে ডাকো। গজব পড়ুক ওর উপর।' মেঝেতে থুতু ছিটালেন সুলতান।

'কোনও সমস্যা, সুলতান?' জানতে চাইল গডউইন।

'হ্যাঁ, সমস্যাই বটে।' মাথা ঝাঁকালেন সালাদিন। 'জেরুসালেমের রাজা আর আমার মধ্যে যে-শান্তিচুক্তি হয়েছে, তা ভঙ্গ করেছে ও। খুন করছে আমার সওদাগরদেরকে, লুটপাট চালাচ্ছে। এ-ধরনের অন্যায় সহ্য করব না আমি, খুব শীঘ্রি ওকে সমুচিত শাস্তি দেব। ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দেব সবখানে—ওমরের মসজিদ থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের প্রতিটি কোনায় কোনায়! তোমাদের... খ্রিস্টানদের সর্বনাশ আসন্ন!' উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। 'আমি, ইউসুফ সালাদিন, তাই ঘোষণা করছি নয়া জিহাদের। এ-জিহাদ খ্রিস্টানদেরকে সমূলে উৎপাটিত করবে, মিশিয়ে দেবে ধুলোয়। বলো, নাইটেরা, তোমরা আমার পক্ষে, না বিপক্ষে লড়াই করবে? নাকি অস্ত্র-সমর্পণ করে বন্দিত্ব মেনে নেবে আমার কারাগারে?'

'আমরা পবিত্র ক্রুশের ভৃত্য, মহানুভব,' জবাব দিল গডউইন। 'ক্রুশের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরতে পারব না। তাতে আমাদের আত্মা হারাব।'

উলফ যোগ করল, 'দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই, আমরা অস্ত্র-সমর্পণ করব কি না, তা পুরোপুরি নির্ভর করছে রোজামুণ্ডের উপর। ওর সেবা করার জন্যই দামেস্কে থাকছি আমরা। তাই ওর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মহানুভব, আমরা বালবেকের শাহজাদীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকালেন সালাদিন, 'ওকে নিয়ে এসো, আমির।'

কুর্নিশ করে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল আল-হাসান। ফিরে এল একটু পর। পিছু পিছু ঢুকল রোজামুণ্ড। ঘোমটা সরাতেই

www.BanglaBook.org

ওর সাদাটে মুখ দেখতে পেল দুই নাইট। গত কিছুদিনে বয়স যেন বেড়ে গেছে কয়েক গুণ: কিন্তু তাতে সৌন্দর্যের ঘাটতি পড়েনি। সিংহাসনের সামনে এসে অভিবাদন জানাল সুলতান আর দুই নাইটকে।

'সুপ্রভাত, মামা,' বলল ও। 'তোমাদেরকেও সুপ্রভাত, গডউইন আর উলফ। জরুরি তলব পেয়ে এসেছি। কী ব্যাপার?'

ওকে বসতে বললেন সালাদিন। তারপর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শোনাল গডউইন। শেষে যোগ করল, 'এবার তোমার মতামত দাও, রোজামুণ্ড। আমরা কি সুলতানের কারাগারে বন্দিত্ব বরণ করে নেব, নাকি খ্রিস্টান ফৌজের হয়ে লড়াইয়ে যোগ দেব?'

স্থির দৃষ্টিতে দুই নাইটের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। তারপর বলল, 'কার প্রতি তোমাদের দায়িত্ব বেশি? ঈশ্বরের, নাকি কোনও নারীর? এর বেশি কিছু আমার বলার নেই।'

'তোমার মুখ থেকে এমন সিদ্ধান্তই আশা করেছি আমি,' সন্তুষ্ট গলায় বলল গডউইন।

সুলতানের দিকে ফিরল উলফ। 'মহানুভব, আমাদেরকে নিরাপদে জেরুসালেম পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া হোক। রোজামুণ্ডকে এখানেই... আপনার তত্ত্বাবধানে রেখে যাচ্ছি। আশা করি, কোনও ধরনের জোর-জুলুম করা হবে না ওর উপর।'

'কখনোই না,' বললেন সালাদিন। 'তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। কিন্তু জেনে রাখো, এরপর থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শেষ। পরস্পরের শত্রু হব আমরা—আমি যেমন তোমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করব, তোমরাও তেমনি চেষ্টা করবে আমাকে হত্যা করবার। আর ও, বালবেকের শাহজাদীকে নিয়ে ভেবো না। ও এখন থেকে আমার মাথাব্যথা। তোমরা আর কখনও ওকে চোখেও দেখতে পাবে না।'

www.BanglaBook.org

'এমন কথা বলতে কে শিখিয়েছে আপনাকে, সুলতান?' রাগী গলায় বলল উলফ। 'আমাদের দেখা হবে কি হবে না, তা কেবল ঈশ্বর জানেন। নাকি আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে শুরু করেছেন?'

'আমি সেটাই বলেছি, যা করার জন্য চেষ্টা করব—তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখার।' শান্ত কণ্ঠে বললেন সালাদিন। 'এ-নিয়ে কোনও অভিযোগ করা সাজে না তোমাদের। ওকে বিয়ের প্রস্তাব তোমরা দুজনেই প্রত্যাখ্যান করেছ।'

চমকে উঠল রোজামুণ্ড কথাটা শুনে।

'কীসের বিনিময়ে, তা বলছেন না কেন?' মুখ বাঁকা করল উলফ। 'ওকে বিয়ে করতে চাইলে মুসলমান হতে হবে—এমন শর্ত দেননি আপনি? প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেয়ায় রোজামুণ্ড আমাদের কখনোই দুষবে না।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রোজামুণ্ড। 'ধর্ম ত্যাগ করলে তোমাদের মুখও দেখতাম না আমি, বিয়ে তো অনেক পরের কথা।' সুলতানের দিকে ফিরল ও। 'মামা, আপনি তো মহান মানুষ... দয়ালু। আমাকে অনেক ভালবাসা আর সম্মান দিয়েছেন, কিন্তু এসবের কিছুই চাই না আমি। আপনার পথ আর আমার পথ ভিন্ন। আমাদের ধর্ম ভিন্ন, জীবনযাত্রা ভিন্ন। তা হলে কেন আমাকে আটকে রেখেছেন এখানে? দয়া করুন, আমাকে যেতে দিন আমার ভাইদের সঙ্গে!'

'এরা শুধু ভাই নয় তোমার, প্রেমিকও বটে,' থমথমে গলায় বললেন সালাদিন। 'না, ভাগ্নী... এ হতে পারে না। আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু তাই বলে এখান থেকে যেতে দিতে পারি না। তার জন্য তুমি আমাকে যতই ঘৃণা করো না কেন। স্বপ্ন দেখেছি আমি... বার্তা পেয়েছি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে—তোমার উপর নির্ভর করছে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। সেই স্বপ্নের উপর বিশ্বাস আছে আমার। নিজেই বলো,

www.BanglaBook.org

হাজার হাজার প্রাণের সামনে তোমার, আমার, বা এই নাইটদের প্রাণের কী মূল্য আছে? আমার সালতানাতের সবকিছু তোমার পায়ে এনে দিতে রাজি আছি আমি, কিন্তু স্বপ্নটা সত্যি না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে তোমাকে।' ঝট্ করে মাথা ঘোরালেন দুই নাইটের দিকে। '...আর তার আগে যে-ই তোমাকে কেড়ে নিতে চাইবে, তার জন্য অপেক্ষা করবে ভয়াল মৃত্যু!'

'স্বপ্নটা সফল হবার পরে?' জানতে চাইল রোজামুণ্ড। 'তখন কি আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন সালাদিন। 'তখন তুমি যা খুশি করতে পারবে—চাইলে থাকবে, না চাইলে চলে যাবে। কিন্তু তার আগে যদি পালাতে চাও... যদি ধোঁকা দাও আমাকে... তা হলে তোমাকেও মরতে হবে!'

'আপনি তা হলে কথা দিলেন,' বলল রোজামুণ্ড। 'উলফ, গডউইন... সাক্ষী রইলে তোমরা। আল-হাসান, তুমিও আমাদের সাক্ষী। সুলতান কথা দিয়েছেন, যদি তাঁর স্বপ্ন সত্যি হয়... যদি সত্যিই আমি হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তা হলে মুক্তি দেবেন আমাকে। যদিও জানি না, তা কীভাবে সম্ভব। এখন পর্যন্ত আমার জন্য মানুষে মানুষে শুধু লড়াই বেধেছে, রক্ত ঝরেছে। তবু প্রার্থনা করছি, সুলতানের স্বপ্ন যেন সফল হয়। উলফ-গডউইন, যাও তোমরা। মাসুদাকে রেখে যাও আমার সঙ্গে, ওর তো যাবার কোনও জায়গা নেই। যাও তোমরা, আমার ভালবাসা আর প্রার্থনা রইল তোমাদের সঙ্গে। যিশু আর সমস্ত দেবদূতেরা রক্ষা করবেন তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে। আবার দেখা হবে আমাদের। যাও!'

গলা ভারী হয়ে এল ওর। চোখের পানি লুকাতে মুখ ঢাকল ঘোমটায়। ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল দুই নাইট। হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল। সুলতান তাতে বাধা দিলেন না। একটু

www.BanglaBook.org

পর দরবার ত্যাগ করল রোজামুণ্ড, তারপর উলফ আর গডউইন।

ওরা চলে গেলে আল-হাসান আর বৃদ্ধ ইমামের দিকে ফিরলেন সালাদিন। ওরা এতক্ষণ নীরব দর্শক হিসেবে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে।

'কী মনে হয় তোমাদের?' জানতে চাইলেন সালাদিন। 'ওই দুজনের মধ্যে কাকে আসলে ভালবাসে আমার ভাগ্নী? হাসান, জবাব দাও। তুমি তো শাহজাদীকে সবচেয়ে ভাল চেনো।'

কাঁধ ঝাঁকাল আমির। 'বলা মুশকিল, হুজুর। কারও প্রতিই দরদ কম নয় শাহজাদীর—আমি কোনও পার্থক্য করতে পারছি না।'

'ইমাম সাহেব?'

'এ-মুহূর্তে আমিও বলতে পারছি না,' জানালেন বৃদ্ধ ইমাম। 'তবে ওরা যদি শাহজাদীর সামনে মরতে বসে, তা হলে হয়তো জবাবটা জানা যাবে। তার আগ পর্যন্ত কিছুই করার নেই আমাদের।'

'হুম!' গম্ভীর হয়ে গেলেন সালাদিন।

পরদিন সকালে, নিজের বাড়ির জানালা দিয়ে গডউইন আর উলফকে চলে যেতে দেখল রোজামুণ্ড। দুই ভাইয়ের পরনে পুরোদস্তুর যুদ্ধসাজ, দুরন্ত ঘোড়া আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে চেপেছে। দেখাচ্ছে সত্যিকার বীরযোদ্ধার মত। আসলেও তো ওরা তা-ই। রোজামুণ্ডের বাড়ির সামনে পৌঁছে ক্ষণিকের জন্য থামল দু'ভাই, ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করল। পিছন পিছন রয়েছে একদল মামেলুক... পাহারা দিয়ে ওদেরকে পৌঁছে দেবে জেরুসালেমে। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে গেল ছোট্ট দলটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজামুণ্ড। আগামীতে কীভাবে দেখা হবে ওদের তিনজনের, কে জানে! আদৌ দেখা হবে কি না, সেটাই

www.BanglaBook.org

সন্দেহ। যুদ্ধে যদি খ্রিস্টানরা জয়ীও হয়, ওকে সরিয়ে নেবে সারাসেনরা; লুকিয়ে রাখবে এমন কোথাও, যেখানকার খোঁজ কেউ জানে না। দামেস্ক থেকে ওর উদ্ধার পাবার সম্ভাবনাও নেই বললে চলে। বীরত্ব ভালবাসেন সালাদিন, পছন্দ করেন উলফ আর গডউইনকেও; কিন্তু আগামীতে বন্ধুর মত ওদেরকে বরণ করে নেবেন না তিনি। বরণ করবেন অস্ত্র হাতে... শত্রু হিসেবে। দুই ভাইয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে সুলতানের, আল-জেবেলের মত বোকামি করবেন না; ওকে ছিনিয়ে নেয়ার সমস্ত পথ আটকে দেবেন। হোক ব্যর্থ, তবু অমন কোনও প্রচেষ্টার সুযোগ কি পাবে উলফ আর গডউইন? অতদিন কি বাঁচবে ওরা? রোজামুণ্ড নিশ্চিত, খ্রিস্টান আর মুসলমানদের ভয়াবহ লড়াইয়ের সবচেয়ে ভয়াবহ জায়গাটাতে থাকবে দু'ভাই। সত্যিকার সাহসী যোদ্ধারা তা-ই করে। কিন্তু তার জন্য তারা মারাও যায় অকাতরে। তেমন পরিণতিই কি অপেক্ষা করছে উলফ আর গডউইনের জন্য? আজকের দেখাই কি ওদের শেষ দেখা?

আনমনে মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড। কী এক জীবনই না উপভোগ করছে ও! রাজপ্রাসাদে বাস করছে, রাজকীয় খাবার খাচ্ছে। ধনরত্ন, দাস-দাসী... কোনও কিছুর অভাব নেই। অভাব রয়েছে শুধু সঙ্গীর... বন্ধুর। প্রাক্তন এক গুপ্তচর মেয়ে ছাড়া আর কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলার উপায় নেই। মাসুদাই বা ওকে কেন আঁকড়ে ধরে রেখেছে, তা জানে না রোজামুণ্ড। দু'জনের মাঝে অদৃশ্য একটা পর্দা বিরাজ করে সারাক্ষণ।

চলে গেছে গডউইন। চলে গেছে উলফ। বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করছে রোজামুণ্ডের। নিজেকে মনে হচ্ছে নিঃস্ব, রিক্ত। ওদের জন্য ভয় করছে... বেশি ভয় করছে দু'জনের মধ্যে বিশেষ একজনকে নিয়ে। ও যদি না ফিরে আসে, তা হলে কীভাবে বাঁচবে রোজামুণ্ড?

www.BanglaBook.org

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ও। একটু পর আরেকজনের কান্নার শব্দ শুনতে পেল। মুখ ঘোরাতেই দেখতে পেল মাসুদাকে।

'তুমি কাঁদছ কেন?' জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

'দাসী তো তার মালকিনকে অনুসরণ করবে,' বলল মাসুদা। চোখ মুছল। 'কিন্তু তুমি কেন কাঁদছ, লেডি? অন্তত তোমাকে ভালবাসে ওরা... কিছুতেই সে-ভালবাসা দূর হবার নয়। তুমি তো আমার মত মূল্যহীন একটা প্রাণী নও!'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর একটা আশঙ্কা উঁকি দিল রোজামুণ্ডের। ভয়াবহ আশঙ্কা। দুই নারীর দৃষ্টি একত্র হলো। ফিসফিসিয়ে ও জানতে চাইল, 'কাকে?'

দু'জনের মাঝখানে একটা টেবিল, তার উপর জমে আছে রাস্তা থেকে ভেসে আসা ধুলো। আঙুল ঠেকিয়ে সেই ধুলোর গায়ে আরবীতে একটা বর্ণ লিখল মাসুদা। তা দেখে বুকের ওঠানামা দ্রুততর হয়ে গেল রোজামুণ্ডের। স্বস্তিতে, না উদ্বেগে... তা কেবল ও-ই জানে।

খানিক পর শান্ত হলো ও। বলল, 'তোমার তো কোনও বাধা ছিল না, মাসুদা। ওর সঙ্গে চলে গেলে না কেন?'

'কারণ ও আমাকে এখানে থাকতে বলেছে,' জবাব দিল মাসুদা। 'বলেছে তোমাকে... ওর ভালবাসার মানুষকে দেখেশুনে রাখতে। তাই এখানেই থাকতে হবে আমাকে... মরণ না আসা পর্যন্ত।' ফুঁপিয়ে উঠল ও।

মাসুদাকে জড়িয়ে ধরল রোজামুণ্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঠারো

বিষাক্ত মদের মূল্য

দামেস্কে রোজামুণ্ডকে বিদায় জানানোর পর বহুদিন কেটে গেছে।

জুলাই মাস চলছে এখন। উত্তপ্ত এক রাতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ডার্সি পরিবারের দুই যমজ ভাই। চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওদের বর্মের গায়ে। মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে আছে ওরা। সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে সামনের পাথুরে পাহাড়চূড়া থেকে শুরু করে নীচের রুক্ষ-প্রাণহীন সমতলভূমির উপর। বিশাল এই প্রান্তর সেই নাজারেথ থেকে টাইবেরিয়াস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীটা গ্যালিলি সাগরে মিশেছে। উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দু'ভাই, ওদের নীচে... *সেফুরিয়াহ্* ঝর্ণার তীরে রয়েছে বিশাল এক যুদ্ধশিবির। তেরোশ' নাইট আর বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য থাকছে ওখানে। সৈন্যরা সবাই স্থানীয় টার্কোপোল... মানে, তুর্কি-সন্তান—জাতিগতভাবে স্যারাসেনদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলা চলে। দু'মাইল দূরে, পাহাড়ের কোলে ঝলমল করছে নাজারেথ নগরীর সাদা সাদা বাড়িগুলো। এ-সেই পবিত্র শহর, যেখানে পৃথিবীর ত্রাণকর্তা ত্রিশ বছর থেকেছেন। সন্দেহ নেই, ভাবল গডউইন, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পা পড়েছে সেই মহাপুরুষের। পাহাড়ের গোড়ার কৃষিক্ষেত্রে নিজ হাতে পানি ঢেলেছেন তিনি, রোপণ করেছেন ফসলের বীজ। বহুদিন আগেই তাঁর কণ্ঠ হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে, কিন্তু গডউইনের কানে প্রতিধ্বনির মত বাজে তাঁর

www.BanglaBook.org

বিখ্যাত উক্তি: *শান্তি নয়, আমি তরবারী নিয়ে এসেছি।*

বেশ ক'দিন থেকে এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে ওরা; তবে আগামীকাল সামনে এগোনো হবে বলে গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে শিবিরে। সামনের বিস্তীর্ণ উষর ভূমিতে যুদ্ধ হবে সুলতান সালাদিনের সঙ্গে—নিজের বাহিনী নিয়ে তিনি টাইবেরিয়াসের পারে হ্যাটিনের প্রান্তরে অপেক্ষা করছেন।

পুরো অভিযানটাকে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে গডউইন আর উলফের কাছে। সারাসেন বাহিনীর শক্তি নিজ চোখে দেখেছে ওরা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে মরুর প্রখর উত্তাপের। এই পরিবেশে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানরা কতখানি নাজুক অবস্থায় পড়বে, তা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু কে শুনবে ওদের মত দুই চালচুলো-হীন নাইটের কথা? বাহিনীর নেতৃত্বে যারা আছেন, তাঁরা নিজেদেরকে অজেয় ভাবছেন। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলেই অজানা আতঙ্ক ভর করছে গডউইনের হৃদয়ে—নিজের জন্য নয়, নীচে ঘুমিয়ে থাকা শত-সহস্র যোদ্ধার জন্য... খ্রিস্টান-সমাজের জন্য। এই যুদ্ধে ওদের সমগ্র অস্তিত্ব বাজি ধরা হয়েছে।

'তুমি এখানেই থাকো, আমি ওদিকটা দেখে আসছি,' একটু পর উলফকে বলল ও। নিজের ঘোড়া আগুনের মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে গেল বাঁয়ে। ষাট গজ দূরে মাথা তুলে রেখেছে একটা বড় পাথর, ওটার উপর দিয়ে পর্বতমালার উত্তরদিকে নজর বোলাল। কোথাও কোনোকিছু নড়ছে না, পাওয়া যাচ্ছে না কোনও আওয়াজ। জায়গাটা একেবারে নির্জন।

আগুনের পিঠ থেকে নেমে পড়ল গডউইন। হাঁটু গেড়ে বসল বড় পাথরটার পাশে। শুরু করল প্রার্থনা। বিড়বিড় করে বলল, 'হে প্রভু... এই পুণ্যভূমির প্রাক্তন বাসিন্দা, জ্ঞানের সাগর... আমার প্রার্থনা শুনুন। ভয় পাচ্ছি আমি—নাজারেথের চারপাশে ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোর জন্য। নিজের জন্য নয়... আমার তো

www.BanglaBook.org

হারাবার কিছু নেই। আমার ভয় শুধুমাত্র আপনার ভৃত্যদের জন্য... আমার ভাইয়ের জন্য... আর পবিত্র ক্রুশের জন্য। ওহ্, আলো দেখান আমাকে! সেই শক্তি দিন, যাতে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারি। নইলে দূর করে দিন আমার মনের ভীতি।'

একমনে প্রার্থনা করে চলল গডউইন। হঠাৎ একটা ঘোরের মত অনুভব করল। চোখের সামনে সবকিছু ঘোলা হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য... তারপর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল দৃষ্টি। কানের কাছে দেবদূতদের ফিসফিসানি শুনতে পেল ও, শুনতে পেল তাদের কান্না। অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে যেন হাহাকার উঠেছে স্বর্গে। চোখের সামনে থেকে সরে যেতে শুরু করল অদৃশ্য কোনও পর্দা, সম্মোহিতের মত একের পর এক দৃশ্য দেখতে শুরু করল ও।

প্রথমে ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর রাজাকে দেখল গডউইন–নিজের তাঁবুতে বসে আছেন তিনি, চারপাশে সেনাপতি আর সভাসদ। এর মধ্যে টেম্পলার বাহিনীর প্রধানকে চিনতে পারল ও, জেরুসালেমে দেখেছে, এ-ছাড়া আছেন কাউণ্ট রেমণ্ড অভ ত্রিপোলি... টাইবেরিয়াসের হর্তা-কর্তা। সবার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছেন রাজা। টেম্পলার-প্রধানের কী একটা কথা পছন্দ না হওয়ায় রেগে গেলেন কাউণ্ট রেমণ্ড। নিজের তলোয়ার বের করে রেখে দিল টেবিলের উপরে।

আরেকটা পর্দা সরল। এবার সুলতান সালাদিনের শিবির দেখতে পেল গডউইন। কী বিশাল... সীমাহীন তার আকৃতি! অগণিত তাঁবু দেখা যাচ্ছে ওখানে, তার ভিতর থেকে আল্লাহ্‌কে ডেকে উঠছে অসংখ্য কণ্ঠ... শক্তি চাইছে শত্রুকে পরাস্ত করার। রাজকীয় ছাউনি দেখতে পেল ও, তার ভিতরে একাকী পায়চারি করছেন মহান সুলতান। সঙ্গে কেউ নেই। আপন চিন্তায় মগ্ন তিনি, সেই চিন্তা যেন দৈববলে পড়তে পারল গডউইন।

'আমার পিছনে জর্দান আর গ্যালিলি সাগর,' ভাবছেন

www.BanglaBook.org

সালাদিন। 'ওদিকে গেলে বন্ধুর অভাব হবে না। যত সমস্যা, সব সামনে। নাজারেথের আশপাশ হলো খ্রিস্টানদের এলাকা, ওখানে কেউ আমাকে এক ছটাক পানি দিয়েও সাহায্য করবে না। এখন আল্লাহ্ই আমার সহায়। যদি খ্রিস্টানরা ওখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে, তা হলে নিরুপায় হয়ে এগোতে হবে আমাকে, মরুভূমি পাড়ি দিয়ে হামলা করতে হবে ওদের উপর। সন্দেহ নেই, ওই ভয়াল মরু আমার বেশিরভাগ সৈন্যকে গিলে খাবে। বাকিদের নিয়ে লড়াইয়ে নামা মানে নিশ্চিত পরাজয়। ওরা যদি ট্যাবর পাহাড়ের পাশ দিয়ে পানিতে ভরা এলাকা দিয়ে আসে, তা হলেও আমার পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু... যদি ওরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে... যদি আল্লাহ্ ওদের বিচারবুদ্ধিকে ঘোলা করে দেন... তা হলে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ওরাই ছুটে আসবে আমার কাছে। তখন পরাজয় শুধু ওদেরই ঘটবে। সিরিয়ায় ওদের ক্রুশের নাম-নিশানা মুছে দিতে পারব আমি। হে আল্লাহ্, সাহায্য করুন আমাকে। আমি এখানেই অপেক্ষা করব... এখানেই অপেক্ষা করব...'

ওই তো, সুলতানের ছাউনির পাশে আরেকটা তাঁবু দেখতে পাচ্ছে গডউইন। বাইরে সতর্ক প্রহরা, ভিতরের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে দুটি নারী। রোজামুণ্ড আর মাসুদা। রোজামুণ্ড ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু মাসুদার দু'চোখ খোলা। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উপরদিকে। ভাসতে ভাসতে যেন ওর উপরে গেল গডউইন। দু'জনের দৃষ্টি মিলিত হলো।

এরপর সরে গেল শেষ পর্দা। চোখের সামনে যে-দৃশ্য উন্মোচিত হলো, তা দেখামাত্র সারা অস্তিত্ব কেঁপে উঠল গডউইনের। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া এক প্রান্তর দেখতে পেল ও, কালো ধোঁয়া পাক খাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তার মাঝে মাথা তুলে রেখেছে ভীমদর্শন এক পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে লাশ... হাজারে

www.BanglaBook.org

হাজার! স্তূপ হয়ে রয়েছে প্রাণহীন দেহগুলো। চারপাশে চক্কর দিচ্ছে হায়েনার দল, আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে শকুন। মৃতদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে গডউইন—পরিচিত সব মুখ। সবাই ওর সহযোদ্ধা। নড়ছে না একচুল।

প্রান্তরের একপাশে সালাদিনের শিবির। সেখানেও অসংখ্য মৃতদেহ। ওর মাঝে ঘুরে বেড়াতে থাকল গডউইনের দৃষ্টি, আকুল হয়ে খুঁজছে ভাইকে। কিন্তু ওকে দেখা গেল না কোথাও। নিজের লাশও নেই ওখানে। মানে কী এর? বুঝতে পারল না। কানের কাছে আবার দেবদূতদের হাহাকার শুনতে পেল ও—পরাজিত ক্রুশের জন্য... নাজারেথের জন্য। এরপর চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল সবকিছু।

ধড়মড় করে সিধে হলো গডউইন। চোখ খুলল। বুঝতে পারল, ঘামে ভিজে গেছে পুরো শরীর। তাড়াতাড়ি আগুনের পিঠে চড়ে ফিরে এল উলফের কাছে।

'কী হয়েছে তোমার?' ভাইয়ের অবস্থা লক্ষ করে প্রশ্ন করল উলফ।

জবাব না দিয়ে গডউইন জানতে চাইল, 'কতক্ষণ ছিলাম না আমি, বলো তো?'

'বেশি না, দশ মিনিটের মত হবে। কেন?'

'আমার মনে হচ্ছিল অনন্তকাল। এতকিছু দেখে ফেললাম যে...'

'কী দেখেছ?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল উলফ।

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, উলফ।'

'আরে... আগে বলোই না! তারপরে না বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন!'

ধীরে ধীরে সব খুলে বলল গডউইন। শেষে জানতে চাইল, 'কী মনে হয় তোমার?'

একটু ভাবল উলফ। তারপর বলল, 'ভাই, আজ তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মদ ছুঁতে দেখিনি; কাজেই মাতাল ভাবতে পারছি না। সারাদিনে উল্টোপাল্টা কোনও কাণ্ড ঘটাওনি, তাই পাগলামির সম্ভাবনাও বাতিল। এ-থেকে একটাই চিন্তা জাগছে মনে—স্বর্গীয় বার্তা পাওনি তো! তোমার মত ধর্মপ্রাণ আর বিশুদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়। দিব্যদৃষ্টি পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা সবসময় সত্যি হবে ভাবার কোনও কারণ নেই। কখনও কখনও শয়তানও বিভ্রান্ত করে মানুষকে। যা হোক, আমাদের পাহারার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওই তো, নতুন প্রহরীদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আমাদেরকে রেহাই দিতে আসছে। আমার পরামর্শ চাও? চলো, কারও সঙ্গে আলোচনা করি এ-নিয়ে।'

'কার সঙ্গে?'

'এসব ব্যাপারে যার অভিজ্ঞতা আছে। বিশপ এগবার্টের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?'

ভেবে দেখল গডউইন, মন্দ বলেনি উলফ। এগবার্ট হচ্ছেন নাজারেথের বিশপ, ওদের বন্ধুস্থানীয়—জেরুসালেমে পরিচয় হয়েছে। যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে এসেছেন। রাজার পাশে থাকেন।

'হুম, সেটাই বোধহয় ভাল হবে,' মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'মানুষটা সত্যিকার সন্ন্যাসী; ভণ্ড নয়। কখন যেতে চাও?'

'এখুনি নয় কেন?'

পরের পালার দুই নাইট এসে পড়েছে। তাদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শিবিরে ফিরে এল দু'ভাই। সরাসরি চলে গেল বিশপের তাঁবুতে।

এগবার্টের জন্ম ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু জীবনের ত্রিশ বছরের বেশি সময় তিনি কাটিয়েছেন প্রাচ্যে। বলিরেখায় ভরা সাদা চামড়া তাই রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তাঁর দুই নীল... অন্তর্ভেদী চোখের তারা, আর তুষারশুভ্র চুলদাড়ি এই গাত্রবর্ণের সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে বেমানান। তাঁবুতে ঢুকে মানুষটাকে ভার্জিন মেরির প্রতিকৃতির সামনে প্রার্থনারত অবস্থায় পেল দুই ভাই। চুপচাপ একটু অপেক্ষা করল ওরা। প্রার্থনা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন বিশপ, আশীর্বাদের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন ওদেরকে।

'আপনার পরামর্শ চাইতে এসেছি, পবিত্র পিতা,' বলল উলফ। 'গডউইন, সব খুলে বলো।'

মুখোমুখি বসল তিনজনে, তারপর নিজের স্বপ্নের আদ্যোপান্ত বিবরণ দিল গডউইন। শান্তভাবে পুরোটা শুনলেন এগবার্ট, কোনও প্রশ্ন তুললেন না। অবাক হয়েছেন বলেও মনে হলো না। তাঁর পেশায় দিব্যদৃষ্টি কোনও নতুন ঘটনা নয়। গডউইনের বক্তব্য শেষ হবার পরও কোনও মন্তব্য করলেন না।

'কিছু বলুন, পবিত্র পিতা!' আকুতি ঝরল গডউইনের কণ্ঠে। 'কী দেখেছি আমি? স্বপ্ন, নাকি স্বর্গের কোনও বার্তা? বার্তা হলে কে দিয়েছে ওটা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিশপ এগবার্ট। বললেন, 'গডউইন ডার্সি, তোমার বাবাকে আমি চিনতাম। মৃত্যুর আগে আমিই তাঁর পাপমোচন করেছি। সাচ্চা খ্রিস্টান ছিলেন তিনি, সত্যিকার বীর। তোমার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। গত কিছুদিনে খুব কাছ থেকে দেখেছি তোমাকে; বুঝতে পেরেছি, তুমি সত্যিকার একজন বিশ্বাসী। এমন লোকের কাছেই স্বর্গের বার্তা আসে। যা দেখেছ, তা যদি সত্যিই দিব্যদৃষ্টি হয়ে থাকে, অবাক হব না। হয়তো স্বর্গবাসী সেইন্টরা তোমার মাধ্যমে সতর্ক করে দিতে চাইছেন আমাদেরকে। এড়াতে চাইছেন খ্রিস্ট-সমাজের লজ্জাজনক পরাজয়। একে হালকা চোখে দেখার উপায় নেই। চলো, রাজার কাছে যাই। তাঁকে সব শোনানো দরকার।'

দুই ভাইকে রাজকীয় ছাউনির সামনে নিয়ে গেলেন তিনি। বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, ফিরে এলেন খানিক পরে। ইশারা করলেন ভিতরে যেতে।

www.BanglaBook.org

মাঝরাত প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু রাজার ছাউনিতে বিশাল ভিড় দেখতে পেল উলফ আর গডউইন। সভাসদেরা আছেন, যোদ্ধাদের বিভিন্ন দলের নেতারা আছে, আছে সেনাপতিরাও। সবাই বড় একটা টেবিল ঘিরে বসেছে, চলছে জরুরি সভা। টেবিলের মাথায় বসে আছেন ওদের রাজা—গাই অভ লুসিনিয়াঁ... দুর্বল-চেহারার একজন মানুষ, চোখ-ধাঁধানো বর্ম পরেছেন। তাঁর বাঁয়ে বসেছেন সাদাচুলো কাউন্ট রেমণ্ড অভ ত্রিপোলি; ডানে... কালো দাড়িঅলা টেম্পলার বাহিনীর প্রধান। সাদা পোশাকের বুকের উপর শোভা পাচ্ছে রক্তলাল একটা ক্রুশ। এই দৃশ্যই স্বপ্নে দেখেছে গডউইন।

উত্তেজিত আলোচনা চলছিল, দুই ভাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ। একটু পর ক্ষান্ত দেয়া হলো বাক-বিতণ্ডায়, সম্ভবত সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে বলেই। রাজা কপালে হাত দিলেন, হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। পরমুহূর্তে দেখতে পেলেন নতমুখে দাঁড়ানো বিশপকে।

'আবার কী?' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ও... যমজ দুই নাইটের ব্যাপারটা? ঠিক আছে, সামনে আসতে বলো ওদের। সংক্ষেপে সারবে, নষ্ট করার মত সময় নেই আমার হাতে।'

দু'পা এগিয়ে রাজাকে সম্মান জানাল উলফ আর গডউইন। এরপর স্বপ্নটার বর্ণনা দিলেন বিশপ এগবার্ট। শুরুতে শ্রোতাদের দু'একজন হেসে উঠল, কিন্তু গডউইনের দৃঢ় চেহারা দেখে একটু পরেই হাসি মিলিয়ে গেল তাদের। পাহাড়ে স্তূপ হয়ে থাকা লাশের কথা শুনে ভীতিও জাগল তাদের চেহারায়। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ালেন রাজা নিজে।

'এসব কি সত্যি, সার গডউইন?' বিশপের বক্তব্য শেষ হলে জানতে চাইলেন তিনি।

'জী, মহানুভব,' স্থির কণ্ঠে বলল গডউইন।

'মুখের কথায় বিশ্বাস করি না,' বলে উঠল টেম্পলার-প্রধান।

www.BanglaBook.org

'পবিত্র ক্রুশের সামনে কসম কাটুক। আত্মা খোয়ানোর ভয়ে মিথ্যে বলার সাহস পাবে না।'

সমস্বরে প্রস্তাবটাতে সম্মতি দিল উপস্থিত সবাই।

ছাউনির একটা অংশকে প্রার্থনাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেখানে চলে গেলেন এক সভাসদ—নাম রুফিনাস, এইকার-এর বিশপ। কাপড়ে ঢাকা একটা বস্তুকে উন্মুক্ত করলেন। কালো হয়ে যাওয়া পুরনো এক ক্রুশ, কিনারায় রত্ন বসানো; এক মানুষ সমান উঁচু, তলার অনেকখানি অংশ ভেঙে গেছে।

ওটাকে দেখামাত্র ছাউনির প্রতিটা মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। সাত শতাব্দী আগে সেইন্ট হেলেনা খুঁজে বের করেছেন এই জিনিস... সেই থেকে পুরো খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয় একে—*ট্রু ক্রস*, বা সত্যিকার ক্রুশ... এর গায়ে বিদ্ধ করেই হত্যা করা হয়েছিল যিশুকে। কোটি কোটি মানুষ একে পুজো করে, হাজার হাজার মানুষ এর জন্য জীবন দিয়েছে; আর আজ... খ্রিস্টান আর মুসলমানদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় সংঘাতের মুহূর্তে একে নিয়ে আসা হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে। কারণ ওদের বিশ্বাস—এই ক্রুশ যারা বহন করবে, তাদেরকে কেউ কখনও পরাজিত করতে পারবে না। প্রয়োজনে স্বর্গের দেবদূতেরা এসে সাহায্য করবে তাদেরকে।

ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভয় নিয়ে ট্রু ক্রসের দিকে তাকাল গডউইন আর উলফ। পেরেকের গর্ত দেখা যাচ্ছে... দেখা যাচ্ছে সেই অংশটাও—যেখানে যিশুর মাথার উপরে মৃত্যুদণ্ডের ফরমান ঝুলিয়ে দিয়েছিল পন্টিয়াস পিলেট। কল্পনার চোখে ক্রুশের গায়ে মৃত্যুপথযাত্রী মহাপুরুষকেও যেন দেখতে পেল দুই ভাই।

একটু পর গমগম করে উঠল টেম্পলার-প্রধানের গলা। 'সার গডউইন ডার্সি এবার পবিত্র ক্রুশ স্পর্শ করে শপথ নিক।'

www.BanglaBook.org

দৃঢ় পায়ে ট্রু ক্রসের দিকে এগিয়ে গেল গডউইন। ওটার গায়ে হাত রেখে বলল, 'আমি শপথ করে বলছি, একটু আগে আপনারা যে-কাহিনি শুনেছেন, তার প্রতিটা বাক্য সত্য। ঘণ্টাখানেক আগে আসলেই আমি ওই দৃশ্যগুলো দেখেছি। হতে পারে, আমার প্রার্থনার জবাব ওগুলো। হয়তো স্বর্গ থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে আমার কাছে—সারাসেনদের হাতে সাচ্চা বিশ্বাসীদের পতন ঠেকানোর জন্য সঙ্কেত দেয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই। এর জন্য যদি অনন্ত নরকবাস পেতে হয়, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এল ছাউনির ভিতরে। বিশপ রুফিনাস আবার ঢেকে দিলেন ক্রুশটা। ওটা চোখের আড়াল হলে। আস্তে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এর মধ্যে কোনও খাদ নেই। সত্যিই স্বর্গ থেকে সতর্কবাণী এসেছে আমাদের কাছে।' মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাঁর। 'কী করা উচিত বলে মনে হয় আপনাদের? স্বর্গের বার্তাকে অগ্রাহ্য করার মত দুঃসাহস দেখাব?'

উঠে দাঁড়াল টেম্পলার-প্রধান। গডউইনের কাহিনি বা শপথে মোটেই প্রভাবিত হয়নি সে। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'স্বর্গের বার্তা, মহানুভব? আমার তো মনে হচ্ছে সালাদিনের বার্তা! বলো, সার গডউইন, কিছুদিন আগে তুমি আর তোমার ভাই কি সালাদিনের অতিথি হিসেবে দামেস্কে ছিলে না?'

'জী, সার,' স্বীকার করল গডউইন। 'তবে যুদ্ধ বাধার আগেই আমরা ওখান থেকে চলে এসেছি।'

'হুম! ওখানে থাকাকালীন তো সালাদিনের দেহরক্ষী হিসেবেও কাজ করেছ বলে শুনেছি।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল গডউইন। লক্ষ করল, সবার দৃষ্টিতে পরিবর্তন এসেছে। ওর অবস্থা দেখে মুখ খুলল উলফ। বলল:

'হ্যাঁ, সুলতানের দেহরক্ষী ছিলাম আমরা। হাসাসিনদের হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে ওঁর প্রাণও বাঁচিয়েছি একবার। এ কোনও গোপন কথা নয়।'

'বাহ্!' বিদ্রূপ ঝরল টেম্পলার-প্রধানের গলায়। 'সালাদিনের প্রাণ বাঁচিয়েছ? আমরা... সাচ্চা খ্রিস্টানরা যেখানে ওর প্রাণ নেয়ার জন্য লড়াই করছি, সেখানে তোমরা করেছ উল্টোটা? এ তোমাদেরকেই মানায়। যা হোক, আরেকটা প্রশ্নের জবাব দাও...'

'জবাবটা কি মুখে, নাকি তলোয়ারে চান, সার টেম্পলার?' রাগী গলায় বলল উলফ। খেপে গেছে।

হাত তুলে ওকে শান্ত থাকতে ইশারা করলেন রাজা।

'আমি খুব সামান্য একটা প্রশ্নের জবাব চাইছি, সার উলফ,' পিত্তি জ্বালানো ভঙ্গিতে বলল টেম্পলার-প্রধান। 'জবাবটা চাইলে তুমিও দিতে পারো, সার গডউইন। বলো... তোমাদের চাচাতো বোন, সার অ্যান্ড্রু ডার্সির মেয়ে রোজামুণ্ড কি সালাদিনের ভাগ্নী নয়? বালবেকের শাহজাদী বানানো হয়েছে ওকে, দামেস্কের প্রাসাদে থাকছে... এসব কি মিথ্যে?'

'সবই সত্য,' বলল গডউইন। 'আমাদের চাচাতো বোন ও। বালবেকের শাহজাদী... সালাদিনের ভাগ্নী। কিন্তু এ-মুহূর্তে দামেস্কে নেই ও।'

'কীভাবে তা জানো?'

'আমি স্বপ্নে দেখেছি ওকে—সালাদিনের শিবিরে একটা তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে।'

হাসি-ঠাট্টা শুরু হয়ে গেল সভাসদদের মধ্যে। কিন্তু নিশ্চল ভঙ্গিতে গডউইন বলল, 'ওই শিবিরের পাশেই আমি সবার লাশ দেখেছি, সার টেম্পলার। আপনিও দেখবেন, যখন সেই ভয়াবহ সময়টা ঘনিয়ে আসবে। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি!'

হাসি থেমে গেল। শুরু হলো গুঞ্জন। নানা রকম মন্তব্য করছে সবাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শয়তানের দূত!'

'গুপ্তচর! নিশ্চয়ই সারাসেনদের হয়ে কাজ করছে!'

'না, এ হলো কালো জাদু! কোনও সন্দেহ নেই!'

নির্বিকার রইল কেবল টেম্পলার-প্রধান। মনে ভয়-ডর বলে কিছু নেই তার। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না।

'আমাকে অবিশ্বাস করছেন?' বলল গডউইন। 'তা হলে বলুন, এক ঘণ্টা আগে আপনি আর কাউন্ট রেমণ্ড যে তর্কাতর্কি করছিলেন, তা কীভাবে জানলাম? কাউন্ট তাঁর তলোয়ারটা রেখে দিয়েছিলেন এই টেবিলের উপর, তাই না? আমি তো তখন পাহারায় ছিলাম... পাহাড়ের উপরে! নিশ্চয়ই ভাবছেন না, ওখান থেকে সব দেখতে পেয়েছি?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সভাসদরা। রাজার দিকে ফিরে টেম্পলার-প্রধান বলল, 'এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। গত এক ঘণ্টায় বহু লোক এখানে ঢুকেছে-বেরিয়েছে। তাদের কারও মুখে ঘটনাটা শুনতে পারে এই নাইট। মহানুভব, খামোকা ওকে নিয়ে সময় নষ্ট করছি আমরা। এই দুই ভাইয়ের যে সালাদিনের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে, তা তো সবাই জানে। না থাকলেই বা কী এসে-যায়? যে-কেউ এসে আজগুবি গপ্পো শোনালেই নেচে উঠতে হবে নাকি আমাদের?'

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল উলফ। 'আর একটা বাজে কথা বললে আমার তলোয়ারের সামনে দাঁড়াতে হবে তোমাকে।'

ওর হুমকিকে পাত্তা দিল না টেম্পলার-প্রধান। বলল, 'মহানুভব, আপনার সিদ্ধান্ত জানান। হাতে সময় নেই। কয়েক ঘণ্টা পরেই ভোরের আলো ফুটবে। তখন কি সালাদিনের উদ্দেশে আমরা সাহসী যোদ্ধার মত এগোব, নাকি কাপুরুষের মত মুখ গুঁজে পড়ে থাকব এখানে?'

রাজা কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়ালেন কাউন্ট রেমণ্ড অভ ত্রিপোলি। বললেন, 'মহানুভব, অনুমতি পেলে আমি দুটো কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে চাই। বয়স কম হয়নি আমার, সম্ভবত এবারই আমার শেষ লড়াই। সারাসেনদেরকে ভাল করে চিনি আমি। আমার শহর তছনছ করে দিয়েছে ওরা, নৌকা-জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে; ধরে নিয়ে গেছে আমার বউকে। জলদি কিছু করতে না পারলে হার স্বীকার করতে হবে আমাকে। এতসব সমস্যা... তবু একটা মিনতি করব আপনাকে। টাইবেরিয়াস ধ্বংস হয়ে যাক, আমার গলায় দাসত্বের শেকল পড়ুক... তাও মরুভূমির উপর দিয়ে সালাদিনের উপর হামলা চালাবেন না আপনি! আপনার এই বাহিনীই খ্রিস্টধর্মের শেষ ভরসা... এই পুণ্যভূমিতে আর কোনও ধর্মযোদ্ধা অবশিষ্ট নেই। জেরুসালেমের কোনও ঢাল নেই এই বাহিনী ছাড়া। সুলতান সালাদিনের বাহিনী অনেক বড়, তার যোদ্ধাদের দক্ষতা তুলনাহীন। সেধে ওদের উপর হামলা করার কোনও মানে হয় না। যদি কিছু করতেই চান, এখানে অপেক্ষা করুন। ও-ই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসুক। তখন ক্রুশের জয় হবে। কিন্তু যদি আপনি ও-কাজ করতে যান, তা হলে সিরিয়ার মাটি থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে খ্রিস্টধর্মের নাম-নিশানা। এই নাইটের দেখা দুঃস্বপ্নই বাস্তবে পরিণত হবে। আর কিছু বলার নেই আমার।'

কাউন্টের কথা শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল টেম্পলার-প্রধান। 'মহানুভব, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই—এই দুই নাইটের মত কাউন্ট রেমণ্ডও সালাদিনের পুরনো দোস্ত। ওর কাপুরুষোচিত পরামর্শ মেনে নেবেন না! অভিশাপ পড়ুক এই বেঈমানদের উপর, যারা ক্রুশের অবমাননা করতে চায়! আপনি অভিযান শুরুর হুকুম দিন। কোনও ভয় নেই। পবিত্র ক্রুশ আমাদের সঙ্গে আছে!'

হৈচৈ শুরু হয়ে গেল উপস্থিত সবার মধ্যে। পরিষ্কার দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল গাই উইনের পক্ষে, অন্যরা সমর্থন করছে টেম্পলার-প্রধানকে।

www.BanglaBook.org

'থামুন আপনারা!' একটু পর গর্জে উঠলেন রাজা। 'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি। কাল ভোরে আমাদের অভিযান শুরু হবে। কাউন্ট রেমণ্ড আর এই দুই নাইট যদি যেতে না চায়, তা হলে এখুনি বাহিনী ছেড়ে চলে যেতে পারে।'

'না, মহানুভব,' বললেন কাউন্ট। 'আমি আপনার সঙ্গে যাব... পরিণতি যা-ই হোক না কেন।'

'আমরাও যাব,' সুর মেলাল গডউইন। 'প্রমাণ করে দেব, সালাদিনের চর নই আমরা।'

সভা ভেঙে গেল। রাজাকে সম্মান দেখিয়ে একে একে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল সবাই। উলফ আর গডউইনও বেরুল, সঙ্গে বিশপ এগবার্ট। বিষণ্ন হয়ে গেছেন তিনি, চোখেমুখে শঙ্কা।

'দুঃখ পাবেন না, ফাদার,' তাঁকে সান্ত্বনা দিল উলফ। 'লড়াইয়ের আনন্দ নিয়ে ভাবুন... শত্রুকে হত্যা করার আনন্দ। পরে দুঃখ এলে আসুক।'

'লড়াইয়ের মাঝে আমি কোনও আনন্দ দেখি না,' বিমর্ষ কণ্ঠে জানালেন এগবার্ট।

রাতটা কোনোরকমে কাটল। ভোর হতেই ঝটপট তৈরি হয়ে নিল দু'ভাই। ঝর্ণার ধারে গিয়ে আগুন আর ধোঁয়ার গা ধুয়ে দিল, ঠিকঠাক করে নিল নিজেদের বর্ম। পানি খেল ওরা, খাওয়াল ঘোড়াদুটোকেও। মদ রাখার চারটা বড় বড় থলে জোগাড় করল উলফ, সবগুলো ভরে নিল পানি দিয়ে। দুটো করে বাঁধল আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে। এ-ছাড়া বোতল-ভর্তি পানিও নিল ও। বলল:

'অন্তত তেষ্টায় মরব না আমরা।'

প্রস্তুতি নেয়া শেষে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিল দুই নাইট, সাহায্য করল শিবির গোটাতে। একটু পর রওনা হয়ে গেল বিশাল বাহিনীটা। সৈনিকদের চোখে-মুখে বিষাদের

www.BanglaBook.org

ছায়া—গডউইনের স্বপ্নের কথা চাউর হয়ে গেছে সবখানে। আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

নাইটদের বহরের সঙ্গে মিলিত হলো উলফ আর গডউইন, সঙ্গে রয়েছেন বিশপ এগবার্ট। নিরস্ত্র তিনি, একটা খচ্চরের পিঠে চড়েছেন। শোভাযাত্রার মাঝখানে রয়েছেন রাজা গাই অভ লুসিনিয়াঁ, তাঁকে ঘিরে রেখেছে নাইটরা। খানিক পরেই অশ্বারোহী পাঁচশো টেম্পলার যোগ দিল শোভাযাত্রায়। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কাল রাতের সেই অহঙ্কারী টেম্পলার-প্রধান। আগুন আর ধোঁয়ার পিঠে বাঁধা পানির থলেগুলো দেখে হেসে উঠল সে। বলল:

'বীর যোদ্ধাদের মাঝে এই পানি-বহনকারীরা কী করছে?'

হেসে উঠল নাইট আর টেম্পলাররা। চারপাশ থেকে ভেসে এল নানা রকম টিটকিরি। রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল উলফ, কিন্তু গডউইন বাধা দিল ওকে।

বলল, 'চলো, পিছনে যাই। ওখানে অন্তত এমন অপমানিত হব না।'

মিছিল থেকে বেরিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজনে। পবিত্র ক্রুশকে পার হতে দেখল, বর্ম পরে ওটাকে পাহারা দিচ্ছেন বিশপ অভ এইকার। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল ওরা।

ক্রুশ পেরিয়ে গেলে উদয় হলো রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ—সুলতান সালাদিনের প্রধান শত্রু... যার কারণে এই যুদ্ধ বেধেছে। ওদেরকে দেখতে পেয়েই সে চেঁচাল, 'নাইটেরা, যে-যাই বলুক, তোমাদেরকে সাহসী যোদ্ধা বলে জানি আমি। চলে এসো আমার দলে। এখানে যথাযোগ্য সম্মান পাবে তোমরা।'

'চলো,' ভাইকে বলল গডউইন। 'অন্তত একজন তো স্বেচ্ছায় ডাকছে আমাদেরকে।'

রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ-র দলে ভিড়ে গেল ওরা।

www.BanglaBook.org

জলাশয় আছে বলে *কেনা*-য় প্রথমবারের মত যাত্রাবিরতি করল খ্রিস্টান বাহিনী। কিন্তু জুলাইয়ের তীব্র গরমে সৈন্যরা তখন এমন ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে গেছে যে, বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল। খুব শীঘ্রি খালি হয়ে গেল পুরো জলাশয়। কৃচ্ছতা সাধন করল না কেউ, ফলে অনেকেই বঞ্চিত হলো পানি থেকে। ওখান থেকে মরুভূমির মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল সৈন্যরা—এই মরুভূমি টাইবেরিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আর সেটার মাশুল দিতে হলো খুব শীঘ্রি।

সারাসেন সৈন্যরা চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে শুরু করল খ্রিস্টান বাহিনীর উপর। ঝড়ের মত আসে ওরা, ঝটিকা আক্রমণ চালায়। পাল্টা আঘাত হানার আগেই আবার কেটে পড়ে। বাহিনীর অগ্রভাগে থাকা কাউন্ট রেমণ্ডের দল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো এই হামলাতে। বর্শা আর তীর ছুঁড়ে তাঁর প্রচুর সৈন্যকে ঘায়েল করল সারাসেনরা। এরপর মনোযোগ দিল একেবারে পিছনের দলের উপর... যেখানে তুর্কি সেনা, কিছু সংখ্যক টেম্পলার আর রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ-র যোদ্ধারা আছে। ক্ষয়ক্ষতি এখানেও হলো, তবে তুলনামূলকভাবে কম।

ধীরে ধীরে সারাসেনদের চোরাগোপ্তা হামলার চেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিল প্রকৃতি। দিনভর ছন্নছাড়ার মত এগোয় খ্রিস্টান যোদ্ধারা, প্রখর রোদে বর্মের তলায় ভাজা ভাজা হতে থাকে। সন্ধ্যা নামলেই মরুভূমির মেঝেতে আছড়ে পড়ে, চিৎকার করে পানি চায়। কিন্তু কপাল খারাপ, ওদের ত্রিসীমানায় কোনও পানির উৎস নেই।

খ্রিস্টান বাহিনীর পুরো বিন্যাস নষ্ট হতে সময় লাগল না। সারাসেনদের অবিরাম হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ল পিছনের বাহিনী। রাজাকে নিয়ে এগোতে থাকা সামনের অংশের সঙ্গে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হলো। নির্দেশ এল দ্রুত এগোনোর, কিন্তু তীব্র গরমে শ্রান্ত সৈনিকদের পক্ষে গতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ানো একেবারেই অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত *মারেস্কালশিয়া* নামে মরুভূমির এক জায়গায় শিবির ফেলা হলো, জানিয়ে দেয়া হলো—পুরো বাহিনী একত্র না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না কেউ। কাউন্ট রেমণ্ডের বাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে খবর দেয়া হলো ফিরে আসার জন্য।

প্রায় একই সময়ে শিবিরে পৌঁছুল সামনের আর পিছনের দল। কাউন্টকে একদল আহত সৈনিক নিয়ে ফিরতে দেখল উলফ আর গডউইন। রাজার সামনে গিয়ে তাঁকে অনুনয় করতে শুনল—যেভাবে হোক, এগোনোর আদেশ দিলেন তিনি। সামনে এক হ্রদ আছে, ওখানে পৌঁছুতে পারলে বেঁচে যাবে ওরা। কিন্তু তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন গাই অভ লুসিনিয়াঁ। জানিয়ে দিলেন, এ-মুহূর্তে সৈন্যদের পক্ষে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়।

নিজের বাহিনীর কাছে ফিরে এসে হাহাকার করে উঠলেন কাউন্ট অভ ত্রিপোলি, 'হায়! সব আশা শেষ! আমরা মরব! খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের পতন ঘটল!'

সেই রাতে কেউ ঘুমাতে পারল না। বুকফাটা তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখল সবাইকে। উলফ আর গডউইনকে নিয়ে কেউ আর ঠাট্টা করছে না, বরং বুঝতে পারছে—ঘোড়ার পিঠে বোঝার মত পানির থলে এনে ওরা কত ভাল করেছে। উচ্চপদস্থ লোকজনকে ভিখিরির মত হাত পাততে দেখা গেল ওদের সামনে, অনুনয়-বিনয় করে এক চুমুক পানি চাইছে। নিজেদের, আর ঘোড়াদুটোর চাহিদা মিটিয়ে যতটুকু পারল সাহায্য করল দুই ভাই; কিন্তু তা খুব বেশি নয়। ইতোমধ্যে দুটো থলে শেষ হয়ে গেছে ওদের। তৃতীয়টা ফুটো করে দিয়েছে এক চোর, গোপনে পানি খেতে এসে সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে ব্যাটা। বাকি আছে একটামাত্র থলে, সেটাকে যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছে দুই ভাই। জানিয়ে দিয়েছে, কেউ ধারে-কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করলে খুন করে ফেলবে।

www.BanglaBook.org

রাতভর শোনা গেল পানির জন্য তৃষ্ণার্ত সৈনিকদের আহাজারি। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত উদয় হলো সারাসেনরা। আগুন ধরিয়ে দিল চারপাশের শুকনো ঘাসে। ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল পুরো শিবির, দেখা দিল শ্বাসকষ্ট। স্রেফ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল হতভাগ্য মানুষগুলো।

অবশেষে ভোরের আলো ফুটল। যুদ্ধের বিন্যাসে সাজানো হলো পুরো বাহিনীকে। দুই সারিতে দাঁড় করানো হলো যোদ্ধাদের... মানে যারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে আর কী। কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকে বেহুঁশ হয়ে উল্টে পড়ল যাত্রা শুরুর আগে। সারাসেনরা শুরুতে হামলা চালাল না, ওরা জানে—সূর্যের তেজ ওদের অস্ত্রের চেয়ে অনেক মারাত্মক। তাই রোদ ওঠার অপেক্ষায় থাকল।

উত্তরমুখী পথে এগোতে শুরু করল খ্রিস্টান বাহিনী, দুপুর নাগাদ পড়ল শত্রুদের মুখে। এতদিন ছোটখাট হামলা হয়েছে, কিন্তু এবার করা হলো পুরোদস্তুর আক্রমণ। দূর থেকে ওদেরকে লক্ষ্য করে ছুটে এল হাজার হাজার তীর। আকাশ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল তীরের তলায়।

তীরের পর ছুটে এল সারাসেন যোদ্ধারা। শুরু হলো সম্মুখ-সমর। আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণের বন্যা বয়ে গেল। কখনও এ-পক্ষ ধাওয়া করছে ও-পক্ষকে; কখনও বা ও-পক্ষ ধাওয়া করছে এ-পক্ষকে। যুদ্ধ-হুঙ্কারে কেঁপে উঠল ধরণী। তারচেয়েও জোরে বাজল পানির জন্য হাহাকার। লড়াইয়ে কী ঘটল না ঘটল, তা ঠিকমত বুঝতে পারল না উলফ বা গডউইন। ধোঁয়া আর ধুলোর পর্দায় সংকুচিত হয়ে আছে ওদের দৃষ্টিশক্তি। চোখের সামনে শত্রু দেখলে খালি লড়াই করে বেড়াল।

সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই হলো অনেকটা সময়, এরপর এল এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ। পাগলের মত লড়ল দু'ভাই। সামনে যাকে পেল তাকেই খতম করল। কিন্তু ও-পর্ব শেষ হলে

www.BanglaBook.org

নিজেদেরকে আবিষ্কার করল খাড়া এক পাহাড়ের উপর, বাহিনীর টিকে থাকা সহযোদ্ধাদের সঙ্গে; চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অগণিত লাশ। পাহাড়ের গোড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সারাসেনরা।

'ক্রুশ! ক্রুশ! ক্রুশের তলায় জড়ো হও সবাই!' চিৎকার করে উঠল কে যেন।

মাথা ঘোরাতেই বড় একটা পাথরের উপর ট্রু ক্রসকে দেখতে পেল উলফ আর গডউইন। পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছেন বিশপ অভ এইকার। একটু পর ঘন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল পাহাড়ের ওই অংশ, দৃশ্যটা হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

এবার শুরু হলো মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইগুলোর একটা। দফায় দফায় হাজার হাজার সারাসেন আক্রমণ চালাল পাহাড়ে, মরিয়ার মত লড়ে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করল দুঃসাহসী ফ্র্যাঙ্করা। পানির তেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারা।

হঠাৎ দাড়িঅলা এক যোদ্ধার মুখোমুখি হলো দুই ডার্সি—টেম্পলার বাহিনীর সেই অহঙ্কারী প্রধান! ওদেরকে চিনতে পেরে আকুতি ফুটল তার কণ্ঠে, মনে পড়ে গেছে—এদের সঙ্গে পানির থলে ছিল।

'যিশুর দোহাই! একটু পানি দাও আমাকে!'

দ্বিরুক্তি না করে যতটুকু পানি ছিল, সব তাকে খাওয়াল ওরা। যেন প্রাণশক্তি ফিরে এল টেম্পলার প্রধানের শরীরে। নতুন উদ্যমে হাঁকডাক ছেড়ে ঢাল ধরে নেমে গেল সে। যাবার আগে ওদেরকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না।

পাশ থেকে এমন সময় ভেসে এল নাজারেথের বিশপের কণ্ঠ। ভয়াল লড়াইয়ের মাঝেও দুই নাইটের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'এখান থেকে শান্তির

www.BanglaBook.org

বাণী প্রচার করেছিলেন যিশু। ...এখানেই আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন তিনি... তা হতে পারে না!'

সারাসেনদের পাহাড়ের নীচে যখন ঠেকিয়ে রাখছে টেম্পলাররা, তখন রাজার ছাউনি খাড়া হতে দেখল দু'ভাই। পবিত্র ক্রুশের পাথরটার চারপাশ ঘিরে খাটানো হচ্ছে আরও কিছু তাঁবু।

'ব্যাপার কী?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল উলফ। 'এখানে ক্যাম্প করছে নাকি ওরা?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'বোধহয় ক্রুশের চারপাশে একটা ব্যূহ তৈরি করতে চাচ্ছে। তাতে কোনও লাভ নেই। আমার স্বপ্নে এই পাহাড়টাই দেখেছি... কোনও সন্দেহ নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল উলফ। 'অন্তত বীরের মত মরব আমরা। সেটাই বা কম কীসে?'

একটু পর চরম আঘাত হানল শত্রুরা। পাহাড়ের পাশ থেকে পাক খেয়ে উঠে এল ঘন কালো ধোঁয়া, আর তার আড়াল নিয়ে আক্রমণ চালাল সারাসেন বাহিনী। তিনবার এল ওরা, তিনবার ফেরানো হলো ওদের। চতুর্থবার আর লড়বার শক্তি রইল না ফ্র্যাঙ্কদের—পানিহীন এই হ্যাটিনের পাহাড়ে তৃষ্ণার কাছে পরাজিত হলো তারা। মাটিতে আছড়ে পড়ল ঝরা পাতার মত; খুন হতে থাকল প্রতিরোধ গড়া ছাড়াই। প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেদ করে একদল অশ্বারোহী সারাসেন পৌঁছে গেল তাঁবুগুলোর কাছে; হামলা করল রাজকীয় ছাউনির উপর। এদিক-সেদিক দুলল ওটা, কিছুক্ষণের মধ্যে অবলম্বন হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। রাজা গাই আটকা পড়ে গেলেন তার ভিতর।

ক্রুশের তলায় তখনও প্রবল বিক্রমে লড়ে চলেছেন বিশপ রুফিনাস। হঠাৎ একটা তীর এসে বিঁধল তাঁর গলায়। হাত-পা ছড়িয়ে ভূপাতিত হলেন তিনি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পাথরের উপর উঠে পড়ল সারাসেনরা, পবিত্র ক্রুশকে ছুঁড়ে ফেলল নীচে। থুতু

www.BanglaBook.org

ছিটাল ওটার গায়ে। তারপর ঘাড়ে তুলে হাসিঠাট্টা করতে করতে নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। নিজেদের শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে খ্রিস্টানদের অমূল্য সম্পদ। ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর যারা এখনও জীবিত, তারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল এই দৃশ্য। যিশুর পবিত্র প্রতীকের এমন অবমাননা হচ্ছে, তা বিশ্বাস হতে চায় না। বিড়বিড় করে দৈব-সাহায্য চাইল, কিন্তু হায়... তাদের প্রার্থনার জবাবে নীরব রইল স্বর্গ। লজ্জা আর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ফ্র্যাঙ্করা।

'যথেষ্ট অনাচার দেখেছি,' হঠাৎ বলে উঠল গডউইন। ওর কণ্ঠ আশ্চর্যরকম শান্ত। 'এখন আমাদের মরার সময়। এসো, তার আগে এমন কিছু করে যাই, যাতে পুরো এসেক্সের মানুষ মনে রাখে আমাদেরকে।'

'কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

প্রান্তরের দিকে আঙুল তুলল গডউইন। সুলতানের ব্যক্তিগত বাহিনী... মামেলুকদের একটা দল দেখা যাচ্ছে ওখানে। মাঝখানে উপস্থিত স্বয়ং সালাদিন। ভিড়ের কেন্দ্রে তাঁর পতাকা উড়ছে।

'ওখানে হামলা চালাবার মত শক্তি কেবল আমাদের অবশিষ্ট আছে,' বলল গডউইন। 'চলো, চেষ্টা করে দেখি, মরার আগে সালাদিনকেও সঙ্গে নেয়া যায় কি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল উলফ। পরমুহূর্তে একযোগে চিৎকার করল দুই ভাই, 'ডার্সি! ডার্সি!! ডার্সির মুখোমুখি হও... মৃত্যুর মুখোমুখি হও!'

ঢাল ধরে দুরন্ত ঝড়ের মত ছুটল আগুন আর ধোঁয়া, চোখের পলকে নেমে এল প্রান্তরে। সারাসেনদের প্রতিরোধ তছনছ করে এগোতে থাকল। চারদিক থেকে ঝলসে উঠল তলোয়ার, ছুটে এল তীর... আহত হলো দুই নাইট, আহত হলো ওদের বাহন... কিন্তু থামল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল মামেলুক রক্ষীদের উপর। খেপা দুই নাইটকে ঠেকাতে ব্যর্থ হলো তারা, চারদিকে ছিটকে পড়ল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাশের পর লাশ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল, সরাসরি সুলতানের দিকে ছুটে যাচ্ছে ওরা। নিজের বিখ্যাত সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন তিনি। একপাশে তাঁর তরুণ পুত্র, অন্যপাশে আমির আল-হাসান।

'সালাদিন তোমার, হাসান আমার,' চেঁচাল উলফ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হাহাকার করে উঠল পুরো মুসলিম ফৌজ। দু'জন পাগলাটে নাইট নাগাল পেয়ে গেছে প্রাচ্যের অধিপতির। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভূপাতিত হলো সালাদিনের ঘোড়া... সুলতানকে নিয়ে! মনে হলো সব শেষ, কিন্তু আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল সালাদিনের শরীরে। গড়ান দিয়ে সরে গেলেন গডউইনের তলোয়ারের সামনে থেকে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঠেকাতে শুরু করলেন হামলা। কিছুক্ষণের মধ্যে একদল মামেলুক পৌঁছে গেল তাঁকে সাহায্য করার জন্য। একযোগে তারা আক্রমণ করল গডউইনের উপর।

রক্তাক্ত হয়ে গেল দুরন্ত ঘোড়া আগুনের শরীর, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। মরতে বসেছে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল গডউইন। তলোয়ার বাগিয়ে ধরল সালাদিনের দিকে। চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলল মামেলুকরা। এতক্ষণে এই দুঃসাহসী নাইটকে চিনতে পারলেন সুলতান।

'সাবাস, সার গডউইন! সাবাস!' প্রশংসা করলেন সালাদিন। 'দারুণ দেখিয়েছ। কিন্তু এবার আত্মসমর্পণ করো। তুমি হেরে গেছ।'

'মরার আগে হার মানছি না!' খেপাটে গলায় বলল গডউইন।

'দেখা যাক!' হাসলেন সুলতান।

পরমুহূর্তে গডউইনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মামেলুকরা। এতজনের সঙ্গে একা পেরে ওঠা কঠিন; খুনই হয়ে যেত বেচারা; কিন্তু সুলতানের মনে অন্যরকম ইচ্ছে থাকায় বেঁচে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধস্তাধস্তি করে ওর হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিল মামেলুকরা। তারপর বেঁধে ফেলল হাত।

উলফ অবশ্য ধরা পড়েনি। ওর ঘোড়া ধোঁয়া ধূলিশয্যা নিয়েছে আল-হাসানের উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে। তরুণ নাইট এখন একাই লড়ে যাচ্ছে খুনে মামেলুকদের বিরুদ্ধে। ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে দূর থেকে ওকে দেখছে আমির।

দম ফেলার একটু সুযোগ পেতেই চেঁচিয়ে উঠল উলফ, 'আল-হাসান, ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছ? সাহস থাকে তো সামনে এসো! বিষাক্ত মদের দাম চুকাতে চাই আমি।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল আল-হাসানের। 'অ্যাই, তোমরা সরো ওঁর সামনে থেকে,' নির্দেশ দিল মামেলুকদের। তাকাল সালাদিনের দিকে। 'হুজুর, আমার একটা আর্জি আছে। এই নাইটের সঙ্গে পুরনো একটা হিসেব চুকাতে চাই আমি। এখানে... এখুনি! ন্যায়ের লড়াই এটা, তাই আমার অনুরোধ, আপনি আদেশ দিন—এর মাঝে আর কেউ নাক গলাবে না। যদি ন্যায্যভাবে আমাকে পরাস্ত করতে পারে এই নাইট, তার জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে না।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালেন সুলতান। 'আমি শুধু ওকে বন্দি করব। ওর ভাইও তো বন্দিই হয়েছে। পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে এটুকু করা আমার দায়িত্ব। বিশেষ করে এরা যেহেতু আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে অতীতে। কে আছ, সার উলফকে একটু পানি খেতে দাও। ঠিকমত যাতে লড়াই করতে পারে।'

পেয়ালায় ভরে পানি দেয়া হলো উলফকে; গডউইনও পেল। শত্রু হলেও ওদেরকে শ্রদ্ধা করছে মামেলুকরা। ভুলে যায়নি, কিছুদিন আগে দু'ভাই ওদেরই পক্ষে ছিল। একটু আগে যে-দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে, সেটাও প্রশংসার দাবিদার।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল আল-হাসান। বলল, 'আপনার ঘোড়াটা মরে গেছে, সার উলফ। লড়াই তাই মাটিতেই

www.BanglaBook.org

হওয়া ভাল।'

'বরাবরের মত তোমার বদান্যতায় মুগ্ধ হচ্ছি!' টিটকিরির সুরে বলল উলফ। 'এমনকী ওই বিষাক্ত মদও তুমি উপহার হিসেবে দিয়েছিলে আমাদের।'

'এই বদান্যতাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবেন,' হাসল আমির।

পরস্পরের মুখোমুখি হলো ওরা। সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত। হ্যাটিনের পাহাড়ে তখনও শেষ হয়নি লড়াই। পোড়া ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মাঝে একাকী কিংবা দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করছে শেষ ফ্র্যাঙ্করা, সারাসেনদের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে খুন হয়ে যাচ্ছে নির্মমভাবে, কিংবা বন্দিত্ব বরণ করে নিচ্ছে। প্রান্তরে পাইকারী হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে পদাতিক সৈন্যদল; জ্যান্ত রক্ষা পাচ্ছে কেবল নেতৃস্থানীয়রা—আটক করা হচ্ছে তাদের। মিছিল করে সারাসেন শিবিরকে প্রদক্ষিণে ব্যস্ত ছোট আরেকটা দল—কবজা করা ট্রু ক্রস দেখাচ্ছে সবাইকে। ওদের সঙ্গে বন্দি রাজা আর তার ঘনিষ্ঠ নাইটরা রয়েছে।

উষর প্রান্তর লাল হয়ে গেছে রক্তে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বিজয়ের উল্লাস আর পরাজয়ের আহাজারি। এরই মাঝে... উৎসাহী দর্শক পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—খ্রিস্টান আর মুসলিমদের চরম লড়াইয়ের দুই প্রতিনিধির মত। একপাশে সারাসেন আমির—বর্মের উপরে সাদা আলখাল্লা, মাথায় রত্ন-বসানো পাগড়ি; অন্যদিকে দুঃসাহসী নাইট—যুদ্ধাঘাতে তোবড়ানো বর্ম, লাল মুখ, আর দু'চোখে খুনের নেশা।

আসল যুদ্ধের কথা ভুলে গেছে সবাই। মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে আল-হাকান আর উলফের ব্যক্তিগত সংঘাত।

'ভাল লড়াই হবে,' গডউইনের কানের কাছে ফিসফিস করল

www.BanglaBook.org

এক মামেলুক। 'তোমার ভাই ভাল যোদ্ধা, তার ওপর আহত সিংহের মত হিংস্র। কিন্তু আমাদের আমির পুরোপুরি সুস্থ, তরতাজা। দেখা যাক কে জেতে!'

শুরু হলো লড়াই। প্রথম আঘাতটা হানল আল-হাসান। বিদ্যুৎবেগে নড়ল সে, আহত উলফের পক্ষে তাল মেলানো সম্ভব হলো না। খোঁচা মেরে ওর তলোয়ারের ফলা সরিয়ে দিল আমির, কোপ মারল অরক্ষিত ঘাড়ে। কোনোমতে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাল উলফ, গলা আর ঘাড়ের উন্মুক্ত জায়গাটার বদলে আঘাত বরণ করে নিল নিজের কাঁধে। ঠনাৎ করে বিকট শব্দ হলো লোহার সঙ্গে লোহার সংঘর্ষের। তুবড়ে গেল উলফের বর্মের কাঁধের অংশটা। আবার একই ভঙ্গিতে তলোয়ার চালাল আমির, ঢাল তুলে সেটা ঠেকাল উলফ। ঠেকাল... কিন্তু আঘাতের তীব্র ধাক্কা সইতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে।

'তোমার ভাই কাহিল হয়ে গেছে,' গডউইনকে বলল পাশের মামেলুক। 'ওর কোনও আশা নেই!'

'অপেক্ষা করো,' শান্ত গলায় বলল গডউইন।

ওর কথা শেষ না হতেই সাপের মত মোচড় দিল উলফের দেহ, সরে গেল আল-হাসানের তৃতীয় আঘাতের সামনে থেকে। ব্যর্থ হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল আমির, এই সুযোগে উঠে দাঁড়াল ও। দৌড়ে চলে গেল দশ কদম দূরে। হৈ হৈ করে উঠল সারাসেন দর্শকরা। ভাবছে, পালাবার চেষ্টা করছে উলফ।

ওদের ভুল ধারণা ভেঙে দিল তরুণ নাইট। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সরে এসেই উল্টো ঘুরে দাঁড়াল। খেপাটের মত ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের ঢাল। তারপর ওর প্রাচীন তলোয়ারটা দু'হাতে উঁচু করে হুঙ্কার ছাড়ল, 'ডার্সি! ডার্সি!!'

হতচকিত হয়ে ওর দিকে তাকাল আমির, পরমুহূর্তে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উলফ... ঠিক যেভাবে শিকারের উপর ঝাঁপ

www.BanglaBook.org

দেয় আহত সিংহ। যেন অসুরের শক্তি ভর করল ওর গায়ে, দু'হাতের মুঠোয় চরকির মত ঘুরতে শুরু করল তলোয়ার। এত দ্রুত যে চোখেই দেখা যাচ্ছে না। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল আল-হাসানের—এমন কিছু ঘটবে, ভাবতে পারেনি। শ্রান্ত নাইটের কাছে এই কৌশল আশা করা যায় না। বুঝতে পারছে, ঘুরন্ত ওই তলোয়ারকে নিজের তলোয়ার দিয়ে ঠেকানো যাবে না। হাতের ঢাল আঁকড়ে ধরল, উলফ সামনে আসতেই ওটা তুলে ঠেকাতে গেল আঘাত।

কড়াৎ করে শব্দ হলো। দর্শকদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দু'টুকরো হয়ে গেল আল-হাসানের ঢাল। তাতে সন্তুষ্ট হলো না উলফ, উপর্যুপরি আঘাত করে চলল। প্রচণ্ড তাণ্ডবের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে গেল আমিরের প্রতিরোধ। দ্বিতীয় আঘাতে পাগড়ি উড়ে গেল তার, তৃতীয় আঘাতে ডানহাতের পেশি কেটে রক্ত ছুটল, চতুর্থ আঘাত ঠেকাতে গিয়ে পিছন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাল সামলানোর চেষ্টা করছে সে, এমন সময় চরম আঘাত হানল উলফ। বর্শার মত ঘ্যাচ করে তলোয়ারের ডগা চালাল প্রতিপক্ষের বুকে। বক্ষাবরণ ভেদ করে ঢুকে গেল ফলা। কেঁপে উঠল আল-হাসানের দেহ। উলফ তলোয়ার বের করে নিতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটিতে। বুকের ক্ষত দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। অবিশ্বাসের চোখে তাকাল ওদিকে, তারপর হাত থেকে ফেলে দিল তলোয়ার। পরাজয় মেনে নিয়েছে।

গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মাঝে। প্রিয় আমিরের দশা দেখে শোকে ভেঙে পড়ল সারাসেনরা। হাতছানি দিয়ে উলফকে কাছে ডাকল আল-হাসান। তারপর ধপ্ করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল উলফ।

'চমৎকার আঘাত,' দুর্বল কণ্ঠে বলল আল-হাসান, 'দামেস্কের সেরা বক্ষাবরণ ভেদ করে দিয়েছেন, সার উলফ। এমন আঘাতে মরতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার! অনেক আগেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছিলাম, আপনার তলোয়ারের সামনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি। আজ তা সত্যি হলো। বিদায়, সাহসী নাইট। আশা করি, বেহেশ্‌তে আবার দেখা হবে আমাদের। আমার পাগড়িতে একটা দামি রত্ন আছে, ওটা খুলে নিন। আমার পারিবারিক প্রতীক ওটা, আপনাকে উপহার হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি। পরবেন ওটা, মনে রাখবেন আমাকে। আল্লাহ্ আপনাকে অনন্ত সুখ দিন।'

বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল উলফের। মৃত্যুপথযাত্রী আমিরের মাথা নিজের কোলে তুলে নিল ও। সুলতান সালাদিন এগিয়ে এলেন, কথা বললেন আল-হাসানের সঙ্গে। একটু পর নিথর হয়ে গেল দেহটা।

এভাবেই মারা গেল আল-হাসান। সেই সঙ্গে শেষ হলো হ্যাটিনের যুদ্ধ। প্রাচ্যে খ্রিস্টানদের আধিপত্য খর্ব হলো চিরতরে।

উনিশ

আসকালনের প্রাচীর

আল-হাসান মারা যেতেই পাশ ফিরে আবদুল্লাহ্ নামে মামেলুক বাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের দিকে ইশারা করলেন সালাদিন। আমিরের পাগড়ি থেকে একটা রত্ন খুলে নিল সে, তুলে দিল উলফের হাতে। আকাশের তারার মত আকৃতি ওটার—বড় একটা চুনিপাথরকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট অনেকগুলো হীরা।

লোভাতুর চোখে রত্নটার দিকে তাকাল আবদুল্লাহ্। বিড়বিড় করে বলল, 'কী কপাল! এক অবিশ্বাসী কিনা পরবে *হাসানের*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারকা... হাসান পরিবারের সৌভাগ্য!'

কথাটা শুনতে পেল উলফ। কিন্তু কিছু বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে সালাদিনের দিকে ফিরল। আমিরের লাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার শপথ আমি পালন করেছি, সুলতান। এর জন্য যদি শাস্তি দিতে চান, দিতে পারেন।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন সালাদিন। 'তোমাদের দু'ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। প্রাণ বাঁচিয়েছ তোমরা আমার, তাই তোমাদের প্রাণ নিতে পারি না... আমার বাহিনীর যত সৈন্যকেই খতম করো না কেন! একটামাত্র অপরাধেই শুধু ক্ষমা পাবে না তোমরা... সেটা কী, ভাল করেই জানো।' অর্থপূর্ণ শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'আর হাসান... আল্লাহ্ ওকে বেহেশত নসিব করুন; ও আমার বন্ধু এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল; কিন্তু ন্যায্যভাবেই ওকে হারিয়ে দিয়েছ তুমি। কাজেই এর জন্য কোনও প্রতিশোধ নেয়া হবে না। কোনও অপরাধ নেই তোমার।'

ওখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটিয়ে উল্টো ঘুরলেন সালাদিন—বন্দি একদল খ্রিস্টানকে বরণ করে নেবার জন্য। ভেড়ার পালের মত খেদিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তাদের। চারপাশ থেকে দুয়োধ্বনি দিচ্ছে বিজয়ী সারাসেনরা।

বন্দিদের মাঝে বিশপ এগবার্টকে দেখে খুশি হয়ে উঠল উলফ আর গডউইন—অন্তত বেঁচে আছেন তিনি। আরেকজনকে চেনা গেল—টেম্পলার বাহিনীর প্রধান। গায়ের বর্ম তুবড়ে গেছে, হাত-মুখে কালি, উন্মুক্ত চামড়ার বিভিন্ন জায়গায় ছোট-বড় ক্ষত। কিন্তু এ-অবস্থাতেও তেজ কমেনি তার। দুই ভাইকে দেখে বলে উঠল:

'তা হলে আমার ধারণাই ঠিক? এই তো... সারাসেন বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছ... দিব্যদৃষ্টি আর পানির থলেঅলা দুই নাইট...'

www.BanglaBook.org

'...যে-থলে থেকে মহানন্দে পানি খেয়েছ তুমি!' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল গডউইন। 'আর হ্যাঁ, দিব্যদৃষ্টির সবকিছু এখনও শেষ হয়নি।' সারাসেন শিবিরের দিকে ইশারা করল ও, তাঁবু খাটানো শুরু হয়েছে ওখানে। 'অনেক লাশ পড়ে থাকার কথা ওই তাঁবুগুলোর আশপাশে, কিন্তু এখনও জায়গাটা খালি।'

'বলতে চাইছ, আমাদেরকে ওখানে নিয়ে খুন করবে তোমরা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল টেম্পলার-প্রধান। 'শালার বেঈমান... জাদুকর... খুনি...'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল গডউইনের। 'চুপ করো, অকৃতজ্ঞ!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'যদি এ-মুহূর্তে বন্দি না থাকতে, এখানেই তোমার মিথ্যা-অভিযোগের জবাব দিতাম আমি। কসম ঈশ্বরের... যদি মুক্তি পাও, তখনও দেব! আমাদেরকে বেঈমান বলছ তুমি? বেঈমানরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সালাদিনের উপর আক্রমণ চালায়? তাদের ঘোড়াকে মরতে দেয়?' আগুন আর ধোঁয়ার লাশ দেখাল। 'সারাসেনদের কেমন বন্ধু আমরা যে, আমার ভাই ওদের আমিরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেছে?'

হতবাক চোখে আল-হাসানের লাশের দিকে তাকাল টেম্পলার-প্রধান। ওটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন সারাসেন।

'আমাদেরকে খুনি বলছ তুমি... জাদুকর বলছ,' বলে চলল গডউইন। 'কেন? কারণ একটা বার্তা পেয়েছিলাম আমি স্বর্গ থেকে! যদি ওটা বিশ্বাস করতে, আজ এখানে কয়েক হাজার সাচ্চা খ্রিস্টানের রক্ত ঝরত না। ধ্বংস হতো না আমাদের ধর্ম। অবমাননা হতো না ওই পবিত্র প্রতীকের!' ট্রু ক্রসের দিকে ইশারা করল ও। একপাশে হেলাফেলায় ফেলে রাখা হয়েছে, তামাশা হিসেবে এক নাইটের লাশ বেঁধে রাখা হয়েছে ওটার গায়ে—যিশুর ভঙ্গিতে।

'তুমি... তুমিই আসল খুনি, সার টেম্পলার!' গমগম করে উঠল গডউইনের কণ্ঠ। 'একগুঁয়েমি আর দম্ভের কারণে মরণ

www.BanglaBook.org

ডেকে এনেছ সবার! সর্বনাশ ডেকে এনেছ যিশুর অনুসারীদের জন্য। আমাদের, কিংবা কাউন্ট রেমণ্ডের কথা শুনলে আজ এ-দশা হতো না।'

হার মানতে রাজি নয় অহঙ্কারী বাহিনী-প্রধান। মুখ বাঁকা করে বলল, 'হাহ্! ওই কাপুরুষটা তো পালিয়েছে!'

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না সে। টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল সারাসেনরা।

সুলতানের ছাউনি খাড়া হয়ে গেছে। সেদিকে যেতে যেতে সালাদিন নির্দেশ দিলেন, 'ফ্র্যাঙ্কদের রাজা গাই... আর কারাকের রাজপুত্র আর্নাট, মানে রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ-কে নিয়ে এসো আমার সামনে।' কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন উলফ আর গডউইনের দিকে। 'নাইটেরা, তোমরা তো আমাদের ভাষা জানো। এসো, তোমাদেরকে দোভাষী হিসেবে চাই আমি।'

সুলতানের পিছু পিছু রাজকীয় ছাউনিতে ঢুকল দু'ভাই। একটু পরেই ওখানে নিয়ে আসা হলো পরাজিত রাজা আর রাজপুত্রকে। সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করলেন না সালাদিন, ওদেরকে নিজের মুখোমুখি দুটো গদিতে বসতে বললেন।

আসন গ্রহণের পর বিস্ময় নিয়ে দুই নাইটের দিকে তাকাল বন্দিরা। তাদের চিন্তাধারা অনুধাবন করে সালাদিন বললেন, 'না... যা ভাবছেন, তা ঠিক নয়। গুপ্তচর না, এরা আমার বন্দি... আরবী জানে বলে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করতে এসেছে। আপনাদের তাতে আপত্তি থাকলে বলতে পারেন।'

মাথা নাড়ল দুই বন্দি। আপত্তি নেই।

'তো...' বললেন সালাদিন, গডউইন অনুবাদ করতে থাকল তাঁর কথাগুলো। 'রাজা গাই অভ লুসিনিয়াঁ, আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।' রেজিনাল্ডের দিকে ফিরলেন। 'তবে এর ব্যাপারে একই কথা বলতে পারছি না।' চেহারায়

www.BanglaBook.org

বিদ্বেষ ফুটল। 'কারাকের রাজপুত্র আর্নাট... ওরফে রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ। চোর... লুটেরা... শান্তিভঙ্গকারী। বিনা উস্কানিতে আমার বহু নিরীহ সওদাগরদেরকে খুন করেছে, লুটেপুটে নিয়েছে তাদের কাফেলা। হামলা চালিয়েছে মক্কা নগরীতে, অবমাননা করতে চেয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মাজারের। বলো, রাজপুত্র, এইসব দুষ্কর্মের জন্য কী জবাব আছে তোমার কাছে?'

অভিযোগ শুনে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ-র চেহারায়। উদ্ধতের মত বলল, 'রাজারা যা করে, আমি তা-ই করেছি।'

'বাহ্! এ-ই তোমার কৈফিয়ত?' শীতল কণ্ঠে বললেন সালাদিন। 'তুমি রাজা? এসবকেই রাজার আচরণ মনে করো তুমি? প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ... নিরীহ মানুষকে হত্যা... লুটপাট... হুম! এমন রাজা থাকলে দেশে চোর-ডাকাতের দরকার কী?'

সুলতানের কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠলেন গাই অভ লুসিনিয়াঁ। চেহারা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। ঠোঁট চাটলেন বিচলিত ভঙ্গিতে।

'কোনও সমস্যা?' ব্যাপারটা লক্ষ করে জানতে চাইলেন সালাদিন।

'আ... আমার ত্... তেষ্টা পেয়েছে,' তোতলালেন গাই অভ লুসিনিয়াঁ।

'অবশ্যই! আমারই ভুল,' বললেন সালাদিন। 'আপ্যায়নের কথা মনে ছিল না। কে আছ, রাজাকে শরবত এনে দাও।'

বড় একটা পেয়ালায় শরবত এল। কাঁপা কাঁপা হাতে সেটা নিলেন রাজা। চুমুক দিতে শুরু করলেন। অর্ধেক খালি হতেই খেয়াল করলেন, রেজিনাল্ডের চোখে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। মায়া হলো। পেয়ালাটা বাড়িয়ে ধরলেন। ওটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল রেজিনাল্ড। খালি করে ফেলল পেয়ালা।

www.BanglaBook.org

চুপচাপ দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করলেন সালাদিন। রেজিনাল্ডের খাওয়া শেষ হতেই থমথমে গলায় বললেন, 'আমার শরবত... অথচ ওতে মুখ দেবার আগে আমার অনুমতি নাওনি তুমি।'

থমকে গেল রেজিনাল্ড কথাটা শুনে। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পারল না।

'অবাক হচ্ছি না,' বলে চললেন সালাদিন। 'আর কী-ই বা আশা করা যায় তোমার কাছ থেকে? এই তো... দেখিয়ে দিলে তুমি কী। একটা বর্বর... জানোয়ার! নিজেকে পুরো দুনিয়ার মালিক বলে মনে করো। ভাবো যা খুশি তাই দখল করে নিতে পারবে। জবাবদিহি করতে হবে না কারও কাছে। তাই না?' সামনের দিকে ঝুঁকলেন। 'ভুল!'

'আ... আপনি কি আমাদেরকে খুন করবেন?' কম্পিত গলায় প্রশ্ন করলেন রাজা গাই।

আসন ছাড়লেন সালাদিন, দুই বন্দির একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'না,' বললেন তিনি। 'রাজারা রাজাদেরকে হত্যা করে না।' কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেল। 'ওরা হত্যা করে শুধু জানোয়ারকে!'

পরমুহূর্তে তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝট করে কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন, এক পোঁচে কেটে দিলেন রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ-র গলা।

জবাই করা পশুর মত ঘড়ঘড় শব্দ বেরুল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। দু'হাত তুলে কাটা জায়গাটা জাপটে ধরল রেজিনাল্ড। আসন থেকে পড়ে গেল, হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে।

হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন সালাদিন। রাগ মিটল না। পাশে গিয়ে উঁচু করলেন তলোয়ার। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলেন নীচে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রেজিনাল্ড দো শাতিঅঁ-র মাথা। কাটা ধড়টা স্থির রইল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য, তারপরই পড়ে গেল কাত হয়ে।

www.BanglaBook.org

আঁতকে ওঠার মত শব্দ করলেন গাই অভ লুসিনিয়াঁ। কুঁকড়ে গেলেন ভয়ে। ছাউনি উপস্থিত বাকি সব মানুষও স্তব্ধ হয়ে গেছে সুলতানের প্রতিহিংসা দেখে।

রাজার দিকে ফিরলেন সালাদিন। বললেন, 'ভয় পাবেন না। আপনার কিছু করব না আমি। তবে আপনার ফৌজকে দিয়ে বাকি দুনিয়ার কাছে একটা বার্তা পাঠাব। সবার জানা থাকা উচিত, সালাদিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুললে কী ঘটে। জানা থাকা উচিত, আমাদের পবিত্র ধর্মকে ধ্বংস করতে চাইলে কী পরিণতি হয়।' ছাউনিতে উপস্থিত সেনাপতির দিকে তাকালেন। 'সমস্ত নাইট আর টেম্পলারদেরকে হাজির করো আমার ছাউনির সামনে।'

কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল সেনাপতি।

রাজাকে কিছু বলতে হলো না, গডউইন নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কী করবেন আপনি, সুলতান?'

'ইসলামের শত্রুদের খতম করব,' বললেন সালাদিন। 'নাইট আর টেম্পলাররা হচ্ছে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় শক্তি... ওদের জীবনের লক্ষ্যই হলো মুসলমানদের রক্ত পান করা। আজ সে-খায়েশ চিরতরে মিটিয়ে দেব আমি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসা হলো বন্দি যোদ্ধাদেরকে। সংখ্যায় প্রায় দুইশ'। সবার পরনে নাইট, কিংবা টেম্পলারের পোশাক। ছাউনি থেকে বেরিয়ে বন্দি আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সারাসেনদের সামনে দাঁড়ালেন সালাদিন। ভাষণ দেয়ার সুরে বললেন, 'আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পরম শত্রু... ইসলামকে ধুলোয় মেশানোর জন্য শপথ নেয়া অবিশ্বাসীর দল। এরা যতদিন বাঁচবে, ততদিন স্বস্তি পাবে না আমাদের গোটা সমাজ। তাই আমার আদেশ, সবাইকে খতম করে দাও! মৃত্যুদণ্ড দাও ওদের!'

দ্বিধা দেখা দিল সারাসেন সৈনিকদের মাঝে। ঠাণ্ডা মাথায়

www.BanglaBook.org

এতগুলো মানুষকে খুন করতে মনের সায় পাচ্ছে না।

'দাঁড়িয়ে থেকো না!' চেঁচালেন সালাদিন। 'ওদেরকে খতম করো, নইলে নিজে খতম হয়ে যাও!'

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল সারাসেনরা। এগিয়ে গেল খ্রিস্টান যোদ্ধাদের দিকে।

'সুলতান!' পিছন থেকে অনুনয় করে উঠল উলফ। 'এ কী করছেন আপনি? এত বড় অনাচার ঈশ্বর মেনে নেবেন না। দয়া করুন... রেহাই দিন ওদেরকে। ওরা তো বন্দি... পরাজিত!'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' সালাদিন নির্বিকার। 'আমার জায়গায় ওরা থাকলেও একই কাজ করত। খতম করে দিত আমার সৈন্যদেরকে। না, ওদেরকে দয়া দেখিয়ে নিজের ধর্মকে বিপন্ন করতে পারব না আমি। মরতে হবে ওদের!'

'তা হলে আমাদেরও প্রাণ নিন!' বলল গডউইন। 'চুপচাপ ধর্মভাইদের মৃত্যু দেখার চেয়ে নিজে মরে যাওয়া ভাল।'

'না, তোমাদের প্রাণ নিতে পারব না আমি,' বললেন সুলতান। 'কৃতঘ্ন নয় সালাদিন। তাই বেঁচে থাকবে তোমরা। যদি সঙ্গীদের মৃত্যু দেখতে না চাও, তা হলে বালবেকের শাহজাদীর তাঁবুতে চলে যাও।'

কয়েকজন মামেলুক এগিয়ে এল। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল দুই ভাইকে। শেষবারের মত পিছন ফিরে তাকাল ওরা। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েছে খ্রিস্টান যোদ্ধারা। মাথা নিচু করে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে। প্রত্যেকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে সারাসেন, অপেক্ষা করছে প্রার্থনা শেষ হবার। গডউইনের স্বপ্নের শেষ দৃশ্য একটু পরেই বাস্তবে পরিণত হবে।

প্রায় ধাক্কা দিয়ে শাহজাদীর তাঁবুতে ঢোকানো হলো দুই ভাইকে। মুখোমুখি বসে গল্প করছিল রোজামুণ্ড আর মাসুদা, চমকে উঠে ওদের দিকে তাকাল। স্থির হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপরই চিৎকার দিয়ে ছুটে এল নাইটদের কাছে। চিনতে পেরেছে গডউইন আর উলফকে।

'তোমরা বেঁচে আছ... তোমরা বেঁচে আছ!' বলতে থাকল রোজামুণ্ড।

এতদিন পর দেখা, তাও উচ্ছ্বাস অনুভব করল না দুই ভাই। বিমর্ষ গলায় গডউইন বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছি আমরা... লজ্জা নিয়ে। অন্যদের সঙ্গে মরতে পারছি না বলে। সারাসেনরা পবিত্র ক্রুশের সৈনিকদেরকে খুন করছে রোজামুণ্ড! এসো, প্রার্থনা করি ওদের জন্য।'

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল চারজনে, মাথা নিচু করে স্রষ্টাকে ডাকতে শুরু করল। বাইরে থেকে ভেসে এল মানুষের আর্তনাদ—একে একে মৃত্যুবরণ করছে নাইট আর টেম্পলাররা। যখন সে-হাহাকার থেমে গেল, বোঝা গেল—সব শেষ হয়ে গেছে।

'হায়!' প্রার্থনাশেষে বলল রোজামুণ্ড। 'এ কেমন নিষ্ঠুরতা আর রক্তপাতের দেশে বাস করছি আমরা! গডউইন... উলফ, বাঁচাও আমাকে। নিয়ে চলো এখান থেকে!'

'চেষ্টার কোনও ত্রুটি করব না আমরা,' কথা দিল উলফ। 'থাক, আপাতত এসব নিয়ে আর আলোচনা করার দরকার নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ঘটছে সব। তিনিই ভাল বোঝেন। তুমি বরং তোমার কথা বলো।'

বলার মত খুব বেশি কিছু নেই রোজামুণ্ডের। জানাল, ভাল আছে। ওর কোনও অসম্মান হয়নি আজ পর্যন্ত। তবে যুদ্ধের দামামা বাজাতেই ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সুলতান। অপেক্ষা করছেন নিজের দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবার জন্য।

ওর কথা শেষ হলে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলল দু'ভাই। গত কয়েক মাসের ঘটনা, গডউইনের দেখা স্বপ্ন, সবশেষে যুদ্ধের বিবরণ আর উলফের হাতে আল-হাসানের মৃত্যুর কাহিনি।

www.BanglaBook.org

আমিরের পরিণতির কথা শুনে চোখে পানি জমল রোজামুণ্ডের, লোকটাকে খুব পছন্দ করত ও।

উলফ ওকে সান্ত্বনা দিল, 'আমাকে ক্ষমা করো, রোজামুণ্ড। যা ঘটেছে, সব কপালের লিখন। ওকে না মারলে আমাকে মরতে হতো।'

চোখ মুছল রোজামুণ্ড। বলল, 'ক্ষমা চেয়ো না। ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। তুমি মারা গেলে আমি আরও বেশি কষ্ট পেতাম। দুর্ধর্ষ এক সারাসেনের সঙ্গে লড়ে জয়ী হয়েছ—এ তো গর্বের ব্যাপার!'

'আমি গর্ববোধ করছি না,' বলল উলফ। 'ওর চেয়ে বয়স কম আমার, শক্তি বেশি। যুদ্ধ করে কাহিল হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তারপরও কোনও সুযোগ পায়নি বেচারা। বলা যায়, একতরফা লড়াই ছিল ওটা। যাক গে, অন্তত বন্ধুর মত বিদায় দিয়েছি ওকে। এই দেখো, আমাকে কী দিয়েছে ও।'

আল-হাসানের দেয়া রত্নটা রোজামুণ্ডকে দেখাল ও।

এতক্ষণ চুপচাপ ছিল মাসুদা। রত্নটা দেখে চমকে উঠল। অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'এ তো *হাসানের তারকা!* এ-জিনিস তোমাকে উপহার দিয়েছে লোকটা?'

'হ্যাঁ। কেন, তাতে সমস্যা কোথায়?'

'সমস্যার কথা বলছি না। আসলে... জিনিসটা খুব বিখ্যাত। দামের জন্য নয়। শুনেছি, মুসলমানদের নবীর এক সন্তানের কাছ থেকে এসেছে ওটা। সৌভাগ্য বয়ে আনার ক্ষমতা আছে হাসানের তারকার।'

হাসল উলফ। 'আল-হাসান তোমার সঙ্গে একমত হবে না। আমার তলোয়ারের আঘাতে মরতে হয়েছে ওকে। ওটা সৌভাগ্য ছিল না।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?' বলল মাসুদা। 'সারাজীবন সুখে কেটেছে ওর, সবার ভালবাসা পেয়েছে। বীরের মত মৃত্যু

www.BanglaBook.org

হয়েছে... যুদ্ধ করতে করতে। স্বর্গে ঠাঁই পেয়েছে নিঃসন্দেহে। এমন ভাগ্য কে না চাইবে? সুলতান সালাদিনের বাহিনীতে এমন কোনও লোক পাওয়া যাবে না, যার নজর এই রত্নের উপর নেই। সাবধানে থেকো, সার উলফ। বলা যায় না, রত্নের জন্য তোমার পিঠে ছুরি বসাতে পারে ওরা।'

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেল উলফ। 'মামেলুক ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ্‌কে লোভীর মত তাকাতে দেখেছি আমি। *হাসানের তারকা* একজন অবিশ্বাসীর হাতে চলে যাওয়ায় মোটেই খুশি হয়নি। থাক, আপাতত ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। গডউইন কী যেন বলতে চাইছে।'

'হ্যাঁ,' বলল গডউইন। 'শোনো, রোজামুণ্ড, সালাদিনের দয়ায় তোমার তাঁবুতে ঢুকতে পেরেছি আমরা। সঙ্গী-সাথীদের মৃত্যুদণ্ড আমাদের দেখাতে চাননি। কিন্তু শীঘ্রি আবার চলে যেতে হবে আমাদের। যদি পালাতে চাও...'

'অবশ্যই পালাতে চাই,' বলে উঠল রোজামুণ্ড। 'ধরা পড়ে দরকার হলে মরব, তাও চেষ্টা করব পালানোর।'

'আস্তে কথা বলো,' চাপা গলায় সতর্ক করল মাসুদা। 'খোজাদের সর্দার মাসরুরকে তাঁবুর সামনে দিয়ে যেতে দেখেছি খানিক আগে। ব্যাটা সুলতানের চর। ওর সঙ্গীসাথীরাও।'

মাথা ঝাঁকাল গডউইন। নিচু স্বরে খেই ধরল কথার। 'যদি পালাতে চাও, তা হলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পালাতে হবে। দামেস্কে পৌঁছুনোর আগে... সারাসেন বাহিনী যখন রাস্তায় থাকবে। তাই এখুনি একটা পরিকল্পনা করা দরকার। মাসুদা, তোমার তো এসব ব্যাপারে মাথা ভাল খেলে। কোনও বুদ্ধি দিতে পারো?'

মাসুদা কিছু বলার আগেই একটা ছায়া পড়ল ওদের গায়ে। খোজা সর্দার মাসরুর—মোটাসোটা, ধূর্ত চেহারার এক মানুষ। মুখে কপট হাসি ঝুলছে। মাথা নুইয়ে সালাম দিল রোজামুণ্ডকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'মাফ করবেন, শাহজাদী। সুলতানের কাছ থেকে একজন বার্তাবাহক এসেছে। সম্ভ্রান্ত যুদ্ধবন্দিদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে যোগ দেবার জন্য এই দুই নাইটকে এখুনি তিনি ডেকেছেন।'

'যাচ্ছি আমরা,' বলল গডউইন।

উঠে দাঁড়াল দুই ভাই। মাথা ঝোঁকাল রোজামুণ্ড আর মাসুদার উদ্দেশে। তারপর উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। হাসানের রত্নটা ফেলে যাচ্ছে গদির উপর।

কৌশলে আলখাল্লার ভাঁজে রত্নটা তুলে নিল মাসরুর। লুকিয়ে ফেলল হাতের মুঠোয়। শাহজাদীকে কুর্নিশ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মাসুদা ওর কাণ্ডটা দেখে ফেলেছে। পিছন থেকে বলে উঠল:

'সার উলফ, হাসানের রত্নটা সঙ্গে নিয়েছ তো?'

তাড়াতাড়ি ফিরে এল উলফ। 'না, ভুলে গেছি। মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। কোথায় ওটা? এখানেই তো রেখেছিলাম।' গদির উপর চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল ও।

'মাসরুরের হাতের মুঠোয় খুঁজে দেখো,' শীতল গলায় বলল মাসুদা।

অপ্রস্তুত একটা হাসি ফুটল খোজা-সর্দারের মুখে। হাতের মুঠো খুলে বাড়িয়ে ধরল রত্নটা। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, সার নাইট। আসলে... আপনাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলাম, এ-ধরনের জিনিসের ব্যাপারে সতর্ক থাকা কতটা জরুরি। শিবিরে চোর-ছ্যাঁচোড়ের অভাব নেই।'

'ধন্যবাদ,' বাঁকা সুরে বলল উলফ। থাবা দিয়ে কেড়ে নিল রত্নটা। 'দেখতে পেলাম!'

হেসে উঠল রোজামুণ্ড আর মাসুদা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল দুই ভাই। খুন হওয়া নাইট আর টেম্পলারদের লাশে ভরা জমির মাঝ দিয়ে ওদেরকে পথ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখিয়ে নিয়ে চলল সুলতানের বার্তাবাহক। নাজারেথের পাহাড়চূড়ায় প্রার্থনা করার সময় এই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল গডউইন। তখন যেভাবে কেঁপে উঠেছিল, আজও একইভাবে কেঁপে উঠল। একটা লাশের গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও। সোজা হতেই চোখে পড়ল পরিচিত এক যোদ্ধার চেহারা। জাতে ফরাসি, জেরুসালেমে বন্ধুত্ব হয়েছিল, হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু এ-মুহূর্তে প্রাণহীন চোখদুটো অজানা আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে। খ্রিস্টধর্মের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিল বেচারা, স্বদেশের বিশাল সম্পত্তি আর উঁচু পদ ছেড়ে যোগ দিয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক সেনাবাহিনীতে। প্রতিদানে অবলা জন্তুর মত খুন হতে হয়েছে মুসলিম কসাইদের হাতে। এ-ই কি বিধাতার বিচার? এভাবেই তিনি পুরস্কার দিলেন একনিষ্ঠ সেবকদের? আনমনে মাথা নাড়ল গডউইন। চোখ মুদে মৃত যোদ্ধার জন্য ক্ষমা চাইল। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সুলতানের ছাউনির দিকে।

জীবনে প্রচুর ভোজে যোগ দিয়েছে দুই ভাই, কিন্তু সেদিনেরটার মত অদ্ভুত, বা পীড়াদায়ক কোনোটা ছিল না। বিশাল এক টেবিলের মাথায় বসেছেন সুলতান সালাদিন, পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মামেলুক রক্ষী আর তাদের নেতারা। একটার পর একটা খাদ্যসামগ্রী আসছে, পরিবেশনের আগে তা চেখে দেখছেন সুলতান। অন্যদেরকে আশ্বস্ত করছেন, খাবারে বিষ মেশানো হয়নি। চেয়ে চেয়ে এ-দৃশ্য দেখছে টেবিলে বসা জনাপঞ্চাশেক উচ্চপদস্থ ফ্র্যাঙ্ক যুদ্ধবন্দি। একেবারে মাথায়... সালাদিনের দু'পাশে বসেছেন জেরুসালেমের রাজা গাই অভ লুসিনিয়াঁ আর তাঁর ভাই। এরপর পদমর্যাদা অনুসারে বসেছে ব্যারন, লর্ড আর সন্ন্যাসীরা। সবার পোশাক ময়লা, ছিন্নভিন্ন। চেহারায় চাপা আতঙ্ক। একটু আগে ঘটে যাওয়া পাইকারী মৃত্যুদণ্ডের স্মৃতি ভুলতে পারছে না। তারপরেও খেল

www.BanglaBook.org

সবাই—ক্ষুধার তাড়নায়... প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায়। প্রায় ত্রিশ হাজার খ্রিস্টান মরে পড়ে আছে হ্যাটিনের পাহাড় আর নীচের প্রান্তরে; জেরুসালেমের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে, বন্দি হয়েছেন রাজা; খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক চলে গেছে অবিশ্বাসীদের কবজায়; দুইশ' ধর্মযোদ্ধা নির্মমভাবে খুন হয়েছে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সুলতানের আদেশে। ভয়ানক এ-পরাজয়... ভয়ানক এ-লজ্জা... ভয়ানক এ-ব্যর্থতা। তবুও খেল সবাই। কারণ এতকিছুর পরও খ্রিস্টানরা মানুষ, ক্ষুধার তাড়নার সামনে বাকি সবকিছু ফিকে।

দোভাষী হিসেবে কাজ করানোর জন্য গডউইন আর উলফকে নিজের কাছে বসিয়েছেন সুলতান। খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শাহজাদীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'জী, মহানুভব,' ঢোক গিলে বলল দু'ভাই। বাকিদের মত ওরাও ক্ষুধার কাছে হার মেনেছে। খাচ্ছে পেট ভরে।

'কেমন দেখলে?' জানতে চাইলেন সালাদিন।

শিবিরে ঘটা হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ল গডউইনের, সামনে বসা বন্দি আর নিজেদের খাবারের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করল মাটিতে মিশে যেতে। রূঢ় গলায় ও বলল, 'যুদ্ধ আর মানবহত্যার দৃশ্য দেখে রোজামুণ্ড অসুস্থ বোধ করছে, মহানুভব। বিশ্বাস করতে পারছে না, ওর মামা... প্রাচ্যের অধিপতি সালাদিন যুদ্ধের ময়দানে নিরঙ্কুশ জয় পাবার পরও নিরস্ত্র দুইশ' যোদ্ধাকে পাইকারীভাবে খুন করেছেন।'

ওর অভিযোগ শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল আশপাশের সবাই। রেগে গিয়ে না জানি কী করে বসেন সুলতান।

কিন্তু আশ্চর্যরকম শান্ত রইলেন সালাদিন। বললেন, 'সন্দেহ নেই, আমাকে নিষ্ঠুর ভাবছে ও। তোমরাও তা-ই ভাবছ। মনে করছ আমি এক বিকারগ্রস্ত স্বেচ্ছাচারী, শত্রুর রক্ত দেখে আনন্দ পাই। কিন্তু সত্যি কথা হলো, শান্তি ছাড়া আর কিছু কাম্য নয়

www.BanglaBook.org

আমার। মানুষের জীবন বাঁচাতে চাই, ধ্বংস করতে নয়। তোমরা খ্রিস্টানরাই এ-দেশের মাটিকে রক্তে ভেজাচ্ছ গত একশো বছর ধরে। কেন? তথাকথিত পুণ্যভূমিকে নিজেদের কবজায় নেবার জন্য... যেখানে তোমাদের নবী এগারো শতাব্দী আগে বেঁচেছেন-মরেছেন! কত সারাসেনকে হত্যা করেছ তোমরা? লক্ষ? কোটি? সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখার কোনও উপায় নেই। শান্তিচুক্তির অমর্যাদা করা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আজ আমি যে-সব যোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, তারা কতবার শান্তি ভঙ্গ করেছে, জানো? সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে আমার। যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আল্লাহ্ আমাকে আর আমার বাহিনীকে বিজয় এনে দিয়েছেন, এবার আমি তোমাদের সমস্ত শহর দখল করে নেব... জাহাজে ভরে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেব ফ্র্যাঙ্কদেরকে। পছন্দসই জমি খুঁজে নিক ওরা, সেখানে মনের মত করে নিজেদের পূজা-অর্চনা করুক। প্রাচ্য মুক্তি পাবে ওদের অভিশাপ থেকে।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন সালাদিন। দম নেবার জন্য থামলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শ্রোতাদের দিকে, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলল না। একটু পর আবার মুখ খুললেন তিনি। নিজেকে সামলে নিয়েছেন।

'যা হোক, সার গডউইন, এই বন্দিদেরকে বলে দাও—আগামীকাল দামেস্কে পাঠানো হবে ওদের... মানে, যারা যাবার মত সুস্থ আছে আর কী। মুক্তিপণ না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই আটক থাকবে ওরা। এর মাঝে জেরুসালেম আর অন্যান্য খ্রিস্টান নগরী দখলের অভিযান চালাব আমি। নির্ভয়ে থাকতে বলো ওদেরকে। প্রতিহিংসার পেয়ালা খালি করে ফেলেছি আমি, আর কাউকে মরতে হবে না। তোমাদের ধর্মের একজন সন্ন্যাসী—নাজারেথের বিশপ, আমার বাহিনীর সঙ্গে থাকবে আহত বন্দিদের সেবা করার জন্য।'

www.BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানের বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাল গডউইন। খ্রিস্টান বন্দিরা চুপচাপ শুনল, মুখে কথা ফুটল না। বুঝতে পারছে, তাদের সব আশা-ভরসা ধ্বংস হয়ে গেছে।

'আমাদের দু'ভাইকেও কি দামেস্কে পাঠাবেন?' জানতে চাইল গডউইন।

'না,' মাথা নাড়লেন সুলতান। 'দোভাষী দরকার আমার। তাই আমার সঙ্গেই থাকবে তোমরা। কাজ শেষ হলে মুক্তি পাবে।'

সুলতানের কথামত পরদিনই বন্দি খ্রিস্টানদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হলো দামেস্কে। সেদিনই টাইবেরিয়াসের দুর্গ দখল করে নিলেন তিনি। মুক্তি দিলেন কাউন্ট রেমণ্ডের স্ত্রী এশিভা এবং তাঁর সন্তানদেরকে। এরপর এইকার-এ হামলা চালালেন তিনি। শহরটা জয় করে মুক্ত করলেন ওখানে বন্দি হয়ে থাকা চারশো মুসলমানকে।

ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে গেলেন সালাদিন, পতন ঘটালেন একের পর এক খ্রিস্টান-অধ্যুষিত নগরীর। শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলেন *আসকালন*-এ। প্রাথমিক হামলায় সম্পূর্ণ বিজয় এল না, নগরের অংশবিশেষ কেবল দখল করতে পারলেন তিনি। বাকি অংশকে অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন।

সে-রাতে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল। লেবাননের তুষারাচ্ছাদিত পর্বতমালার দিক থেকে ছুটে এল পাগলা হাওয়া, কালো মেঘে ছাওয়া আকাশে ঘন ঘন গর্জে উঠল বিজলী—ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত করে তুলল আসকালনের ভীমদর্শন দেয়াল আর তার চারপাশে তাঁবু গেড়ে তৈরি করা সারাসেন শিবির। রাত্রিকালীন প্রহরী ছাড়া কেউ বাইরে না খোলা জায়গায়, তাঁবুর নিরাপদ আশ্রয়ে শুয়ে কেঁপে উঠতে থাকল বজ্রপাতের আওয়াজে।

www.BanglaBook.org

এমন মুহূর্তে, আসকালনের প্রাচীরের ভিতরে, সারাসেন অধিকৃত অংশে, পরিত্যক্ত এক বাড়ির আগাছা-ভরা বাগানে মিলিত হলো গাঢ় আলখাল্লা-পরা এক জোড়া নর-নারী। গডউইন আর মাসুদা।

'খবর কী?' অভিবাদন বিনিময় হলে আগ্রহী কণ্ঠে জানতে চাইল গডউইন।

'ভাল,' বলল মাসুদা। 'সবকিছু তৈরি। আগামীকাল দুপুরে হামলা চালানো হবে আসকালনের অবরুদ্ধ অংশের উপর। যদি ওতে শহরের পতনও ঘটে, তবু রাতে শিবির সরানো হবে না। বিশৃঙ্খল একটা পরিবেশ বিরাজ করবে যুদ্ধশেষে, তখন শাহজাদীকে পাহারার দায়িত্বে থাকবে মামেলুক ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ্। সঙ্গী-সাথীদেরকে শহরের লুটপাটে অংশ নেবার জন্য চুপিচুপি ছেড়ে দেবে ও, আগেও দিয়েছে। অরক্ষিত হয়ে পড়বে শাহজাদী।'

'খোজাদের কেউ থাকে না পাহারায়?'

'সূর্যাস্তের পর শুধু একজন থাকে—মাসরুর। যে-ভাবে হোক, ওকে বেহুঁশ করব আমি। আবদুল্লাহ্ তখন শাহজাদীকে পুরুষের ছদ্মবেশে নিয়ে আসবে এই বাগানে। তোমরা দু'ভাই এখানে স্বাগত জানাবে ওকে।'

'তারপর? পালাব কীভাবে?'

'আমার চাচাকে মনে আছে তোমার? ওই যে, বালির পুত্র। আগুন আর ধোঁয়াকে নিয়েছিলাম যার কাছ থেকে? ও-রকম আরও ঘোড়া আছে ওঁর কাছে। ক'দিন আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। নতুন ঘোড়া চেয়েছি।'

'আগের দুটোকে মেরে ফেলেছি, এখন আবার ঘোড়া দেবেন উনি?'

'আগুন আর ধোঁয়া যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতে করতে মারা গেছে, তোমাদের কোনও দোষ ছিল না ওতে। এই গল্প

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনিয়েছি আমার চাচাকে। কষ্ট পাননি মোটেই, বরং তাঁর দুই ঘোড়ার কীর্তি শুনে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। খুশিমনে রাজি হয়েছেন তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য।'

'কখন পাব ঘোড়া?'

'আগামীকাল। এই বাগানের শেষ মাথায় একটা ভাঙাচোরা আস্তাবল আছে। নতুন চারটা ঘোড়াসহ ওখানে কাল হাজির থাকবেন উনি। রাতের মধ্যেই যদি রওনা দিতে পারি, ভোরের আলো ফোটার আগে অন্তত একশো মাইল দূরে চলে যেতে পারব আমরা। চাচার গোত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফাঁকি দিতে পারব সারাসেন-বাহিনীকে। এরপর উপকূলে গিয়ে খ্রিস্টান একটা জাহাজ খুঁজে নিতে কষ্ট হবার কথা নয়, কী বলো?'

'চমৎকার পরিকল্পনা,' প্রশংসা করল গডউইন। 'কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করবার বিনিময়ে কী চাইছে আবদুল্লাহ্?'

'একটাই জিনিস—হাসান পরিবারের সৌভাগ্য। মানে ওই রত্নটা। ওই জিনিস ছাড়া কিছুতেই এত বড় ঝুঁকি নেবে না লোকটা। সার উলফ কি ওটা হাতছাড়া করতে রাজি হবে?'

'হবে না কেন? নিশ্চয়ই!'

'ভাল। আজ রাতেই ওকে দিতে হবে রত্নটা। এখান থেকে ফিরে আবদুল্লাহ্কে তোমাদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেব। না, ভয়ের কিছু নেই। রত্ন পেলে অবশ্যই সাহায্য করবে ও আমাদের। কারণ ওর ধারণা, রত্ন হাতে নিয়ে বেঈমানী করলে গজব নেমে আসে।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'রোজামুণ্ড এসব জানে?'

'না। পালানোর জন্য অস্থির হয়ে আছে শাহজাদী, কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক হবার আগে বলে দিয়ে লাভ কী? পরিকল্পনা তৈরিতে ওর তো খুব একটা ভূমিকা নেই। তা ছাড়া... এসব ব্যাপার যত কম লোকে জানে, ততই ভাল। কোথাও গড়বড় হয়ে গেলে শাহজাদীকে নির্দোষ দেখানো যাবে। নইলে...'

www.BanglaBook.org

'জানি,' বাধা দিয়ে বলল গডউইন, 'সুলতান গর্দান নেবে ওর। মরতে হলে একা আমাদের মরা ভাল। কিন্তু মাসুদা... সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তো তুমি নিচ্ছ। সত্যি করে বলবে, কেন করছ এসব?'

কথা বলতে বলতেই মাথার উপরে ঝলসে উঠল বিজলী। পলকের জন্য বাগানের ফুল আর গাছপালার পটভূমিতে মাসুদার সুন্দর মুখ দেখতে পেল ও। চেহারায় অদ্ভুত একটা আকুতি ফুটে আছে, তা ভয় জাগিয়ে তুলল গডউইনের বুকে। অজানা ভয়।

'এই প্রশ্ন তোমার কণ্ঠে মানায় না,' মনঃক্ষুণ্ন গলায় বলল মাসুদা। 'কেন তোমাদের দু'ভাইকে বৈরুতে আমার সরাইখানায় নিয়ে গেছি? কেন সিরিয়ার সেরা দুটো ঘোড়া জোগাড় করে দিয়েছি তোমাদের? কেন পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছি আল-জেবেলের আস্তানায়? কেন ওখানে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়েছি তোমাদের তিনজনকে? বলতে পারো, কেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হয়েও গত কয়েক মাস আমি দাসীর জীবনযাপন করছি?'

থতমত খেয়ে গেল গডউইন। মুখে কথা সরল না। ওর অবস্থা দেখে হেসে উঠল মাসুদা। বলল:

'এমন অপ্রস্তুত হবার কিছু নেই। আমার সমস্ত আচরণের খুব সহজ একটা ব্যাখ্যা আছে। সিনানের চর ছিলাম আমি... তোমাদেরকে ওর হাতে তুলে দেবার জন্যই শুরুতে যা করার করেছি; পরে শাহজাদীর দুরবস্থা দেখে মায়া হয়েছে... মত পাল্টেছি। উদ্ধার করেছি তোমাদেরকে। ব্যাপারটা এমন হতে পারে না?'

আবার বিজলী চমকাল। চোখাচোখি হলো গডউইন আর মাসুদার।

'আমার তা মনে হয় না,' ধীরে ধীরে বলল তরুণ নাইট। 'কিছু মনে কোরো না, মাসুদা। একটা সন্দেহ বহুদিন থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। ওটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। একটা অনুভূতি, একটা...'

'ভয়, তাই না?' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মাসুদা। 'যদি জানতে চাও, সার গডউইন, তা হলে শোনো—তোমার এই অনুভূতি, ভয়, বা সন্দেহ... যা-ই বলো না কেন; পুরোপুরি ঠিক। কী জানতে চাও? আমি তোমাকে ভালবাসি কি না? হ্যাঁ, বাসি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি... নষ্টা এক মেয়ে, সিনানের ছুঁড়ে ফেলা খেলনা... তোমাকে ভালবাসি। বৈরুতে প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম, তখন থেকেই ভালবাসার জালে আটকা পড়েছি। জন্ম-জন্মান্তর থেকে আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। জানি, আমার এ-ভালবাসা কখনও পূর্ণ হবার নয়, তাও এতে কোনও ঘাটতি নেই, সার গডউইন। অপূর্ণ রইলেও এই ভালবাসাই আমাকে জীবনের অর্থ শিখিয়েছে, আঁধারে দেখিয়েছে আলোর দিশা। সবকিছুর যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাও আমি আবার তোমাকেই ভালবাসতে চাইব। না, কিছু বোলো না। তোমার শপথের কথা আমি জানি, তা ভাঙার জন্য কোনও ধরনের জোর করব না। কিন্তু... একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার—লেডি রোজামুণ্ড হোক, আর যে-ই হোক; কোনও মেয়ে একসঙ্গে দু'জন পুরুষকে ভালবাসতে পারে না।'

কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না। তীব্র এক বেদনায় নিমজ্জিত হলো গডউইনের অন্তর। তবু নিজেকে স্বাভাবিক রাখল ও। বিষণ্ন গলায় বলল, 'তুমি যা বলছ, তা আমি বহুদিন আগে থেকেই জানি। এত আগে থেকে যে, ভাইয়ের সুখের মাঝে আমার দুঃখ হারিয়ে গেছে। তা ছাড়া, দু'জনের মাঝে সেরা নাইটকে বেছে নিয়েছে রোজামুণ্ড, সেটা সবদিক থেকে ভাল।'

'শাহজাদীর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয়, জানো?' বলল মাসুদা। 'কীসের অভাব ওর? সৌন্দর্য, বংশ মর্যাদা, লেখাপড়া, সাহস, খাঁটি হৃদয়... সবই আছে ওর। নেই

www.BanglaBook.org

শুধু প্রজ্ঞা আর দূরদৃষ্টি। নইলে গডউইনকে ছেড়ে উলফকে কখনও বেছে নিতে পারত না ও। কে জানে, ও হয়তো অন্ধ!'

'দয়া করো! রোজামুণ্ডের ব্যাপারে এমন কথা বোলো না! আমার ভাই অবশ্যই আমার চেয়ে গুণী।'

'কোন্ গুণের কথা বলছ? শক্তি? হ্যাঁ, স্বীকার করছি—ওর গায়ে তোমার চেয়ে বেশি শক্তি আছে। তলোয়ারের কোপে নাহয় তোমার চাইতে দু'চারটা বেশি শত্রুকে খতম করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার পৌরুষের জন্য শক্তির পাশাপাশি আত্মারও প্রয়োজন আছে।'

'মাসুদা,' অনুনয় করল গডউইন। 'এ-নিয়ে আর কিছু বোলো না। হ্যাঁ, রোজামুণ্ডের মনের কথা পড়তে পারছি আমরা; কিন্তু ও তো মুখ ফুটে এখনও কিছু বলেনি। তা ছাড়া, লড়াই শেষ হয়নি। উলফ মারা যেতে পারে। তখন ওর পাশে আমাকেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দুঃখিত, আমার হাত-পা বাঁধা।'

'রোজামুণ্ডের প্রেমে মজে থাকলে কীভাবেই বা বাঁধন খুলবে?' একটু রাগ করল যেন মাসুদা।

'যে-মেয়ে আমার ভাইকে ভালবাসে, তাকে ভালবাসার কোনও অধিকার নেই আমার,' বলল গডউইন। 'রোজামুণ্ড আমার কাছ থেকে শুধু বন্ধুত্ব আর শ্রদ্ধা পাবে।'

'এখুনি এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ো না। মেয়েটা তো মুখ ফুটে বলেনি—তোমার ভাইকে ও ভালবাসে। আমাদের অনুমান ভুলও হতে পারে। এসব তুমিই বলেছ, আমি নই।'

'আর যদি অনুমান সত্যি হয়? তা হলে?'

'তা হলে?' উদাস গলায় বলল মাসুদা। 'তোমার মত নাইটকে পেতে চাইবে, এমন সেনাবাহিনীর অভাব নেই। সন্ন্যাসী হতে চাইলেও মঠ পাবে অনেক। তুমি তো অমন কিছুই চাও, তাই না? থাক, এসব নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। সময় আসুক, তখন দেখা যাবে। তাঁবুতে ফিরে যাও, সার

www.BanglaBook.org

গডউইন। আবদুল্লাহ্‌কে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি রত্ন নেবার জন্য। বিদায়!'

মেয়েটার বাড়িয়ে রাখা হাত ধরল গডউইন। ইতস্তত করল একটু, তারপর চুমো খেল। মড়ার মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে হাতটা, প্রাণের সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গাছগাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল মাসুদা। যেন নিজেকে সরিয়ে নিল পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবিরের দিকে হাঁটতে শুরু করল গডউইন। কয়েক পা যেতেই কী যেন মনে হলো, উল্টো ঘুরে দাঁড়াল ও। তখুনি আকাশে বিজলী চমকাল আরেকবার। সেই আলোয় মাসুদাকে দেখতে পেল ও—মাত্র দশ কদম দূরে। ফিরে এসেছে আবার। দু'দিকে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে; চোখ বন্ধ, চোয়াল একটু উঁচু করে রেখেছে, যেন চুম্বনপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ফাঁকা হয়ে আছে গোলাপি দুই ঠোঁট। বিজলির প্রখর আলোয় লাশের মত সাদা হয়ে আছে সাদাটে মুখ, গলার কাছে ফুটে আছে বাগানের একটা টকটকে লাল ফুল... দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন রক্ত গড়িয়ে নামছে ওখান দিয়ে।

কেঁপে উঠল গডউইন এই দৃশ্য দেখে। উল্টো ঘুরে তাড়াতাড়ি পা চালাল। চলে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

ধীরে ধীরে সোজা হলো মাসুদা। চোখ খুলে বিড়বিড় করল, 'যদি একটু চেষ্টা করতাম, তা হলে নিজেকে ও সমর্পণ করত আমার পায়ে। তাতে দোষও ছিল না। রোজামুণ্ড তো ওর হৃদয়কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; আমিও কৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ করে ফেলেছি ওকে। কিন্তু না, হৃদয় দিত না ও, দিত কেবল ওর হাত আর আনুগত্য। সন্দেহ নেই, সিনানের হারেমের নষ্টা এই মেয়েকে নিজের সহধর্মিণী করে নিত... শুধু ঋণমুক্ত হবার জন্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য; ভালবেসে নয়। না, সার গডউইন, তা আমি চাই না। যতক্ষণ তুমি আমাকে ভাল না বাসছ, আমি

www.BanglaBook.org

তোমাকে বিয়ে করব না। আর আমি জানি... এই জীবনে আমাকে ভালবাসবে না তুমি। তাই মরতে হবে আমাকে।'

হাত বাড়িয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে নিল ও, চেপে ধরল বুকের উপরে, যতক্ষণ না টকটকে লাল রস রক্তের মত ভিজিয়ে দিল ওকে। এরপর উল্টো ঘুরল ও, চোখের পানি মুছে হারিয়ে গেল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের আঁধারে।

বিশ

হাসানের তারকা

একঘণ্টা পর ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ্‌কে অলস ভঙ্গিতে দুই ভাইয়ের তাঁবুর দিকে এগোতে দেখা গেল। ঝোড়ো বাতাস আর ভারী বৃষ্টিপাত থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে; আশপাশে খেয়াল করার মত কেউ থাকলে তাই চাঁদের আলোয় দেখতে পেত আরও একজনকে—খোজা সর্দার মাসরুর। উটের পশমে তৈরি একটা গাঢ় পোশাক পরে চোরের মত যাচ্ছে সে, ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে একটা উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিল। দূর থেকে দেখল আবদুল্লাহ্‌কে উলফ আর গডউইনের তাঁবুতে ঢুকে যেতে। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর একছুটে চলে গেল তাঁবুর পাশে। ছায়ায় বসে কান পাতল। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজা তাঁবুর পুরু ক্যানভাস ভেদ করে ঠিকমত কিছু শুনতে পেল না। ভিতরের ওরা নিচু গলায় কথা বলছে। অনেক কষ্টে শুধু এটুকু বুঝল—বাগান, তারা আর শাহজাদী নিয়ে আলোচনা চলছে।

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো মাসরুরের কাছে, তাই ঝুঁকি নিয়ে তাঁবুর গায়ে একটা ফুটো করল সে। ভিতরে উঁকি দিল। দেখতে পেল না কিছু, কারণ আলো জ্বলছে না তাঁবুতে। কিন্তু ফুটো দিয়ে ভেসে এল কণ্ঠস্বর।

'ভাল,' বলল একটা কণ্ঠ। দুই ভাইয়ের একজন। কিন্তু কোন্ জন, তা ঠিকমত ধরতে পারল না। দু'জনের কণ্ঠ একই রকম লাগে মাসরুরের কাছে। 'খুব ভাল,' বলে চলেছে কণ্ঠটা। 'ব্যাপারটা তা হলে চূড়ান্ত হয়ে গেল। আগামীকাল আমাদের নির্ধারিত সময়ে শাহজাদীকে ছদ্মবেশে ওই জায়গায় নিয়ে আসবে তুমি। এই কাজের বিনিময়ে পাবে হাসানের রত্নটা। এই নাও... এখুনি দিয়ে দিচ্ছি। ওটা ছুঁয়ে শপথ নাও, তোমার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করবে। নইলে সৌভাগ্যের বদলে দুর্ভাগ্য জুটবে তোমার কপালে। পরের বার দেখা হওয়ামাত্র তোমাকে খুন করব আমরা।'

'আল্লাহ্ আর রাসূলের নামে শপথ করছি,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল আবদুল্লাহ্।

'বেশ, আমরা সন্তুষ্ট। এখন তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় তোমার জন্য।'

তাঁবু থেকে আবদুল্লাহ্‌র বেরিয়ে আসার শব্দ হলো। বাইরে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাতের মুঠো খুলে চাঁদের আলোয় দেখে নিল রত্নটা। নিশ্চিত হতে চাইছে, অন্ধকারে তাকে ঠকানো হয়নি। মাসরুরও নড়ে উঠল, গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইল ক্যাপ্টেনের হাতের জিনিসটা। ছোট একটা পাথরে পা বাধল তার, খুট করে শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল মাটিতে।

আওয়াজ কানে গেছে আবদুল্লাহ্‌র। ঝট করে মাথা ঘোরাতেই দেখতে পেল একটা মোটাসোটা দেহ—উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। মাতাল, কিংবা মৃত... নড়ছে না একচুল। তড়িঘড়ি করে সরে যেতে চাইল ওখান থেকে। কিন্তু কয়েক পা

www.BanglaBook.org

গিয়েই থমকে দাঁড়াল। নিশ্চিত হওয়া দরকার—ব্যাটা আসলেই ঘুমাচ্ছে কি না। মাসরুরের কাছে ফিরে এল সে। সর্বশক্তিতে লাথি কষল শুয়ে থাকা দেহটার গায়ে—একবার... দু'বার... তিনবার। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল মাসরুর। অনেক কষ্টে চাপা দিল গলা বেয়ে উঠে আসা গোঙানি।

সন্তুষ্ট হয়নি আবদুল্লাহ্। কোমর থেকে একটা ছোরা বের করল। ঘ্যাচ করে গেঁথে দিল মাসরুরের উরুতে। আবারও দাঁতে দাঁত পিষে ভয়ানক ব্যথা সহ্য করল খোজা-সর্দার। বুঝতে পেরেছে, ওর মধ্যে জীবনের চিহ্ন দেখলে ছোরা সোজা হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেবে আবদুল্লাহ্। তাই লাশের মত পড়ে রইল।

অভিনয়ে কাজ হলো। উঠে দাঁড়াল আবদুল্লাহ্। পড়ে থাকা দেহটাকে লাশ কিংবা বেহেড মাতাল ভাবছে। ছোরার ফলা থেকে রক্ত মুছে ফেলল। তারপর হনহন করে হেঁটে চলে গেল নিজের তাঁবুর দিকে।

একটু পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাসরুরও ছুটল। আসকালনের দখলকৃত অংশের একটা বড় বাড়িতে উঠেছেন সুলতান সালাদিন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। ব্যথা আর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেছে খোজা-সর্দার। অভিশাপ দিচ্ছে আবদুল্লাহ্কে। কসম কাটছে প্রতিশোধ নেবার।

খুব শীঘ্রি তার মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

সেই রাতেই গ্রেফতার করা হলো আবদুল্লাহ্কে। শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। অত্যাচারের মুখে দুই নাইটের তাঁবুতে যাবার কথা স্বীকার করল সে। স্বীকার করল, ঘুষ হিসেবে *হাসানের তারকা* নিয়েছে। এর বিনিময়ে শিবিরের বাইরে এক বাগানে শাহজাদীকে নিয়ে যাবার কথা বলে দিল। তবে ব্যথার চোটে নাম দিল ভুল বাগানের। ওকে জিজ্ঞেস করা হলো, দুই ভাইয়ের মধ্যে কে তাকে ঘুষ দিয়েছে। জবাবে সে জানাল, অন্ধকারে বুঝতে পারেনি। দু'জনের কণ্ঠ নাকি একই রকম লাগে তার

www.BanglaBook.org

কাছে। ওর বিশ্বাস, ওখানে একজনই ছিল। তাঁবুতে ওকে যেতে বলেছিল অচেনা এক আরব; আগে কখনও দেখেনি। ওকে লোভ দেখানো হয়েছিল, রাতের নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওখানে গেলে ওর ভাগ্য খুলে যাবে। এসব তথ্য দেবার পর বেহুঁশ হয়ে গেল বেচারা। সুলতানের নির্দেশে তখুনি তাকে ছুঁড়ে ফেলা হলো বন্দিশালায়।

সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল আবদুল্লাহ্‌কে। রাতের আঁধারে আত্মহত্যা করেছে—আলখাল্লার ছেঁড়া ফালি দিয়ে ফাঁস নিয়েছে গলায়। মরার আগে দেয়ালে খড়িমাটি দিয়ে লিখে গেছে:

হাসানের তারকা-র উপর অভিশাপ পড়ুক। সৌভাগ্য না, ওটা হলো দুর্ভাগ্যের চাবিকাঠি। আমার মরণ ডেকে এনেছে। অভিশাপ পড়ুক মাসরুরের উপরেও!

এভাবেই মারা গেল আবদুল্লাহ্। বিশ্বস্তের মত... মানে ওই পরিস্থিতিতে যতটুকু বিশ্বস্ত থাকা যায় আর কী। মাসুদার নাম বলে দেয়নি সে। দুই ভাইয়ের মধ্যে মাত্র একজন তাঁবুতে উপস্থিত ছিল বলে ভুল তথ্য দিয়েছে... কারও নাম উচ্চারণ করেনি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই বাইরে বহু কণ্ঠের হৈচৈ শুনল উলফ আর গডউইন। উঁকি দিয়ে দেখল, ওদের তাঁবুকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে মামেলুক রক্ষীরা।

ঘটনা বুঝতে অসুবিধে হলো না। হতাশা ভর করল গডউইনের চেহারায়। 'সব ফাঁস হয়ে গেছে, উলফ। শোনো, কোনোকিছু স্বীকার কোরো না। যতই অত্যাচার করুক না কেন, মুখ বন্ধ রেখো।'

গায়ে বর্ম পরতে শুরু করেছে উলফ। জিজ্ঞেস করল, 'লড়াই

www.BanglaBook.org

করবে না?'

'না, শিবির থেকে পালানো অসম্ভব। খামোকা দু'চারজন রক্ষীকে মেরে কোনও উপকার হবে না আমাদের। তারচেয়ে আত্মসমর্পণ করি।'

একটু পর কয়েকজন মামেলুক নেতা ঢুকে পড়ল তাঁবুতে। রুক্ষ গলায় অস্ত্র জমা দিতে বলল। জানাল, ওদের বিরুদ্ধে গুরুতর এক অভিযোগ পাওয়া গেছে; তার ফয়সালা করার জন্য সুলতানের সামনে যেতে হবে এখুনি। বিস্তারিত আর ব্যাখ্যা করল না।

বন্দির মত তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল দুই নাইট। সতর্ক প্রহরায় ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো সুলতানের আবাসস্থলে। বিশাল বাড়িটার একটা কামরা আদালতের মত করে সাজানো হয়েছে। বিচারের জন্য ওখানে হাজির করা হলো ওদেরকে। কামরার মাঝখানে দাঁড় করানো হলো অপরাধীর মত।

একটু পর কয়েকজন আমির আর সচিব নিয়ে উদয় হলেন সালাদিন। পিছু পিছু ঢুকল রোজামুণ্ড, সুন্দর মুখটা দুশ্চিন্তায় ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। ওর সঙ্গে আছে মাসুদা। বরাবরের মত ধীর-স্থির। চেহারা শান্ত।

মাথা নুইয়ে সুলতানকে সম্মান দেখাল দুই ভাই, কিন্তু সালাদিন তার প্রত্যুত্তর দিলেন না। রাগে দু'চোখ জ্বলছে তাঁর। কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল, এরপর একজন সচিবকে ডেকে অভিযোগ পড়ে শোনাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। ওটা সংক্ষিপ্ত: বালবেকের শাহজাদীকে চুরি করার ষড়যন্ত্র করেছে দুই নাইট।

'আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ কোথায়?' দৃঢ় গলায় জানতে চাইল গডউইন। 'সুলতান, আপনি ন্যায়-বিচারক। নিশ্চয়ই বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে শাস্তি দেবেন না আমাদেরকে?'

আবার সচিবের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন সালাদিন। আবদুল্লাহ্‌র জবানবন্দি পড়ে শোনাল সে। ক্যাপ্টেনকে জেরা

www.BanglaBook.org

করার অনুমতি চাইল গডউইন, কিন্তু ওকে জানানো হলো—আবদুল্লাহ্ আত্মহত্যা করেছে।

এরপর খোজা—সর্দার মাসরুরকে ডাকা হলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল লোকটা—উরুতে রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ। সুলতানকে কুর্নিশ করে গতরাতের ঘটনা শোনাল সে। জানাল, আবদুল্লাহ্‌কে সন্দেহ হওয়ায় পিছু নিয়েছিল; তাকে নাইটদের তাঁবুতে ঢুকতে দেখেছে, শাহজাদীকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে শুনেছে; সবশেষে তার হাতে দেখতে পেয়েছে আল-হাসানের পরিবারের বহুমূল্য রত্ন।

ওর জবানবন্দি শেষ হলে জেরা শুরু করল গডউইন। জানতে চাইল, দু'ভাইয়ের মধ্যে কার কণ্ঠ শুনেছে সে। বলা বাহুল্য, জবাব দিতে পারল না মাসরুর। স্বীকার করল, কণ্ঠের পার্থক্য ধরতে পারেনি। এ-ও স্বীকার করল, মাত্র একজনের কণ্ঠ শুনেছে সে।

এবার রোজামুণ্ডের জবানবন্দি শুনতে চাইলেন সুলতান। দুঃখের সঙ্গে ও জানাল, এসবের কিছুই ওর জানা নেই। মাসুদাও কসম কাটল, এই প্রথম এমন ষড়যন্ত্রের কথা শুনছে। ওদের বক্তব্য শেষ হলে সচিব জানাল, আর কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। সুলতান যেন বিচারের রায় দেন।

'কার বিরুদ্ধে রায় দেবেন সুলতান?' আদালতের কাছে জানতে চাইল গডউইন। 'আপনাদের দুই সাক্ষীই তো বলেছে, মাত্র একটা কণ্ঠ শুনেছে ওরা অন্ধকারে। সেটা কার, বুঝতে পারেনি। আপনাদের আইনেই আছে, নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কাউকে সাজা দেয়া যায় না।'

'তোমাদের একজনের বিরুদ্ধে তো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে,' থমথমে গলায় বললেন সালাদিন। 'আমি আগেই সাবধান করেছিলাম তোমাদেরকে, এ-ধরনের কোনও অপচেষ্টার ফলাফল কী হতে পারে। মরতে হবে দোষীকে! তোমাদের দু'জনেরই মরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচিত, কারণ আমার বিশ্বাস, তোমাদের দু'জনেরই হাত আছে এতে। তারপরও... এখানে আইনের বিচার চলছে। আইন অনুসারেই এগোব আমি। একজনের নামে অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছি, তাই সেই দোষী লোকটার গর্দান নেয়া হবে আজ সন্ধ্যায়... যখন তোমরা তোমাদের দুষ্কর্মের সময় ঠিক করেছিলে। অন্যজন মুক্তি পাবে। জেরুসালেমের বন্দিদেরকে আজ রাতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে ওদের শহরে... ওখানকার ফ্র্যাঙ্ক নেতাদের কাছে আমার বার্তা নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে চলে যেতে পারবে মুক্ত নাইট।'

'কে মারা যাবে... আর কে মুক্তি পাবে, সুলতান?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল গডউইন। 'দয়া করে বলে দিন। যাতে গর্দান দেবার আগে দোষী মানুষটা পাপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে পারে।'

'ওটা তোমরাই বলবে!' হুঙ্কার ছাড়লেন সালাদিন। 'তোমরাই জানো আসল সত্য।'

'আমরা তো অভিযোগই মেনে নিইনি,' নিষ্কম্প গলায় বলল গডউইন। 'তবু... যদি একজনকে মরতে হয়, বড় ভাই হিসেবে আমি সে-অধিকার দাবি করছি।'

'আর আমি দাবি করছি ছোট ভাই হিসেবে,' মুখ খুলল উলফ। এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি ও। 'তা ছাড়া... হাসানের রত্নটা আমার কাছে ছিল। আমি ছাড়া আর কে ওটা দিতে পারে আবদুল্লাহ্‌কে?'

দুই ভাইয়ের আচরণ দেখে মৃদু গুঞ্জন উঠল উপস্থিত সারাসেনদের মাঝে। মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ির কথা কে কবে শুনেছে?

'বাহ্! ভালই তো বলেছ!' মুখ বাঁকালেন সালাদিন। 'কাউকেই বঞ্চিত করব না আমি। তোমরা দু'জনেই মরবে!'

সুলতানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রোজামুণ্ড। 'দয়া করুন, মহানুভব। এ কেমন বিচার? অপরাধ যদি হয়েও থাকে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজনের অপরাধের জন্য দু'জনের প্রাণ যেতে পারে না! যদি না জানেন কে দোষী, তা হলে মুক্তি দিন দু'জনকেই। আমি মিনতি করছি!'

কাঁধ ধরে ওকে দাঁড় করালেন সুলতান। বললেন, 'না, আমাকে অনুরোধ কোরো না। যতই ভালবাসো ওদেরকে, তাতে কিছু যায় আসে না। দোষীকে শাস্তি পেতেই হবে। তবে হ্যাঁ, একজনের অপরাধে দু'জনের প্রাণ নেয়া ঠিক হবে না। এ-ও ঠিক, ওদের মধ্যে কে আসল অপরাধী, তা জানা নেই আমাদের। একমাত্র আল্লাহ্ জানেন এর জবাব, তাই আল্লাহ্‌র হাতেই আমি সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই নাইটের দিকে তাকালেন তিনি। চেষ্টা করলেন ওদের মনের ভিতরটা পড়ে নিতে। কিন্তু সক্ষম হলেন না।

সুলতানের দ্বিধান্বিত দশা লক্ষ করে পিছন থেকে এক ইমাম এগিয়ে এলেন। দুই নাইটের দামেস্ক ত্যাগের সময়ে ইনিই দরবারে সালাদিনের সঙ্গে ছিলেন। একটু ঝুঁকে সুলতানের কানে কিছু বললেন তিনি।

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো সালাদিনের। বললেন, 'বেশ, তা-ই করা হোক।'

আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন ইমাম। ফিরে এলেন একটু পরে। হাতে দুটো ছোট্ট কাঠের বাক্স—রেশমি ফিতায় বাঁধা, সিলমোহর বসানো। হুবহু একই রকম। চোখের দেখায় পার্থক্য করা যায় না। বাক্সদুটো নিয়ে সুলতানের পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'এই দুটো বাক্সের একটার মধ্যে আছে বিখ্যাত সেই রত্ন—*হাসানের তারকা।*' বললেন সালাদিন। 'সেই রত্ন, যেটা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে উপহার দিয়েছিল বিজয়ী নাইটকে; যেটার লোভে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিল

www.BanglaBook.org

আবদুল্লাহ্। অন্যটায় আছে সমান ওজনের একটা পাথর। ভাগ্নী আমার, কাছে এসো। বাক্সদুটো নিয়ে তোমার ভাইদেরকে দাও। হাসানের তারকার নাকি দৈব-ক্ষমতা আছে। ওটাই নির্ধারণ করুক, এদের মধ্যে কার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। যার বাক্সে রত্নটা পাওয়া যাবে, তার-ই গর্দান নেব আমি আজ সন্ধ্যায়।'

'অবশেষে,' সুলতানের কানের কাছে ফিসফিস করলেন ইমাম, 'আজ জানা যাবে, শাহজাদী এদের মধ্যে কাকে ভালবাসেন।'

'আমিও তা-ই জানতে চাই,' নিচু গলায় বললেন সালাদিন।

ওঁদের কথা শুনতে পায়নি রোজামুণ্ড। সুলতানের নির্দেশ কানে যেতেই উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল। বলল, 'এ কি বলছেন আপনি, মহানুভব! মিনতি করছি, মাফ করুন আমাকে। অন্য কোনও হাত খুঁজে নিন আমার ছেলেবেলার সাথী... সার্বক্ষণিক সঙ্গী দুই ভাইয়ের মৃত্যু উপহার দেবার জন্য। নিয়তির অদৃশ্য তলোয়ারে পরিণত করবেন না আমাকে। আমার সুখ-শান্তি হারিয়ে যাবে ওতে, দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে জীবন! মাফ করুন... মাফ করুন আমাকে!'

ওর অনুনয়ে প্রভাবিত হলেন না সালাদিন। রুক্ষ গলায় বললেন, 'শাহজাদী, তুমি জানো—তোমাকে কেন প্রাচ্যে নিয়ে এসেছি আমি; কেন তোমাকে এত সম্মান দিয়েছি; কেন তোমাকে সঙ্গী বানিয়েছি আমার সমস্ত লড়াইয়ের। সবই আমার স্বপ্নের জন্য। সেই স্বপ্ন, যার ফলে আমি বিশ্বাস করি—মহৎ কোনও কাজের মাধ্যমে তুমি অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচাবে। এসব জানার পরও পালাতে চাও তুমি, তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বলছ তুমি বা তোমার দাসী এসবের কিছুই জানো না...' বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি মাসুদার দিকে, '...তারপরও এসব ঘটছে তোমারই জন্য। না হোক তোমার জ্ঞাতসারে, না হোক তোমার

www.BanglaBook.org

নির্দেশে... কিন্তু ঘটছে তো! এই দুই নাইট সব জেনেশুনে এমন অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছে। কাজেই ওদের রক্তে যদি কারও হাত রঞ্জিত হতে হয়, তা তোমার হওয়া দরকার; আর কারও নয়। তোমার হাত থেকেই মৃত্যুকে উপহার হিসেবে নেবে ওরা। আর কোনও কথা নয়। আমার নির্দেশ পালন করো!'

এক মুহূর্তের জন্য স্থির রইল রোজামুণ্ড। ফ্যালফ্যাল করে দেখল বাক্সদুটো, তারপর হাতে তুলে নিল। দুর্বল পায়ে সামনে এগোল। চোখ বন্ধ করে বাড়িয়ে ধরল ওগুলো।

সামনে এল দুই নাইট, বাছাবাছি করল না, যেটা সামনে পেল, সে-বাক্সই নিল রোজামুণ্ডের হাত থেকে। বাম হাতেরটা গডউইন, ডান হাতেরটা উলফ। এবার চোখ খুলল রোজামুণ্ড, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

'রোজামুণ্ড,' অভয়ের হাসি হেসে বলল গডউইন, 'এই বাক্স খোলার আগে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই—যা-ই ঘটুক, তোমাকে দোষারোপ করব না আমরা। ঈশ্বরের ইচ্ছে পালিত হচ্ছে তোমার হাত দিয়ে। যে-ই মারা যাই, তাতে তোমার হাতে কোনও কলঙ্ক পড়বে না। সব নিয়তির খেলা।'

হাতের বাক্সের রেশমি বাঁধন খুলতে শুরু করল ও। উলফ নড়ল না। জানে, ওই একটা বাক্সের অভ্যন্তর দেখলেই জানা যাবে ওদের কার কী পরিণতি হতে চলেছে। চারপাশে নজর বোলাল ও। এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। উপস্থিত প্রত্যেকটা মানুষের দৃষ্টি আটকে আছে গডউইনের বাক্সের উপর, সবার চোখে-মুখে প্রবল কৌতূহল। এমনকী সুলতান সালাদিনও ঝুঁকে পড়েছেন সামনে, যেন বাক্সের ভিতরে তাঁর নিজের নিয়তি অপেক্ষা করছে।

না, ভুল হলো। একজনের দৃষ্টি বাক্সের উপর নেই। বৃদ্ধ ইমাম তাকিয়ে আছেন রোজামুণ্ডের মুখের দিকে। ওখান থেকে সমস্ত সৌন্দর্য অদৃশ্য হয়েছে। বাসা বেঁধেছে তীব্র ভয় আর

www.BanglaBook.org

উৎকণ্ঠা। রক্ত সরে গেছে গাল থেকে, ঠোঁট কাঁপছে। একমাত্র মাসুদা দাঁড়িয়ে আছে ঠায় হয়ে। কিন্তু ওর মুখও ফ্যাকাসে, জামার নীচে দু'হাত উঠে গেছে বুকের কাছে।

কবরের নীরবতা নেমে এসেছে আদালতে। শোনা যাচ্ছে শুধু খসখস শব্দ। রেশমি বাঁধনটার গিঁঠ খুলতে ব্যস্ত গডউইন। খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না।

হঠাৎ হেসে উঠল উলফ। উঁচু গলায় বলল, 'যেখানে জীবনের কোনও মূল্য নেই, সেখানে একজন মানুষের জীবন নিয়ে এমন নাটকের কোনও মানে হয় না।'

শক্তিশালী আঙুলের টানে নিজের বাক্সের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল ও। ডালা সরিয়ে উপুড় করল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু শব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল চুনি-পাথর আর হীরায় খচিত একটা রত্ন—*হাসানের তারকা!*

দেখল মাসুদা, রক্ত ফিরে এল ওর গালে। রোজামুণ্ডও দেখল, কিন্তু তাতে প্রচণ্ড চাপ পড়ল ওর স্নায়ুতে। চিৎকার করে উঠল ও, প্রকাশ করে দিল ওর গোপন সত্য।

'উলফ না! উলফ না!' হাহাকার করে মাসুদার বাহুতে এলিয়ে পড়ল রোজামুণ্ড। জ্ঞান হারাল।

'দেখলেন তো, মহানুভব,' মুচকি হেসে বললেন ইমাম, 'এদের মধ্যে কাকে ভালবাসে আমাদের শাহজাদী? মেয়েমানুষের পছন্দ... অন্যজনের আত্মা যে আরও বিশুদ্ধ, তা বুঝতে পারেনি।'

'যাক, জানা তো গেল,' সালাদিনও হাসলেন। 'ব্যাপারটা নিয়ে খুব অশান্তিতে ছিলাম।'

নিজের ভাগ্য টের পেয়ে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল উলফ, কিন্তু হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। রোজামুণ্ডের মনের খবর জানা হয়ে গেছে। ও-ই সেই সৌভাগ্যবান, যাকে মেয়েটা ভালবাসে। এতদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল... হোক তা

www.BanglaBook.org

বিরূপ পরিস্থিতিতে।

'রত্নটাকে কেন সৌভাগ্যের প্রতীক বলা হয়, তা বুঝতে পারছি এখন,' বলল ও। ঝুঁকে মাটি থেকে তুলে নিল হাসানের তারকা। ফিরল ভাইয়ের দিকে। সাদাটে চেহারা নিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে গডউইন। ওকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ক্ষমা করো, ভাই; কিন্তু এটাই আমাদের ভালবাসা আর যুদ্ধের ফলাফল। মনে কোনও কষ্ট নিয়ো না। সুখবর, আজ সন্ধ্যায় আমি মারা যাবার পর এই রত্ন তোমার হয়ে যাবে। কে জানে, হয়তো তোমার জন্যও ভাগ্য বয়ে আনবে ওটা!'

কোনও কথা বলল না গডউইন।

সালাদিনের ইশারায় আদালতের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটল ওখানে।

মুক্তি পেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সারাদিন ঘোরাফেরা করল গডউইন। অশান্ত মন নিয়ে। প্রিয় সহোদরকে বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সন্ধ্যায় তার শিরশ্ছেদ করা হবে। তারচেয়ে বড় কথা, ভালবাসার লড়াইয়ে পরাজয় হয়েছে ওর। এই অবস্থায় মন শান্ত থাকে কীভাবে?

মনের যাতনা অসহ্য হয়ে উঠল। বিকেল হতেই সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল ও।

'কী চাই?' ওকে দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন সালাদিন।

'একটা আর্জি নিয়ে এসেছি, মহানুভব,' বলল গডউইন। 'সন্ধ্যাবেলায় আমার ভাইয়ের পরিবর্তে আমার জীবন নেয়া হোক।'

'মাথা-টাথা ঠিক আছে তো?' ভুরু কোঁচকালেন সালাদিন। 'সেধে গর্দান দিতে চাইছ কেন?'

'দুটো কারণ আছে, মহানুভব। প্রথমত... উলফকে ভালবাসে রোজামুণ্ড। এ-অবস্থায় ওর প্রাণ গেলে মনে খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঘাত পাবে বেচারি। দ্বিতীয় কারণ হলো—খোজা মাসরুর উলফের নয়, আমার কণ্ঠ শুনেছে। আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে আমিই আসলে ষড়যন্ত্র করছিলাম। সত্যি! প্রতিশোধ নিতে হয়, আমার উপর নিন, সুলতান। রেহাই দিন আমার ভাইকে। ওর ভাগ্য রোজামুণ্ডের সঙ্গে বাঁধা।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন সালাদিন। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তোমার আবেদন ন্যায্য। ভালবাসার ব্যাপারে কিছু করার নেই আমার, তবে তুমি যদি আসল অপরাধী হয়ে থাকো, তা হলে শাস্তি তোমারই হওয়া উচিত। ঠিক আছে, আর্জিটা মঞ্জুর করছি আমি। কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই। তোমার শেষ কোনও ইচ্ছে থাকলে জানাতে পারো আমাকে। দাঁড়াও, আগেই জানিয়ে দিচ্ছি—শাহজাদীর সঙ্গে দেখা হবে না। ওর জ্ঞান ফেরেনি এখনও, সেবা-শুশ্রূষা চলছে। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'জী না, মহানুভব,' মাথা নাড়ল গডউইন। 'ও যদি জানতে পারে...'

'তা হলে কিছুতেই তোমাকে মরতে দিতে রাজি হবে না, এই তো?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন সালাদিন। 'হুঁ, বড় একরোখা ছেলে ও। আমারও তেমনই ধারণা। তা হলে? কারও সঙ্গে দেখা করবে না তুমি?'

'সম্ভব হলে মাসুদা... মানে রোজামুণ্ডের দাসীকে বিদায় জানাতে চাই আমি।'

'ওটাও সম্ভব নয়,' বললেন সুলতান। 'মেয়েটাকে মোটেই বিশ্বাস করি না। জানি, স্বীকার করবে না; কিন্তু আমার ধারণা, তোমাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল ও। শাহজাদীর দাসীর পদ থেকে ওকে হটিয়ে দিয়েছি আমি, শিবির ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছি। মুক্তি পাওয়া কয়েকজন আরবের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

আজই যাবার কথা ওর। এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছে। কপাল ভাল ওর—হাসাসিনদের দেশে সাহায্য করেছিল তোমাদেরকে, আমার প্রাণরক্ষায়ও অবদান রেখেছে। নইলে আজ ওকেও মৃত্যুদণ্ড দিতাম আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গডউইন। 'বেশ, তা হলে শুধু বিশপ এগবার্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। ধর্মমতে আমার পাপমোচন করবেন তিনি, শেষ স্বীকারোক্তি শুনবেন।'

'ঠিক আছে, ওকে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমার কাছে। দোষ স্বীকার করেছ তুমি, সার গডউইন। ভাইয়ের প্রাণের বদলে নিজের প্রাণ নিবেদন করেছ আমার পায়ে। ঠিক? এখনও সময় আছে, চাইলে মত বদলাতে পারো।'

'না, মহানুভব,' দৃঢ় গলায় বলল গডউইন। 'সিদ্ধান্তে আমি অটল।'

'বেশ, তা হলে বিদায় হও। আমার হাতে অনেক কাজ আছে। যথাসময়ে গর্দান নেয়া হবে তোমার।'

পিছনে দাঁড়ানো রক্ষীদেরকে ইশারা করলেন সালাদিন। গডউইনকে বন্দিশালায় নিয়ে গেল ওরা। কামরা থেকে বেরুনোর সময় তরুণ নাইটের দৃপ্ত পদক্ষেপ লক্ষ করলেন সুলতান। বিড়বিড় করে আপনমনে বললেন, 'দুঃখজনক, এমন একজন সাহসী বীরের প্রয়োজন ছিল পৃথিবীতে।'

বন্দিশালায় মাত্র দু'ঘণ্টা থাকতে হলো গডউইনকে, এর পরেই ওকে নেবার জন্য হাজির হলো রক্ষীরা। এর মাঝে বিশপ এগবার্টের কাছে পাপমোচন করে নিয়েছে ও। কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে যখন বেরুল, তখন মন ফুরফুরে; অদ্ভুত এক প্রশান্তি ভর করেছে দেহে। এক অর্থে সুখ অনুভব করছে—নশ্বর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর পাশাপাশি মুক্তিও তো পেতে যাচ্ছে সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে! কোনও পাপ করেনি, প্রিয় ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে পারছে... আর কী চাই

www.BanglaBook.org

ওর!

সালাদিন যে বাড়িতে উঠেছেন তার ভূগর্ভে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। বিশাল এক কামরা আছে ওখানে, মশালের আলোয় আলোকিত করে তোলা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছে সারাসেন বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় লোকজন, তাদের সামনে দাঁড় করানো হলো গডউইনকে।

একটু পর সঙ্গী-সাথী নিয়ে হাজির হলেন সালাদিন। ভিতরে ঢুকেই জানতে চাইলেন, 'মত পাল্টাওনি তো, সার গডউইন?'

'জী না, মহানুভব।'

'খুব ভাল। তবে আমি সামান্য মত পাল্টেছি। মরার আগে চাচাতো বোনকে বিদায় জানাবে তুমি।' বার্তাবাহকের দিকে ফিরলেন সুলতান। 'বালবেকের শাহজাদীকে নিয়ে এসো... সুস্থ বা অসুস্থ, যা-ই হোক না কেন। দেখুক, ওর কারণে কী ঘটছে এখানে। একা আসতে বলবে।'

'সুলতান,' অনুনয় করল গডউইন, 'রেহাই দিন ওকে। এমন দৃশ্য ওর না দেখলেই কি নয়?'

অনুরোধে কাজ হলো না। কঠিন গলায় সালাদিন বললেন, 'আমার আদেশ বদলাবে না।'

কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে। এরপর শোনা গেল পদশব্দ—ঘাড় ফেরাতেই ঘোমটায় মুখ ঢাকা একটা নারীমূর্তিকে উদয় হতে দেখল গডউইন। কামরার একপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে, জায়গাটা ছায়া-ঢাকা, মশালের আলো ঠিকমত পৌঁছুচ্ছে না ওখানে। দুর্বল আলোয় গায়ের রাজকীয় অলঙ্কার মৃদু দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

'শুনেছি তুমি অসুস্থ, শাহজাদী,' বলে উঠলেন সালাদিন। 'শোকে-দুঃখে নাকি কাতর হয়ে পড়েছ, কারণ তোমার ভালবাসার মানুষ তোমারই জন্য প্রাণ দিতে বসেছে। তাই তোমার দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করেছি আমি।' কণ্ঠে পরিবর্তন

www.BanglaBook.org

এল তাঁর। বিদ্রূপের সুর বাজছে এখন। 'ওই দেখো, ওর প্রাণ কিনে নিয়েছি আমি আরেক নাইটের প্রাণের বিনিময়ে।'

গডউইনের দিকে তাকিয়ে ঘোমটা পরা দেহটা কেঁপে উঠল ভীষণভাবে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঠেকাল নিজেকে।

'রোজামুণ্ড,' বলে উঠল গডউইন, 'দোহাই তোমার, কিচ্ছু বোলো না। কান্নাকাটি করে দুর্বল করে দিয়ো না আমাকে। যা ঘটছে, তা ভালর জন্যই ঘটছে। উলফকে তুমি ভালবাসো, ও-ও তোমাকে ভালবাসে। আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্রি মিলন হবে তোমাদের। আমার আর কী! তোমার ভালবাসা পাইনি, শুধু বন্ধুত্ব পেয়েছি... এই হতভাগ্যের জন্য তা-ই ঢের। যাবার আগে তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি—ফিরিয়ে নিচ্ছি বিয়ের প্রস্তাব। উলফের কাছে নিঃসংকোচে যেতে পারো তুমি। আমার ভালবাসা আর আশীর্বাদ দিয়ো ওকে। পারলে মাসুদাকেও দিয়ো। আমার দেখা সবচেয়ে খাঁটি মানুষ ছিল ও... সত্যিকার বন্ধু। একটাই দুঃখ, ভিন্ন পরিবেশে... ভিন্ন কোনও জায়গায় ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। যদি জীবনটা এমন জটিল না হতো, তা হলে হয়তো অন্য কিছু ঘটতে পারত আমাদের মাঝে। ওকে বলে দিয়ো, জীবনের শেষ মুহূর্তটাতে আমি শুধু ওর কথাই ভেবেছি। বিদায়, রোজামুণ্ড। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার আর উলফের জীবন সুখে-শান্তিতে ভরিয়ে দিন। আমার ব্যাপারে শুধু এটুকু মনে রেখো—তোমাদের সেবায় বেঁচেছি আমি এতদিন; মরছিও তোমাদেরই সেবায়। বিদায়।'

গডউইনের কথা শেষ হতেই দু'হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা—আলিঙ্গনের আহ্বান। কেউ বাধা দিল না, হেঁটে তার সামনে গেল গডউইন। জড়িয়ে ধরল ওকে। ঘোমটা সরাল না, প্রথমে ওর কপালে, তারপর ঠোঁটে চুমো খেল মেয়েটা। তারপর অস্ফুট একটা চিৎকার করে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

www.BanglaBook.org

ওকে থামতে বললেন না সালাদিন। শুধু অবাক হয়ে ভাবলেন, উলফকে ভালবাসা সত্ত্বেও ওভাবে গডউইনের ঠোঁটে চুমো দিল কেন শাহজাদী?

কামরার মাঝখানে ফিরে এসে গডউইনও কিছুটা বিস্ময় অনুভব করল। মানা করেছে বটে, তাও কোনও কথা বলল না রোজামুণ্ড... ঠোঁটে চুমো খেল... ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক মনে হয়েছে ওর কাছে। কেন জানে না, ক্ষণিকের জন্য স্মৃতির সাগরে ভেসে গেল মন—বৈরুতের সেই পাহাড়ি এলাকায় উদ্দাম অশ্বচালনার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল গালে স্পর্শ পাওয়া নরম দুটো ঠোঁটের কথা... রহস্যময়ী এক মেয়ের চুল থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাস...

জোর করে স্মৃতির দুয়ার বন্ধ করল গডউইন। এখন আর ওসব ভাবা চলে না। কঠিন বাস্তবের জন্য তৈরি হতে হয়। হাঁটু গেড়ে জল্লাদের সামনে বসে পড়ল ও। বিশপ এগবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন কাছে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল:

'আমাকে আশীর্বাদ করুন, ফাদার। জল্লাদকে তলোয়ার চালাতে বলুন।'

ঠিক তখুনি শোনা গেল নতুন পদশব্দ। পরমুহূর্তে উলফ উদয় হলো কামরায়। হতভম্ব হয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখল। বলল, 'এসবের মানে কী, গডউইন? তুমি ওখানে কেন? বুড়ো শেয়ালটা কি আমাদের দু'জনকেই খতম করার মতলব এঁটেছে নাকি?' সুলতানের দিকে ইশারা করল ও।

'বুড়ো শেয়ালকে কথা বলতে দাও,' হাসলেন সালাদিন। 'প্রথমেই বলে রাখি, সার উলফ, তোমার ভাই স্বেচ্ছায় তোমার পরিবর্তে নিজের জীবন দিতে এসেছে। কিন্তু এই আত্মত্যাগ আমি মেনে নিইনি। ছোট্ট এই নাটকটা করা হয়েছে শুধুই আমার ভাগ্নীকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে। ওকে বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিল, পালানোর চেষ্টা করলে কী পরিণতি ঘটতে

www.BanglaBook.org

পারে—তোমাদের, এবং ওর নিজের! নাইটেরা, তোমরা সাহসী... মহান বীর। এমন বীরদের আমি শুধু যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করতে চাই, আর কোথাও নয়। যাও, তোমাদেরকে মুক্তি দিচ্ছি আমি। ভাল দুটো ঘোড়া পাচ্ছ উপহার হিসেবে; জেরুসালেমে একদল প্রতিনিধি ফিরে যাচ্ছে, ওঁদের সঙ্গে চলে যাও। ওখানে গিয়ে বার্তা পৌঁছে দিয়ো—খুব শীঘ্রি আসছি আমি, যেন আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি থাকে। তা না করে যদি যুদ্ধ করার কথা ভাবে ওরা, তা হলে হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের। না, ধন্যবাদ দিয়ো না। ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। বরং আমিই তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ—সুলতান সালাদিনকে ভ্রাতৃত্বের মূল্য আর ভালবাসার অর্থ নতুন করে শিখিয়েছ তোমরা।'

মুখের ভাষা হারিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল দুই ভাই। মৃত্যুর দুয়ার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এলে এমন প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। একটু আগে দু'জনেই নিশ্চিত ছিল—ইহলোকে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। মনকে তৈরি করে ফেলেছিল মরার জন্য। যেন এক অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছিল ওরা, যেখান থেকে ফেরার কোনও উপায় নেই। কিন্তু হঠাৎ করে ঘুরে গেছে পথের ধারা, আবারও আলোর মাঝে ফিরে এসেছে ওরা। পেয়েছে জীবনের আশা। প্রতিদিন বিপদ আর মৃত্যুকে মোকাবেলা করে অভ্যস্ত দু'জনে, হঠাৎ সেসব দূর হয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল উলফ। বলল, 'মহৎ এক কাজ করতে গেছ বটে তুমি, গডউইন। কিন্তু সফল হলে মোটেই খুশি হতাম না আমি। কারণ তাতে তোমার দয়ার নীচে বাঁচতে হতো বাকি জীবন। সুলতান, প্রাণভিক্ষা দেয়ায় ধন্যবাদ। গডউইনকে হত্যা করলে নিষ্পাপ একজন মানুষের রক্তে রঞ্জিত হতো আপনার আত্মা। যা হোক, যাবার আগে রোজামুণ্ডের কাছ থেকে কি বিদায় নিতে পারি আমরা?'

www.BanglaBook.org

'না,' বললেন সালাদিন। 'বিদায় নেয়ার কাজটা ইতোমধ্যে সেরে ফেলেছে সার গডউইন। তোমাদের দু'জনের জন্যই প্রযোজ্য হোক ওটা। আগামীকাল তোমাদের ব্যাপারে সত্যি কথাটা জানতে পারবে ও। যাও এখন, আর কখনও ফিরে এসো না।'

'কথা দিতে পারছি না,' বলল গডউইন। 'সবকিছু ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে।'

সুলতানকে সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

বাড়ি থেকে বেরুনোর পর দুই ভাইয়ের তলোয়ার ফিরিয়ে দিল রক্ষীরা। আনা হলো দুটো তাজা ঘোড়া। ওগুলোর পিঠে চড়ে জেরুসালেম-গামী কাফেলায় যোগ দিল দু'জনে। দুই নাইটকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল সহযাত্রীরা। বিশপ এগবার্ট ওদেরকে বিদায় জানাতে এলেন, আনন্দে চোখ থেকে পানি ঝরছে তাঁর। ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মেলাল দুই ভাই, তারপর রাতের আঁধারে পথে নামল।

চলতে চলতে যার যার অভিজ্ঞতা শোনাল উলফ আর গডউইন। ভূগর্ভস্থ কামরায় রোজামুণ্ডের প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল উলফের বুক চিরে।

'আমরা তো বেঁচে গেলাম,' বলল ও, 'কিন্তু ওকে কীভাবে বাঁচাব, বলতে পারো? এতদিন মাসুদা ছিল... একটা ভরসা ছিল। কিন্তু এখন কী হবে?'

'ঈশ্বরই এখন ওর ভরসা, উলফ,' গম্ভীর গলায় বলল গডউইন। 'তিনি চাইলে যে-কোনও কিছু করতে পারেন। মুক্তি দিতে পারেন রোজামুণ্ডকে, তোমার স্ত্রী বানাতে পারেন। তা ছাড়া... মাসুদা তো মুক্তি পেয়েছে, খুব শীঘ্রি ওর দেখা পাব বলে আশা করছি। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যাবে, সে-অনুসারে বুদ্ধি করা যাবে। বুকে সাহস রাখো।'

ভাইকে সাহস জোগালেও অজানা এক আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে

www.BanglaBook.org

রইল গডউইনের অন্তর। কেন যেন মনে হচ্ছে, ভয়ানক কোনও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে কোথাও—ওর খুব ঘনিষ্ঠ কারও জীবনে। শঙ্কার অতল গহ্বরে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকল ও, শেষ পর্যন্ত অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। কপাল থেকে মুছল ঘামের ধারা।

চাঁদের আলোয় ভাইয়ের চেহারা দেখে উলফ জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, গডউইন? কোনও সমস্যা?'

'সমস্যাই বটে,' জানাল গডউইন। 'মনের মধ্যে কুডাক শুনতে পাচ্ছি আমি। ভয়ানক কোনও দুর্ভাগ্য যেন অপেক্ষা করছে সামনে।'

'সে আর নতুন কী?' হালকা গলায় বলল উলফ। 'বিপদ-আপদ আর দুর্ভাগ্য তো আমাদের নিত্যসঙ্গী। এতদিন যেভাবে মোকাবেলা করেছি, এবারও নাহয় সেভাবেই করব।'

'কপাল খারাপ, ভাই,' বলল গডউইন। 'এই দুর্ভাগ্য আমাদের নয়। রোজামুণ্ডের... কিংবা আমাদের পরিচিত অন্য কারও!'

মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল উলফের। 'তার মানে আমাদের কিছু করার নেই? এসো, তা হলে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন ওকে সাহায্য করেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল গডউইন।

পথ চলতে চলতে রাতভর প্রার্থনা করল দুই ভাই—ঈশ্বরের উদ্দেশে... সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট চ্যাডের উদ্দেশে... প্রার্থনা করল কায়োমনোবাক্যে। কিন্তু কেন যেন স্বস্তি পেল না। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ল গডউইনের মনের অস্থিরতা, আত্মা তড়পাতে থাকল অজানা কষ্টে। শেষ পর্যন্ত মনে হলো, যে-মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছে, সেটাকে গ্রহণ করতে পারলেই বুঝি ভাল হতো।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করল একসময়। সালাদিনের পথ-প্রদর্শকরা কাফেলাকে জানাল, নিজেদের এলাকায় পৌঁছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে খ্রিস্টানরা, এবার নিশ্চিন্তে এগোতে পারে। এই বলে বিদায় নিল ওরা।

রাতের অন্ধকারে বহুদূর চলে এসেছে কাফেলা। সমভূমিকে পিছনে ফেলে এসেছে, ঢুকে পড়েছে পার্বত্য অঞ্চলে। কোথা দিয়ে এসেছে, বোঝার উপায় ছিল না, কিন্তু ভোরের আলো ফুটতেই সামনে উন্মোচিত হলো অপূর্ব এক দৃশ্য। রাশ টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল অশ্বারোহীরা, প্রাণ ভরে তাকিয়ে দেখল সামনেটা। ওই তো, দূরে... পাহাড়ের মাথায় সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে পুণ্যনগরী জেরুসালেম। দেখা যাচ্ছে নগরীর সুউচ্চ দেয়াল আর মিনার, উদীয়মান সূর্যের প্রথম আলো লালচে হয়ে আছে—যেন উপাসনাকারীদের রক্তে ভেজানো হয়েছে। সবার উপরে মাথা তুলে রেখেছে ওমরের মসজিদের ডগায় স্থাপন করা বিশাল ক্রুশ... খুব শীঘ্রি যার পতন ঘটতে চলেছে।

হ্যাঁ, এ সেই নগরী, যার জন্য যুগে যুগে লক্ষ-কোটি মানুষ অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। আগামীতেও মরবে, যতদিন না ধ্বংস হয় এ-নগরী। সালাদিন কথা দিয়েছেন, আত্মসমর্পণ করলে কারও প্রাণ নেবেন না তিনি; কিন্তু সহযাত্রীদের মুখে শুনেছে দু'ভাই—কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না ওরা। ধ্বংস হয়ে যাবে প্রয়োজনে, তাও মাথা নত করবে না। জেরুসালেমের দেখা পেয়ে ওরা বুঝতে পারছে—ধ্বংস আর রক্তক্ষয়ের সেই সময় সমাগত।

মৃদু কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল গডউইন, তবে তা জেরুসালেমের জন্য নয়। সারারাত যে-আশঙ্কায় ছটফট করেছে, তা তীব্র... প্রকট হয়ে উঠেছে। পৌঁছে গেছে চরম সীমায়। চোখে অন্ধকার দেখতে পেল ও। সেই অন্ধকারের মাঝে শুনল তলোয়ার চালাবার আওয়াজ... আর একটা নারীকণ্ঠ—ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকছে। কেঁপে উঠল সারা দেহ, জিনের খুঁটি শক্ত করে আঁকড়ে পতন ঠেকাল ও। অদ্ভুত এক বায়ুপ্রবাহ অনুভব

www.BanglaBook.org

করল মুখে... চুল উড়তে শুরু করেছে। এরপর এল শান্ত-সমাহিত এক উপলব্ধি। পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশে।

'সব শেষ,' উলফের দিকে তাকিয়ে বলল গডউইন। 'আমার ধারণা, রোজামুণ্ড মারা গেছে।'

ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল উলফের। বলল, 'যদি তা-ই হয়, খুব শীঘ্রি ওর সঙ্গে যোগ দেব আমরা।'

একুশ

গডউইনের দুর্ভাগ্য

জেরুসালেম থেকে সাত মাইল দূরে *বিতির* গ্রাম, বিশ্রামের জন্য সেখানে থামল কাফেলা। এরপর আবার উপত্যকা ধরে দ্রুত ঘোড়া ছোটানো হলো; মাঝদুপুরের তীব্র গরমে সেদ্ধ হবার আগেই যায়োনের ফটকে পৌঁছুনোর ইচ্ছে সবার। উপত্যকার শেষ মাথা রুদ্ধ করে রেখেছে এক পাহাড়ি ঢাল, সেখানে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল দলটা। ঢালের উপর থেকে ঘোড়ায় চড়ে নেমে আসছে একজন পুরুষ আর একজন নারী। কারা এরা, কে জানে! চরম কৌতূহল নিয়ে সবাই তাকিয়ে থাকল দুই অশ্বারোহীর দিকে।

দৃশ্যটা খুব চেনা মনে হলো উলফের কাছে। গডউইনের দিকে ফিরে বলল, 'বৈরুতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ভাই। লোকটা দেখতে ওই বুড়োর মত না? ঘোড়াদুটোও দেখো—যেন পুনর্জন্ম নেয়া আগুন আর ধোঁয়া! কী দেহ, কী শক্তি, কী

www.BanglaBook.org

চমৎকার পদক্ষেপ!'

কাফেলার পাশে এসে থামল দুই আগন্তুক। এতক্ষণে দেখা গেল পুরুষটির চেহারা। চমকে উঠল গডউইন—উলফের ধারণা ঠিক, এ তো সেই বালির পুত্র... মাসুদার চাচা! এ-লোকের কাছ থেকেই আগুন আর ধোঁয়াকে উপহার হিসেবে পেয়েছিল ওরা। সঙ্গের মেয়েটিকে চেনা গেল না। মুখ ঘোমটার আড়ালে অদৃশ্য, দীর্ঘ অঙ্গ ঢেকে রেখেছে মোটা আলখাল্লায়।

কাফেলার নেতার কাছে অনুমতি নিল মাসুদার চাচা, দুই নাইটের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তারপর এগিয়ে এল ওদের দিকে।

অভিবাদন-বিনিময় হলো। ঘোমটা-পরা মেয়েটাকে দেখিয়ে উলফ জানতে চাইল, 'কে ও?'

'আমার আত্মীয়,' বলল বৃদ্ধ। 'জেরুসালেমে যাবে। ওর ব্যাপারেই এসেছি, নাইটেরা। দয়া করে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে ওকে? ভয়ের কিছু নেই, গুপ্তচর নয় ও, মাসুদার মত খ্রিস্টান; তবে তোমাদের ভাষা জানে না। আসলে... পথে মন্দলোকের অভাব নেই, একা পাঠানোর সাহস পাচ্ছি না। আমাকেও জরুরি একটা কাজে চলে যেতে হচ্ছে। বেশিকিছু করতে হবে না তোমাদের, শুধু সঙ্গে রেখো মেয়েটাকে। জেরুসালেমের দক্ষিণ ফটকে পৌঁছুনোর পর আমার আরেক আত্মীয় এসে নিয়ে যাবে ওকে।'

'নিশ্চয়ই নেব,' বলল গডউইন। 'চমৎকার দুটো ঘোড়া দিয়ে আপনি সাহায্য করেছিলেন আমাদের। বিপদে-আপদে অনেক কাজে লেগেছে ওরা। এটুকু উপকার অবশ্যই করব।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল বৃদ্ধ।

'এসো মেয়ে, আমাদের পিছনে থাকো।' আহবান জানাল উলফ।

'ইয়ে... আরেকটা কথা,' ইতস্তত করে বলল আরব বৃদ্ধ।

www.BanglaBook.org

'এতদিনে আমাদের ভাষা বোধহয় শিখে ফেলেছ তোমরা; তাই বলে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে গল্প জুড়তে যেয়ো না। অনুরোধ রইল, ঘোমটা সরাতেও বোলো না ওকে। অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা বলা, বা তাদের সামনে চেহারা দেখানোর নিয়ম নেই আমাদের গোত্রে। আশা করি, যথার্থ ভদ্রলোকের মত সম্মান দেখাবে আমাদের রীতিনীতিকে। খুব বেশি হলে একঘণ্টা লাগবে জেরুসালেমে পৌঁছুতে; এর মধ্যে কথাবার্তা না বললে তো কোনও ক্ষতি নেই।'

'আপনি যা চান, তা-ই হবে,' কথা দিল গডউইন। 'এই মহিলাকে আমরা বিরক্ত করব না। আর হ্যাঁ, আগুন আর ধোঁয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।'

'ভাল। যদি অমন ঘোড়া আরও প্রয়োজন হয়, যে-কোনও ঘোড়ার বাজারে গিয়ে আমার খোঁজ কোরো। খবরটা চলে যাবে আমার কাছে।' ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে শুরু করল বৃদ্ধ।

'দাঁড়ান,' ত্রস্ত গলায় বলল গডউইন। 'মাসুদার খবর কী? ও কি ফিরে এসেছে আপনার কাছে?'

'না। তবে খবর পাঠিয়েছে, আসকালনের কাছাকাছি একটা বাগানে যেতে। সালাদিনের শিবির থেকে চলে আসছে, ওখান থেকে ওকে নিয়ে আসব আমি। যাচ্ছি ওখানেই। বিদায়।'

ঘোমটা পরা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকাল বালির পুত্র। তারপর লাগামে ঝটকা মেরে তীরের মত ছোটাল তার ঘোড়া। ফিরে গেল যে-পথে এসেছে, সে-পথে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল গডউইন। মাসুদার ব্যাপারে দুর্ভাবনা দূর হয়েছে। চাচার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কথা হওয়া মানে সুস্থ আছে ও। ঘোরের মাঝে... আতঙ্কের মাঝে যে-কণ্ঠ শুনেছে, তা ওর হতে পারে না। কে জানে, পুরোটাই হয়তো উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা।

সোজা হয়ে বসতেই উলফের দিকে নজর পড়ল। ঘাড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরিয়ে বার বার পিছনের অশ্বারোহী মেয়েটাকে দেখছে।

'সামনে তাকাও,' গম্ভীর গলায় বলল গডউইন। 'রওনা হচ্ছি আবার, এত নড়াচড়া করলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবে তুমি।'

'বলেছে তোমাকে!' মুখ ঝামটা দিল উলফ। 'মানা করতে চাইলে সরাসরি মানা করো। কথা ঘোরাবার দরকার কী?'

'তা হলে মানাই করছি—ওর দিকে ওভাবে তাকিয়ো না।'

'সমস্যা কোথায়? কথা বলতে মানা করেছে, তাকাতে তো মানা করেনি।'

'কথা বলাই যদি বারণ হয়, তাকানো তো আরও আগে বারণ হবে। বিরক্ত কোরো না ওকে। ভদ্রতা বজায় রাখো। তা ছাড়া... ঘোমটা পরা একটা মেয়েকে ওভাবে দেখার কী আছে? চেহারাই তো দেখা যাচ্ছে না!'

'সেজন্যেই তো কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। যেভাবে ঘোড়ায় বসেছে, তাতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার মত লাগছে। ঘোড়াটাও দেখার মত বটে! যেন আগুন আর ধোঁয়ার ভাই-বেরাদর। দেখি, জেরুসালেমে পৌঁছুনোর পর ওর কাছ থেকে ঘোড়াটা কিনে নেয়া যায় কি না!'

এগিয়ে চলল ওরা। বৃদ্ধ আরবকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করল, কথা বলল না, পিছনে তাকাল না আর একবারও। অবশ্য, মেয়েটার চোখ সেঁটে রইল ওদের উপর।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জেরুসালেমের ফটকে পৌঁছুল কাফেলা। প্রতিনিধিদেরকে বরণ করে নেবার জন্য বিশাল এক ভিড় অপেক্ষা করছে ওখানে। ওরা পৌঁছুতেই বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা, মিছিল করে প্রতিনিধিদের নিয়ে গেল শহরের ভিতরে। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে আছে সালাদিনের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল জানার জন্য।

সবাই চলে গেল, কিন্তু পিছে পড়ে রইল দুই নাইট আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোমটা পরা মেয়েটা। বোকার মত এদিক-ওদিক চাইল উলফ আর গডউইন, আশা করল কেউ এগিয়ে আসবে ওদের সঙ্গিনীকে নিয়ে যেতে, কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না কারও।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অধৈর্য হয়ে উঠল দু'ভাই। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না, তাই কাছের একটা বাগানে ঢুকে পড়ল। নিরালায় আলোচনা করবে করণীয় সম্পর্কে। ওদের পিছু পিছু এল মেয়েটা।

'জেরুসালেমে তো পৌঁছুলাম,' বলল উলফ। 'কিন্তু এই মেয়ের তো কোনও আত্মীয় এল না। কী করা যায় এখন?'

'বুঝতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল গডউইন। 'ওকে নেবার মত জায়গা নেই আমাদের।'

'কথা বলে দেখি? এখন তো আর কোনও উপায় নেই। কোথায় যেতে চায়, সেটা খালি জিজ্ঞেস করব।'

সায় দিল গডউইন।

ঘোড়ার মুখ ঘোরাল উলফ। আরবীতে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই মেয়ে, কে নিতে আসবে তোমাকে? কোথায় তোমার আত্মীয়?'

'এই তো... এখানেই,' নরম একটা কণ্ঠ ভেসে এল ঘোমটার ওপাশ থেকে।

তাড়াতাড়ি বাগানের উপর নজর বোলাল উলফ আর গডউইন। ইতস্তত বেড়ে ওঠা গাছপালা, আর স্তূপ করে রাখা পাথর ছাড়া কিছু নজরে পড়ল না। পাথরগুলো রাখা হয়েছে শহরে হামলা হলে শত্রুর উপর ছোঁড়ার জন্য। কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

'কই, কেউ তো নেই!' বিস্মিত গলায় বলল গডউইন।

'আছে তো,' বলল মেয়েটা। 'তোমরা আছ না?'

'কী বকছ আবোল-তাবোল?'

মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল। ঘোমটা সরাল না, কিন্তু আলখাল্লা খুলে ফেলল মেয়েটি। তলার পোশাক দেখতে পেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই ভাই।

'সেইন্ট পিটারের দিব্যি!' বলে উঠল গডউইন। 'জামার ওই নকশা আমি চিনি। মাসুদা! সত্যিই তুমি নাকি, মাসুদা?'

জবাব না দিয়ে ঘোমটা ওঠাতে শুরু করল রহস্যময়ী। অর্ধেকের মত উঠতেই দেখতে পেল দু'ভাই—মাসুদার মত একটি মেয়ে, কিন্তু মাসুদা নয়। চুলের বাঁধন মাসুদার মত, গলায় সিংহের নখ দিয়ে তৈরি করা মালা—যে-সিংহকে গডউইন হত্যা করেছিল; গায়ের রং একই রকম; এমনকী গালে একটা ছোট তিলও আছে। সবই মাসুদার মত। সামান্য ঝটকা দিয়ে পুরো ঘোমটা সরাল মেয়েটা, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠল দুই নাইট।

'রোজামুণ্ড! এ তো রোজামুণ্ড!' অবিশ্বাসের সুরে বলল উলফ। 'মাসুদার ছদ্মবেশে রোজামুণ্ড!'

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও। ছুটে গেল প্রেমিকার দিকে। মুখে বিড়বিড় করছে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ... ঈশ্বরকে শত-সহস্র ধন্যবাদ!'

রোজামুণ্ডও নেমে এল মাটিতে। জড়িয়ে ধরল উলফকে। চোখ ফিরিয়ে নিল গডউইন। বুকের ভিতরে হারানোর ব্যথা দপ্ দপ্ করছে।

'হ্যাঁ, আমিই,' একটু পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'স্বপ্ন দেখছ না।' কপট অভিমান ফোটাল গলায়। 'কেমন মানুষ তোমরা, এতটা পথ একসঙ্গে এলাম... অথচ কেউ চিনতেই পারলে না আমাকে?'

'আরে, জামাকাপড় আর ঘোমটা ভেদ করে দেখতে জানি নাকি আমরা?' রাগী গলায় বলল উলফ। পরমুহূর্তে হেসে উঠল, আবার জড়িয়ে ধরল রোজামুণ্ডকে।

আচমকা সচকিত হলো গডউইন। ঝট্ করে ফিরল ওদের দিকে। বলল, 'দাঁড়াও! রোজামুণ্ড, তুমি যদি মাসুদার ছদ্মবেশ

www.BanglaBook.org

নিয়ে থাকো, তা হলে জল্লাদের সামনে যে-মেয়েটা আমাকে বিদায় জানাতে এল, সে কে? তোমার পোশাক-আশাক আর অলঙ্কার পরা ছিল ও। মুখ ঢাকা ছিল ঘোমটায়!'

'কী জানি, গডউইন,' কাঁধ ঝাঁকাল রোজামুণ্ড। 'মাসুদাই হতে পারে। আমার জামাকাপড় পরা অবস্থায় দেখে এসেছি ওকে। কিন্তু... জল্লাদের ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই জানি না। গর্দান তো যাবার কথা ছিল উলফের... তোমার না।'

'কী ঘটেছিল, সব খুলে বলো এখুনি,' তাড়া দিল গডউইন।

'বলার মত আসলে খুব বেশি কিছু ঘটেনি,' বলল রোজামুণ্ড। 'আদালতে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম, দেখেছ নিশ্চয়ই। জ্ঞান ফেরার পর মনে হলো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আবছা আলোয় ঠিক আমারই মত একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সাজ-সজ্জা সব আমার মত, শুধু চেহারাটা একটু অন্যরকম।

'"ভয় পেয়ো না," বলে উঠল মেয়েটা। "আমি মাসুদা। অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে আমার একটা গুণ হলো, আমি ছদ্মবেশ নিতে জানি। অভিনয়ও মন্দ করি না। শোনো, হাতে সময় নেই। আমাকে সারাসেন শিবির থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন সুলতান। আমার চাচা বাইরে অপেক্ষা করছে, দুটো ঘোড়া নিয়ে, তার সঙ্গেই যাবার কথা আমার। কিন্তু না... আমি না। আমার জায়গায় তুমি যাবে, শাহজাদী। আমার ছদ্মবেশে! আমাদের উচ্চতা একই রকম; যদি পোশাক বদল-বদল করে ফেলি, একে অন্যের মত চুল বাঁধি বা সাজ নিই, আর যদি মুখ ঢেকে রাখি ঘোমটায়... তা হলে কেউ পার্থক্য ধরতে পারবে না। দরজা পর্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দেব আমি; কান্নার ভান করব, যেন প্রিয় দাসী চলে যাচ্ছে বলে খুব কষ্ট পাচ্ছে শাহজাদী। রক্ষী কিংবা খোজার দল কিছু বুঝতেই পারবে না। এসো, তোমাকে সাজিয়ে দিচ্ছি।"

'"কিন্তু কোথায় যাব আমি?" জানতে চাইলাম।

www.BanglaBook.org

'"আমার চাচা তোমাকে জেরুসালেমগামী কাফেলার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবে। না পারলে নিজেই নিয়ে যাবে ওখানে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তা হলে লুকিয়ে রাখবে নিজের গোত্রের মাঝে। আমি একটা চিঠি লিখে দিয়েছি ওঁর জন্যে। এই নাও, বুকের কাছে লুকিয়ে রাখো ওটা। ওঁর হাতে দিয়ো।"

'"আর তুমি, মাসুদা?" জানতে চাইলাম আমি।

'"আমাকে নিয়ে ভেবো না।" বলল ও। "আমিও পালাচ্ছি আজ রাতে। কীভাবে, তা খুলে বলার সময় নেই। দু-একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি। কিচ্ছু ভেবো না, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রি সার গডউইনের দেখা পাবে তুমি। ও তোমাকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

'"কিন্তু উলফ? উলফের কী হবে?" বললাম আমি। "মরতে বসেছে ও। ওকে ফেলে আমি কিছুতেই যাব না।"

'"বোকার মত কথা বোলো না!" আমাকে ধমকাল মাসুদা। "ওর মরণ যেমন ঠেকানোর উপায় নেই, তেমনি তোমারও মরবার কোনও উপায় নেই। সুলতান কিছুতেই মরতে দেবেন না তোমাকে। বেঁচেই যদি থাকবে, তা হলে বন্দি থাকার চেয়ে মুক্ত অবস্থায় বাঁচা ভাল না? তা ছাড়া সার উলফের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ও-ই বুদ্ধি দিয়েছে এভাবে তোমাকে সুলতানের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য। ও মিনতি করেছে, যদি ওকে সত্যিই ভালবাসো, তা হলে যেন দ্বিধা না করো।"'

'মাসুদার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি,' বলে উঠল উলফ। 'ওকে এ-ধরনের কোনও কথাই বলিনি আমি। এই পরিকল্পনার ব্যাপারেও কিছুই জানতাম না!'

'চুপ করো,' বলল গডউইন। 'আগে রোজামুণ্ডের কাছে সব শুনি, তারপর এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

'মাসুদা আরও কী বলেছে, জানো?' কথার খেই ধরল রোজামুণ্ড। 'ও বলেছে, "সার উলফ আশা করছে, মৃত্যুদণ্ড

www.BanglaBook.org

এড়াতে পারবে ও। কিন্তু তুমি যদি তার আগেই সুলতানের কবল থেকে না পালাও, তা হলে ইহজনমে তোমাদের আর দেখা হবে না। তাই আর দেরি কোরো না, শাহজাদী। তৈরি হয়ে নাও, এখুনি যেতে হবে তোমাকে। দেরি কোরো না, এ-অবস্থায় ধরা পড়লে আমাদের দু'জনেরই বিপদ!"'

'ও জানত আমার মৃত্যুদণ্ড হবে না?' ভুরু কোঁচকাল উলফ। 'তা কী করে হয়?'

'জানত না,' বলল গডউইন। 'ওকথা বলেছে রোজামুণ্ডকে পালাবার ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য। যা হোক, এরপর কী ঘটল?'

'এরপর?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজামুণ্ড। 'আমাকে নিজের ছদ্মবেশ পরাল মাসুদা। নিয়ে গেল দরজায়। কপালে চুমো খেয়ে বিদায় জানাল। কয়েকজন রক্ষী অপেক্ষা করছিল, আমার দিকে এগিয়ে খুব বাজেভাবে বলল, "চলো, আল-জেবেলের মেয়ে!" তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাইরে। কেউ ঠিকমত আমার দিকে তাকায়নি, কারণ তখন বাইরে অদ্ভুত এক আঁধার নেমে এসেছিল... সূর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল চাঁদের আড়ালে। ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল সবাই, ভাবছিল বুঝি অশুভ কিছু নেমে আসছে সালাদিন বা আসকালনের উপর।* তোমরা তো কারাগারে ছিলে, বোধহয় দেখতে পাওনি ওটা।

'যা হোক, অন্ধকার নামায় বেশ সুবিধে হলো আমার জন্য। কেউ আমার দিকে নজর দিল না। দিলেও ঠিকমত চেহারা দেখল না। নিরাপদে শহরের বাইরে এক বাগানে পৌঁছুলাম আমি, ওখানে দেখা হলো এক বৃদ্ধ আরবের সঙ্গে। ঘোড়া নিয়ে

BanglaBook.org

---

*যে-চন্দ্রগ্রহণের কথা রোজামুণ্ড বলছে, তা ঘটেছিল ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, আসকালনের আত্মসমর্পণের দিনে। পুরো ফিলিস্তিন সেদিন ঢাকা পড়েছিল চাঁদের ছায়ায়, জেরুসালেমের জনমনে সৃষ্টি হয়েছিল আতঙ্ক—লেখক।

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করছিলেন তিনি। বৃদ্ধের হাতে আমাকে তুলে দিল রক্ষীরা, বেশ কিছুদূর এগিয়ে দিল আমাদেরকে, তারপর চলে গেল। মাসুদার চিঠি পড়ে দেখলেন বুড়ো মানুষটা, তারপর আমাকে নিয়ে এলেন ওই পাহাড়ে, যেখান থেকে তোমরা আমাকে নামতে দেখেছ। ওখানেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা জেরুসালেমের কাফেলার জন্য। তার মাঝে তোমরা দু'জনও যে থাকবে, তা আশা করিনি। সারারাত অপেক্ষা করেছি আমরা, সকাল হবার পর দেখা পেয়েছি তোমাদের।

'"আল্লাহ্‌র হাজার শোকর!" তোমাদেরকে চিনতে পেরে বলে উঠলেন বৃদ্ধ আরব। "শোকর মাসুদারও! ওই দেখো, মা, যাদের খুঁজছ, তারাই আসছে কাফেলার সঙ্গে। চলো, ওদের কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব শেষ করি। এরপর আমার ভাইঝির কাছে ফিরতে হবে আমাকে। তোমাকে তো মুক্ত করেছি, এবার ওকে মুক্ত করার পালা।"

'মাসুদার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম ওঁকে। জবাবে বললেন, ওর জন্যেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি, আমাকে নিয়ে জেরুসালেমে যাচ্ছেন না। কিন্তু কীভাবে মাসুদাকে উদ্ধার করতে হবে, তার কিছুই জানেন না ভদ্রলোক। আশা করছেন, ইতোমধ্যে লুকিয়ে পড়েছে মাসুদা। সুলতানের রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে কোনও এক সময় শহর থেকে বেরিয়ে আসবে। তখন কাছেপিঠে ঘোড়া নিয়ে হাজির থাকবেন তিনি।

'কথা বলতে বলতে কাফেলা কাছে এসে পড়ল। ওহ্। তোমাদের দেখে কী যেন ভাল লেগেছে... কী যেন অনুভব করেছি, তা বোঝাতে পারব না। আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। ইচ্ছে করছিল তখনই গিয়ে জড়িয়ে ধরি তোমাদের। কিন্তু বুড়ো মানুষটা আমাকে অভিনয় চালিয়ে যেতে বললেন। কারণ জেরুসালেমের প্রতিনিধিরা যদি আমার সত্যিকার পরিচয় টের পায়, তা হলে বেঁকে বসতে পারে। এমনিতেই বিপদে আছে

www.BanglaBook.org

ওরা, তার সঙ্গে সালাদিনের ভাগ্নীকে ভাগিয়ে নেয়ার অভিযোগ যুক্ত হতে দেবে না। বলা যায় না, আমাকে আবার ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারে আসকালনে।

'এরপরের ঘটনা তো তোমরা জানো। ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে সবার চোখ ফাঁকি দিয়েছি। তারপর ঈশ্বরের দয়ায় এখানে পৌঁছেছি... এতদিন পর আবার আমরা একত্র হয়েছি... এই তো!'

রোজামুণ্ডের কথা শেষ হলে গম্ভীর হয়ে গেল গডউইন। কেন যেন আনন্দ স্পর্শ করছে না ওকে। বলল, 'সবই ঠিক আছে, কিন্তু মাসুদা কোথায়? এতবড় একটা ষড়যন্ত্র করেছে ও সালাদিনের বিরুদ্ধে... তার পরিণতি কী হতে পারে, ভেবে দেখেছ? হায় ঈশ্বর! ও কী করেছে, জানো রোজামুণ্ড? উলফের জায়গায় আমার মৃত্যুদণ্ড হতে যাচ্ছিল... কীভাবে, সেটা পরে জানবে। শাস্তি দেয়ার আগে বালবেকের শাহজাদীকে ডেকে পাঠান সুলতান, আমাকে বিদায় জানানোর জন্য। ওখানে... সালাদিনের নাকের নীচে... তোমার ছদ্মবেশে অভিনয় করেছে মাসুদা। এত সুন্দর অভিনয় যে, শুধু সুলতান না, ওখানে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ... এমনকী আমিও ধোঁকা খেয়েছি। হ্যাঁ, একটু সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু তারপরও ধোঁকা খেয়েছি আমি। সেই থেকে অজানা একটা ভয় অনুভব করতে শুরু করেছি আমি... অমঙ্গলের একটা আশঙ্কা! মনে হচ্ছিল সেটা তোমার জন্যে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আসলে মাসুদার জন্য বুক কাঁপছে আমার।'

উলফ আর রোজামুণ্ডের হাসি নিভে গেল কথাটা শুনে।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল গডউইন। ঠিক করে ফেলল, কী করবে। উলফকে বলল, 'ভাই, রোজামুণ্ডকে শহরের ভিতরে কোথাও লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি পবিত্র ক্রুশের সন্ন্যাসিনী-আশ্রমে ওর জায়গা করতে পারো।

www.BanglaBook.org

অভয়াশ্রম ওটা, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে ওখান থেকে বের করা যায় না। জেরুসালেমের লোকজন চাইলেও সালাদিনের কাছে ফেরত পাঠাতে পারবে না ওকে। ওখানকার প্রধান সন্ন্যাসিনী আমাদের পরিচিত মানুষ। কথা বলে দেখো। মনে হয় না রোজামুণ্ডকে নিরাশ করবেন উনি।'

'বুঝলাম সবই,' মাথা ঝাঁকাল উলফ। 'কিন্তু এ-কাজ আমাকে গছাচ্ছ কেন? তুমি কী করবে?'

'আমি আসকালনে ফিরে যাচ্ছি... মাসুদাকে খুঁজে বের করার জন্য।'

'কিন্তু কেন? নিজের খেয়াল রাখতে জানে মাসুদা। নিজের চেষ্টাতেই ওখান থেকে পালাবে বলে ঠিক করেছে ও। ওর চাচা তো গেছে ওকে আনার জন্য!'

'এতকিছু জানি না আমি,' বলল গডউইন, 'কিন্তু এটুকু জানি—রোজামুণ্ডের জন্যে... সম্ভবত আমার জন্যেও... ভয়ঙ্কর এক ঝুঁকি নিয়েছে মেয়েটা। ভেবে দেখো, সালাদিনের জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? যদি দেখতে, তোমার প্রাণপ্রিয় ভাগ্নী গায়েব... আর তার জায়গায় বসে আছে এক বহুরূপী দাসী? সেই দাসী, যাকে শুরু থেকে তুমি অবিশ্বাস করো... সেই দাসী, যাকে তুমি শিবির থেকে বের করে দিয়েছ!'

'বুঝতে পারছি,' বলল রোজামুণ্ড। 'এমন ভয় আমারও হয়েছে। কিন্তু কী করব... মাসুদা আমাকে এমনভাবে বোঝাল, উলফের দোহাই দিল... এরপর আর মাথা কাজ করেনি আমার। কী লজ্জা!'

'লজ্জা পাবার কিছু নেই,' বলল গডউইন। 'মিথ্যে কথা বলেছে ও তোমাকে। উলফের যে মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর কোনও উপায় নেই, তা ভাল করেই জানত। জানত, নিজেও আটকা পড়ে যাবে তোমাকে পালাতে দিলে।'

'কী আশ্চর্য! তা হলে কেন অমন মিথ্যে বলল ও?'

www.BanglaBook.org

'আমার জন্য,' দাঁতে দাঁত পিষল গডউইন। 'নিজের প্রাণের বিনিময়ে তোমাকে আমার কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে ও... উলফের অবর্তমানে আমাকেই তুমি বরণ করে নেবে ভেবে। আমার ব্যর্থ ভালবাসাকে সফল করতে চেয়েছে মাসুদা।'

থমকে গেল রোজামুণ্ড। এ কী শুনছে ও? এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে মাসুদা? চাইলে তো নিজেই পেতে পারত গডউইনকে... নিজের ভালবাসার মানুষকে। উলফ মারা যাচ্ছিল, রোজামুণ্ড বন্দি থাকছিল সালাদিনের হাতে। গডউইন-সহ মুক্তি পাচ্ছিল মেয়েটা। সবকিছু তো ওর অনুকূলেই ছিল। তা হলে এমন করার মানে কী?

ধীরে ধীরে মাসুদার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করল রোজামুণ্ড। বুঝতে পারল, কত বড় ওর অন্তর। কতখানি বড় মাপের মানুষ হলে নিজের প্রেমিককে বিসর্জন দিতে পারে কেউ। নিজের প্রাণের বিনিময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবন বাঁচানো... তাকে নিজের ভালবাসার মানুষের হাতে তুলে দেয়া... এ কোনও সাধারণ মেয়ের কাজ নয়। যা-ই হোক মাসুদার অতীত, হৃদয় ওর অনেক বড়... অনেক খাঁটি; আত্মা ওর নিষ্কলুষ আর পবিত্র। যদি এখনও বেঁচে থাকে, তা হলে ওর চেয়ে মহৎ আর কোনও নারী নেই এই পৃথিবীর বুকে। যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গ এক পুণ্যাত্মাকে পেয়েছে।

গডউইনের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড। রোজামুণ্ডের দিকে তাকাল গডউইন। চোখে চোখে কথা হলো ওদের। দু'জনেই একসঙ্গে অনুভব করতে পারছে মাসুদার আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য। সেইসঙ্গে এর ভয়াবহ ফলাফল।

'আ... আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' বলল রোজামুণ্ড।

'প্রশ্নই ওঠে না,' প্রতিবাদ করল উলফ। 'তোমাকে দেখামাত্র খুন করবে সালাদিন।'

'উলফ ঠিকই বলেছে,' একমত হলো গডউইন। 'আসকালনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেরা চলে না তোমার। তাতে মাসুদার আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে। আমি তা হতে দিতে পারি না। আমি একাই যাব ওখানে। উলফ এখানে তোমার নিরাপত্তার জন্য থাকবে।'

'ক্... কিন্তু তুমিই বা ওখানে গিয়ে কী করবে?' উত্তেজনায় গলার স্বর আটকে যাচ্ছে রোজামুণ্ডের। 'যদি দেখো, তুমি যাবার আগেই মাসুদাকে...'

'কী করব, জানি না আমি,' ওকে বাধা দিয়ে বলল গডউইন। 'মাসুদার কপালে কী ঘটেছে, তাও জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, আমাকে যেতে হবে ওখানে। দরকার হলে সাক্ষাৎ নরক পাড়ি দিতে হবে, নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতে হবে... মৃত্যুর ওপারে গিয়ে হলেও যাতে একটিবার ওর সামনে পৌঁছুতে পারি, হাঁটু গেড়ে জানাতে পারি কৃতজ্ঞতা...'

'আর ভালবাসা,' শান্ত গলায় বলল রোজামুণ্ড। গডউইনের চোখে সেই ভালবাসার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে ও।

'হয়তো,' মাথা নিচু করে বলল গডউইন।

ওকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, বুঝতে পারল রোজামুণ্ড আর উলফ। তাই বিদায় জানাল।

'ধন্যবাদ, রোজামুণ্ড। বিদায়!' বলল গডউইন। 'ভাগ্য আমাদের তিনজনকে নিয়ে যে-নাটক রচনা করেছিল, তাতে আমার ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে স্বর্গের ঈশ্বর, আর মর্ত্যের উলফের হাতে তোমাকে সমর্পণ করছি আমি। যদি আর কখনও দেখা না হয় আমাদের, তা হলে পরামর্শ রইল—এই জেরুস্যালেমেই বিয়ের কাজটা সেরে ফেলো তোমরা, তারপর ফিরে যেয়ো স্টিপলে। সুখে-শান্তিতে কাটিয়ো বাকি জীবন। ভাই উলফ, তোমাকেও বিদায় জানাই। জন্মের পর থেকে একসঙ্গে ছিলাম আমরা, বেশ কিছু অসাধ্যসাধন করেছি একত্রে, যার কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না। কিন্তু আজ... জীবনে প্রথমবারের মত বিচ্ছিন্ন হচ্ছি আমরা। যাও, জীবনকে উপভোগ করো। স্বর্গ

www.BanglaBook.org

থেকে যে-ভালবাসা আর সুখের উপহার পেয়েছ তুমি, তাকে দু'হাত বাড়িয়ে বরণ করে নাও। আশা করি, সত্যিকার একজন খ্রিস্টান নাইটের মত বাঁচবে তুমি; মরবেও সেভাবে। অনন্তকাল স্রষ্টার আশীর্বাদ থাকবে তোমার উপর।'

'এভাবে বোলো না, গডউইন!' ব্যথাতুর কণ্ঠে বলল উলফ। 'এমন কথা শুনে বুক ভেঙে যাচ্ছে আমার। তা ছাড়া... এত সহজে বিচ্ছেদ হবে না আমাদের। অভয়াশ্রমে যথেষ্ট নিরাপদ থাকবে রোজামুণ্ড, আমাকে প্রয়োজন হবে না ওর। একটা ঘণ্টা সময় দাও, ওকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি আমি। তারপর একসঙ্গে রওনা হব। মাসুদা আমাদের দু'জনকেই ঋণী বানিয়েছে, তুমি একা কেন সেই ঋণ শোধ করতে যাবে?'

'না,' মাথা নাড়ল গডউইন। 'আবেগের বশে কথা বলছ তুমি। রোজামুণ্ড মোটেই নিরাপদ নয়। খুব শীঘ্রি এ-শহরে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই? পাগলা কুকুরের মত ছুটে আসবে সালাদিন। রোজামুণ্ডের জন্য আগুন লাগিয়ে দেবে সবখানে। অমন মুহূর্তে ওকে একা ফেলে রাখা যায় না। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

হার স্বীকার করে মাথা নামিয়ে ফেলল উলফ। বুঝতে পারছে, গডউইনের কথাই ঠিক। ভাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিল গডউইন, চুমো খেল রোজামুণ্ডের হাতের উল্টোপিঠে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল বাগান থেকে। একটু পর জেরুসালেমের ফটক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রোজামুণ্ড। উলফের চোখ থেকেও নেমে এল দু'ফোঁটা অশ্রু। হঠাৎ রেগে গেল ও। বলল, 'এভাবে ভাইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইনি আমি। ধিক্ ঈশ্বর! কেমন খেলা খেলছেন আপনি আমার সঙ্গে? এরচেয়ে ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের ময়দানে মরে গেলেই তো ভাল হতো! আমি তো এভাবে বাঁচতে চাইনি!'

www.BanglaBook.org

'মরার কথা তুমি বলছ কেন?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল রোজামুণ্ড। 'বলব তো আমি! আমার জন্যই এতকিছু ঘটছে। আমার কারণেই এমন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছ তোমরা। মাসুদাও মরছে আমারই জন্যে। সবার দুঃখকষ্টের কারণ হবার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল ছিল না? হায় ঈশ্বর, আপনি আমাকে মরণ দিলেন না কেন?'

'তোমার এ-প্রার্থনা যদি কবুল করে নেন ঈশ্বর,' ভারী গলায় বলল উলফ, 'তা হলে আমিও তোমার সঙ্গী হতে চাই। কারণ গডউইন চলে গেছে... সম্ভবত চিরতরে। এখন তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার। তুমি যদি না থাকো, তা হলে আমারই বা বেঁচে থেকে লাভ কী? থাক, ভাগ্যকে দোষারোপ করে উপকার হবে না কারও। তারচেয়ে এসো, গডউইনের কথা মেনে নিই, জীবনকে যতটুকু সম্ভব উপভোগ করি। আপাতত আমরা মুক্ত, সেটাই বা কম কীসে? চলো সন্ন্যাসিনী-আশ্রমে যাই। দেখি, ওখানে তোমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

ঘোড়ায় চড়ে জেরুসালেমের রাস্তা ধরে এগোল দু'জনে। সবখানে চোখে পড়ল আতঙ্কিত জনতার ভিড়। খবর চাউর হয়ে গেছে, সালাদিনের সঙ্গে কোনও ধরনের সমঝোতা করতে পারেনি প্রতিনিধি-দল। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছেন সুলতান, কিন্তু প্রতিনিধিরা জানিয়ে দিয়ে এসেছে—জীবন থাকতে এই পুণ্যনগরীকে বিধর্মীদের হাতে তুলে দেবে না তারা। ফলাফল সহজেই অনুমেয়—খুব শীঘ্রি হামলা করা হবে জেরুসালেমের উপর। যুদ্ধ বাধবে... মরণ-যুদ্ধ!

কিন্তু কে করবে সে-যুদ্ধ? খ্রিস্টান-নেতারা নিহত কিংবা বন্দি, ওদের রাজাও আটকা পড়েছেন সালাদিনের হাতে; যোদ্ধাদের কঙ্কাল শোভা বাড়াচ্ছে হ্যাটিনের প্রান্তরে। হাতে গোনা কিছু সৈন্য ছাড়া নগরে এখন আছে কেবল নারী, শিশু আর বৃদ্ধ। সংখ্যায় সব মিলিয়ে প্রায় আশি হাজার মানুষ। এদেরকেই

www.BanglaBook.org

মোকাবেলা করতে হবে দুর্ধর্ষ সারাসেন বাহিনীর। রক্ষা করতে হবে জেরুসালেমকে, যা স্রেফ অসম্ভব। রাস্তায় আতঙ্কিত এবং হতাশ মানুষের ভিড় দেখে তাই অবাক হবার কিছু নেই। চোখে-মুখে পথ দেখতে পাচ্ছে না ওরা, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে সাহায্যের আবেদন চাইছে আকাশের পানে তাকিয়ে। নিষ্ফল আবেদন... কারণ সবাই খুব ভাল করে জানে, পুণ্যনগরীর সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। ফুরিয়ে এসেছে হতভাগ্য অধিবাসীদের আয়ু।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে ভিয়া ডলোরোসায় সন্ন্যাসিনী-আশ্রমে পৌঁছুল উলফ আর রোজামুণ্ড। দামেস্ক ত্যাগের পর জেরুসালেমে কিছুদিন থেকেছে দু'ভাই, তখন কয়েকবার আসা-যাওয়া হয়েছে এখানে। পরিচয় হয়েছে প্রধান-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। তাই আশ্রমে ঢুকে তাঁর সঙ্গে করতে চাইল উলফ। অভ্যর্থনা জানাতে আসা তরুণী জানাল, গির্জায় এখন প্রার্থনা চলছে। সবাই ব্যস্ত। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

বড় একটা কামরায় বসতে দেয়া হলো দুই অতিথিকে। সেখানে আধঘণ্টা অপেক্ষার পর দরজা খুলে দীর্ঘাঙ্গিনী এক মহিলা উদয় হলেন। মাঝবয়েসী, সৌম্য চেহারা, পরনে সাদা রঙের ঢিলেঢালা পোশাক, জাতে ইংরেজ। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন উলফ আর রোজামুণ্ডের দিকে।

'লেডি অ্যাবেস*,' উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াল উলফ। 'আমার নাম উলফ ডার্সি। মনে আছে আমাকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন প্রধান সন্ন্যাসিনী। 'মনে আছে, সার উলফ। হ্যাটিনের যুদ্ধের আগে এখানে এসেছিলেন আপনি আর আপনার ভাই। আপনাদের গল্পও শুনেছি আমি... খুব অদ্ভুত গল্প!'

*সন্ন্যাসিনী আশ্রমের প্রধান।

www.BanglaBook.org

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' সঙ্গিনীর দিকে ইশারা করল উলফ। 'আমার চাচাতো বোন—রোজামুণ্ড ডার্সি... এসেক্সের সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সির একমাত্র মেয়ে। আরেকটা পরিচয় আছে ওর—সুলতান সালাদিনের ভাগ্নী, সিরিয়ায় ওকে বালবেকের শাহজাদী বলে ডাকা হয়।'

ভুরু কোঁচকালেন অ্যাবেস। 'মুসলমান নাকি? পোশাক-আশাকে তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

'জী না, মাদার,' সম্মান দেখিয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'খ্রিস্টান আমি... পাপী খ্রিস্টান। সারাসেনদের হাত থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিতে এসেছি। নইলে সুলতানের কাছে আবার ফেরত পাঠানো হতে পারে আমাকে।'

'সব খুলে বলো আমাকে,' আগ্রহী কণ্ঠে বললেন অ্যাবেস।

ভাগাভাগি করে নিজেদের পুরো অভিজ্ঞতা জানাল উলফ আর রোজামুণ্ড। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলেন প্রধান সন্ন্যাসিনী। ওদের কথা শেষ হলে বললেন:

'দুর্ভাগ্য, মেয়ে! আমাদের নিজেদের জীবনই বিপন্ন, তোমাকে বাঁচাব কীভাবে? তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। কী ঘটবে, তা শুধু ঈশ্বর জানেন। আমাদের সবার প্রাণের মালিক তিনি, তাঁর ইচ্ছে ছাড়া কিছুই হয় না। যতদিন সম্ভব, তোমাকে এখানে আশ্রয় দেব আমরা, যাতে অন্তত খ্রিস্টানদের কেউ তোমার উপর জোর-জবরদস্তি খাটাতে না পারে। বাকিটা ঈশ্বরের মর্জি। আর হ্যাঁ, একটা পরামর্শ দেব—আশ্রমের খাতায় নবিশ হিসেবে নাম তুলে ফেলো, অংশ হয়ে যাও আমাদের। তাতে আরও বেশি নিরাপদ থাকবে তুমি, কেউ তোমাকে বহিরাগত ভাববে না।'

উলফের চেহারায় একটু উদ্বেগ ফুটল। রোজামুণ্ড যদি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে, তা হলে ওদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

ওর অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন অ্যাবেস। বললেন, 'আমি

www.BanglaBook.org

অস্থায়ীভাবে নবিশ হতে বলছি ওকে, স্থায়ীভাবে নয়। চূড়ান্ত শপথ না নিলে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসিনী হয় না কেউ। সবাই সে-শপথ নেয়ও না।'

'আমি রাজি,' বলল রোজামুণ্ড। 'রাজকীয় সাজ নিতে নিতে হাঁপিয়ে উঠেছি। ক'দিনের জন্য আপনাদের সাদাসিধে পোশাক পরতে পারলে খুশিই হব।'

গির্জায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। আশ্রমের সমস্ত সন্ন্যাসিনীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভয়াশ্রয় দেয়া হলো। এরপর নবিশ হিসেবে শপথ নিল রোজামুণ্ড। সাদা পোশাক পরিয়ে দেয়া হলো ওকে, মাথা ঢেকে দেয়া হলো সাদা ওড়না দিয়ে।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে বিদায় নিল উলফ। রোজামুণ্ডকে আশ্রমে রেখে চলে গেল শহরে, দেখা করল জেরুসালেমের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনকর্তা সার বালিয়ান অভ ইবেলিনের সঙ্গে—রাজার অনুপস্থিতিতে নগরের দেখাশোনা এবং প্রতিরক্ষার জন্য তাকে নির্বাচিত করেছে জনগণ। পুণ্যনগরীকে বাঁচানোর জন্য একটা বাহিনী গড়েছেন বালিয়ান, কিন্তু ভাল যোদ্ধার অভাবে খুবই বিপদে আছেন। উলফকে পেয়ে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন, দেরি না করে তৎক্ষণাৎ বাহিনীর একটা ভাল পদ ধরিয়ে দিলেন তিনি।

শুরু হলো নতুন আরেক যুদ্ধের প্রতীক্ষা।

প্রখর রোদের মাঝে, গোধূলির আবছায়ার মাঝে জীবনের কঠিন এক পথে এগিয়ে চলেছে গডউইন। পিছনে ফেলে এসেছে সার্বক্ষণিক সঙ্গী, প্রিয়তম বন্ধু... একমাত্র ভাই আর নিজের ব্যর্থ প্রেমকে। সামনে কী আছে, তা জানে না। কীসের খোঁজে যাচ্ছে ও? সেই মেয়ের খোঁজে, যে ওকে ভালবেসে নিজের জীবন বিপন্ন করেছে? যদি ওকে খুঁজে পায়, তখন কী হবে? বিয়ে করবে ওকে? না, নিজের এই দুর্ভাগা জীবনের সঙ্গে কোনও মেয়েকেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জড়াবে না গডউইন, মনকে প্রবোধ দিল—যাচ্ছে শুধু বিবেকের তাড়নায়। যদি মাসুদাকে না পায়, তা হলে? কাঁধ ঝাঁকাল গডউইন, অন্তত সালাদিনের কাছে তো আত্মসমর্পণ করতে পারবে! সুলতানকে বলতে পারবে, এবারের ষড়যন্ত্রের পিছনে ওদের কোনও হাত ছিল না। যে মানুষ ওদের অভূতপূর্ব সম্মান আর দয়া দেখিয়েছেন, তাঁর চোখে বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকতে চায় না ও। হ্যাঁ, সুলতানের সামনেই যাবে প্রথমে; মাসুদার প্রাণভিক্ষা চাইবে। এরপর বরণ করে নেবে মৃত্যুকে, কারণ জানা কথা... দ্বিতীয়বারে কোনও দয়া বা ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না সালাদিন। তাতে ক্ষতি নেই। জীবনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে নেবে ও।

সন্ধ্যা নাগাদ পরাজিত আসকালন নগরীর প্রাচীরের বাইরে পৌঁছুল গডউইনের ক্লান্ত ঘোড়া। সারাসেনদের শিবিরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হলো না। দীর্ঘদিন এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সবার মুখ চেনা হয়ে গেছে তরুণ নাইট। কেউ বাধা দিল না ওকে। শহরে পৌঁছে গেল খুব শীঘ্রি। সালাদিনের বিশাল বাড়ির সামনে গিয়ে থামল ও। প্রহরীকে জানাল, সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

খুব শীঘ্রি ডাক পড়ল ওর। বিশাল এক হলঘরে দরবার বসিয়েছেন সালাদিন, সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। সভাসদের মাঝে গম্ভীরভাবে সুলতানকে বসে থাকতে দেখল গডউইন, ওর উপর দৃষ্টি পড়ামাত্র জ্বলে উঠল তাঁর দু'চোখ।

'সার গডউইন,' বাঁকা সুরে বললেন সালাদিন, 'তোমার সাহস আছে বটে! কোন্ দুঃখে আবার এখানে মুখ দেখাতে এসেছ, জানতে পারি? অকৃতজ্ঞতার ষোলোকলা কি পূর্ণ হয়নি এখনও? আমি তোমাদের প্রাণভিক্ষা দিলাম, আর তার প্রতিদানে চুরি করে নিয়ে গেলে আমারই ভাগ্নীকে!'

'আমরা নিরপরাধ, মহানুভব,' বলল গডউইন। 'এবারের

www.BanglaBook.org

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। তবু জেরুসালেমে আমার ভাই আর রোজামুণ্ডকে রেখে ফিরে এসেছি... শুধু আপনাকে সত্যি কথাটা জানাতে, আর আত্মসমর্পণ করতে। একটাই মিনতি, মাসুদার পরিবর্তে শাস্তি যা দেবার আমাকে দিন।'

'এমন আবদারের কারণ কী?' জিজ্ঞেস করলেন সালাদিন।

'কারণ সুলতান,' মাথা নিচু করে ভারী গলায় বলল গডউইন, 'ও যা করেছে, তা আমাকে ভালবেসে করেছে... যদিও আমার অজ্ঞাতে। বলুন, মহানুভব... ও কি এখনও এখানে আছে, নাকি পালিয়ে গেছে?'

'আছে... এখানেই আছে,' সংক্ষেপে বললেন সালাদিন। 'দেখা করতে চাও ওর সঙ্গে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গডউইন। যাক, তা হলে বেঁচে আছে মাসুদা। বুকের মধ্যে যে-অজানা আশঙ্কা অনুভব করছিল, তা নিশ্চয়ই মনের কারসাজি।

'জী, মহানুভব,' বলল ও। 'শুধু একবার দেখা করব। ওকে কিছু কথা বলতে চাই।'

'হুম, ওর ষড়যন্ত্র কতখানি সফল হয়েছে, তা শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবে,' ক্রূর হাসি ফুটল সালাদিনের ঠোঁটে। 'সত্যি বলতে কী, পরিকল্পনাটার প্রশংসা করতে হয়।'

সভাসদের মধ্য থেকে একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তিনি—বৃদ্ধ সেই ইমাম, যিনি সেদিন দুই নাইটের ভাগ্য-নির্ধারণীর আয়োজন করেছিলেন। কানে কানে তাকে কিছু বললেন সালাদিন, তারপর নির্দেশ দিলেন, 'আগামীকাল এই নাইটের বিচার হবে। আপাতত মাসুদার কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া হোক।'

রূপার একটা প্রদীপ হাতে তুলে নিলেন ইমাম। ইশারায় অনুসরণ করতে বললেন গডউইনকে। সুলতানকে কুর্নিশ করে

www.BanglaBook.org

এগোতে শুরু করল ও, কিন্তু কয়েক পা যেতেই লক্ষ করল—দরবারের লোকজন করুণার চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

বুক কেমন যেন করে উঠল। থেমে দাঁড়াল গডউইন, সুলতানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মাফ করবেন, মহানুভব। আমাকে কি মরতে পাঠাচ্ছেন?'

'একদিন সবাইকেই মরতে হয়,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন সালাদিন। 'কিন্তু আজ রাতে তোমার কপালে মৃত্যু লেখেননি আল্লাহ্। যাও!'

ইমামের পিছু পিছু এগোল গডউইন। বাড়ির অন্ধকার অলি-গলি পেরিয়ে একটা দরজার সামনে ওকে নিয়ে গেলেন তিনি। ছিটকিনি খুলে দিলেন।

'এখানেই বন্দি করে রেখেছেন ওকে?' জানতে চাইল গডউইন।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলেন ইমাম। 'এখানেই।' প্রদীপ তুলে দিলেন গডউইনের হাতে। 'ভিতরে যাও। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

ইতস্তত করল গডউইন। মাহেন্দ্রক্ষণে এসে বিচলিত হয়ে পড়েছে। আমতা আমতা করে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো... এর মাঝে বিরক্ত করব?'

'ও না তোমাকে ভালবাসে? তা হলে দ্বিধা কীসের? ঘুমের মধ্যেও তোমাকে দেখে খুশি হবে ও। হাজার হোক, এত ঝুঁকি নিয়ে ওকে উদ্ধার করতে এসেছ!' বিদ্রূপের হাসি ফুটল ইমামের ঠোঁটে। 'যাও, ঢুকে পড়ো।'

প্রদীপ নিয়ে কামরার ভিতরে পা রাখল গডউইন। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। স্বল্প আলোয় চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে না? ছাতের আঁকাবাঁকা কড়িকাঠ, দেয়ালের রুক্ষ পাথর—এসব আগেও তো দেখেছে ও। হঠাৎ চিনতে পারল। এ তো সেই ভূগর্ভস্থ কামরা! এখানেই মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল ওকে। যে-দরজা দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এইমাত্র ঢুকল, সেখান দিয়েই ওকে বিদায় জানাতে এসেছিল রোজামুণ্ড-বেশী মাসুদা। এখন অবশ্য কামরা খালি, হাতের একমাত্র প্রদীপের আলোয় অন্ধকার দূর হচ্ছে না। কোথায় মাসুদা? দেখা যাচ্ছে না ওকে।

কামরার মধ্যে ঘুরতে শুরু করল গডউইন। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। প্রদীপের আভায় মেঝেতে কী যেন চিকচিক করে উঠেছে। কামরার মাঝখানে... যেখানে ওকে জল্লাদের সামনে মাথা পাততে হয়েছিল। একটু এগোল গডউইন। মানুষের অবয়ব চিনতে পারল। মাসুদা। বন্দি... মাটিতে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে।

'মাসুদা?' মৃদু কণ্ঠে ডাকল গডউইন। খালি কামরার দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি উঠল কয়েকগুণ জোরে। 'মাসুদা-আ-আ-আ?'

নড়ল না দেহটা।

ঘুম ভাঙাতে হবে ওর, বুঝতে পারছে গডউইন। আর তো কোনও উপায় নেই। হ্যাঁ, মাসুদাই শুয়ে আছে ওখানে, কোনও ভুল নেই। গায়ে এখনও রোজামুণ্ডের রাজ-পোশাক। বুকের কাছে জ্বলজ্বল করছে একটা রত্ন।

কী শান্তিতেই না ঘুমাচ্ছে মাসুদা! গভীর... নিশ্ছিদ্র ঘুম। জাগবে না ও? হাঁটু গেড়ে পাশে বসল গডউইন, কোমল হাতে সরাতে শুরু করল মেয়েটার মুখ ঢেকে রাখা চুল। আর তখুনি নড়ে উঠল মাসুদার মাথা। না, চোখ খোলেনি, ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা কাত হয়ে গেল একপাশে!

চমকে উঠল গডউইন। তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করল সমগ্র অস্তিত্বকে। কাঁপা কাঁপা হাতে প্রদীপটা দেহের কাছে নিল। আর কোনও সন্দেহ নেই। দু'টুকরো হয়ে আছে মাসুদা—শরীরের রাজ-পোশাক রক্তে ভিজে একাকার। চোখবন্ধ করা মুখটা সাদা, প্রাণের চিহ্ন নেই। শিরশ্ছেদ করা হয়েছে ওর! নিষ্ঠুর এক

www.BanglaBook.org

তামাশা করা হয়েছে গডউইনের সঙ্গে—জীবিত নয়, প্রাণহীন মাসুদার সঙ্গে দেখা করতে পাঠানো হয়েছে ওকে।

নেশাগ্রস্ত মানুষের মত টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল গডউইন। দু'চোখ ভরে উঠেছে পানিতে। মুখ খুলল, একই সঙ্গে খুলে গেল হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার।

'মাসুদা,' ফিসফিসিয়ে বলল ও, 'এখন আমি জানি, তোমাকে... শুধু তোমাকেই আমি ভালবেসেছি এতদিন। আজীবন ভালবাসব... জীবনে এবং মরণে। যেখানেই থাকো, আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, মাসুদা। আমি আসব তোমার কাছে... আসবই!'

কথাটা বলতে বলতে মুখে অদ্ভুত এক বায়ুপ্রবাহের স্পর্শ অনুভব করল গডউইন। আসকালন থেকে চলে যাবার সময়, পাহাড়ি পথে যেমনটা অনুভব করেছিল। বুঝতে পারল, মাসুদার আত্মা আরেকবার স্পর্শ করে গেল ওকে। ওর কণ্ঠই তখন শুনতে পেয়েছিল... ও-ই মরার ফিসফিস করে ডেকেছিল ওকে। আরেকবার মাসুদার ডাক শুনল গডউইন, তারপর সব শান্ত... নিথর।

পাশে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ ঘোরাল গডউইন। বৃদ্ধ ইমাম এসেছেন, ঢুকেছেন কামরায়।

'বলিনি, এখানে ঘুমন্ত অবস্থায় পাবে ওকে?' বাঁকা হাসি দিয়ে বললেন তিনি। 'কই... ডাকো ওকে, সার নাইট! শুনেছি, ভালবাসা নাকি বিশাল সব দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারে। চেষ্টা করে দেখো, কাটা মাথা আর ধড়ের ব্যবধান জোড়া দিতে পারো কি না!'

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল গডউইনের। প্রদীপ ধরা হাত দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকল ইমামের মুখে। উড়ে গিয়ে কাটা কলাগাছের মত ভূপাতিত হলেন তিনি, জ্ঞান হারালেন। প্রদীপও নিভে গেল। নেমে এল নিঃসীম অন্ধকার, আর নিস্তব্ধতা।

www.BanglaBook.org

পায়ে কোনও শক্তি পেল না গডউইন। মাসুদার মৃতদেহের পাশে ও-ও লুটিয়ে পড়ল। নিথর হয়ে গেল।

বাইশ

জেরুসালেম-পর্ব

গডউইন বুঝতে পারছে, অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে ও। কোথায়-কতদিন থেকে... তার কিছুই জানে না। অতীত-স্মৃতি সবই হারিয়ে গেছে। শুধু জানে, মাসুদা সেবা করছে ওর। পাশেই থাকে মেয়েটা সারাক্ষণ—পরনে সাদা পোশাক, দু'চোখের দৃষ্টিতে সীমাহীন মায়া-মমতা, আর শ্রদ্ধা মেশানো ভালবাসা নিয়ে। খেয়াল করে গডউইন—ওর গলায় একটা সরু, লাল দাগ আছে। কীভাবে সে-দাগ এল, তা বুঝতে পারে না।

টের পায় গডউইন, অসুস্থ অবস্থায় ভ্রমণ করছে ও। প্রতিদিন ভোরে বিকট হাঁক-ডাকের মাঝে জেগে ওঠে পুরো শিবির। তার কিছুক্ষণ পর ক্রীতদাসেরা ওর পালকি তুলে নেয় কাঁধে, দিনভর উত্তপ্ত মরুর মাঝ দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় ওকে। সন্ধ্যায় থামে যাত্রা। চারপাশের নানা গুঞ্জন শুনে বোঝা যায়, বিশাল সেনাবাহিনী ফের তাঁবু ফেলতে শুরু করেছে। রাত নামে, আকাশের বুকে মুখ দেখায় মলিন চাঁদ, চারপাশে ঝিকিমিকি করতে থাকে লক্ষ-কোটি তারা। এরমাঝে কানে বাজে সম্মিলিত ধ্বনি:

'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মিথ্যে প্রভুর সামনে মাথা ঝোঁকাচ্ছে ওরা,' বলে গডউইন। 'ওদেরকে যিশুর সামনে মাথা নত করতে বলো।'

'ওভাবে বিচার কোরো না ওদের,' পাশ থেকে ভেসে আসে মাসুদার কোমল কণ্ঠ। 'পবিত্র মনে যদি কোনও প্রভুর পুজো করে মানুষ, সেই প্রভু মিথ্যে হতে পারে না। স্বর্গে পৌঁছুনোর অনেক সিঁড়ি আছে। মনকে উদার করো, হে নাইট!'

যাত্রা শেষ হলো একসময়। নতুন আওয়াজ শোনা গেল চারদিকে—যুদ্ধের আওয়াজ। হুকুম পেয়ে বেরিয়ে পড়ল হাজার হাজার সৈন্য। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মুখরিত হলো আকাশ-বাতাস। যখন সৈন্যরা ফিরে এল, শোনা গেল নিহত সঙ্গীদের জন্য বিলাপ।

অবশেষে এমন এক দিন এল, যেদিন চোখ খুলে মাসুদাকে আর দেখতে পেল না গডউইন। চঞ্চলের মত এদিক-সেদিক তাকাল, কিন্তু কোথাও নেই মেয়েটা। রয়েছে শুধু পরিচিত অন্য এক মুখ—এগবার্ট... নাজারেথের বিশপ।

'কোথায় আমি?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল গডউইন।

'জেরুসালেমের প্রাচীরের বাইরে,' জানালেন এগবার্ট, 'সারাসেন শিবিরে... সুলতান সালাদিনের বন্দি হিসেবে।'

'মাসুদা কোথায়? ও তো এতদিন আমার পাশে পাশে ছিল।'

'স্বর্গে... আমার বিশ্বাস,' নরম গলায় বললেন বিশপ। 'বড় সাহসী মেয়ে ছিল ও। এতদিন আসলে আমি ছিলাম তোমার পাশে।'

'না, না,' বিরক্ত গলায় বলল গডউইন। 'আপনি না, মাসুদা সেবা করেছে আমার।'

'তা হলে ওর আত্মা হবে,' বললেন এগবার্ট। 'কারণ আমিই ওকে কবর দিয়েছি, প্রার্থনা করেছি মাথার কাছে বসে। স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই তোমার কাছে এসেছিল ওর আত্মা; তোমাকে মর্ত্যে ফিরিয়ে দিয়ে আবার চলে গেছে।'

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে কঠিন সত্যটা মনে পড়ল গডউইনের। গোঙানি বেরিয়ে এল গলা চিরে। অচেতন হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। জ্ঞান ফিরলে গত কিছুদিনের ঘটনা খুলে বললেন এগবার্ট। মাসুদার লাশের পাশে অজ্ঞান অবস্থায় ওকে আবিষ্কার করে সালাদিনের রক্ষীরা। কাছেই পড়ে ছিল ইমাম, প্রদীপের খোঁচায় একটা চোখ গলে গেছে। বুড়ো মানুষটার এ-অবস্থা দেখে খেপে গিয়েছিল সারাসেন আমিররা, প্রাণ নিতে চেয়েছিল গডউইনের। কিন্তু সালাদিন রাজি হননি। বরং বলেছেন, গডউইনের শোক নিয়ে বিদ্রূপ করতে গিয়ে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন ইমাম। তরুণ নাইটের প্রতি নিজের অনুরাগের কথা জানিয়েছেন তিনি সবাইকে। বলেছেন, ওর সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে-মানুষ অন্যকে বাঁচানোর জন্য তাঁর সামনে ফিরে আসতে পারে, তাকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন সুলতান, বিধর্মী খ্রিস্টান হলেও গডউইনকে তিনি বন্ধুর মত ভালবাসেন।

ফলে ইমাম তাঁর চোখ আর প্রতিশোধ নেবার আশা... দুটোই হারিয়েছেন।

মাসুদার লাশ দেখে মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল গডউইন, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, চলে গিয়েছিল মৃত্যুর কাছে। বিশপ এগবার্টকে দায়িত্ব দেয়া হয় ওর চিকিৎসা করবার... সম্ভব হলে বাঁচিয়ে তোলার। জেরুসালেমের উদ্দেশে যাত্রার সময় ওকে ফেলে আসেননি সালাদিন, সৈনিকদের মাধ্যমে বয়ে নিয়ে এসেছেন। আলাদা একটা তাঁবুতে ওকে রাখা হয়েছে সবসময়, ওষুধ-পথ্যের কমতি হয়নি কখনও। ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। বিশপ জানালেন, ইতোমধ্যে জেরুসালেমে পৌঁছে গেছে ওরা। পবিত্র নগরী দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। দুই পক্ষেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর।

'কী মনে হয়?' জানতে চাইল গডউইন। 'জেরুসালেমের কি

www.BanglaBook.org

পতন ঘটবে?'

'হ্যাঁ, দুঃখের বিষয়, তা-ই ঘটবে বলে আশঙ্কা করছি আমি,' বিমর্ষ গলায় বললেন বিশপ। 'যদি না অলৌকিক কিছু ঘটে যায় আর কী!'

'সালাদিন দয়া দেখাবেন না?'

'কেন দেখাবেন? ওরা তো সুলতানের সমস্ত শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। না, গডউইন, সুলতান কসম কেটেছেন—শত বছর আগে জেরুসালেমবাসী অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করে গডফ্রে যেভাবে পবিত্র নগর দখল করেছিলেন, এবার তিনিও সেভাবেই খ্রিস্টানদেরকে খতম করে ফিরিয়ে নেবেন এই নগরী। কোনও আশা নেই ওদের... কোনও আশা নেই!' উদ্গত হাহাকার চাপা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন এগবার্ট।

বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে রইল গডউইন। ভাবল সমস্যাটা নিয়ে। কী সমাধান হতে পারে এর? একটাই জবাব মাথায় এল। জেরুসালেমে রোজামুণ্ড আছে... সুলতানের ভাগ্নী, যাকে তিনি যে-কোনও মূল্যে আবার হাতে পেতে চান। না, আত্মীয় বলে নয়; বরং ওকে না পেলে তাঁর স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে যাবে বলে।

কী ছিল সেই স্বপ্ন? হ্যাঁ, রোজামুণ্ডের কোনও মহৎ কাজের মাধ্যমে রক্ষা পাবে অগণিত মানুষ। বেশ... জেরুসালেম যদি রক্ষা পায়, তা হলে কী হাজার হাজার মুসলমান আর খ্রিস্টানের প্রাণও রক্ষা পাবে না? অবশ্যই! এটাই সব প্রশ্নের জবাব, বুঝতে পারছে গডউইন। কায়োমনোবাক্যে প্রার্থনা করল, সুলতানের হৃদয়ে এই জবাব পৌঁছে দেবার শক্তি দিন ওকে ঈশ্বর।

সেদিনই সুযোগ পেয়ে গেল গডউইন। সন্ধ্যাবেলায় দুর্বল শরীর নিয়ে শুয়ে ছিল ও, হঠাৎ গায়ে একটা ছায়া পড়ল। চোখ তুলতেই দেখতে পেল মহাপরাক্রমশালী সুলতানকে। স্বয়ং সালাদিন দাঁড়িয়ে আছেন ওর শিয়রের পাশে। সম্মান দেখানোর জন্য তাড়াতাড়ি উঠে বসার চেষ্টা করল ও, কিন্তু হাত তুলে ওকে

www.BanglaBook.org

মানা করলেন সালাদিন। ওর পাশে বসে কথা বলতে শুরু করলেন।

'সার গডউইন,' বললেন সুলতান, 'তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। সেদিন এমন এক কাজ করে বসেছি, যা একজন সুলতানের পক্ষে শোভা পায় না। মাসুদার লাশের কাছে তোমাকে পাঠানোর কথা বলছি। অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে ও, কিন্তু তাই বলে কারও মৃত্যু নিয়ে অমন তামাশা করা খুব অন্যায়। আসলে... তোমাদের দু'জনের উপরেই রেগে ছিলাম আমি, ইমাম কানে কানে কুপরামর্শ দিলে সেটা মেনে নিয়েছি আগ-পাছ না ভেবে। এর ফলে ইমাম বেচারা চোখ হারিয়েছে, তুমিও দুঃখে-কষ্টে কাতর হয়ে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে। আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ, মহানুভব,' বলল গডউইন। 'আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেলাম আরেকবার।'

তিক্ত একটা হাসি ফুটল সালাদিনের ঠোঁটে। 'মহৎ বলছ আমাকে, অথচ তোমাদের সঙ্গে আমি যা করেছি, তাতে মহত্ত্বের ছিটেফোঁটা ছিল না। বাড়ি থেকে উঠিয়ে এনেছি তোমার চাচাতো বোনকে, যেভাবে ওর মা-কে আমার ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিল ওর বাবা। অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি অন্যায়ের মাধ্যমে নিয়েছি, অথচ ওটা বেআইনি। অমন নীচ একটা কাজ করতে গিয়ে সার অ্যাণ্ড্রুকে আমার ভৃত্যরা হত্যা করেছে, যে একসময় আমারই বন্ধু ছিল। বন্ধুহত্যার কলঙ্ক লেপে গেছে আমার কপালে। কিন্তু এ-সবই করেছি আমি নিয়তির ইশারায়—একটা স্বপ্নকে সত্য করার জন্য। বলো, সার গডউইন; শিবিরে একটা গল্প ছড়িয়ে পড়েছে... ওটা কি সত্য? হ্যাটিনের যুদ্ধের আগে তুমি নাকি খ্রিস্টানদের পরিণতি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিলে? সেজন্যে নাকি নিষেধও করেছিলে ওদেরকে আমার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে?'

'ঠিকই শুনেছেন, সুলতান,' মাথা ঝাঁকাল গডউইন। 'সত্যিই

www.BanglaBook.org

অমন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি।'

'আর সেটার কথা শুনে তোমাদের নেতারা কী বলেছে?'

'হেসেছে ওরা... উপহাস করেছে। জাদুকর বলে আখ্যা দিয়েছে; গালি দিয়েছে আপনার বেতনভুক গুপ্তচর বলে।'

'বোকার দল! আল্লাহ্‌র পাঠানো বার্তাবাহকের কথা বিশ্বাস করেনি!' বিড়বিড় করলেন সালাদিন। 'যা হোক, বোকামির মূল্য দিয়েছে ওরা। তাতে আমার উপকার হয়েছে। সত্যি করে বলো তো, সার গডউইন, আমার স্বপ্ন নিয়ে কি তোমার মনে কখনও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে? কখনও মনে হয়েছে, আসলে আমার ভাগ্নীর চেহারা পর পর তিনরাত দেখিনি আমি? যা দেখেছি, সবই উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা?'

'জী না, মহানুভব।'

'ওই খ্রিস্টান মেয়েটার কাণ্ড দেখে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আমার ভাগ্নীকে পাচার করে দিয়েছিল ও। বলো, সেই রাগ কি অন্যায্য ছিল? আমার স্বপ্নকে... আমার বিশ্বাসকে চুরমার করে দিয়েছে ও; বলো, ওকে শাস্তি দিয়ে কি অন্যায় করেছি আমি?'

'জী না, সুলতান,' ধীরে ধীরে বলল গডউইন। 'মাসুদার মৃত্যুটা আমার জন্য যত কষ্টকরই হোক, আমি মনে করি না—আপনি কোনও অন্যায় করেছেন... মানে, জ্ঞাতসারে!'

'কী বলতে চাও?' ভুরু কোঁচকালেন সুলতান।

'স্বর্গের একজন বার্তাবাহক হিসেবে, আরেক বার্তাবাহককে বলছি আমি—আপনার স্বপ্ন চুরমার হয়নি। মাসুদা যা করেছে, তা বরং আপনার স্বপ্নকে সফল করবার পথে নিয়ে গেছে অনেকদূর। আপনি তা জানতেন না। তাই নিজের অজান্তেই শাস্তি দিয়ে ফেলেছেন ওকে।'

'ব্যাপারটা খোলাসা করো, সার নাইট,' গম্ভীর হয়ে গেলেন সালাদিন। 'বালবেকের শাহজাদী পালিয়ে যাওয়ায় কী লাভ

www.BanglaBook.org

হয়েছে আমার?'

'ও এখন জেরুসালেমে আছে, সুলতান। ঈশ্বর ওকে নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্যে ওখানে পৌঁছে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, ওর উসিলাতে শহরটাকে রেহাই দেবেন আপনি। তাতে হাজার হাজার নিরীহ প্রাণ রক্ষা পাবে। সফল হবে আপনার স্বপ্ন। ভালমত ভেবে দেখুন ব্যাপারটা।'

'অসম্ভব!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন সালাদিন। 'আমি দয়া দেখাতে চেয়েছি, ওরা প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপর আর কোনও কথা চলে না। কসম কেটেছি আমি, সব্বাইকে শেষ করে দেব। নারী, শিশু, বৃদ্ধ... কেউ বাদ যাবে না। দুনিয়ার বুক থেকে ওই দূষিত ধর্ম আর দূষিত জাতকে বিতাড়িত করে ছাড়ব আমি!'

'রোজামুণ্ডের কী হবে? আপনারই রক্ত বইছে ওর শরীরে, তাও কি দূষিত? ওর লাশ কি আপনাকে শান্তি এনে দিতে পারবে? জেনে রাখুন, জেরুসালেমকে ধ্বংস করতে চাইলে রোজামুণ্ডও তার সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'ওকে বাঁচিয়ে রাখার আদেশ দেব আমি,' বললেন সালাদিন। 'অপরাধ নিঃসন্দেহে করেছে ও, কিন্তু তার বিচার আমি নিজ হাতে করব।'

'কীভাবে বাঁচাবেন ওকে? আপনার সৈন্যরা তো খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে থাকবে। হাজার হাজার মেয়ের মাঝখানে লুকিয়ে থাকা রোজামুণ্ডকে কীভাবে চিনবে ওরা?'

'সেক্ষেত্রে খুনোখুনি শুরু হবার আগেই ওকে বের করে আনা হবে জেরুসালেম থেকে।'

'উলফ যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ তা হবার নয়। জীবন দিয়ে হলেও রোজামুণ্ডকে রক্ষা করবে ও।'

'জীবন দিলে দিক,' খেপাটে গলায় বললেন সালাদিন। 'কিন্তু আমি যা বলেছি, তা-ই হবে।'

ঝড়ের বেগে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন সুলতান। কিন্তু

www.BanglaBook.org

খেয়াল করলে গডউইন দেখতে পেত, তাঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হয়েছে জেরুসালেম—সবখানে কালো থাবা বসিয়েছে দৈন্য, দুর্দশা আর হতাশা। হাজার হাজার নারী আর শিশু... যাদের স্বামী কিংবা পিতা মারা পড়েছে হ্যাটিনের যুদ্ধে... আটকা পড়েছে নগরীর ভিতর। যুদ্ধ করার মত পুরুষের সংখ্যা নগণ্য, তাদেরকে নেতৃত্ব দেবার মত অভিজ্ঞ যোদ্ধার আরও বেশি অভাব। উলফকে তাই দায়িত্ব নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটা দলের।

প্রথমে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করেছেন সালাদিন—সেইন্ট স্টিফেন আর সেইন্ট ডেভিডের ফটকের মাঝামাঝি জায়গায়। তবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দুটো দুর্ভেদ্য দুর্গ—পিসানের প্রাসাদ আর ট্যাংক্রিডের টাওয়ার। সেখান থেকে নগরের যোদ্ধারা মোকাবেলা করেছে আগ্রাসনকারীদের, পিছু হটতে বাধ্য করেছে ক্ষয়ক্ষতির মুখে। পশ্চিম থেকে সুবিধে করতে না পেরে সুলতান তাই নিজের বাহিনীকে নিয়ে গেছেন পুবে। কেদ্‌রনের উপত্যকায় শিবির ফেলেছেন। পশ্চিম থেকে সারাসেনদের চলে যেতে দেখে খুশি হয়ে উঠেছিল নগরবাসী, কিন্তু পুবে ওরা আবার উদয় হলে মুছে গেছে মুখের হাসি। বুঝে ফেলেছে, এই দফা আর রক্ষা নেই।

আত্মসমর্পণ করতে চায়, এমন লোকের অভাব নেই নগরে; আমৃত্যু লড়াইয়ের শপথ নিয়েছে, এমনও আছে প্রচুর। দুই পক্ষে প্রতিদিন ভয়ানক তর্ক-বিতর্ক চলে। বেশ কয়েকদিন বাক্-বিতণ্ডার পর ঠিক করা হলো—দূত পাঠানো হবে সালাদিনের কাছে। নতুন করে আলাপ-আলোচনার জন্য।

গেল একদল প্রতিনিধি। সালাদিন তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিলেন। জানতে চাইলেন আগমনের কারণ।

www.BanglaBook.org

'আমরা আপনার সঙ্গে সন্ধি করতে এসেছি,' বলল প্রতিনিধিদের নেতা। 'হে সুলতান, আপনার শর্তগুলো শুনতে চাই আমরা।'

'জেরুসালেমের ভিতরে বিশেষ একটা মেয়ে আছে—সম্পর্কে আমার ভাগ্নী। আমরা ডাকি বালবেকের শাহজাদী... আর ইংরেজরা ডাকে ওকে রোজাঁমুণ্ড ডার্সি বলে,' বললেন সালাদিন। 'সার উলফ ডার্সি নামে এক নাইটের সঙ্গে কিছুদিন আগে আমার শিবির থেকে পালিয়ে এসেছে ও। ওই নাইটকে তোমাদের বাহিনীর সঙ্গে লড়তে দেখেছি আমি। আমার শর্ত শুনতে চাও? তা হলে মেয়েটাকে নিয়ে এসো আমার সামনে। ওকে না দেখা পর্যন্ত আমি কোনও কথা বলব না তোমাদের সঙ্গে।'

দ্রুত সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিলেন প্রতিনিধি দলের নেতা। তারপর সুলতানের দিকে ফিরে বললেন, 'এই মেয়ের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, সুলতান। শুধু কানাঘুষো শুনেছি। জেরুসালেমে আদৌ আছে কি না... থাকলেও কোথায় আছে—সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই আমাদের।'

'তা হলে শহরে গিয়ে খুঁজে বের করো ওকে!' গরম গলায় বললেন সালাদিন। 'যাও!'

ফিরে এল প্রতিনিধিরা। জেরুসালেমের পরিষদের কাছে বিবরণ দিল সাক্ষাতের, জানাল সালাদিনের চাহিদা।

'হুম,' শুনে মাথা ঝাঁকালেন নগরের প্রধান যাজক... প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াস। 'অন্তত এ-ব্যাপারে সুলতানের দাবি পূরণ করতে অসুবিধে হবে না। ওই ভাগ্নীকে খুঁজে বের করে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হোক। কোথায় মেয়েটা?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরিষদের সদস্যরা, কারও জানা নেই—সালাদিনের ভাগ্নী কোথায় আছে। একটু পর একজন উঠে দাঁড়াল। প্যাট্রিয়ার্ককে জানাল, এ-প্রশ্নের জবাব শুধু সার উলফ ডার্সি দিতে পারবে। ওর সঙ্গেই জেরুসালেমে এসেছে মেয়েটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খবর দেয়া হলো উলফকে। ঘণ্টাখানেক পর হাজির হলো ও। পরনে বর্ম, খাপে ভরা তলোয়ার ভিজে আছে শত্রুর রক্তে। সারাসেনদের একটা হামলা ঠেকিয়ে এল এইমাত্র।

পরিষদকে সম্মান জানাল উলফ। জানতে চাইল, কেন খবর দেয়া হয়েছে ওকে।

'আমাদের একটা জিজ্ঞাসা আছে, সার উলফ,' বললেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'বালবেকের শাহজাদীকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

'মাফ করবেন, ইয়োর হোলিনেস,' বলল উলফ। 'কিন্তু এমনতরো প্রশ্নের মানে কী?'

'মানেটা খুব গুরুতর, সার উলফ। ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে সুলতান সালাদিনের হাতে। নইলে তিনি আমাদের সঙ্গে কোনও ধরনের আলোচনায় বসতে রাজি না।'

শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল উলফের। 'এই পরিষদ কি একটা খ্রিস্টান মেয়েকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারাসেনদের হাতে তুলে দিতে চাইছে?'

'না দিয়ে উপায় নেই,' বললেন হেরাক্লিয়াস। 'ওরাই ওর সত্যিকার দাবিদার।'

'না, ইয়োর হোলিনেস!' প্রতিবাদ করল উলফ। 'রোজামুণ্ড সারাসেন নয়। ওকে ইংল্যাণ্ড থেকে অপহরণ করে এনেছেন সালাদিন। তখন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে বেচারি।'

'আমাদের সময় নষ্ট কোরো না,' বিরক্ত গলায় বললেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'ওকে ফিরে যেতে হবে, এটাই চূড়ান্ত। জানি, ওর সঙ্গে প্রণয় চলছে তোমার; তাই হয়তো ব্যাপারটা মানতে পারছ না। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে সস্তা প্রেমকে বিসর্জন দিতে হবে তোমার। এখন বলো, কোথায় রেখেছ ওকে?'

'পারলে নিজেই খুঁজে নিন, সার প্যাট্রিয়ার্ক,' রাগী গলায় বলল উলফ। 'নইলে নিজের মেয়েকে পাঠিয়ে দিন ওর

www.BanglaBook.org

পরিবর্তে।'

গুঞ্জনে ভরে গেল সভাকক্ষ। না, উলফের বেয়াদবি দেখে নয়, বরং সাহস দেখে। প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াস লোক সুবিধের নন, তাঁর বিরোধিতা করলে পরিণাম ভাল হয় না। এমন মানুষের সামনে যে-দুঃসাহস দেখাচ্ছে এই তরুণ নাইট, তা অকল্পনীয়!

'সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না আমি, এ-কথা সবাই জানে,' গোঁয়ারের মত বলল উলফ। 'তাই আপনাকে বলে দিতে চাই, সার প্যাট্রিয়ার্ক... কপাল ভাল যে যাজকের পোশাক পরেছেন, নইলে রোজামুণ্ডের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে যে-বাজে কথা উচ্চারণ করেছেন, তার জন্য এতক্ষণে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতাম আপনার।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল হেরাক্লিয়াসের। তাঁকে ওভাবেই রেখে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল উলফ—রাগে কাঁপতে কাঁপতে।

'ভয়ঙ্কর লোক...' বিড়বিড় করলেন প্যাট্রিয়ার্ক, ভয় পেয়ে গেছেন তিনি, 'বড়ই ভয়ঙ্কর লোক। আমার প্রস্তাব, বন্দি করা হোক ওকে।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' বলে উঠলেন বালিয়ান অভ ইবেলিন—জেরুসালেমের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনকর্তা। 'ভয়ঙ্কর লোকই বটে সার উলফ। তবে সেটা ওর শত্রুর জন্য, বন্ধুর জন্য নয়। হ্যাটিনের যুদ্ধে ওকে আর ওর ভাইকে সুলতান সালাদিনের উপর হামলা চালাতে নিজ চোখে দেখেছি আমি। এখানেও... ভাঙা প্রাচীরের পাশে লড়তে দেখেছি সারাসেনদের বিরুদ্ধে। বন্দি করার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং ওর মত ভয়ঙ্কর লোক আরও দু-চারটা দরকার আমার।'

'কিন্তু ও আমাকে অপমান করেছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন হেরাক্লিয়াস। 'অবমাননা করেছে পবিত্র পদের!'

'সত্য কথা বললে অপমান হয় না,' অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন বালিয়ান অভ ইবেলিন। 'আপাতত ওটাকে আপনার আর ওর

www.BanglaBook.org

ব্যক্তিগত সংঘাত বলে বিবেচনা করছি আমি, পারলে নিজেরাই নাহয় মীমাংসা করে নেবেন। এসব ছোটখাট ব্যাপারে আমি একজন ভাল যোদ্ধাকে হারাতে রাজি নই। আসুন, ওই মেয়েটার ব্যাপারে এবার আলোচনা করা যাক...'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একজন বার্তাবাহক হাজির হলো। বেশ কিছু লোক লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল উলফকে খবর দেয়ার আগে, তাদের একজন ফিরে এসেছে। রোজামুণ্ডের খোঁজ পেয়েছে সে। পবিত্র ক্রুশের সন্ন্যাসিনী-আশ্রমে নবিশ হিসেবে ভর্তি হয়েছে মেয়েটা।

'এ তো আরও বড় ঝামেলা হয়ে গেল,' অস্বস্তি প্রকাশ পেল বালিয়ান অভ ইবেলিনের কণ্ঠে। 'ওখান থেকে ওকে আনতে গেলে ভ্রষ্টাচারের অপরাধে অপরাধী হব আমরা।'

'হিজ হোলিনেস... হেরাক্লিয়াস আমাদের পাপমোচন করবেন!' ঠাট্টা করল একটা কণ্ঠ।

ওদিকে তাকিয়ে আগুনঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন প্যাট্রিয়ার্ক।

বয়স্ক এক নেতা উঠে দাঁড়ালেন এবার, তিনি শান্তিকামীদের পক্ষে। জানালেন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার সময় নয় এখন। ভাগ্নীকে হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কোনও ধরনের দয়া দেখাবেন না সালাদিন। মেয়েটাকে ফেরত পাঠানোই উত্তম। তা ছাড়া ফেরত পাঠালে ওর ক্ষতি হবে, এমনও তো নয়। ভাগ্নীর গায়ে হাত তুলে নিশ্চয়ই সালাদিন নিজের হাতকে কলঙ্কিত করবেন না? আর যদি করেনও, কী এসে-যায়? একটা মেয়ের প্রাণের বিনিময়ে যদি কয়েক হাজার নিরীহ প্রাণ রক্ষা পায়, তা মেনে নিতে ক্ষতি কী?

ভদ্রলোকের ভাষণ শুনে প্রভাবিত হলো পরিষদ। তক্ষুণি সভা ভেঙে বেরিয়ে পড়ল সবাই, দল বেঁধে হাজির হলো সন্ন্যাসিনী আশ্রমে। ওখানে ঢোকার জন্য প্রবেশাধিকার চাইলেন

www.BanglaBook.org

প্যাট্রিয়ার্ক। বলা বাহুল্য, অনুমতি না দিয়ে পারা গেল না। আশ্রমের অ্যাবেস স্বাগত জানালেন সবাইকে।

'প্রিয় অ্যাবেস,' বললেন হেরাক্লিয়াস, 'তোমার এখানে কি রোজামুণ্ড ডার্সি নামে কোনও মেয়ে আছে?'

'জী, ইয়োর হোলিনেস,' বললেন অ্যাবেস। 'নবিশ রোজামুণ্ড... আমাদের এখানে অভয়াশ্রয় নিয়েছে।'

'কোথায় ও? ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।'

'গির্জায়। এ-মুহূর্তে প্রার্থনা করছে।'

'একা প্রার্থনা করছে, নাকি আর কেউ আছে সঙ্গে?'

'এক নাইট ওকে পাহারা দিচ্ছে।'

'তা-ই?' মুখ বাঁকালেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'সার উলফ দেখছি আমাদের চেয়ে এক কদম এগিয়ে আছে! বড়ই দুঃখের কথা, অ্যাবেস। মনে হচ্ছে যখন-তখন যে-কেউ ঢুকে পড়তে পারে তোমাদের আশ্রমে।'

'সময় খারাপ, ইয়োর হোলিনেস,' শান্ত গলায় জানালেন অ্যাবেস। 'তা ছাড়া মেয়েটাও বিপদে আছে। কেউ নিরাপত্তা দিতে এলে তাকে ফিরিয়ে দেব কেন?'

'থাক, এত কৈফিয়ত দিতে হবে না। ওখানে নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

পথ দেখিয়ে অতিথিদের গির্জায় নিয়ে গেলেন অ্যাবেস। ওখানে... মোমবাতির আবছা আলোয়, বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রোজামুণ্ড—পরনে নবিশের পোশাক। মাথা নিচু করে একমনে প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের উদ্দেশে। উলফও আছে পাশে। প্রার্থনা করছে না, কিন্তু হাঁটু গেড়ে বসেছে। সতর্ক প্রহরীর মত বার বার নজর বোলাচ্ছে চারপাশে।

পায়ের আওয়াজ শুনেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল তরুণ নাইট। খাপ থেকে তলোয়ার বের করল, মুখোমুখি হলো নবাগতদের।

'তলোয়ার নামাও!' হুকুমের সুরে বললেন হেরাক্লিয়াস।

www.BanglaBook.org

'না, এই তলোয়ার নামবে না!' কঠিন গলায় বলল উলফ। 'নিরীহ মানুষের ক্ষতি হতে দেব না আমি, ঈশ্বরের ঘরকেও শিকার হতে দেব না ভ্রষ্টাচারের। নাইট হিসেবে এমন শপথই নিয়েছি আমি।'

'পাত্তা দেবেন না ওকে!' পিছন থেকে বলে উঠল একজন।

কিন্তু সাহস পেলেন না হেরাক্লিয়াস। যেখানে আছেন, সেখান থেকেই রোজামুণ্ডের উদ্দেশে বললেন, 'মা, বড় দুঃখ নিয়ে তোমাকে একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি আমরা। জাতির জন্য... মানুষের জন্য আত্মত্যাগের অনুরোধ! ঠিক যেভাবে আত্মত্যাগ করেছিলেন আমাদের যিশু। সুলতান সালাদিন তোমাকে চেয়ে বসেছেন; যতক্ষণ না ওঁর দাবি পূরণ হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও ধরনের শান্তি-আলোচনা করবেন না আমাদের সঙ্গে। দয়া করো, আমাদেরকে বাঁচাও!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। ঘুরে দাঁড়াল প্যাট্রিয়ার্কের দিকে। শান্ত গলায় বলল, 'সারাসেনদের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছি আমি। আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে সম্ভবত মারাও গেছে নিষ্পাপ একটা মেয়ে। এসব তো আমি ফিরে যাবার জন্য করিনি।'

'দুঃখিত, তা হলে তোমাকে জোর করে ফেরত পাঠাব আমরা। আর কোনও উপায় নেই।'

'কী!' বিস্মিত গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'আপনি... পবিত্র নগরীর প্যাট্রিয়ার্ক... এমন কথা বলতে পারলেন? ঈশ্বরের ঘরে... তাঁরই অভয়াশ্রয় থেকে ছিনিয়ে নেবেন আমাকে? ভ্রষ্টাচার করবেন? এর পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে, জানেন? ঈশ্বরের অভিশাপ নামবে আপনাদের সবার উপর। ধ্বংস হয়ে যাবে এই পুণ্যনগরী!'

'আমরা জোর খাটাতে চাই না,' বললেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'তুমি স্বেচ্ছায় এসো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কক্ষনো না!' মাথা নাড়ল রোজামুণ্ড। 'জোর খাটানো ছাড়া এখান থেকে নড়াতে পারবেন না আমাকে।'

'তুমি আমাদেরকে নিরুপায় করে দিচ্ছ!' অভিযোগ ফুটল হেরাক্লিয়াসের কণ্ঠে।

'ইয়োর হোলিনেস,' বললেন অ্যাবেস। 'দয়া করে অমন কথা মুখে আনবেন না। নবিশ রোজামুণ্ডের সঙ্গে আমি একমত, ঈশ্বরের অবমাননা করে কারও প্রাণ বাঁচানো সম্ভব নয়। এত বড় পাপ করলে বরং আরও বড় অভিশাপ নেমে আসবে আমাদের উপর।'

'কীসের অভিশাপ?' রাগী গলায় বললেন হেরাক্লিয়াস। 'আমি তোমাদের পাপমোচন করে দেব।'

'বাঁচলে না পাপমোচন করবেন!' টিটকিরির সুরে বলল উলফ। 'এক পা এগিয়ে দেখুন, সবার আগে আপনার কল্লা আমি ধড় থেকে আলাদা করে দেব।'

'তুমি কিন্তু বেয়াদবির সীমা অতিক্রম করে ফেলছ, নাইট!' চেঁচালেন হেরাক্লিয়াস। 'এর ফল ভাল হবে না।'

'ফলাফলের নিকুচি করি! আমি বেঁচে থাকতে রোজামুণ্ডের গায়ে ফুলের টোকাও দিতে পারবেন না আপনারা।'

'তুমি একা। ক'জনকে সামলাবে?'

তলোয়ার বাগিয়ে ধরল উলফ। 'ক'জনকে মারব, সেটা ভাবুন। একা হলেও মরার আগে আপনাদের অনেককেই যমের বাড়িতে পাঠাতে পারব। ভাইসব, পা বাড়াবার আগে মাথায় রাখবেন, ওদের একজন আপনি নিজেও হতে পারেন।'

হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল পরিষদ-সদস্যদের মাঝে। যারা রোজামুণ্ডকে জোর করে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী, তাদের হাঁক-ডাক বেশি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু উলফের হুমকির মুখে এগোবার সাহস করছে না কেউ। একজন পরামর্শ দিল—তীর-ধনুক নিয়ে আসা হোক। দূর থেকে পেড়ে ফেলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে বেয়াদব নাইটকে। কাউকে ওর তলোয়ারের সামনে পড়তে হবে না।

'বাহ্!' গলা চড়িয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'এবার আপনারা ভ্রষ্টাচারের পাশাপাশি ঈশ্বরের ঘরে মানবহত্যা করতে চাইছেন! কিন্তু কেন? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, সালাদিন কি কথা দিয়েছেন, আমাকে ফিরে পেলে পুরো শহরকে রেহাই দেবেন? আলোচনার কথা বলেছেন; কিন্তু তার ফলাফল যদি শূন্য হয়? এত বড় পাপ তা হলে কেন করবেন আপনারা? দয়া করুন, চলে যান এখান থেকে। সবকিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিন।'

'সত্যি কথা,' পিছন থেকে একমত হলো একজন। 'সালাদিন তো কোনও কথা দেননি!'

সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেল সবাই।

এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব দেখছিলেন বালিয়ান অভ ইবেলিন। এবার সামনে এগিয়ে এলেন। হেরাক্লিয়াসের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার মনে হয়, ব্যাপারটার এখানেই ইতি করা ভাল। ইয়োর হোলিনেস, এই আশ্রম আর গির্জা জেরুসালেমের পবিত্রতম জায়গাগুলোর একটা। এখানে কোনও ধরনের অনাচার ঈশ্বর সহ্য করবেন না। সত্যি করে বলুন, এই অভয়াশ্রম থেকে নিরীহ একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে সারাসেনদের পায়ে ছুঁড়ে দিতে পারবেন আপনি? কী দোষ ওর? বিধর্মী অপহরণকারীদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে... এটাই? তাদের হাতে আবার ওকে তুলে দেয়া কি কাপুরুষের কাজ নয়? অমন কাজ করলে কাপুরুষের ভাগ্যই বরণ করতে হবে আমাদেরকে।'

মুখের ভাষা হারালেন হেরাক্লিয়াস, কিছু বলতে পারলেন না।

উলফের দিকে ফিরলেন বালিয়ান। 'সার উলফ, অস্ত্র নামাও। কোনও ভয় নেই। জেরুসালেমে একজন মানুষও যদি নিরাপত্তা পায়, সেটা এই মেয়ে পাবে। এখান থেকে ওকে কেউ

www.BanglaBook.org

ছিনিয়ে নিতে আসবে না। আমি কথা দিচ্ছি। অ্যাবেস, ওকে ওর কামরায় নিয়ে যান।'

'জী না,' কপট সুরে বললেন অ্যাবেস। 'হিজ হোলিনেসের আগে গির্জা ত্যাগ করে ওঁকে অসম্মান দেখাতে পারব না। আগে উনি যান, তারপর আমরা।'

'তবে তা-ই হোক,' খেঁপাটে গলায় বললেন প্যাট্রিয়ার্ক। 'তোমাদের সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোন্ জগতে বাস করছ, তার কিছুই জানো না। ভয়ানক সময় এটা; এখানে সামান্য এক মেয়ের নিরাপত্তা, নিঃসঙ্গ কোনও নাইটের হুমকি বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক নেতার কোনও মূল্য নেই। বোকামি করছ... আর তার খেসারতও দিতে হবে চরমভাবে। হাহ্! ভ্রষ্টাচার... অভয়াশ্রয়... আমি তো বলি, সালাদিন শহরের অর্ধেক মেয়েকে চেয়ে বসলেও তার চাহিদা পূরণ করা উচিত। আশি হাজার মানুষ রেহাই পাবে তাতে।'

ঝড়ের বেগে গির্জা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি, পিছু পিছু বাকি সঙ্গী-সাথীরা। ওঁদেরকে অনুসরণ করে গির্জার দরজা পর্যন্ত গেল উলফ—নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, সত্যিই চলে যাচ্ছে কি না লোকগুলো।

ধপ্ করে মেঝেতে বসে পড়ল রোজামুণ্ড। গা কাঁপছে। পাশে বসে অ্যাবেস সান্ত্বনা দিলেন ওকে। শান্ত হতে বললেন। বিপদ আপাতত কেটে গেছে।

'হ্যাঁ, মাদার,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল রোজামুণ্ড। 'কিন্তু কাজটা কি ঠিক করলাম আমি? সালাদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করে সবার প্রাণ বাঁচালেই কি ভাল হতো না? বলা যায় না, আমাকে হয়তো ক্ষমা করে দিতেন তিনি। কী আর হতো, নাহয় বালবেক বা দামেস্কের প্রাসাদে বন্দি হয়ে বাকি জীবন কাটাতাম। ওহ্! কী করব আমি? আবেগের কাছে হেরে গেছি... প্রিয়জনকে চিরতরে বিদায় জানাবার সাহস পাইনি আমি।' ভেজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে দূরে দাঁড়ানো উলফের দিকে তাকাল ও।

'বুঝতে পারছি তোমার মনের দশা,' নরম গলায় বললেন অ্যাবেস। 'প্রিয়জনকে... পরিচিত দুনিয়াকে বিদায় জানানো কত কঠিন, তা সন্ন্যাসিনীদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। কিন্তু বাছা, তুমি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ বলে মনে করি না আমি। ঠিকই বলেছ—সালাদিন কোনও কথা দেননি। যদি তোমার বিনিময়ে সবাইকে রেহাই দেবার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, শুধুমাত্র তখনই প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখতে হবে তোমাকে।'

'হ্যাঁ,' বলল রোজামুণ্ড। 'তখন আমাকে বিবেচনা করতেই হবে।'

দিনের পর দিন চলল অবরোধ। দিনের পর দিন চলতে থাকল হামলা। প্রতিদিন নিত্যনতুন আতঙ্ক যোগ হলো জেরুসালেমবাসীর জীবনে। ম্যাংগোনেলের* মাধ্যমে অনবরত পাথর ছোঁড়া হলো শহরের উদ্দেশে, আকাশ ঢেকে গেল ছুটে আসা শত-সহস্র তীরে। প্রহরীদের পক্ষে সম্ভব হলো না জেরুসালেমের প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা। সেইন্ট স্টিফেনের ফটকে কয়েক হাজার অশ্বারোহী পাঠালেন সুলতান, তাদের পাহারায় আগুন লাগিয়ে আর গাছের ভারী গুঁড়ির আঘাতে প্রবেশপথ তৈরির চেষ্টা চালানো হলো। মাটি-খননকারী একদল সৈনিককে পাঠানো হলো বারকিনানের পাশে। প্রাচীরের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বিকল্প প্রবেশপথ তৈরি করতে থাকল তারা। এসব হামলা প্রতিরোধে কিছুই করতে পারল না নগরীর যোদ্ধারা। খোলা জায়গায় বেরুলেই তীর বা পাথরের আঘাতে ধরাশায়ী হতে হচ্ছে তাদেরকে।

---

* *ম্যাংগোনেল—প্রাচীন আমলের কামান জাতীয় এক যুদ্ধাস্ত্র, ভারী পাথর ছুঁড়ে মারা হতো এর সাহায্যে।*

www.BanglaBook.org

যত দিন গেল, ততই বাড়ল হতাশা। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করল যাজকরা—গান গেয়ে আর পবিত্র শ্লোক আউড়ে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকল। বাড়িঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যিশুর উদ্দেশে হাহাকার করতে থাকল মহিলারা, চরম আতঙ্কে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে থাকল তাদের সন্তানদেরকে, যেন তাতেই ওদের অকালমৃত্যু ঠেকানো যাবে।

শেষ পর্যন্ত নাইটদেরকে নিয়ে সভায় বসলেন বালিয়ান অভ ইবেলিন। ততদিনে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে গোটা জেরুসালেম।

পরিস্থিতির বাস্তবতা প্রকট হয়ে ওঠায় এক নাইট প্রস্তাব দিল, 'এভাবে কোণঠাসা হয়ে মারা যাবার কোনও মানে হয় না। নগরের ফটক খুলে দিন, সার। ময়দানে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করব আমরা। প্রাণ দেব বীরের মত।'

'সেক্ষেত্রে তোমাদের বউ-ছেলেমেয়ের কী হবে?' বললেন হেরাক্লিয়াস। 'সালাদিনের হাতে মৃত্যু কিংবা অসম্মানের অসহায় শিকারে পরিণত হবে না ওরা? না, এরচেয়ে আত্মসমর্পণ করা ভাল।'

'না,' মাথা নাড়লেন বালিয়ান। 'আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না। যতক্ষণ ঈশ্বর আছেন, ততক্ষণ আমাদের আশা আছে।'

'ঈশ্বর তো হ্যাটিনের যুদ্ধের দিনেও ছিলেন,' বিদ্রূপ ঝরল হেরাক্লিয়াসের কণ্ঠে। 'তাতে কী লাভ হয়েছে আমাদের?'

তুমুল বাক্-বিতণ্ডা শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত সভা ভাঙল কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে।

সেদিন বিকেলে সাদা পতাকা তুলে বালিয়ান অভ ইবেলিন নিজেই গেলেন সালাদিনের সঙ্গে দেখা করতে। সসম্মানে তাঁকে রাজকীয় ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হলো, আপ্যায়ন করা হলো যথাযথ সম্মানের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, এসবে মোটেই আগ্রহ পেলেন না তিনি। সুলতানকে করজোড়ে অনুরোধ করলেন

www.BanglaBook.org

জেরুসালেমকে রেহাই দিতে।

অনুরোধ শুনে হাসলেন সালাদিন। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন, প্রাচীরের উপরে বহু জায়গায় তাঁর পতাকা উড়ছে। একটা অংশ ভেঙে রাস্তাও তৈরি হয়েছে যোদ্ধাদের প্রবেশের জন্য। বললেন, 'ওই দেখুন, জেরুসালেমকে প্রায় পরাস্ত করে এনেছি আমি। এখন কেন রেহাই দেব? দয়া দেখাতে চেয়েছি আমি বহু আগেই, কিন্তু আপনারা তা গ্রহণ করেননি। তা হলে এখন কেন এসেছেন?'

জবাবে বালিয়ান অভ ইবেলিন যা বললেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

তিনি বললেন, 'কারণ জানতে চান, সুলতান? তবে শুনুন। ঈশ্বর সাক্ষী... মরতে হয় মরব, কিন্তু তার আগে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করব আমরা, যাতে দাসত্বের শেকল পরানোর মত কাউকে না পান আপনি। তারপর পুরো শহর আর শহরের ঐশ্বর্য ধ্বংস করে দেব আমরা—পবিত্র পাথর আর মসজিদে আল-আক্সা সহ পবিত্র যত নিদর্শন আছে, সব গুঁড়ো করে দেব। আপনাদের জ্ঞাতি ভাই... পাঁচ হাজার মুসলমান বাস করে শহরে; ওদের সবাইকে খুন করব। তারপর যারা বাকি থাকব, সবাই অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসব যুদ্ধের ময়দানে—লড়াই করতে করতে আত্মাহুতি দেয়ার জন্য। মরব, তার আগে আপনার বাহিনীরও যত সৈন্যকে পারি, খতম করে দেব। হ্যাঁ, জেরুসালেমকে জয় করবেন আপনি, সুলতান। কিন্তু সে-জয় উপভোগ করতে পারবেন না। উপভোগ করার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ওখানে।'

অবিশ্বাসের চোখে বালিয়ানের দিকে তাকালেন সালাদিন, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলেন—খ্রিস্টান এই নেতা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, দাড়িতে হাত বোলাতে শুরু করলেন।

'আশি হাজার মানুষের মৃত্যু,' বিড়বিড় করলেন সুলতান।

www.BanglaBook.org

'সেই সঙ্গে যুক্ত হবে আমার নিহত সৈন্যরা। চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে পুণ্যনগরী। কী বিশাল হত্যাযজ্ঞ! কী বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ!! এর স্বপ্নই তো দেখেছি আমি!!!'

বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরে স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

তেইশ

পুণ্যাত্মা রোজামুণ্ড

সুলতান সালাদিনের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পেল গডউইন। শরীর সুস্থ হয়ে ওঠায় নানা রকম চিন্তা ভর করল মাথায়। রোজামুণ্ডকে হারিয়েছে, মাসুদাও মারা গেছে। নিজেরও মরতে ইচ্ছে হলো। এই জীবন নিয়ে কী করবে ও? এতে দুঃখ, বেদনা আর রক্তপাত ছাড়া তো আর কিছু নেই। ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারে, দেখাশোনা করতে পারে পারিবারিক সম্পত্তির, আরাম-আয়েশে কাটাতে পারে বাকি জীবন। কিন্তু তার প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করে না গডউইন। মনে হয়, কিছু একটা করতে হবে ওকে। কী সেটা, বুঝতে পারে না।

এসব নিয়েই ভাবছিল একদিন ও, বিমর্ষ মুখে বসে ছিল তাঁবুতে; এমন সময় বিশপ এগবার্ট হাজির হলেন ওখানে। গডউইনের চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী হয়েছে, বাছা?'

'সত্যিই জানতে চান?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল গডউইন।

'মরার আগের স্বীকারোক্তি একবার দিয়ে ফেলেছ আমাকে,' হাসলেন বৃদ্ধ মানুষটি। 'ওই যে... মৃত্যুদণ্ডের আগে। এখন আর

www.BanglaBook.org

আমার কাছে কিছু গোপন নেই তোমার। বলো সব।' বসলেন ওর পাশে।

আস্তে আস্তে নিজের পুরো জীবনকাহিনি খুলে বলল গডউইন। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল ওর, সন্ন্যাসী হবে। কিন্তু স্ট্যানগেট মঠের প্রায়োর ব্রায়েন ওকে নাবালক বলে নিরুৎসাহিত করেন। বলেছিলেন, বড় হবার পরেও যদি ইচ্ছেটা বজায় থাকে, তা হলে দেখা করতে। সেই দেখা আর করা হয়নি। বরং ধর্মকে ছেড়ে যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হয়েছে। এর পিছনে একটা বড় কারণ ছিল রোজামুণ্ডের প্রতি ভালবাসা। সন্ন্যাস নিলে ওকে বিয়ে করতে পারবে না, এই ভয়ে যোদ্ধা হয়েছে ও। কিন্তু বিফলে গেছে সে উদ্যোগ—ওকে নয়, উলফকে ভালবেসেছে রোজামুণ্ড।

সব বলল গডউইন—এসেক্সের ঘটনা, নাইটহুড পাবার ঘটনা, ভাইয়ের সঙ্গে নেয়া শপথের কথা... স-অ-ব। রোজামুণ্ড কীভাবে অপহৃত হলো, কীভাবে ওকে উদ্ধারের জন্য পুবে এল দু'ভাই, মাসুদার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো... একে একে এসবও জানাল ও। ওর কাহিনি শেষ হলো বড্ড দেরিতে মাসুদাকে ভালবাসার উপলব্ধি দিয়ে। তবে সে-টুকু এগবার্ট আগেই জানতে পেরেছেন।

চুপচাপ সব মন দিয়ে শুনলেন বৃদ্ধ বিশপ। গডউইনের কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন?'

'এখন?' কাঁধ ঝাঁকাল গডউইন। 'আমি ঠিক জানি না কী করব। তবে চোখ মুদলে ঈশ্বরের বেদির সামনে দেখতে পাই নিজেকে, গায়ে অনুভব করি সন্ন্যাসীর আলখাল্লা। বোধহয় সন্ন্যাস-ধর্মই নিতে হবে আমাকে।'

'এ-ধরনের কথা বলার বয়স হয়নি তোমার,' বললেন এগবার্ট। 'হ্যাঁ, রোজামুণ্ডকে হারিয়েছ, মাসুদাও মারা গেছে... কিন্তু পৃথিবীতে আরও অনেক মেয়ে আছে।'

মাথা নাড়ল গডউইন। 'আমার জন্য নেই, ফাদার।'

'তা হলে নাইটদের অনেক সংগঠন আছে। ওখানে যোগ

www.BanglaBook.org

দিতে পারো।'

আবার মাথা নাড়ল গডউইন। বলল, 'টেম্পলার আর হসপিটালার-রা ধ্বংস হয়ে গেছে। তা ছাড়া জেরুসালেমে থাকার সময় খুব কাছ থেকে দেখেছি ওদের; পছন্দ হয়নি। একেবারে বাধ্য না হলে অমন জীবনযাত্রা চাই না আমি। ফাদার, পরামর্শ দিন আমাকে। কী করা উচিত আমার?'

বিশপ এগবার্টের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'বাছা, ঈশ্বর যদি ডাকেন, তা হলে সে-ডাকে সাড়া দেয়া উচিত তোমার। আমি পথ দেখাতে রাজি আছি।'

'হ্যাঁ, সাড়া দেব আমি,' শান্ত গলায় বলল গডউইন। 'যদি না ঈশ্বর ফের আমাকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠান, তা হলে বাকি জীবন সন্ন্যাসী হয়ে সর্বশক্তিমান আর তাঁর ভৃত্যদের সেবা করব আমি। আমার বিশ্বাস, এর জন্যই জন্ম হয়েছে আমার। আমাকে সাহায্য করুন, ফাদার।'

'করব। এসো।'

তিনদিন পর, সারাসেন শিবিরের মাঝে, অদ্ভুত এক পরিবেশে গডউইনকে সন্ন্যাসী হিসেবে শপথ করালেন বিশপ এগবার্ট। চারদিকে তখন মুসলিম সৈন্যরা পবিত্র ক্রুশের পতন নিয়ে উল্লাস করে বেড়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর নড়লেন সালাদিন। মুখ তুলে তাকালেন বালিয়ান অভ ইবেলিনের দিকে।

'বড্ড কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনারা,' বললেন তিনি। 'একে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারছি না। কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনও আলোচনার আগে জানতে চাই আমার ভাগ্নী, বালবেকের শাহজাদীর খবর। কোথায় ও? আমি তো অনেক আগেই জানিয়েছি, ওকে হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আমি কোনও ধরনের আলোচনায় বসব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সুলতান,' বালিয়ান বললেন, 'ওকে আমরা পবিত্র ক্রুশের সন্ন্যাসিনী আশ্রমে পেয়েছি... নবিশ হিসেবে যোগ দিয়েছে। ওখানে আশ্রয় নিয়েছে ও, আপনার কাছে ফিরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।'

হাসলেন সালাদিন। 'আপনার সৈন্য-সামন্ত বুঝি সামান্য একটা মেয়েকে আশ্রম থেকে বের করে আনতে পারে না? অবশ্য... সার উলফ যদি তলোয়ার বাগিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে ভিন্ন কথা। ছিল সে ওখানে?'

'ছিল,' স্বীকার করলেন বালিয়ান। 'কিন্তু ওর ভয়ে পিছু হটিনি আমরা। পিছু হটেছি ঈশ্বরের ভয়ে। পবিত্র ওই আশ্রমে কেউ আশ্রয় নিলে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বের করে আনা যায় না। অমন কাজ ভ্রষ্টাচারের শামিল। ঈশ্বরের রোষ নেমে আসবে আমাদের উপর।'

'আর সালাদিনের রোষ? সেটার ভয় নেই?'

'আপনি অনেক বড় কিছু হতে পারেন, কিন্তু এখনও ঈশ্বরকে সালাদিনের চেয়ে বেশি ভয় করি আমরা।'

'কিন্তু সার বালিয়ান, সালাদিন তো আপনার ওই ঈশ্বরের হাতের তলোয়ারও হতে পারে!'

'অনাচারটা করলে সে-তলোয়ার আমাদের ঘাড়ে নেমে আসতে দেরি হতো না।'

'আমার ধারণা, তলোয়ারটা এমনিতেও নামবে,' গম্ভীর গলায় বললেন সালাদিন।

আবার নীরব হয়ে গেলেন তিনি। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তায় ডুবে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন সালাদিন। বললেন, 'শুনুন, সার বালিয়ান, শাহজাদীকে আসতে বলুন আমার কাছে; এসে ক্ষমা চাক; তা হলে আপনাদেরকে রেহাই দেয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখতে রাজি আছি আমি। কী সিদ্ধান্ত নেব, তা এখনও জানি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু নিশ্চিত থাকুন, মৃত্যুর চাইতে গ্রহণযোগ্য একটা কিছু পাবেন আপনারা।'

বালিয়ান অভ ইবেলিনের চেহারায় বিষাদ ভর করল। 'আপনার প্রস্তাব মেনে নিলে ভ্রষ্টাচারের পথে পা বাড়াতে হবে আমাদের। আশ্রম থেকে উঠিয়ে আনতে হবে শাহজাদীকে। শুধু তা-ই না, খুন করতে হবে সার উলফকেও; কারণ দেহে প্রাণ থাকতে সে আমাদেরকে শাহজাদীর কাছে ভিড়তে দেবে না।'

'না, সার বালিয়ান,' মাথা নাড়লেন সালাদিন। 'সার উলফের মৃত্যু চাই না আমি। সত্যি বলতে কী, সাহসী ওই বীরকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। বুঝতে ভুল হয়েছে আপনার। শাহজাদীকে আমি উঠিয়ে আনতে বলিনি, ওকে শুধু আমার কাছে আসতে বলেছি। স্বেচ্ছায় আসবে, এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে; এটা জানবে—কোনও ধরনের আশ্বাস আমি দিচ্ছি না ওকে। অতীতে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি—ওকে শাহজাদীর মর্যাদা দেব, কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করব না, ধর্মান্তরিত করব না, ইত্যাদি। ওসব প্রতিশ্রুতি চুলচেরাভাবে পালন করেছি, তাও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও। তাই এবার আর কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, পুরনো সব প্রতিশ্রুতিও ফিরিয়ে নিলাম আমি... ওকে আসতে হবে সবকিছু ছেড়েছুড়ে; সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে। এখানে এসে হয় ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করবে, নয়তো বেছে নেবে লজ্জাকর মৃত্যুকে।'

'আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন কোনও মেয়ে কি এসব শর্ত মেনে নেবে?' হতাশ গলায় বললেন বালিয়ান। 'এরচেয়ে তো আত্মহত্যা করা ভাল।'

'চাইলে মরতে পারে ও,' নির্বিকার গলায় বললেন সালাদিন, 'কিন্তু একা মরবে না। সঙ্গে জেরুসালেমের আশি হাজার মানুষকে নিয়ে মরবে। সার বালিয়ান, এই শেষবারের মত আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি, আমার ভাগ্নী রোজামুণ্ড যদি স্বেচ্ছায়

www.BanglaBook.org

আমার কাছে ফিরে না আসে, তা হলে পুরো জেরুসালেমকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেব আমি।'

'এ... এ কি ব্...বলছেন আপনি, সুলতান?' তোতলাতে শুরু করলেন বালিয়ান। 'পুণ্যনগরী আর তার বাসিন্দাদের ভাগ্য নির্ভর করছে একজন মাত্র মেয়ের মহত্ত্বের উপর?'

'হ্যাঁ। ও মহৎ কি না, তার উপরেই নির্ভর করছে সবকিছু। আমার স্বপ্নে আমি তা-ই দেখেছি। যদি ওর মধ্যে আত্মা বলে কিছু থাকে, তা হলে আশা আছে জেরুসালেমের। নইলে নিশ্চিত ধ্বংস! আর কিছু বলার নেই আমার। আপনি যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে আমার দূত যাবে। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেটা নিয়ে যাবে সে। নিজ হাতে দেবে শাহজাদীকে। ওটা পড়ার পর আমার দূতের সঙ্গে চলে আসতে পারে ও, কিংবা থেকে যেতে পারে যেখানে আছে সেখানেই। যদি দ্বিতীয়টা ঘটে, জানব—মিথ্যে এক স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি; বিশ্বাসঘাতিনী, স্বার্থপর কোনও মেয়ের হাত ধরে শান্তি আসতে পারে না। তখন এই যুদ্ধের শেষ দেখে ছাড়ব আমি। তাতে যত মানুষ মরে মরুক। ধ্বংস হয়ে যাক পুণ্যনগরী! আমি পরোয়া করি না।'

এক ঘণ্টা পর সুলতানের দূতদের নিয়ে নগরীতে ফিরে এলেন বালিয়ান অভ ইবেলিন।

রাত নেমে এসেছে। পবিত্র ক্রুশের সন্ন্যাসিনী আশ্রমের গির্জায়, প্রদীপের আলোয় হাঁটু গেড়ে বসে আছে একদল নারী। নিচু কণ্ঠে ধর্মসঙ্গীত গাইছে ওরা, কায়োমনোবাক্যে স্রষ্টার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইছে নিজেদের এবং শহরের হতভাগ্য অধিবাসীদের জন্য। সবাই জানে, পুণ্যনগরীর অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে। চারপাশের প্রাচীর ভেঙে পড়ছে, প্রতিরক্ষা-বাহিনী হয়ে পড়েছে ক্লান্ত-শ্রান্ত; খুব শীঘ্রি সালাদিনের সৈন্যরা শহরের অলিতে-গলিতে হানা দিতে শুরু করবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর শুরু হবে লুটতরাজ, ধরপাকড় আর গণহত্যা। প্রাণে বাঁচার উপায় নেই কারও। হয় নিষ্ঠুর সারাসেনদের হাতে, নয়তো খ্রিস্টান যোদ্ধাদের হাতে মৃত্যু জুটবে সবার। পার্থক্য একটাই—প্রথমটা অসম্মানের, দ্বিতীয়টা করুণার। তবে মরতে যে হবেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে-কথা মনে পড়লেই কেঁপে উঠছে সবাই। চোখ বন্ধ করে একমনে ডাকছে ঈশ্বরকে। একমাত্র তিনিই এখন সাহায্য করতে পারেন এখানকার হতভাগ্য মানুষগুলোকে।

ধর্মসঙ্গীত শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাবেস। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। সৌম্য চেহারায় আতঙ্কের ছাপ বসে গেছে।

'বোনেরা,' বললেন তিনি, 'চরম সময় সমাগত। মনকে শক্ত করে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদেরকে। নগরের খ্রিস্টান নেতারা যদি তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেন, তা হলে খুব শীঘ্রি একদল নাইটের দেখা পাব আমরা—এখানে এসে আমাদের প্রাণহরণ করবেন তাঁরা, মুক্তি দেবেন অবমাননাকর পরিণতির হাত থেকে। কিন্তু বিকল্পও ভাবতে হবে আমাদের। অল্প ক'জন যোদ্ধার জন্য শহরের আশি হাজার প্রাণ নেয়া সহজ কাজ নয়। ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে ওরা, বিবেকের দংশনে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে পারে, কিংবা নিজেরাই খুন হয়ে যেতে পারে আমাদের কাছে পৌঁছুনোর আগে। সেক্ষেত্রে কী করব আমরা? কারও কিছু বলার আছে?'

জবাব দিল না কেউ, ফুঁপিয়ে উঠল একযোগে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল সন্ন্যাসিনীরা, ভাবতেই পারছে না ভয়াল সেই মুহূর্তের কথা।

একটু অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। বলল, 'মাদার, আপনাদের এখানে আমি নবাগত, কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্ভবত আমারই সবচেয়ে ভাল ধারণা আছে। হ্যাটিনের যুদ্ধে

www.BanglaBook.org

সারাসেনদেরকে দেখেছি আমি; জানি, ওরা কতটা ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। তাই একটা পরামর্শ দেয়ার জন্য আপনার অনুমতি চাইছি।'

'বলো, বাছা,' অনুমতি দিলেন অ্যাবেস।

'আমার পরামর্শ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,' বলল রোজামুণ্ড। 'সারাসেনরা শহরে ঢুকে পড়েছে শুনলেই আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দেব আমরা। তার মাঝে আত্মাহুতি দেব।'

'সাহসী পরামর্শ বটে,' বললেন অ্যাবেস। 'তোমার মুখে এমন পরামর্শ মানানসই। কিন্তু এ আমি মেনে নিতে পারছি না। আত্মহত্যা করা মহাপাপ।'

'বন্ধুদের তলোয়ারের সামনে গলা বাড়িয়ে দেয়া আর আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার মাঝে খুব একটা পার্থক্য দেখছি না আমি,' বলল রোজামুণ্ড। 'অন্যদের কথা বলতে পারি না, তবে আমি মনে করি, সারাসেনদের হাতে পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। অন্তত আমাদের প্রাণহীন দেহ নিয়ে ওরা বিজয়ের আনন্দ পাবে না।'

আলখাল্লার তলায় লুকিয়ে রাখা ছোরার উপর হাত রাখল ও।

'যদি অমন সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকো, তা হলে আমি তোমাকে ঠেকাতে পারব না, বাছা,' হতাশ ভঙ্গিতে বললেন অ্যাবেস। 'কিন্তু তোমাদের সবাইকে আমি ও-পথে যেতে মানা করছি। বাঁচার উপায় নেই, সত্যি, কিন্তু অসম্মানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার একটা উপায় বাতলে দিতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই বুড়ো হয়ে গেছি—হারাবার কিছু নেই আমাদের। কিন্তু যাদের বয়স কম, চেহারা ভাল... তাদের জন্যই বিপদ। আমার পরামর্শ হলো, সারাসেনরা আসার আগে ছুরি দিয়ে নিজেদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করো তোমরা—মুখ-শরীর, সর্বাঙ্গ! নিজেদেরকে কুৎসিত, কদাকার করে তোলো। তোমাদেরকে দেখেই যেন বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয় পুরুষদের মনে। তখন আর কারও সম্ভ্রমহানি করার ইচ্ছে

www.BanglaBook.org

হবে না সারাসেনদের। বরং দ্রুত তোমাদেরকে হত্যা করবে—তাতে সম্মানের মৃত্যু জুটবে কপালে।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে হাহাকার উঠল সন্ন্যাসিনীদের মাঝে। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়, রক্তে ভেজা শরীর নিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে অসহায় একদল নারী... কী ভয়ানক সে-দৃশ্য! কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। একে একে উঠে দাঁড়াল সন্ন্যাসিনীরা, অ্যাবেসের কাছে প্রতিজ্ঞা নিল—যদি চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে ও-কাজই করবে ওরা।

প্রতিজ্ঞা নেয়া হলে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সবাই। নতুন করে শুরু করল ধর্মসঙ্গীত। বহুকণ্ঠের গুঞ্জনে ভরে গেল গির্জার অভ্যন্তর। জগৎসংসার ভুলে ঈশ্বরকে ডাকছে সবাই।

অনেকক্ষণ পর, সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গীত ছাপিয়ে বাইরে থেকে ভেসে এল অনেক মানুষের পদশব্দ। তার পর পরই সজোরে গির্জার দরজায় কড়া নাড়ল কেউ।

গান থেমে গেল। আতঙ্কিত এক সন্ন্যাসিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'সারাসেনরা এসে গেছে... সারাসেনরা এসে গেছে!'

আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল সমাবেশের মাঝে। শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি।

'থামো তোমরা!' গলা চড়িয়ে ধমকে উঠলেন অ্যাবেস। 'কোনও কিছু না জেনে চেঁচাচ্ছ কেন? বন্ধুও তো হতে পারে! বোন উরসুলা, গিয়ে দেখো তো ব্যাপারটা কী।'

বয়স্কা এক সন্ন্যাসিনী উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে গিয়ে খুলে দিলেন ছিটকিনি। পাল্লা সামান্য ফাঁক করে জানতে চাইলেন:

'কে ওখানে?'

জবাবে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল। মার্জিত, সুমধুর। তবে বিচলিত।

'আমি রানি সিবিলা,' বলল কণ্ঠটা। 'সঙ্গে আমার সহচরীর দল, আর শহরের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সন্ন্যাসিনীরা। জেরুসালেমের রানি এখানে কী করছেন?

'মহামান্য রানি, আপনি এখানে?' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন উরসুলা। 'আশ্রয় নিতে এসেছেন?'

'না,' শোনা গেল জবাব। 'সুলতান সালাদিনের কয়েকজন দূতকে নিয়ে এসেছি আমরা—ওরা রোজামুণ্ড ডার্সির সঙ্গে দেখা করতে চায়। আছে ও এখানে?'

কথাটা শোনামাত্র গির্জার বেদির কাছে ছুটে গেল রোজামুণ্ড। আলখাল্লার তলায় ছুরিটা চেপে ধরেছে। আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত।

'ভয়ের কিছু নেই,' বললেন রানি। 'ওর কোনও ক্ষতি হবে না। দূতেরা শুধু কথা বলতে এসেছে। আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিন, সিস্টার।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাবেসের দিকে তাকালেন উরসুলা।

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রধান সন্ন্যাসিনী। বললেন, 'মানা করার কোনও কারণ দেখছি না। আসতে দাও, উরসুলা। রানিকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান দেখাব।'

অ্যাবেসের ইশারায় মেঝে থেকে উঠে পড়ল সবাই। গির্জার ভিতরে যার যার আসনে বসে পড়ল। অ্যাবেস বসলেন তাঁর জন্য নির্ধারিত পিঠ-উঁচু চেয়ারে। ওটার পিছনে, বেদির পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রোজামুণ্ড। কোনও ঝুঁকি নেবে না।

দরজা খুলে দেয়া হলো। পরমুহূর্তে গির্জায় পা রাখল অদ্ভুত এক মিছিল। প্রথমে জেরুসালেমের রূপসী রানি—গায়ে রাজ-পোশাক, মুখ ঢেকে রেখেছেন কালো রঙের পাতলা একটা ওড়না দিয়ে। পিছনে তার বারোজন সহচরী—চেহারা মলিন, বিচলিত হাবভাব, তবে অভিজাত সাজ নিয়েছে। এরপর রয়েছে পাগড়ি আর বর্ম পরা তিনজন সারাসেন দূত, রত্নখচিত তলোয়ার ঝুলছে তাদের কোমরে। সারাসেনদের পিছু পিছু ঢুকল শোকসন্তপ্ত নারী আর শিশুর দল—এরা হ্যাটিনের যুদ্ধে নিহত খ্রিস্টানদের

www.BanglaBook.org

পরিবার-পরিজন। সবশেষে বালিয়ান অভ ইবেলিনের নেতৃত্বে ঢুকল খ্রিস্টান যোদ্ধাদের একটা দল—তাদের মাঝে উলফও আছে। আর আছেন প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াস... কয়েকজন যাজক তাঁর সঙ্গী।

অ্যাবেসের একেবারে সামনে এসে থামলেন রানি সিবিলা। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল মিছিল। উঠে দাঁড়িয়ে রানির উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন প্রধান সন্ন্যাসিনী। রীতি অনুসারে নিজের আসনে তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

'না, তার প্রয়োজন নেই,' বললেন রানি। 'রানি হিসেবে আসিনি আমি, এসেছি ভিখিরি হিসেবে। তাই আপনাদের সামনে হাঁটু মুড়েই নিজের আর্জি পেশ করতে চাই।

অ্যাবেস এতে আপত্তি জানানোর আগে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি। দেখাদেখি বাকি সহচরীরা। পিছনে ভিড় জমাল জনতা। রাজ্যের সম্রাজ্ঞীকে এমন অবস্থায় দেখার সুযোগ মেলে না কখনও।

অপ্রস্তুত বোধ করলেন অ্যাবেস। বললেন, 'দয়া করে উঠুন, রানি। এভাবে ছোট করবেন না নিজেকে। কী দিতে পারি আমরা আপনাকে? নিজেদের জীবন ছাড়া তো দেবার মত কিছুই নেই আমাদের কাছে।'

'হায়!' ভাঙা গলায় বললেন রানি। 'ওটাই চাইতে হচ্ছে আমাকে। আপনাদের একজনের জীবন!'

'কার, রানি?'

মাথা ঘোরালেন রানি। হাত প্রসারিত করে দেখিয়ে দিলেন বেদিতে দাঁড়ানো রোজামুণ্ডকে।

চকিতের জন্য রক্ত সরে গেল রোজামুণ্ডের চেহারা থেকে। কিন্তু তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'আমার এই সামান্য জীবন আপনার কী কাজে আসবে, রানি? কে চাইছে এ-জীবন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জবাব দেয়ার জন্য চেষ্টা করলেন রানি সিবিলা, কিন্তু মুখে কথা সরল না। বিড়বিড় করে তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আ... আমি বলতে পারছি না। দূতেরা চিঠি নিয়ে এসেছে, ওটা পড়ে দেখুক ও।'

গোল করে মোড়ানো একটা কাগজ বের করল এক সারাসেন। কপালে ঠেকাল, তারপর তুলে দিল অ্যাবেসের হাতে। ওটা রোজামুণ্ডকে দিলেন তিনি। নিজের ছুরি দিয়ে চিঠির রেশমি বাঁধন কাটল রোজামুণ্ড। পড়তে শুরু করল উচ্চকণ্ঠে, উপস্থিত সবার সুবিধার্থে অনুবাদ করল চিঠিটা।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা-র নামে শুরু করছি। আমি, সালাদিন, আইয়ুবের পুত্র, প্রাচ্যের সুলতান, এই চিঠি লিখছি ফ্র্যাঙ্কিশ নাইট সার অ্যাণ্ড্রু ডার্সির কন্যা, এবং আমার ভাগ্নী—বালবেকের শাহজাদীর উদ্দেশে, যে এ-মুহূর্তে পুণ্যনগরী জেরুসালেমের একটি আশ্রমে লুকিয়ে আছে।

প্রিয় ভাগ্নী আমার, প্রথমেই মনে করিয়ে দিতে চাই—তোমাকে দেয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি আমি; এমনকী প্রাণভিক্ষা দিয়েছি তোমার দুই যমজ চাচাতো ভাইকে। কিন্তু প্রতিদানে বিশ্বাসঘাতকতা আর ছলনা ছাড়া আর কিছুই দাওনি তুমি আমাকে, যা তোমার ওই অভিশপ্ত ধর্মের চিরাচরিত রীতি। আগেই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি; এখন আবার জানাচ্ছি, এ-ধরনের কাজের বিনিময়ে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে। তাই এখন থেকে আর বালবেকের শাহজাদী নও তুমি, স্রেফ এক বিশ্বাসঘাতিনী নারী, আমার তলোয়ারের নাগালে এলেই যাকে হত্যা করা হবে।

www.BanglaBook.org

আমার স্বপ্নের কথা তুমি জানো। সেই স্বপ্ন... যার কারণে ইংল্যাণ্ড থেকে তোমাকে এতদূরে নিয়ে এসেছি আমি। এই চিঠির জবাব দেয়ার আগে ওটার ব্যাপারে ভালভাবে ভেবে দেখো। ওই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছিলেন, নিজের মহত্ত্ব আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে অসংখ্য নিরীহ প্রাণ বাঁচাবে তুমি। দেখা যাক, তা সত্য কি না। তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবার জন্য খ্রিস্টানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু ওরা তা মানেনি। কেন, তা এখন আমি বুঝতে পারছি। আল্লাহ্ চাননি, তোমাকে ওভাবে নিবেদন করা হোক আমার পায়ে। তাই এখন আর তোমার উপর জোর খাটাতে বলছি না আমি, বরং দাবি করছি—তুমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ফিরে এসো আমার কাছে... নিজের পাপের উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করার জন্য। বরণ করে নাও ইসলাম ধর্ম, নয়তো বরণ করে নাও মৃত্যু... যেটা তোমার খুশি। শর্ত একটাই—স্বেচ্ছায় আসতে হবে তোমাকে, নতুবা নয়। চাইলে যেখানে আছ, সেখানেই থেকে যেতে পারো; আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর নিজের পন্থায় শাস্তি দেবেন। কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসো... আমার সামনে হাঁটু গেড়ে জেরুসালেমের জন্য করুণা ভিক্ষা করো, তা হলে ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখতে রাজি আছি। আর যদি না আসো, তা হলে নিশ্চিতভাবেই গোটা শহরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমি। কারও প্রাণের পরোয়া করব না। আশি হাজার মানুষের মৃত্যুর দায় চাপবে তোমার কাঁধে!

সিদ্ধান্ত এখন তোমার। নিজেই ভেবে দেখো—আমার দূতদের সঙ্গে ফিরে আসবে, নাকি ধ্বংস হতে দেবে পুণ্যনগরীকে।

www.BanglaBook.org

জবাব জানার অপেক্ষায় রইলাম আমি। বিদায়।

—ইউসুফ সালাদিন।

পড়া শেষ করে স্থবির হয়ে গেল রোজামুণ্ড। হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

রানি বললেন, 'বোন, আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে—এই যে... এদের কথা ভেবে।'

পিছনে দাঁড়ানো নারী-শিশুদের দিকে ইশারা করলেন তিনি।

'আর আমার জীবন?' বিড়বিড় করল রোজামুণ্ড। 'আমার জীবনের কী হবে? আমার কি বাঁচার অধিকার নেই?' অশ্রুভেজা চোখে উলফকে খুঁজে বের করল ও। তরুণ নাইট ভিড়ের মাঝে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

'হয়তো দয়া দেখাবেন সালাদিন,' আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন রানি।

'কেন দেখাবেন?' বলল রোজামুণ্ড। 'শুরু থেকেই আমাকে হুমকি দিয়ে রেখেছেন তিনি—পালাবার চেষ্টা করলে প্রাণদণ্ড দেবেন। আমি সে-কথা শুনিনি। অপমান করেছি ওঁকে। এখন আর দয়া দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। হয় ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হতে হবে, নয়তো গলা পেতে দিতে হবে জল্লাদের সামনে—এ-ই আমার নিয়তি!'

'কিন্তু এখানে থাকলেও তুমি মরবে!' আকুতির সুরে বললেন রানি। 'প্রাণ তো এমনিতেই যাবে, তা হলে ওটার বিনিময়ে কেন তুমি বাঁচাবে না আশি হাজার মানুষকে? বলতে পারো?'

'এর নিশ্চয়তা কী?' জিজ্ঞেস করল রোজামুণ্ড। 'চিঠিতে কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি সুলতান। শুধু বলেছেন, আমি ওঁর সামনে গিয়ে করুণা চাইলে জেরুসালেমকে রেহাই দেয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখবেন। ওটা কোনও প্রতিশ্রুতি না।'

'কিন্তু বালিয়ান অভ ইবেলিনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর,'

www.BanglaBook.org

বললেন রানি। 'কসম কেটেছেন, তুমি স্বেচ্ছায় ফিরে না গেলে শহরকে ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু তুমি যদি যাও, তা হলে অন্তত ধ্বংস হবে না শহর। বিকল্প কোনও সমাধান দেবেন তিনি। এই সর্বনাশা সময়ে ওটাই বিরাট এক আশা আমাদের জন্য। ওই আশার জন্যই এতবড় একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি আমরা। ভাবো, বোন, ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার উপরেই নির্ভর করছে সবকিছু। আমাদের জীবন... আমাদের ভবিষ্যৎ... সব এখন তোমার হাতে! মরতে পারো তুমি, অস্বীকার করছি না, কিন্তু জেনে রেখো—ওই মৃত্যু হবে সম্মানের। যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা নিয়ে উচ্চারণ করব তোমার নাম। রোজামুণ্ড ডার্সি—নিঃস্বার্থ মহামানবী... অগণিত মানুষকে বাঁচানোর জন্য আত্মত্যাগ করেছে যে।

'দয়া করো... দয়া করো আমাদেরকে! দেখিয়ে দাও তোমার মহত্ত্ব। যে-মৃত্যু আমাদের সবার দরজায় কড়া নাড়বে, তাকে বুক পেতে বরণ করে নেবার উদাহরণ তৈরি করো। সারা দুনিয়ার আশীর্বাদ পাবে তুমি, ঠাঁই পাবে স্বর্গে। বোনেরা আমার... মিনতি করো, মিনতি করো ওর কাছে!'

রানির আহ্বান শুনে নারী আর শিশুরা বসে পড়ল মেঝেতে। করজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় শুরু করল। তাদের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি মুছল রোজামুণ্ড। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। উলফের দিকে তাকাল। বলল:

'সার উলফ ডার্সি, এদিকে এসো। তোমার পরামর্শ শুনতে চাই আমি।'

দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে এগোল উলফ। রোজামুণ্ডের কাছে এসে তলোয়ার তুলে আনুষ্ঠানিক কায়দায় সম্মান দেখাল।

'সবই তো শুনেছ,' ওকে বলল রোজামুণ্ড। 'বলো, কী করা উচিত? তুমি কি চাও, আমি জীবন দিই?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল উলফ। 'এ-প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার জন্য

www.BanglaBook.org

বড়ই কঠিন। তবে এ-কথা ঠিক, জীবন-মরণের পাল্লায় তুমি একা, কিন্তু ওঁরা অনেক।'

আশান্বিত গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মাঝে, সবাই খুশি হয়ে উঠেছে। যে-নাইট সেদিন তলোয়ার হাতে রোজামুণ্ডকে রক্ষা করেছে, নিতে দেয়নি সালাদিনের কাছে; সে-ই আজ ওদের পক্ষে কথা বলল। যদিও কথাটা বলে মুখ কালো হয়ে গেছে উলফের।

ওর চেহারা দেখে হাসল রোজামুণ্ড। জলতরঙ্গের মত ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল গির্জার ভিতর।

'আহ্, উলফ!' বলল ও। 'সত্যভাষী উলফ... নিজের ক্ষতি হলেও তুমি মিথ্যে বলতে পারো না। অবশ্য... আমিও অন্য কোনও পরামর্শ মেনে নিতাম না। মহামান্য রানি, দয়া করে উঠে দাঁড়ান। আর নিজেকে ছোট করবেন না। সত্যিই কি আপনি আমাকে এত নীচ ভেবেছেন যে এত লোকের জন্য নিজের প্রাণ দিতে কুণ্ঠা বোধ করব? জীবনে কোনও আনন্দ নেই আমার, কোনও অর্জন নেই... আজ এত বড় একটা সুযোগ পেয়েছি, তা পায়ে দলার প্রশ্নই ওঠে না।'

ছুরিটা কোমরে গুঁজে রাখল ও। মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল চিঠিটা। কপালে ঠেকাল। তারপর আরবীতে সারাসেন দূতদের উদ্দেশে বলল, 'বিশ্বাসীদের নেতা, প্রাচ্যের সুলতান সালাদিনের দাসী আমি; তাঁর পায়ের তলার ধুলো। আপনারা সাক্ষী থাকুন—সবার উপস্থিতিতে, আমি, রোজামুণ্ড ডার্সি, বালবেকের প্রাক্তন শাহজাদী, আপনাদের সঙ্গে সালাদিনের শিবিরে যেতে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছি। যে-শাস্তিই দিন সুলতান, তা আমি মাথা পেতে নেব। এর বিনিময়ে আশা করব তিনি জেরুসালেমকে রেহাই দেবেন। যাবার আগে একটাই অনুরোধ থাকবে—সম্ভব হলে আমার লাশটা ফিরিয়ে দেবেন এখানে। এই পবিত্র জায়গায় চিরনিদ্রায় শায়িত হতে চাই আমি। আর কিছু চাওয়ার নেই। চলুন। আমি তৈরি।'

www.BanglaBook.org

শ্রদ্ধার সঙ্গে ওকে কুর্নিশ করল দূতেরা, ওর মনোভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছে। চারপাশ থেকে আশীর্বাদ শোনা গেল। বেদির পাশ থেকে রোজামুণ্ড নেমে আসতেই ওকে জড়িয়ে ধরলেন রানি। কপালে চুমো খেলেন। যারাই ওকে নাগালে পেল, হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল, কিংবা স্পর্শ করল। পুণ্যাত্মা, উদ্ধারকারিণী, ইত্যাদি নামে ডাকছে ওকে সবাই।

'দুঃখের বিষয়, ওসবের কিছুই আমি নই,' বলল রোজামুণ্ড। 'তবে হবার চেষ্টা করব।' দূতদের দিকে ফিরল। 'চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল উলফ। 'হ্যাঁ, রওনা হওয়া যাক।'

চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল রোজামুণ্ড।

নির্বিকার রইল উলফ। সবার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'মহামান্য রানি, এবং উপস্থিত সবাই, আমার কথা শুনুন। রোজামুণ্ডের আত্মীয় আমি, সেই সঙ্গে ও আমার বাগদত্তা। ওকে মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষা করার শপথ নিয়েছি আমি। যদি কোনও অপরাধ করে থাকে ও, তা হলে আমিও সমান অপরাধী। সুলতানের শাস্তির খড়্গ আমাদের দু'জনের উপরই নেমে আসা উচিত। তাই ওর সঙ্গে যাচ্ছি আমি।'

'উলফ! উলফ!!' আর্তনাদের মত করে উঠল রোজামুণ্ড। 'এ হয় না! আমার একার জীবন চেয়েছেন সুলতান। তোমারটা নয়!'

'তবু আমার জীবন তাঁর পায়ে সঁপে দেব আমি, যাতে প্রায়শ্চিত্তের পেয়ালা উপচে পড়ে। হয়তো তা দেখে করুণা সৃষ্টি হবে সুলতানের মনে। না, আমাকে নিষেধ কোরো না। তোমার জন্য বেঁচেছি আমি, তোমার জন্য মরব। যদি আমার প্রাণ না-ও নেন সালাদিন, তাও আমি আত্মাহুতি দেব। তোমাকে ছাড়া এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই না আমি। কী ভেবেছ তুমি, একাকী শাস্তি ভোগ করতে দেব তোমাকে? আর কিছু না হোক,

www.BanglaBook.org

পাশে থেকে শাস্তির কষ্টটা তো ভাগাভাগি করে নিতে পারব!'

'না, উলফ। তুমি শুধু আমার কষ্ট বাড়াবে।'

'এ-কথা বোলো না। মৃত্যুর মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা আছে আমার। নিশ্চিতভাবে জেনো, হাতে হাত রেখে যদি তার সামনে দাঁড়াই; আতঙ্ক কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। তা ছাড়া, সালাদিন আমাকে পছন্দ করেন। তোমার পাশে থেকে আমিও তাঁকে অনুরোধ জানাতে চাই—জেরুসালেমকে তিনি যেন ধ্বংস না করেন।'

চোখে পানি এল রোজামুণ্ডের, উলফের যুক্তি কিছুতেই মানতে পারছে না।

'আমাকে নিষেধ কোরো না, রোজামুণ্ড,' বলল উলফ। 'তা হলে পাগল হয়ে যাব আমি। আত্মহত্যার মত মহাপাপ করে বসব। তার চেয়ে সালাদিনের তলোয়ারের নীচে সম্মান নিয়ে মরতে দাও আমাকে।'

ওর কাঁধে হাত রাখল রোজামুণ্ড। 'তোমাকে কোনোদিন ঠেকাতে পারিনি আমি, আজও পারব না। বেশ, তা হলে ঈশ্বর আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা-ই ঘটুক।'

দূতদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিল ও। অ্যাবেসের সামনে গিয়ে পা ছুঁলো, বিদায় নিল আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদের কাছ থেকে। তারপর এক যাজকের সামনে বসে অন্তিম স্বীকারোক্তি দিল রোজামুণ্ড আর উলফ, কুকর্মের জন্য চেয়ে নিল ক্ষমা। সালাদিনের শিবিরে এ-সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে দূতদের পিছু পিছু আশ্রম থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে—হাতে হাত ধরে। পদক্ষেপে কোনও জড়তা নেই, মনের মধ্যে নেই কোনও দ্বিধা। রাস্তায় পৌঁছুতেই অগণিত মানুষের ভিড় চোখে পড়ল। ইতোমধ্যে খবর চলে গেছে সবখানে। জেরুসালেমবাসীর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে

www.BanglaBook.org

চলেছে রোজামুণ্ড আর সার উলফ। সবাই তাই এক নজর দেখতে এসেছে ওদেরকে।

রাস্তার দু'পাশ থেকে শোনা গেল আশীর্বাদ আর জয়ধ্বনি—পুণ্যাত্মা রোজামুণ্ড আর সাহসী নাইট উলফের জন্য গর্বিত জেরুসালেমবাসীরা। বাগানের ফুল ছিঁড়ে ওদের উপর পুষ্পবর্ষণ করা হলো। মহিলারা তাদের ছোট ছোট সন্তানকে উঁচু করে ধরল এই দুই অসাধারণ মানব-মানবীর দর্শন করানোর জন্য।

হৈ-হল্লার জেরুসালেমের ফটকে পৌঁছুল ওরা। থামল ক্ষণিকের জন্য।

নতমস্তকে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন বালিয়ান অভ ইবেলিন। বললেন, 'লেডি রোজামুণ্ড, জেরুসালেম আর সমগ্র খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে আপনাকে সম্মান আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি। তোমাকেও, সার উলফ। আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী আর বিশ্বস্ত নাইট তুমি।'

বিশপের নেতৃত্বে একদল যাজক এসে যিশু আর পবিত্র ক্রুশের নামে আশীর্বাদ জানাল ওদেরকে।

'প্রশংসা, ধন্যবাদ, বা আশীর্বাদ নয়; আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন,' বলল রোজামুণ্ড। 'প্রার্থনা করুন, যাতে সফলকাম হয় আমাদের প্রচেষ্টা। আমাদের পাপী আত্মার জন্যও আপনাদের প্রার্থনা চাইছি। আমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে, কিন্তু জানবেন, চেষ্টার ত্রুটি ছিল না আমাদের মধ্যে। হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের... এত দুর্দশা সইতে হচ্ছে পবিত্র এ ভূমিকে। কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত হয়েছে পবিত্র প্রতীক। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাই, তিনি যেন আবার হারানো শৌর্য-বীর্য ফিরিয়ে দেন আমাদেরকে। যুগে যুগে যেন ক্রুশের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয় অবিশ্বাসীরা। ভাল থাকুন আপনারা, বেঁচে থাকুন। আর কোনও মৃত্যু যেন হানা দিতে না পারে আপনাদের

www.BanglaBook.org

উপর। এ-ই আমাদের শেষ প্রার্থনা। বিদায়।'

ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে এল রোজামুণ্ড আর উলফ। শহরবাসীকে আর এগোতে নিষেধ করল দূতেরা, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদেরকে। পিছন থেকে ভেসে এল হাহাকার আর কান্নার শব্দ। তার মাঝে, চাঁদের আলোয় হেঁটে চলল ওরা।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল কোলাহল। মুসলিম শিবিরের কিনারায় এসে পৌঁছুল রোজামুণ্ড আর উলফ। একদল রক্ষী এসে স্বাগত জানাল ওদেরকে। সঙ্গে একটা পালকি নিয়ে এসেছে শাহজাদীর জন্য।

পালকিতে উঠতে রাজি হলো না রোজামুণ্ড। রক্ষীদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকল। ঢালু পথ বেয়ে মাউণ্ট অলিভে উঠল ওরা। ওখানে... গেথ্‌সেমেইনের বাগানের ভিতর শিবিরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছুল। দেখা পেল সালাদিনের। রাজকীয় সাজে রোজামুণ্ডের অপেক্ষায় বসে আছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছে সভাসদ আর উচ্চপদস্থ লোকজন। সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সেনাবাহিনী।

ধীরে ধীরে সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রোজামুণ্ড আর উলফ। তারপর বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

BanglaBook.org

চব্বিশ

জীবন পেয়ালার তলানি

নির্লিপ্ত চোখে রোজামুণ্ড আর উলফের দিকে তাকালেন সালাদিন। অভিবাদন জানালেন না। বললেন:

www.BanglaBook.org

'আমার চিঠি আশা করি পড়ে দেখেছ, মেয়ে? নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ, শাহজাদীর পদমর্যাদা কেড়ে নেয়া হয়েছে তোমার কাছ থেকে; আমার প্রতিশ্রুতির পালা শেষ হয়েছে; এখানে এসেছ অবিশ্বাসী নারীর মত মৃত্যুকে বরণ করে নিতে। ঠিক?'

'জী, সুলতান,' পরাজিত কণ্ঠে বলল রোজামুণ্ড।

'নিজের ইচ্ছায় এসেছ, নাকি জোর খাটিয়েছে কেউ?' জিজ্ঞেস করলেন সালাদিন। ভুরু কোঁচকালেন উলফের দিকে তাকিয়ে। 'আর এই নাইট এখানে কী করছে? ওর প্রাণ তো চাইনি আমি।'

'আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, সুলতান,' রোজামুণ্ড জবাব দিল। 'আর উলফের ব্যাপারটা... ও নিজেই এর ব্যাখ্যা দেবে।'

'মহানুভব,' উলফ বলল, 'আমি এসেছি রক্তের অধিকারে, আর সুবিচারের স্বার্থে। কারণ রোজামুণ্ড যে-অপরাধ করেছে, তার জন্য আমিও সমানভাবে দোষী।'

'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই,' বললেন সুলতান। 'যদ্দূর জানি, শেষবারের ষড়যন্ত্রে কোনও হাত ছিল না তোমার। শুধু শুধু সময় নষ্ট কোরো না এখানে। তুমি মুক্ত, চলে যাও।'

'মাফ করবেন,' নম্রভাবে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করল উলফ, 'কিন্তু যাবার জন্য আসিনি আমি। মুক্ত মানুষ হিসেবে রোজামুণ্ডকে অনুসরণ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সুলতান, আমার অনুরোধ, ওর ভাগ্যকেই নিজের ভাগ্য হিসেবে বরণ করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হোক আমাকে।'

'কী!' অবাক হলেন সালাদিন। 'মরতে চাও ওর সঙ্গে? এই কাঁচা বয়সে? দুনিয়ায় এই বিশ্বাসঘাতিনী ছাড়াও তো অনেক মেয়ে আছে!'

মৃদু হাসল উলফ। 'আর কাউকে চাই না আমি।'

'বেশ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সালাদিন। 'বোকার মত প্রাণ দিতে চাইলে আমার তাতে কী? যাও, মঞ্জুর করা হলো তোমার

www.BanglaBook.org

আবেদন। এই মেয়ের কপালে যা ঘটবে, তা তোমার কপালেও ঘটবে। জীবন-পেয়ালার তেতো তলানিতে পৌঁছে গেছে আমার ভাগ্নী; উলফ ডার্সি, তুমিও তাতে চুমুক দেবে।'

'আমি তা-ই চাই,' শান্ত কণ্ঠে বলল উলফ।

রোজামুণ্ডের দিকে ফিরলেন সালাদিন। বললেন, 'মেয়ে, আমার প্রতিহিংসার সামনে মাথা পেতে দিতে এসেছ কেন, জানতে পারি?'

উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। পরিষ্কার গলায় বলল, 'সুলতান, আমি এসেছি জেরুসালেমের নিরীহ মানুষদের হয়ে করুণা চাইতে। কারণ আমাকে বলা হয়েছে, আমার এই পাপী কণ্ঠ ছাড়া আর কোনও কণ্ঠ শুনতে চান না আপনি।

'মহানুভব, বহুদিন আগে আপনি একটা স্বপ্ন দেখেছেন। তাতে আপনার বিশ্বাস জেগেছে, মহৎ কোনও কাজের মাধ্যমে আমি অগণিত মানুষের জীবন বাঁচাব; শান্তি এনে দেব এই পবিত্র ভূমিতে। সেজন্যে আমাকে উঠিয়ে এনেছেন আমার নিজের বাড়ি থেকে; তা করতে গিয়ে আমার বাবাকে নিক্ষেপ করেছেন মৃত্যুর মুখে। হাজারো বিপদ-আপদ পাড়ি দিয়ে আপনার কাছে পৌঁছাই আমি। পাই অচিন্ত্যনীয় সম্মান। কিন্তু মনে-প্রাণে আমি একজন খ্রিস্টান, তাই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম প্রতিনিয়ত আমার ধর্মভাইদেরকে আপনার তলোয়ারের নীচে খুন হতে দেখে। তাই মুক্তি চেয়েছি... আপনার হুমকি গায়ে না মেখে পালাতে চেয়েছি। শেষ পর্যন্ত নিঃস্বার্থ এক মেয়ের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সফল হয়েছে আমার প্রচেষ্টা।

'আজ আবার ফিরে এসেছি আমি... আপনার প্রতিশ্রুত সেই শাস্তি ভোগ করতে। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, এতে আপনার সেই স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে... মানে, হবে আর কী, যদি আপনি আমাদের পুণ্যনগরীকে করুণা দেখান। স্বেচ্ছায় এসেছি আমি, হাজারো প্রাণকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করছি—ঠিক

www.BanglaBook.org

যেমন আপনি নিজের স্বপ্নে দেখেছেন!

'হে সুলতান! মহান আপনি... দয়া প্রদর্শন করুন। নিজেই ভেবে দেখুন, শেষ বিচারের দিনে কী জবাব দেবেন? স্রষ্টার সামনে কী উপকার হবে আপনার, কৃতকর্মের খাতায় বাড়তি আশি হাজার প্রাণের দায় যোগ করে? এদের মধ্যে তো বেশিরভাগই অসহায় নারী আর শিশু। আপনার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি নেই ওদের। তা হলে কেন মরতে দেবেন ওদেরকে? দয়া করুন, মুক্তি দিন হতভাগ্য মানুষকে। পুরো মানবজাতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে আপনাকে, ক্ষমা বর্ষিত হবে স্রষ্টার কাছ থেকেও।'

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে থামল রোজামুণ্ড। হাঁপাচ্ছে আস্তে আস্তে।

'দয়া আমি বহুদিন আগেই দেখাতে চেয়েছিলাম,' বললেন সালাদিন। 'কিন্তু ওরা তা গ্রহণ করেনি। এখন তো পুরো শহর আমার হাতের মুঠোতেই চলে এসেছে। জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দয়া দেখাব কেন, বলতে পারো?'

'সুলতান,' বলল রোজামুণ্ড, 'চরম প্রতিকূলতার মাঝে, পরাজয় নিশ্চিত জানার পরও যদি কেউ লড়াই করতে চায়, তা কি অপরাধ? নাকি বীরত্ব? যে পুণ্যনগরীতে আমাদের ত্রাতা, মহান যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে আপনার সামনে যদি মাথা নত করত খ্রিস্টানরা, তা হলে কি সেটাকে কাপুরুষতা ভাবতেন না আপনি? ওহ্... আর কিছু বলার নেই আমার।' হাঁটু গেড়ে আবার বসে পড়ল ও। 'শেষবারের মত মিনতি করছি, দয়া দেখান, সুলতান। আপনার বিজয়কে নিরীহ নারী আর শিশুদের রক্তে কলঙ্কিত করবেন না!' হাতজোড় করে মাথা নোয়াল রোজামুণ্ড।

নীরবতা নেমে এল শিবিরে। চাঁদের আলোয় কয়েক হাজার মানুষ দমবন্ধ করা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল সুলতানের রায় শোনার জন্য।

www.BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ খুললেন সালাদিন। রোজামুণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঠো, ভাগ্নী আমার। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার বংশের উপযুক্ত সদস্যের মতই আচরণ করেছ তুমি। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। জেনে নাও, তোমার আবেদনকে আমি পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের আবেদনের চেয়ে বেশি মূল্য দিচ্ছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সময় চাই আমার। আগামীকাল তুমি জানতে পারবে, আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কি না। আর হ্যাঁ... তোমার আর এই নাইটের শাস্তির ব্যাপারটাও ফয়সালা হওয়া দরকার। রীতি অনুসারে শেষ একটা সুযোগ দিতে চাই আমি—ইসলাম ধর্মকে বরণ করে ক্ষমা পেতে পারো। বেছে নিতে পারো সম্মানজনক জীবন।'

'আমরা এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি,' একযোগে বলল রোজামুণ্ড আর উলফ।

মাথা ঝাঁকালেন সালাদিন, অন্য কোনও জবাব আশা করেননি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন মামেলুক রক্ষীদের দিকে। আদেশ দিলেন, 'নিয়ে যাও ওদের। বন্দি করে রাখো। কখন প্রাণদণ্ড দেয়া হবে, তা আমি পরে জানাব।'

কুর্নিশ করে সামনে এগোল রক্ষীরা।

যাবার আগে রোজামুণ্ড বলল, 'মহানুভব, একটা ব্যাপার... আমাদের বন্ধু মাসুদা... ওর কী হয়েছে?'

'তোমার জন্য প্রাণ দিয়েছে ও,' কঠিন গলায় জানালেন সালাদিন। 'মৃত্যুর ওপারে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, খুব শীঘ্রি দেখা পাবে ওর।'

কথাটা শোনামাত্র দু'হাতে মুখ ঢাকল রোজামুণ্ড।

'আর আমার ভাই গডউইন?' জানতে চাইল উলফ। 'ও কোথায়?'

জবাব দিলেন না সালাদিন।

উলফকে জড়িয়ে ধরল রোজামুণ্ড। ঠোঁটে চুমো খেল। বিদায়

www.BanglaBook.org

জানানোর ভঙ্গিতে। এরপর ওদের দু'জনকে আলাদা করে নিল রক্ষীরা।

গুঞ্জন উঠল উপস্থিত সৈন্যদের মাঝে। করুণা চাইছে দুই বন্দির জন্য।

কিন্তু ওতে কান দিলেন না সালাদিন। উলফ আর রোজামুণ্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রক্ষীরা।

সারাসেন সুলতানের সামনে যারা আজ রাতের এই বিচারকার্য দেখছে, তাদের মাঝে রয়েছে আলখাল্লা-পরা দু'জন মানুষ—গডউইন আর বিশপ এগবার্ট। কয়েকবারই সুলতানের দিকে এগোতে চাইল গডউইন, পারল না। ওর চারপাশে যে-সৈনিকেরা আছে, তাদের উপর সম্ভবত কড়া নির্দেশ আছে—কিছুতেই ওকে নড়াচড়া করতে বা কথা বলতে দিল না। বন্দি রোজামুণ্ডকে যখন কাছ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মামেলুকরা, ও পাগলের মত ছুটে যেতে চাইল। কিন্তু চারপাশ থেকে সৈনিকরা জাপটে ধরে ফেলল ওকে।

চেঁচাল গডউইন, 'স্বর্গের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তোমার উপর, হে পুণ্যাত্মা! তোমার, আর তোমার নাইটের উপর!'

সহস্র কণ্ঠের গুঞ্জনের মাঝে এই কথা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। তাড়াতাড়ি নজর বোলাল চারপাশে। কিন্তু বুঝতে পারল না, কে কথা বলেছে। রক্ষীদের ধমক খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ও। মনের মধ্যে দ্বিধা—গডউইনের গলা শুনল, নাকি অন্য কোনও ফ্র্যাঙ্ক বন্দির?

দৃষ্টিসীমা থেকে রোজামুণ্ড আর উলফ অদৃশ্য হয়ে যেতেই ভেঙে পড়ল গডউইন। বিশপ এগবার্ট ওকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, সম্মান নিয়ে মরতে যাচ্ছে ওরা। এমন মৃত্যুই যে-কারও কাম্য।

'কাম্য তো বটেই,' ভাঙা গলায় বলল গডউইন। 'আমিও মরতে চাই ওদের সঙ্গে।'

www.BanglaBook.org

'ওদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু তোমারটা হয়নি,' বললেন এগবার্ট। 'চলো, তাঁবুতে গিয়ে প্রার্থনা করি। সুলতান সালাদিনের চেয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা অনেক বেশি। চাইলে তিনি রক্ষা করতে পারবেন ওদেরকে। এ-মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। যদি ভোর পর্যন্ত বেঁচে থাকে ওরা, তা হলে আমরা দু'জন সুলতানের কাছে গিয়ে ওদের প্রাণভিক্ষা চাইব। চলো।'

তাই তাঁবুতে ফিরে প্রার্থনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই সন্ন্যাসী। প্রার্থনা চলল জেরুসালেমের ভাঙা প্রাচীরের ওপাশেও। সবার একটাই চাওয়া—সারাসেন সুলতানের হৃদয় নরম হোক, করুণায় সিক্ত হোক তার অন্তর।

অনেকক্ষণ পর সরে গেল তাঁবুর পর্দা। একজন বার্তাবাহক ঢুকল ভিতরে। জানাল, দুই সন্ন্যাসীকে এখুনি দেখতে চেয়েছেন সুলতান।

কী ব্যাপার, বুঝতে পারল না গডউইন বা বিশপ এগবার্ট। বার্তাবাহকের পিছু পিছু তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ওদেরকে রাজকীয় ছাউনিতে নিয়ে গেল লোকটা। একটু পরেই নিজেদেরকে সুলতানের শয়নকক্ষে আবিষ্কার করল ওরা।

রেশমি কাপড়ে মোড়া বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছেন সালাদিন। প্রদীপের আলোয় গভীর দেখাচ্ছে কপালের ভাঁজ। দুই সন্ন্যাসীকে দেখে উঠে বসলেন। অভিবাদন বিনিময় শেষে বললেন, 'তোমাদেরকে একটা কাজ দিতে চাই আমি। সার বালিয়ান অভ ইবেলিন আর জেরুসালেমবাসীর জন্য আমার বার্তা নিয়ে যাবে। ওদেরকে বলবে, আগামীকাল পুণ্যনগরীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শহরবাসী স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে আমার বন্দি হিসেবে স্বীকার করে নেবে। পরের চল্লিশ দিন মুক্তিপণের জন্য আমি আটক করে রাখব সবাইকে, এর মাঝে কারও কোনও ক্ষতি করা হবে না। এর মাঝে যারা আমাকে মুক্তিপণ দিতে পারবে, তারা ছাড়া পাবে। মুক্তিপণের হার—জনপ্রতি দশ

www.BanglaBook.org

স্বর্ণমুদ্রা। দুই জন মহিলা কিংবা দশজন শিশুকে একজন পুরুষের সমান বলে গণ্য করব আমি। ওদের জন্য একজন পুরুষের মুক্তিপণ প্রযোজ্য হবে। গরীবদের জন্য কিছুটা ছাড় দেব। মাত্র ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সাত হাজার গরীব লোক তাদের মুক্তি কিনে নিতে পারবে। মানে, জনপ্রতি পাঁচ স্বর্ণমুদ্রারও কম। এরপরেও যদি কেউ মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তাকে আমার গোলামি মেনে নিতে হবে। অবশ্য... আশা করছি তেমন কিছু ঘটবে না। জেরুসালেমে সোনার অভাব নেই। যা হোক, এ-ই আমার শর্ত। শুধুমাত্র আমার মৃত্যুপথযাত্রী ভাগ্নীর অনুরোধে এ-দয়া দেখাচ্ছি আমি, আর কারও না। যাও, সার বালিয়ানকে পৌঁছে দাও এ-বার্তা। ওকে বোলো, আগামীকাল ভোরে যেন শহরের গণ্যমান্য লোক নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি ওদের জবাব শুনতে চাই। যদি প্রস্তাব মেনে নেয় তো ভাল, নইলে পুণ্যনগরীকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে আমি কোনও দ্বিধা করব না।'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল গডউইন আর বিশপ এগবার্ট। বিশ্বাস করতে পারছে না—মহাপরাক্রমশালী, নির্মম সুলতান এত সহজ শর্ত দিতে পারেন। জনপ্রতি দশ স্বর্ণমুদ্রা আসলে কিছুই না, দুটো জেরুসালেম মুক্ত করা যাবে এ-মুক্তিপণের বিনিময়ে।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, সুলতান,' বলে উঠলেন বিশপ এগবার্ট। 'আমরা এখুনি যাচ্ছি। কিন্তু... বার্তা পৌঁছে দেবার পর কী করব আমরা? সার বালিয়ানের সঙ্গে ফিরে আসব?'

'সে যদি আমার শর্ত মেনে নেয়, তা হলে ফেরার দরকার নেই,' বললেন সালাদিন। 'ওখানেই নিরাপদ থাকবে তোমরা। মুক্তিপণ ছাড়াই তোমাদেরকে মুক্তি দেব আমি।'

'ধন্যবাদ, মহানুভব,' মাথা ঝোঁকাল গডউইন। 'যাবার আগে আমার ভাই আর রোজামুণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন, যাতে আরেকবার পালানোর ষড়যন্ত্র আঁটতে পারো?' বাঁকা সুরে বললেন সালাদিন। 'না, তা হবে না। জেরুসালেমে গিয়ে আমার অপেক্ষায় থাকো। কথা দিচ্ছি, মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে এক নজর দেখতে পাবে ওদের।'

'মহানুভব,' অনুনয় করল গডউইন। 'অনেক দয়া দেখিয়েছেন, আরেকটু নাহয় দেখান। মহৎ এক কাজ করেছে ওরা, তার বিনিময়ে মাফ করে দিন ওদের।'

'হ্যাঁ, মহৎ কাজই বটে,' স্বীকার করলেন সালাদিন। 'এমন মহত্ত্ব আমি আগে কখনও দেখিনি। তবে তার প্রতিদান ওরা বেহেশতে গিয়ে পাবে। মানে... ক্রুশ-পূজারীরা যদি বেহেশতে যেতে পারে আর কী। নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে ওদের। আমার সিদ্ধান্ত বদলাবার নয়। তুমিও শেষ মুহূর্তের আগে দেখা পাবে না ওদের। তবে চাইলে একটা চিঠি লিখতে পারো। সার বালিয়ান যখন তার প্রতিনিধি-দল নিয়ে আমার সঙ্গে আসবে, তখন ওর হাতে দিয়ে দিয়ো। চিঠিটা যাতে বন্দিদের কাছে পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করব আমি। যাও এখন, সামান্য দু'জন নর-নারীর শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আমাদের হাতে। তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে রক্ষীরা।'

সুলতানকে সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই সন্ন্যাসী। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা করল বালিয়ান অভ ইবেলিনের সঙ্গে। প্রস্তাব শুনে খুশি হয়ে উঠলেন তিনি, রোজামুণ্ডের নামে আশীর্বাদ করলেন। তাড়াহুড়ো করে নগর-পরিষদের সদস্যদের খবর পাঠালেন বালিয়ান, ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন ঘোড়ার পিঠে জিন-রেকাব চাপানোর জন্য। এই ফাঁকে দ্রুত চিঠি লিখে ফেলল গডউইন। সেটা এরকম:

প্রিয় উলফ আর রোজামুণ্ড,

শুভেচ্ছা রইল। প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই, আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেঁচে আছি। তবে জীবন কাটাচ্ছি মৃত মানুষের মত... মাসুদার শোকে। ঈশ্বর ওর সাহসী আত্মাকে শান্তি দিন। সুলতান সালাদিন আপাতত আমাকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছেন না। তবে কথা দিয়েছেন, শেষ মুহূর্তের আগে একবার সাক্ষাৎ করতে দেবেন। সেই সময়ের অপেক্ষায় আছি। তবে এর মাঝেও আশা হারাচ্ছি না—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সুলতানের মত পাল্টে দেন, তোমরা যেন রেহাই পাও। যদি তেমন কিছু ঘটে, আমার অনুরোধ থাকবে—যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করে ফেলো তোমরা, ফিরে যেয়ো ইংল্যাণ্ডে। আগেও এ-পরামর্শ দিয়েছি আমি তোমাদের। চেষ্টা করব, ভবিষ্যতে কখনও ওখানে গিয়ে দেখা করতে তোমাদের সঙ্গে। তার আগ পর্যন্ত আমার খোঁজ কোরো না, কারণ কিছুটা সময় একাকী থাকতে চাই আমি। আর যদি চরম সর্বনাশ ঘটেই যায়, অকালে বিদায় নিতে হয় তোমাদেরকে; তা হলে স্বর্গের দেবদূতদের মাঝে তোমাদের খুঁজব আমি। আমার বিশ্বাস, যে-কাজ করেছ, তাতে ওখানে তোমাদের স্থান পাকা হয়ে গেছে।

আর কিছু লেখার সময় নেই। প্রতিনিধিরা রওনা হচ্ছে। শুভকামনা রইল তোমাদের জন্য। বিদায়।

গডউইন।

বলা বাহুল্য, সালাদিনের শর্ত মেনে নিল খ্রিস্টানরা। প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় খুশি, কিন্তু মুসলমানদের হাতে পুণ্যনগরীর পতন ঘটায় দুঃখিত—এমন মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরদিন থেকেই জেরুসালেম ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল তারা। মসজিদে আল-আকসার উপর থেকে নামিয়ে আনা হলো ওদের সোনালি ক্রুশ, শহরের সমস্ত মিনার আর প্রাচীরের উপর ওড়ানো হলো সালাদিনের হলুদ

www.BanglaBook.org

পতাকা। যাদের টাকা আছে, তারা মুক্তিপণ মিটিয়ে দিল। যাদের নেই, তারা চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করল। যারা তা-ও পারল না, তারা অনন্যোপায় হয়ে মেনে নিল দাসত্ব। পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-বান্ধবদেরকে সাহায্য করল বিত্তবানরা, ব্যতিক্রম শুধু বিশপ হেরাক্লিয়াস। কারও দুঃখ-দদর্শার দিকে তাকালেন না, নিজের অঢেল ঐশ্বর্য আর চার্চের সোনাদানা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন শহর থেকে।

এই পরিস্থিতিতে নতুন করে দয়া দেখালেন সালাদিন, সৃষ্টি করলেন মহত্ত্বের এক অনন্য উদাহরণ। শহরের সমস্ত বৃদ্ধদের মুক্তি দিলেন কোনও ধরনের মুক্তিপণ ছাড়া। নিজের সম্পদ থেকে মুক্তিপণ মেটালেন অসংখ্য বিধবা নারী আর পিতৃহীন শিশুর—যাদের স্বামী আর পিতারা সারাসেনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে কিংবা বন্দি হয়েছে।

চল্লিশ দিন ধরে চলল এসব। রানি সিবিলা আর তাঁর সঙ্গীসাথীদের নেতৃত্বে দলে দলে মানুষ বেরিয়ে গেল জেরুসালেম থেকে—চোখে অশ্রু নিয়ে, বা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে। বিদায় নেবার সময় বিজয়ী ফৌজের সামনে থামল তারা; যারা পিছনে রয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য করুণা চাইল। রোজামুণ্ডের কথাও মনে রাখল অনেকে। যাবার সময় ওর মুক্তির জন্যও অনুরোধ করল তারা।

অবশেষে একদিন শেষ হলো খ্রিস্টানদের শহর-ত্যাগ। এরপর বিজয়-মিছিল নিয়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন সালাদিন। মসজিদে আল-আকসার ভিতর-বাহির ধোয়ালেন গোলাপ-জল দিয়ে, ওখানে নামাজ পড়লেন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন রক্তপাতহীন সাফল্যের জন্য।

এভাবেই জেরুসালেমে ক্রুশের বিপক্ষে বিজয় ঘটল ইসলামের—মহত্ত্ব, শান্তি আর দয়ার সাহায্যে। নব্বুই বছর আগে ঘটেছিল বিপরীত ঘটনা। খ্রিস্টানরা রক্তের সাগর বইয়ে দিয়ে মুসলিমদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল এ-পুণ্যনগরী। সালাদিন

www.BanglaBook.org

প্রতিশোধ নিলেন বটে, কিন্তু এ-প্রতিশোধ পুরো খ্রিস্ট-সমাজের, এমনকী পৃথিবীর জন্য হয়ে রইল মহানুভবতার এক জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় টানা চল্লিশ দিন কারাগারে বন্দিজীবন কাটল রোজামুণ্ড আর উলফের—আলাদা প্রকোষ্ঠে। গডউইনের চিঠিটা দেয়া হয়েছিল উলফকে—ভাইয়ের বেঁচে থাকার সংবাদ পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল ও। এরপর চিঠিটা দেয়া হয় রোজামুণ্ডকে। ও-ও খুশি হয়েছিল, কিন্তু কেঁদে ফেলেছিল একই সঙ্গে। ছোট্ট চিঠির মাঝে বাজতে থাকা দুঃখের সুর ধরতে পারছিল ও। বুঝতে পারছিল গডউইনের মনোকষ্ট; নিশ্চিত হয়েছিল, ওর আর উলফের কোনও আশা নেই।

কেউ কিছু বলেনি ওদেরকে, কিন্তু জেরুসালেমের পতন অনুভব করেছে ওরা কারাগার থেকে। মুসলিম ফৌজের বিজয়-উল্লাস শুনতে পেয়েছে ওরা, গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখেছে নগরীর প্রাচীন ফটক দিয়ে দলে দলে মানুষকে বেরিয়ে যেতে। দুঃখজনক দৃশ্য—অগণিত মানুষ পা বাড়াচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। কোথায় যাবে, বা কী করবে, তার কোনও ঠিক নেই। কিন্তু এর মাঝে একটাই স্বস্তি, প্রাণ নিয়ে চলে যাচ্ছে তারা। রোজামুণ্ড নিজেকে আশ্বাস দিতে পারে, একেবারে বিফল হয়নি ওর আত্মত্যাগ।

অবশেষে একদিন তুলে নেয়া হলো স্যারাসেন শিবির, সবাইকে নিয়ে জেরুসালেমে চলে গেলেন সালাদিন। কিন্তু রোজামুণ্ড আর উলফ রইল আগের জায়গাতেই—কারাগারে। পুরানো দুটো সমাধি ভেঙে বানানো হয়েছে ওগুলো। ওখানেই থাকতে হলো ওদের, একদল রক্ষীর প্রহরায়।

এক সন্ধ্যায় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল রোজামুণ্ড, এমন সময় খুলে গেল প্রকোষ্ঠের দরজা। কয়েকজন রক্ষী নিয়ে ভিতরে ঢুকল

www.BanglaBook.org

এক মামেলুক ক্যাপ্টেন। পাথরের মত মুখ করে রেখেছে তারা।

'শেষ মুহূর্ত কি এসে গেছে?' জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

'জী, লেডি,' বলল ক্যাপ্টেন। 'আসুন।'

কারাগার থেকে বেরিয়ে এল রোজামুণ্ড। বাইরে একটা পালকি দাঁড়িয়ে আছে, তাতে ওঠানো হলো ওকে। চাঁদের আলোয় জেরুসালেমে প্রবেশ করল ছোট্ট দলটা, থামল বড় এক ফটকের সামনে। পরিচিত জায়গা।

'তা হলে পবিত্র ক্রুশের সন্ন্যাসিনী আশ্রমেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে আমাকে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজামুণ্ড। 'মরার পর এখানে সমাহিত হতে চেয়েছিলাম, সে-কথা সম্ভবত মনে রেখেছেন সুলতান।'

পালকি থেকে নেমে এল ও। পরমুহূর্তে খুলে গেল আশ্রমের ফটক। লঘু পায়ে আঙিনায় ঢুকল রোজামুণ্ড, দেখল—উৎসবের সাজে সজ্জিত করা হয়েছে জায়গাটাকে। ঝোলানো হয়েছে নানা রকম ফুল-লতাপাতা। চারপাশে জ্বলছে সোনা আর রূপার প্রদীপ। পুরো জায়গাটা ঝলমল করছে। একদল সারাসেন নেতা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে; তাদের ওপারে... আঙিনার মাথায় সভাসদ নিয়ে বসে আছেন সুলতান নিজে।

'আমার মরণ নিয়ে উৎসব করা হবে বোধহয়,' ভাবল রোজামুণ্ড। পরমুহূর্তে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরুল গলা দিয়ে। ওই তো, সালাদিনের সামনে, পুরোদস্তুর যুদ্ধসাজে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘদেহী নাইট। চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তার বর্ম থেকে। উলফ। রোজামুণ্ডের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল। চেহারা ছাইবর্ণ হয়ে আছে।

'তা হলে একসঙ্গেই মরব আমরা!' বিড়বিড় করল রোজামুণ্ড। পরমুহূর্তে সামলাল নিজেকে। মাথা উঁচু করে এগোতে শুরু করল।

নীরবতা নেমে এসেছে আঙিনায়। তার মাঝে সালাদিনের সামনে উপস্থিত হলো ও। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। তারপর,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উলফের একটা হাত ধরল।

শান্তচোখে ওদেরকে দেখলেন সুলতান। বললেন, 'দেরিতে হলেও নিয়তির মুখোমুখি হতেই হয় সবাইকে। কী বলো তোমরা? জীবন পেয়ালার যে-তলানিতে চুমুক দেবার কথা বলেছিলাম, তার জন্য তৈরি আছ?'

'আমরা তৈরি, সুলতান,' একসঙ্গে জবাব দিল দুই দণ্ডিত।

'অজানা-অচেনা একদল মানুষের জন্য জীবন দিতে খারাপ লাগছে না?'

'না, সুলতান,' দৃঢ় গলায় বলল রোজামুণ্ড। তাকাল উলফের মুখের দিকে। 'বরং এমন সুযোগ পাওয়ায় আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।'

'আমিও,' বললেন সালাদিন। 'আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই স্বপ্ন দেখানোর জন্য, যার ফলে বিনা রক্তপাতে এই নগরীকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি মুসলিমদের হাতে। আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই ঘটেছে।' রক্ষীদের দিকে তাকালেন। 'নিয়ে যাও ওদের।'

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরকে ধরে থাকল দু'জনে, তারপর রক্ষীরা উলফকে ডানে আর রোজামুণ্ডকে বাঁয়ে নিয়ে গেল। গর্বিত ভঙ্গিতে এগোল রোজামুণ্ড, জল্লাদের সামনে সাহস হারাবে না। ক্ষণিকের জন্য গডউইনের কথা মনে পড়ল। শেষবার কি দেখা হবে না ওর সঙ্গে?

ছোট এক কামরায় ওকে নিয়ে গেল রক্ষীরা। ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে টেনে দিল দরজা। ভিতরে একদল মহিলা অপেক্ষা করছে। জল্লাদের দেখা পাওয়া গেল না।

'এরা হয়তো শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে আমাকে,' ভাবল রোজামুণ্ড। 'সুলতান সম্ভবত মেঝেতে রাজ-রক্ত গড়াতে দিতে চান না।'

কিন্তু অমন কিছুই ঘটল না। মহিলারা এগিয়ে এসে পোশাক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুলে নিল ওর। সুগন্ধী পানি দিয়ে শরীর ধুয়ে দিল। আঁচড়ে দিল চুল। খোঁপা বেঁধে তাতে গুঁজে দিল বহুমূল্য মুক্তো আর দামি পাথর। এরপর নকশা-করা চমৎকার একটা পোশাক পরানো হলো ওকে। তার উপর চড়ানো হলো বেগুনি রঙের রাজকীয় আঙরাখা। গলা আর হাতে পরিয়ে দেয়া হলো সুন্দর সব গহনা। সবশেষে পাতলা, সোনালি সুতোয় তারার কাজ করা এক ওড়নার ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো মুখ।

'এসবের মানে কী?' বিস্মিত গলায় বলল রোজামুণ্ড। 'মরার আগে কি আমার সঙ্গে মশকরা করা হচ্ছে?'

'সুলতানের হুকুম,' বলল এক মহিলা। 'এগুলো না পরালে নাকি আজ রাতে আপনি শান্তি পাবেন না।'

মুখে কথা সরল না রোজামুণ্ডের। নীরব হয়ে গেল।

সাজসজ্জা শেষে খুলে দেয়া হলো কামরার দরজা। বেরিয়ে এল ও। প্রদীপের আলোয় দ্যুতি ছড়ানো এক অপ্সরার মত লাগছে ওকে। কাছেই বেজে উঠল তূর্য। শোনা গেল ভারিক্কি কণ্ঠের ঘোষণা:

'পথ দিন! পথ দিন!! আসছেন আমাদের মহান নারী... বালবেকের শাহজাদী!'

সম্ভ্রান্ত একদল মহিলা এগিয়ে এল, অভ্যর্থনা জানাল রোজামুণ্ডকে। নিয়ে গেল সালাদিনের সামনে। কোনোমতে সম্মান জানাল ও। বুঝতে পারছে না, কী ঘটছে।

আবার বাজল তূর্য। আবার শোনা গেল ঘোষণা।

'পথ দিন! পথ দিন!! আসছেন আমাদের সাহসী নাইট... স্যর উলফ ডার্সি!'

সুলতানের আমির আর উচ্চপদস্থ লোকজনে পরিবেষ্টিত হয়ে এবার উদয় হলো উলফ। ওর সাজসজ্জাও বদলে গেছে। খাঁটি সোনার প্রলেপ দেয়া একটা বর্ম পরানো হয়েছে, তার উপরে মখমলের তৈরি আলখাল্লা। বুকে শোভা পাচ্ছে আলোচিত সেই

www.BanglaBook.org

রত্ন—হাসানের তারকা! রোজামুণ্ডের পাশে এসে থামল ও। কুর্নিশ করল সুলতানকে।

'শাহজাদী,' মুখ খুললেন সালাদিন। 'মহৎহৃদয়ের পরিচয় দেয়ায় তোমার উপাধি আর পদমর্যাদা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। সার উলফ, তোমাকেও দেখাচ্ছি যথাযোগ্য সম্মান। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত অটল থাকছে। যাও, জীবন-পেয়ালার শেষ তলানি পান করো!'

আবার তূর্য বাজল। মিছিল করে আশ্রমের গির্জার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা। ভিতর থেকে ভেসে এল সুমধুর ধর্মসঙ্গীত।

'সন্ন্যাসিনীরা এখনও এখানে!' অবাক হয়ে বলল রোজামুণ্ড। 'ব্যাপার কী? আমাদেরকে মরার সময় আশীর্বাদ জানাতে রয়ে গেছে?'

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল উলফ। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মুসলমানরা গির্জায় ঢুকল না, দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকল ভিতরের ঘটনা দেখার জন্য। লঘু পায়ে বেদির দিকে এগোল রোজামুণ্ড আর উলফ। সাদা পোশাকে দীর্ঘাঙ্গিনী এক মহিলা স্বাগত জানাতে এলেন ওদেরকে। কাছে পৌঁছুলে চেনা গেল অ্যাবেসকে।

'কী হচ্ছে এখানে, মাদার?' জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

জবাব দিলেন না অ্যাবেস। শান্ত গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

বেদির সামনে ওদেরকে নিয়ে গেলেন তিনি। হাঁটু গেড়ে বসতে বললেন।

বেদির দু'পাশে দু'জন খ্রিস্টান সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল উলফ আর রোজামুণ্ড। প্রথমজন পরিচিত—বিশপ এগবার্ট। ওরা হাঁটু গেড়ে বসতেই সামনে এগিয়ে এলেন তিনি। বিয়ের মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মনে হচ্ছে মরার আগে বিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাদের,' ফিসফিস করে উলফের কানে বলল রোজামুণ্ড।

'হোক না!' বলল উলফ। 'আমি খুশি।'

'আমিও,' মলিন হাসি ফুটল রোজামুণ্ডের ঠোঁটে।

পুরোটা সময় স্বপ্নালুর মত কাটাল ওরা। বিশপ এগবার্টের গলার স্বর ভাল, ভারী। প্রদীপের আলোয় তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি হতে থাকা বাইবেলের শ্লোক পরিবেশটাকেই বদলে ফেলল। দর্শক হিসেবে উপস্থিত সন্ন্যাসিনীরা বসে রইল মূর্তির মত, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল স্রষ্টার বাণী। নিয়মমাফিক সারা হলো সব আনুষ্ঠানিকতা—পাত্র-পাত্রীর মত নেয়া হলো বিয়ের ব্যাপারে। শেষে কন্যা-সম্প্রদান করলেন অ্যাবেস, উলফের হাতে তুলে দিলেন রোজামুণ্ডের হাত। আংটি বদল হলো, তারপর ওদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন বিশপ।

এবার বেদির পাশ থেকে সামনে এগোল দ্বিতীয় সন্ন্যাসী। বাইবেল থেকে আশীর্বাদের বাণী আবৃত্তি করতে শুরু করল। আলখাল্লার মস্তকাবরণে মুখ ঢাকা তার, কিন্তু কণ্ঠটা খুব পরিচিত। একটু পর স্রষ্টার উদ্দেশে দু'হাত উঁচু করল সে, সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ল মুখের আবরণ। গডউইনকে দেখতে পেল উলফ আর রোজামুণ্ড। সন্ন্যাসীদের মত মাথার সব চুল ফেলে দিয়েছে।

ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতেই ওদেরকে সুলতানের সামনে নিয়ে গেলেন অ্যাবেস আর বাকি সন্ন্যাসিনীরা।

'সার উলফ ডার্সি,' বললেন সালাদিন, 'আর রোজামুণ্ড... আমার ভাগ্নী, বালবেকের শাহজাদী। তিক্ত হোক, বা মধুর, জীবন-পেয়ালার তলানি পান করে ফেলেছ তোমরা। তোমাদের জন্য আমি যে শাস্তি ঠিক করে রেখেছিলাম, তা দেয়া হয়ে গেছে। তোমাদেরই ধর্ম অনুসারে বিয়ের শেকলে বেঁধে দিয়েছি তোমাদেরকে—মৃত্যুর আগে যা ছিন্ন হবে না। আর হ্যাঁ, মৃত্যুটা

www.BanglaBook.org

খুব শীঘ্রি হতে যাচ্ছে না তোমাদের... অন্তত আমার হাতে না।' হাসলেন তিনি। 'কেন এমন করলাম? খুব সহজ—যারা অন্যকে দয়া দেখায়, তাদেরকে দয়া না দেখিয়ে উপায় নেই আমার। হাজার হাজার মানুষের জন্য যারা জীবনকে উৎসর্গ করে, তাদের প্রাণ আমি কীভাবে নেব? তাই প্রাণভিক্ষা দিচ্ছি তোমাদের, সঙ্গে দিচ্ছি আমার শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। মুক্ত তোমরা, চাইলে এখানেই থেকে যেতে পারো, উপভোগ করতে পারো তোমাদের পদমর্যাদা আর উপাধি। না চাইলেও ক্ষতি নেই, সাগরের ওপারের জীবনে ফিরে যেতে তোমাদেরকে বাধা দেব না আমি। আল্লাহ্‌র কাছে শুধু প্রার্থনা করব, তিনি যেন সুখ-শান্তি আর আনন্দে ভরিয়ে রাখেন তোমাদের বাকি জীবন।'

বিস্ময় আর আনন্দে কাঁপতে শুরু করল নব-দম্পতি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দু'জনে, চুমো খেল সুলতানের হাতে। হাসিমুখে ওদেরকে আশীর্বাদ করলেন তিনি।

উচ্ছ্বাসের জোয়ার থামলে উঠে দাঁড়াল রোজামুণ্ড। বলল, 'মহানুভব, ঈশ্বরের নামে... যাঁকে আমরা বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন ভাবে পুজো করি... আপনার মঙ্গল কামনা করছি। আপনার এই করুণার জন্য তিনি আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। তবে আমাদের একটা অনুরোধ আছে। এই জেরুসালেমে এখনও অনেক খ্রিস্টান রয়ে গেছে—মুক্তিপণ দিতে পারেনি, দাসত্ব মেনে নিয়েছে। আমার সমস্ত জমিজমা, আর ধন-রত্ন নিয়ে নিন। ওগুলোর দামের বিনিময়ে মুক্তি দিন ওদেরকে। বিয়ের উপহার হিসেবেই নাহয় দিন। আমাদের জন্য ভাববেন না। দেশে ফিরে যাব আমরা, ওখানে নিজেদের জন্য একটা না একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব।'

'বেশ, তবে তা-ই হোক,' বললেন সালাদিন। 'জমিজমা আমি নেব। ওগুলোর দাম হিসেব করে মুক্তি দেয়া হবে দাসদেরকে। ধনরত্নেরও দাম হিসেব করা হবে, তবে ওগুলো আমার উপহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাবে তোমরা।'

www.BanglaBook.org

'আর এঁদের কী হবে?' ইশারায় আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদেরকে দেখাল উলফ।

'আমার ভাগ্নীকে আশ্রয় দিয়েছিল ওরা, তাই ওদেরকে এখানেই থাকার অনুমতি দিচ্ছি আমি,' সালাদিন বললেন। 'বিনিময়ে শহরে যত খ্রিস্টান রয়ে গেছে, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে।' মাথা ঘোরালেন তিনি। 'অ্যাই, সবাই এখনও চুপচাপ কেন? বাদ্য বাজাও! নব-দম্পতিকে নিয়ে যাও ওদের বাসর ঘরে!'

তুমুল বাজনা শুরু হয়ে গেল। হাসিমুখে উলফ আর রোজামুণ্ডকে বিদায় জানালেন সুলতান। উল্টো ঘুরল ওরা। মুখোমুখি হলো গডউইনের—হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ও। একে একে আলিঙ্গন করল দম্পতিকে। গালে চুমো খেল।

'ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন,' আশীর্বাদ করল গডউইন।

'ত... তুমি এখন কী করবে, গডউইন?' ম্লান গলায় জানতে চাইল রোজামুণ্ড।

'আমাকে নিয়ে ভাবছ কেন?' হালকা গলায় বলল গডউইন। 'আমিও তো এক জীবনসঙ্গী পেয়ে গেছি। তার নাম যিশুর চার্চ।'

'ইংল্যাণ্ডে ফিরবে না?' জিজ্ঞেস করল উলফ।

'না,' মাথা নাড়ল গডউইন। চোখের মণিতে চাপা আগুন জ্বলজ্বল করছে। 'ক্রুশের পতন ঘটেছে, কিন্তু চিরতরে নয়। সাগরের ওপারে এই ক্রুশের পিছনে ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড থেকে শুরু করে বহু ভৃত্য আছে। খুব শীঘ্রি তারা আসবে এ-পুণ্যনগরীকে উদ্ধার করতে। যদি ভাগ্যে থাকে, তা হলে যুদ্ধের ময়দানে আবার আমাদের দেখা হবে, ভাই। ততদিনের জন্য... বিদায়!'

উল্টো ঘুরে চলে গেল ও।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG